Boighar.com

বইঘর নিবেদন

রাফায়েল সাবাতিনি-র

দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস

রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনা

বইঘর

দুটি বই একত্রে

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

অনুবাদ

রাফায়েল সাবাতিনি-র দুটি বই একত্রে

রূপান্তরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

দ্য ব্ল্যাক সোয়ান

মেয়েটা অসম্ভব সুন্দরী। দো বাখনি এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী ফরাসী যুবক। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি আকর্ষণীয় চেহারা। আর টম লীচ হচ্ছে ক্যারিবিয়ানের শেষ জলদস্যু—যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি লোভী আর তেমনি ধূর্ত! রাফায়েল সাবাতিনির অনবদ্য ঐতিহাসিক অ্যাডভেঞ্চার।

লাভ অ্যাট আর্মস

মধ্যযুগীয় ইটালীর কাহিনি। গুইডোব্যাল্ডোর ভাইঝি মোন্না ভ্যালেনটিনাকে বিয়ে করবে জিয়ান মারিয়া। পাকা কথা হয়ে গেল কিন্তু ভাইঝিটি যে এদিকে মন দিয়ে বসেছে এক অজানা, অচেনা নাইটকে! প্রথমে প্রবল আপত্তি জানাল, তারপর উরবিনো থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল মেয়েটি রোক্কালিয়ন দুর্গে। কিন্তু একশো সৈন্য আর দশটা কামান নিয়ে ধেয়ে আসছে ডিউক জিয়ান মারিয়া। চোখে আঁধার দেখছে ভ্যালেনটিনা। ঠিক সেই সময়ে এসে হাজির হলো সেই অজানা, অচেনা, অকুতোভয় নাইট!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী বইঘর

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুবাদ

রাফায়েল সাবাতিনি-র

দ্য ব্ল্যাক সোয়ান

লাভ অ্যাট আর্মস

রূপান্তর ■ কাজী আনোয়ার হোসেন

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3210-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

THE BLACK SWAN
LOVE AT ARMS
By: Rafayel Sabatini
Trans by: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তেষট্টি টাকা

www.boighar.com
www.boighar.com

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

মারিয়ো পুজো
রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম
গডফাদার-১,২ (একত্রে) ৫০/-
গডফাদার-৩,৪ (একত্রে) ৫৫/-
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ
শী ৩৮/-
www.boighar.com
রিটার্ন অভ শী ৪১/-
মর্নিং স্টার ৪৯/-
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
নেশা ৩৮/-
এরিক ব্রাইটিজ ৪৭/-
অ্যালান কোয়াটারমেইন ৩৬/-
রূপান্তর : কাজী মায়মুর হোসেন
চাইল্ড অভ স্টর্ম ৪৩/-
এলিসা ৪৬/-
অ্যালান অ্যান্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার ৮৫/-
রূপান্তর : সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা ৫০/-
জেস ৪৭/-
বেনিটা ৫৫/-
রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন
মন্টেজুমার মেয়ে ৭০/-
রাফায়েল সাবাতিনি
রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন
ব্ল্যাক সোয়ান+লাভ অ্যাট আর্মস ৬৩/-
রূপসী বন্দিনী ৬২/-
পল ওয়েলম্যান
রূপান্তর : তাহের শামসুদ্দীন
দি আয়রণ মিস্ট্রেস-১,২,৩ (একত্রে) ৬০/-

এরিক মারিয়া রেমার্ক
রূপান্তর : মাসুদ মাহমুদ
থ্রী কমরেডস (১,২ একত্রে) ৫২/-
রূপান্তর : জাহিদ হাসান
অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট ৫০/-
মেরি শেলী
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ৩০/-
চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ
পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড ৩৬/-
জুল ভার্ন
রূপান্তর শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-১
(আশি দিনে বিশ্ব ভ্রমণ+নাইজারের বাঁকে+মরুশহর) ৪৫/-
জুল ভার্ন ভলিউম-২
(রহস্যের দ্বীপ+বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ+কার্পেথিয়ান দুর্গ) ৪৩/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব ও খসরু চৌধুরী
জুল ভার্ন ভলিউম-৩
(পাতাল অভিযান+মাস্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড+বেগমের রত্নভাণ্ডার) ৩৭/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-৪
(সাগরতলে+মাইকেল স্ট্রগফ+গুপ্তরহস্য) ৪২/-
জুল ভার্ন ভলিউম-৫
(নোঙর ছেঁড়া+ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস+চাঁদে অভিযান) ৩৯/-
জুল ভার্ন ভলিউম-৬
(প্রপেলার আইল্যান্ড+কানপুরের বিভীষিকা+ব্ল্যাক ডায়মন্ড) ৩৭/-
রূপান্তর শামসুদ্দীন নওয়াব ও
আসজাদুল কিবরিয়া
www.boighar.com
জুল ভার্ন ভলিউম-৭
(লাইট হাউজ+স্কুল ফর রবিনসন্স+ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউডস) ৪১/-

রূপান্তর সায়েম সোলায়মান
কুমেরু রহস্য ৩৭/-
ডি.এইচ. লরেন্স
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন
সান্স অ্যান্ড লাভার্স (সেবা শোভন) ৪৫/-
হেনরি ফিল্ডিং www.boighar.com
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন
টম জোন্স (সেবা শোভন) ৪৫/-
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস ৩৫/-
মার্থা মেকেনা
রূপান্তর : জাহিদ হাসান
আমি গুপ্তচর ২৭/-
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল
রূপান্তর : আসাদুজ্জামান
বাস্কারভিলের হাউন্ড ৩০/-
হেনরি শ্যারিয়ার
রূপান্তর : রেজোয়ান সিদ্দিকী
প্যাপিলন (তিনখণ্ড একত্রে) ৬৩/-
এডগার ওয়ালেস ও মেরিয়ান সি. কুপার
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু
কিংকং ৩০/-
কেন ফলেট
রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম
আততায়ী-১+২ ৬৩/-
আলবেয়ার কামু
রূপান্তর : বাবুল আলম
দ্য প্লেগ ৪০/-
এইচ.জি.ওয়েলস/পিয়েরে বুলে/
হারমান মেলভিল
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
টাইম মেশিন+দ্য ব্রিজ অন দ্য রিভার
কওয়াই+মবিডিক ৫৮/-
নেভিল শুট/জন স্টেইনবেক/
টমাস হার্ডি
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন
স্বপ্নের পৃথিবী+দ্য গ্রেপস অভ র‍্যাথ+
জুড দ্য অবসকিওর ৪৩/-
ভিক্টোরিয়া হল্ট/এরিক মারিয়া রেমার্ক/
জেরাল্ড ডুরেল
রূপান্তর : রোকসানা নাজনীন/
মাসুদ মাহমুদ/রকিব হাসান
স্বপ্নসখা+দ্য রোড ব্যাক+মাতাল অরণ্য ৬০/-
জন স্টেইনবেক/জেরাল্ড ডুরেল/
জি.জি. রাশবি
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন/ অনীশ দাস
অপু/ ইশতিয়াক হাসান ফারুক
অভ মাইস অ্যান্ড মেন+মানবজন্তু+
জমবির ভয়ঙ্কর ৫২/-
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/স্টুয়ার্ট
ক্লোয়েট/এরিক মারিয়া রেমার্ক
রূপান্তর : কাজি মাহবুব হোসেন/
খসরু চৌধুরী/জাহিদ হাসান
হারানো পৃথিবী+অভিশাপ+স্বপ্ন মৃত্যু ভালবাসা ৮২/-
কর্নেল জে.এ. প্যাটারসন/পি. জি.
ওডহাউস/হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তর : সেলিম আনোয়ার/এ.টিম.এম.
শামসুদ্দীন/কাজী মায়মুর হোসেন
সাভোর মানুষখোকো+ক্যারি অন জীভ্স্+
আ টেল অভ থ্রি লায়ন্স ৬০/-
এইচ.জি.ওয়েলস/আর্নস্ট হেমিংওয়ে/
কেনেথ এন্ডারসন
রূপান্তর : আসাদুজ্জামান/শেখ আপালা
হাকিম/ইশতিয়াক হাসান ফারুক
অদৃশ্য মানব+দ্য ফিথ্ কলাম+জঙ্গলে
অমঙ্গল ৫৫/-
এইচ.জি.ওয়েলস/পি. জি. ওডহাউস
রূপান্তর : দ্বিজেন বর্মণ/খোন্দকার আলী
আশরাফ
মঙ্গল থেকে অমঙ্গল+থ্যাংক ইউ, জীভ্স্ ৫৭/-
ফ্রেড জিপসন
রূপান্তর : রকিব হাসান
শিকারী পুরুষ+ওল্ড ইয়েলার ৫০/-
অ্যানড্রু গীয়ার
রূপান্তর : ইফতেখার আমিন
মৃত্যুঞ্জয়+তিমির রাত্রি ৭৮/-
জন হান্টার www.boighar.com
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
হান্টার+অনুসরণ ৬৮/-

লেখক পরিচিতি

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ইটালির অখ্যাত শহর জেরির এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয় রাফায়েল সাবাতিনির। বাবা ছিলেন ইটালিয়ান পেইণ্টার, মা ইংরেজ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী। সুইটজারল্যাণ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন সাবাতিনি। অনর্গল কথা বলতে পারতেন তিনি সাতটি ভাষায়।

www.boighar.com

মাত্র আঠারো বছর বয়সেই ঢুকে পড়েন লেখালেখির জগতে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁর প্রতিটি বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে সারা জগৎ জুড়ে।

ক্যাপটেন ব্লাড, ক্যারামুশ, দ্য ব্ল্যাক সোয়ান, দ্য লস্ট কিং, বার্ডেলিস দ্য ম্যাগনিফিশেণ্ট, দ্য ব্যানার অভ দ্য বুল ইত্যাদি তাঁর বহুল পরিচিত ঐতিহাসিক ক্লাসিক রোমাঞ্চ উপন্যাস।

এইসব রচনার জন্য স্যার ওয়াল্টার স্কট ও আলেকজান্দার দ্যুমার সমকক্ষ হিসেবে তিনি সাহিত্যাঙ্গনে নিজের স্থান করে নেন। www.boighar.com

সুইটজারল্যাণ্ডে মারা যান তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে।

দ্য ব্ল্যাক সোয়ান/রাফায়েল সাবাতিনি ৭-১৩৯
লাভ অ্যাট আর্মস/রাফায়েল সাবাতিনি ১৪০-২৮০

দ্য ব্ল্যাক সোয়ান

মূল: রাফায়েল সাবাতিনি

রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ:২০০০

১

মেজর স্যাণ্ডসের সম্পদ

www.boighar.com

বার্বাডোজ থেকে যাত্রা শুরু করে খাওয়ার পানি নেয়ার জন্য ফোর্ট রয়ালে নোঙর ফেলেছে হলুদ রঙ করা, ছিমছাম, পাল তোলা জাহাজ সেন্টর [গ্রীক পুরানের এক বিচিত্র জীব বুক পর্যন্ত মানুষ, নিচের দিকটা ঘোড়া]। শুধু পানিই নয়, এই সুযোগে প্রচুর ফলমূল-তরিতরকারী কিনে নিচ্ছে নিগ্রো স্টুয়ার্ড ও বাবুর্চি।

জাহাজে ওঠার সিঁড়ির মাথায় কড়া ইস্তিরি দেয়া নীল কোট পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম–কোকো, মশলা আর আদা বিক্রেতা এক অতি আগ্রহী ইহুদিকে কিছুতেই উঠতে দেবেন না জাহাজে।

জেটিতে মৃদুমন্দ হাওয়ায় এপাশ-ওপাশ দুলছে অনেকগুলো জাহাজের উঁচু মাস্তুল। তার পিছনে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট শহর ফোর্ট রয়ালের সাদা বাড়িগুলো। উত্তরে নীল আকাশে সদম্ভে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আগ্নেয়গিরি মণ্ট পেলে।

ক্যাপটেন ব্র্যানসামের দৃষ্টি কাকুতি-মিনতি রত ইহুদির ওপর থেকে বার বার স্থির হচ্ছে গিয়ে আধমাইল দূরে অগ্রসরমান একটা নৌকার ওপর। এইদিকেই আসছে ওটা। গরম পড়েছে খুব, কালো হ্যাটটা মাথা থেকে নামালেন তিনি, ভুরু থেকে আঙুল দিয়ে ঘাম ঝরিয়ে আবার চাইলেন লং বোটটার দিকে।

সেন্টরের পিছনে উঁচু ডেকে পুরনো পালের তৈরি চাঁদোয়ার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী, মিস প্রিসিলা হ্যারাডিন। আর সারাক্ষণ চারপাশে ঘুরঘুর করে তার আরাম-আয়েশের তদারকি করছে মেজর স্যাণ্ডস্। গরম লাগছে তারও। গত পাঁচ বছর এই এলাকায় কাটিয়েও আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি সে।

স্বেচ্ছায় বিদেশে চাকরি নিয়েছিল মেজর স্যাণ্ডস ভাগ্যক্রমে বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে যেতে পারে, এই আশায়। তাছাড়া তার বাবা যখন ওদের উইল্টশায়ারের এস্টেটটা জুয়া আর মদের পিছনে উড়িয়ে দিল, এছাড়া তার আর কোন উপায়ও ছিল না।

www.boighar.com

মেজর সংযত চরিত্রের মানুষ–ধীর, স্থির, ঠাণ্ডা, হিসেবি। সেই সঙ্গে কিছুটা বুদ্ধির ছিটেফোঁটা থাকলেই যে-কোনও মানুষ জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিধাতা ওই জিনিসটা একেবারেই দেননি তাকে, এমন কি বুদ্ধির যে অভাব আছে তা টের পাওয়ার ক্ষমতাও দেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আশা পূর্ণ হতে চলেছে…অন্তত এটাই তার বিশ্বাস। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সে

বইঘর.কম

এসেছিল ঐশ্বর্যের অন্বেষণে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতের মুঠোয় এসে গেছে সেটা।

ঐশ্বর্যটি, যেটা সে পেয়ে গেছে, বা যখন খুশি চাইলেই নিজের দখলে নিতে পারে; সেটি এখন শুয়ে আছে পালের কাপড় দিয়ে তৈরি চাঁদোয়ার নিচে। মেয়েটি রূপে-গুণে অতুলনীয়। সোনালী চুলের নিচে যে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটি মস্তিষ্ক আছে, তা বোঝা যায় ওর ঝকঝকে নীল চোখের দিকে চাইলে। এই মুহূর্তে মেয়েটি হাতে ধরা পাখাটা দোলাচ্ছে অল্প অল্প।

ওর বাবা, স্যার জন হ্যারাডিন, মেজর স্যাগুসের মত একই উদ্দেশ্যে এসেছিলেন দেশ ছেড়ে এত দূরে। তাঁরও সম্পদের ভাণ্ডার তলায় এসে ঠেকেছিল। নিজের এবং মাতৃহারা একমাত্র সন্তান এই মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবেই লীওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের ক্যাপটেন-জেনারেলের পদটা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কলোনির যে-কোনও বুদ্ধিমান গভর্নরের জন্য প্রতি পদে অঢেল সম্পদ আহরণের সুযোগ রয়েছে। চাকরি-জীবনের ছয়টি বছর তিনি সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন—তারপর হঠাৎ জ্বরে পড়ে অকালে মারা গেছেন। কিন্তু ততদিনে মেয়ের জন্যে কেন্টে বিশাল এক সম্পত্তির ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা জমা হয়ে গেছে।

মৃত্যুর আগে তিনি মেয়েকে বলে গেছেন, দেশে ফিরে তাঁর বোনের কাছে গিয়ে উঠতে, তার কথা মত চলতে।

বাবাকে হারিয়ে একজন সুবন্ধু হারাল প্রিসিলা। তবে গভীর বিষাদে তলিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ ও বন্ধুত্ব দিয়ে রক্ষা করেছে মেজর স্যাণ্ডস্।

www.boighar.com

বার্থোলোমিউ স্যাণ্ডস ছিল ক্যাপটেন-জেনারেলের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। গভর্নর হাউজেই থাকত সে, ফলে গত কয়েক বছরে প্রিসিলা তাকে পরিবারের একজন বলেই মনে করতে শুরু করেছিল। বিপদের সময় লোকটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ায় কৃতজ্ঞচিত্তে তার ওপর নির্ভর করতেও শুরু করল। ফলে আশার আলো জ্বলে উঠল মেজর স্যাণ্ডসের বুকে। স্যার জনের মৃত্যুর পর তাকে যে অ্যান্টিগুয়ার গভর্নর করার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার মাথাতেও আছে। যদিও তার ধারণা এ-দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অন্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশিই ছিল তার। কিন্তু এ তো জানা কথাই যে, দেশ থেকে এখন একজন অনভিজ্ঞ, অযোগ্য লোক বাছাই করে বসিয়ে দেয়া হবে তার মাথার ওপর।

এটা বোঝার পরই মনস্থির করে ফেলেছে স্যাণ্ডস, তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব এখন মিস্ প্রিসিলার সেবা করা। এই কথা বলে মেয়েটার কাছে সে একজন নিঃস্বার্থ, মহান ব্যক্তির সম্মানও আদায় করে নিয়েছে। মেয়েটি এখন তার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। প্রিসিলার ধারণা, তার বাবার মৃত্যুর পর ওই পদে স্বাভাবিক ভাবে স্যাণ্ডসেরই বসার কথা। এই ভুল ভাঙানোর কোনও আগ্রহ বোধ করেনি মেজর স্যাণ্ডস। বরং ভাব দেখিয়েছে, প্রিসিলার ভালমন্দ দেখা তার কাছে গভর্নর হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাকে এখন ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে হবে, এই দীর্ঘ যাত্রায় কত রকম আপদ-বিপদ ঘটতে পারে। অরক্ষিত অবস্থায়

একা একা তাকে সে কিছুতেই এত দূরের পথে যেতে দিতে পারে না। যদিও এখানের কাজ ফেলে প্রিসিলাকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যাওয়ায় গভর্নরশিপের পদটা তাকে হারাতে হচ্ছে, কিন্তু প্রিসিলার প্রতি তার যে দায়িত্ব সেটা এসবের চেয়ে অনেক বড়। এমন কি ওর বাবা বেঁচে থাকলে এটাই সমর্থন করতেন।

প্রিসিলার আপত্তি অগ্রাহ্য করে ক্যাপটেন গ্রের হাতে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সেন্টরে চেপেছে সে। সঙ্গে অবশ্য নিগ্রো এক চাকরানী ছিল, কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় মহিলা এতই অসুস্থ হয়ে পড়ল যে তাকে বার্বাডোজে নামিয়ে দিতে হয়েছে। এর ফলে স্যাণ্ডস আরও খুশি, মেয়েটিকে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার মাধ্যমে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার সাধনায় আর কোন ছেদ পড়বে না। www.boighar.com

অনেক ভেবে সেন্টরকে পছন্দ করেছে মেজর স্যাণ্ডসঃ জাহাজটা ছিমছাম, কেবিনগুলো প্রশস্ত, সমুদ্রযাত্রার জন্য খুবই উপযোগী। অবশ্য দেশে রওনা হওয়ার আগে ক্যাপ্টেন ব্যক্তিগত কাজে দক্ষিণে বার্বাডোজের দিকে নিয়ে যাবে জাহাজ, তবে তাতে বরং তার লাভই; তাড়াহুড়ো তার পছন্দ নয়, ধীরে-সুস্থে প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্যার জন হ্যারাডিনের উত্তরাধিকারীর মনটা নিজের দিকে ফেরাতে হলে যাত্রা যত ধীর হয় ততই ভাল। সুযোগ একটা এসেছে বটে, কিন্তু সেটা নিজের অনুকূলে আনতে হলে কিছুটা সময় তো দরকারই।

মেয়েটিকে জয় করবার প্রধান বাধা তার বয়স। এ-বাধা অতিক্রম করতে হলে যে তার বেশ অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হবে, তা সে ধরেই নিয়েছে।

এখনও পঁচিশ হয়নি মিস প্রিসিলার, আর মেজর স্যাণ্ডসের বয়স বর্তমানে পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে–সোনালী পরচুলার নিচে চাঁদিটা প্রায় ফরসা। প্রথম দিকে মেয়েটির ব্যবহারে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে তার বয়স সম্পর্কে ওর ধারণা স্পষ্ট, তাকে বাপ-চাচাদের পর্যায়ে বসিয়ে রীতিমত শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমীহ করছে। ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে সে এখন অনেক কৌশলে, সূক্ষ্ম আকার-ইঙ্গিতে মেয়েটিকে বোঝাবার চেষ্টা করছে এটা তেমন বড় কোন বাধা নয়। এখন এই দীর্ঘ যাত্রায় সে আশা করছে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারবে। প্লিমাউথ রোড্‌সে নোঙর ফেলার আগেই যদি এই আকর্ষণীয়, সম্পদশালী, অপূর্ব সুন্দর মেয়েটির মন তার দিকে ফেরাতে না পারে, তাহলে তার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে। এই আশাতেই হিসেব কষে সে অ্যাণ্টিগুয়া ছেড়েছে। তবে জুয়ায় আস্থা নেই মেজর স্যাণ্ডসের–নিজের ওপর তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, যে কাজে হাত দিয়েছে তাতে সে সফল হবেই হবে। মেয়েটির আরাম-আয়েশের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সেঃ একটু আগে বালিশ এনে দিয়েছে কেবিন থেকে, এ-মুহূর্তে রূপোর কৌটোয় করে বিখ্যাত পেরুভিয়ান মিষ্টান্ন এনে ধরেছে মেয়েটির মুখের সামনে। মেয়ের মন না গলে যাবে কোথায়?

'আপনি আমার জন্যে এত করছেন, মেজর স্যাণ্ডস,' মিষ্টি হেসে বলেছে প্রিসিলা, 'যে ফিরিয়ে দিলে খারাপ দেখায়। কিন্তু...' মাথা নাড়ল সে এপাশ-ওপাশ।

কপট রাগ দেখাল মেজর। 'আমাকে যদি সারাক্ষণ *মেজর স্যাণ্ডস* বলে ডাকতে থাক, তাহলে যাও, তোমার জন্যে আর কখনও কিছু আনব না। আপন

বইঘর.কম

লোকেরা আমাকে বার্থোলোমিউ বলে ডাকে। বুঝলে, বার্থোলোমিউ।'

'সুন্দর নাম,' বলল মেয়েটি। 'তবে বেশি সুন্দর, আর অতিরিক্ত লম্বা। এই গরমে উচ্চারণ করার পক্ষে বেশ কঠিন।'

আগ্রহের আতিশয্যে মেয়েটির কণ্ঠে হালকা ব্যঙ্গের আভাস টের পেল না মেজর। বলল, 'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে বার্ট বলে ডাকে। তুমি ইচ্ছে করলে ওই নামেই আমাকে ডাকতে পার, প্রিসিলা, সে অধিকার আমি দিচ্ছি তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, বার্ট,' মৃদু হেসে বলল মেয়েটা। 'আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

জাহাজের ঘন্টিঘর থেকে দুটো করে চারবার ঘণ্টা বাজল। উঠে বসল মেয়েটা। 'আশ্চর্য! আটটা ঘণ্টা পড়ল, অথচ আমরা এখনও এখানে! ক্যাপটেন তো বলেছিলেন আরও আগেই আমাদের রওনা হয়ে যাওয়ার কথা। এত দেরি কিসের?'

উঠে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল প্রিসিলা। মেয়েটার পাশে ছায়ার মত লেগে থাকল মেজর স্যাণ্ডস। পিছনের খোলা ডেক থেকে দেখা গেল, হতাশ ইহুদি ফিরে যাচ্ছে ঘাটে, অন্যান্য বিক্রেতারাও পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে এতক্ষণ যে লং বোটটা দেখছিলেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম, সেটা এসে ভিড়ছে এখন জাহাজের গায়ে।

নৌকার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে রূপার লেস লাগানো হালকা নীল টাফেটার সুট পরা দীর্ঘ, ঋজু, শক্তিশালী এক লোক। কালো হ্যাটে গোঁজা একটা উটপাখির পালক। দস্তানা থেকেও ঝুলছে অনেকগুলো সূক্ষ্ম লেস।

'আজিব চিড়িয়া!' সাজগোজের বাহার দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে মেজর স্যাণ্ডস। বলে উঠল, 'কে হতে পারে লোকটা?'

আরও অবাক হয়ে গেল সে, যখন দেখল আশ্চর্য সাবলীল ভঙ্গিতে মই বেয়ে উঠে এল লোকটা। তার পিছনে একজন দো-আঁশলা লোক হালকা মালপত্র বয়ে আনছে। একটা চামড়ার থলে বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করল মেজরের–পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওতে ঠাসা রয়েছে স্বর্ণমুদ্রা। কয়েকটা পিস্তলের রূপালি বাঁটও দেখা গেল মালপত্রের সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্ত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আগন্তুক কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে, তারপর ক্যাপটেনের অভিবাদনের জবাবে মাথা থেকে হ্যাট খুলে সামনে ঝুঁকে সম্মান জানাল।

ক্যাপটেন একটা হাঁক ছাড়তেই দুজন লোক মেইন হ্যাচ থেকে ক্যানভাসের ফিতে এনে ঝুলিয়ে দিল জাহাজের কিনারা দিয়ে নিচে। একটু পরেই দেখা গেল বড়সড় দুটো বাক্স টেনে তোলা হচ্ছে ডেকের ওপর।

'লোকটা থাকবে বলে মনে হচ্ছে,' বলল মেজর স্যাণ্ডস।

'চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও লোক,' বলল প্রিসিলা।

কথাটা পছন্দ হলো না মেজরের। বলল, 'তুমি বাইরের জাঁক-জমক দেখে বিচার করছ, প্রিসিলা। বাইরের সাজ আসলে ধোঁকা দেয়। সঙ্গের লোকটাকে খেয়াল করে দেখো, ঠিক যেন জলদস্যু।'

'আমরা ইণ্ডিজে রয়েছি, বার্ট,' বলল মেয়েটি।

'তা রয়েছি। সেজন্যেই তো বলছি, এখানে ওই বীরপুঙ্গবকে একেবারেই

মানাচ্ছে না। ভাবছি, কে হতে পারে লোকটা!'

বোসানের তীক্ষ্ণ বাঁশী বেজে উঠল এ সময়, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল জাহাজের খালাসীরা। নোঙর তোলার আওয়াজ এল। একদল ছুটেছে পাল তোলার জন্য। মেজর বুঝতে পারল এই লোকটির জন্যেই এতক্ষণ থেমে ছিল জাহাজ, দেরি করা হচ্ছিল একেই তুলে নেয়ার জন্যে। দ্বিতীয়বারের মত উত্তর-পুবের বাতাসকে প্রশ্ন করল সে, 'ভাবছি, কে এই লোক?'

স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছে মেজর স্যাণ্ডস সেণ্টরে তৃতীয় একজন যাত্রী ওঠায়। এর ফলে বিঘ্ন হবে প্রিসিলার সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গ, নিভৃত আলাপচারিতায়।

২

মশিয়ে দো বাখনি

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডিনারে বসে জানা গেল নবাগতর পরিচয়। কিন্তু জানার চেয়ে অনেক বেশি অজানা রয়ে গেল রহস্যময় লোকটা। কৌতূহল নিবৃত্ত না হয়ে বরং আরও বেড়ে গেল কয়েকগুণ।

ক্যাপটেন ব্র্যানসাম পরিচয় করিয়ে দিলেন ওদের সবার। নামটা: মশিয়ে চার্লস দো বাখনি। বোঝা গেল ভদ্রলোক ফ্রেঞ্চ, তবে এত সুন্দর উচ্চারণে সাবলীল ইংরেজি বলে যে কথা শুনে বিদেশী বলে বোঝার উপায় নেই। অবশ্য খুব খেয়াল করলে কাঁধ ঝাঁকানোর ভঙ্গি, সৌজন্য প্রকাশের আতিশয্য ও খোলামেলা আচরণ থেকে আঁচ করা যায় যে লোকটা ইংরেজ নয়। প্রথম দর্শনেই এই সুদর্শন বিদেশীকে অপছন্দ হয়েছে মেজর স্যাণ্ডসের, পরিচিত হয়ে সেটার মাত্রা কিছুটা বাড়ল শুধু। বিদেশী সবকিছু তার দুচোখের বিষ।

মশিয়ে দো বাখনি খুবই লম্বা বলে কিছুটা চিকন দেখায়, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে লোকটা অত্যন্ত শক্তিশালী। বয়স পঁয়ত্রিশের নিচেই। চেহারাতে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে–তেমনি চোয়ালের উঁচু হাড়, পুরু ঠোঁটের ওপর ছোট্ট কালো গোঁফ, কুচকুচে কালো ভ্রূর নিচে গাঢ় আয়ত চোখ, এমনিতে কোমল দৃষ্টি, কিন্তু কারও দিকে সরাসরি তাকালে সে বিব্রত, বিচলিত হয়ে পড়ে।

সহযাত্রীদের কৌতূহল মেটাবার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না নবাগতর মধ্যে। অতি সৌজন্য প্রকাশের মাধ্যমে আড়াল করে রাখল সে নিজেকে। মনে হলো আপন চিন্তায় মগ্ন। গন্তব্য সম্পর্কে ক্যাপটেনের সঙ্গে একটু আগে যা আলাপ হচ্ছিল তার সূত্র ধরল সে প্রথম সুযোগেই।

'বেশ তো, না হয় ম্যারিগ্যালান্তে জাহাজ না-ই নিলেন, একটা বোটে করে তো আমাকে তীরে পৌঁছে দিতে পারেন।'

'আপনি আমার অসুবিধে ঠিক বুঝতে পারছেন না,' বললেন ক্যাপটেন। 'গুয়াড্রিলুপের দশ মাইলের মধ্যে যাচ্ছি না আমি। বিপদ যদি ঘাড়ের ওপর এসে

বইঘর.কম

পড়ে তার মোকাবিলা করতে রাজি আছি আমি, কিন্তু নিমন্ত্রণ করে বিপদ ডেকে আনতে রাজি নই। এটাই আমার জীবনের শেষ যাত্রা, আমি চাই এটা নিরাপদ যাত্রা হোক। ডেভনে আমার স্ত্রী আর চার বাচ্চা আছে, বাকি জীবন আমি ওদের সঙ্গে কাটাতে চাই। গুয়াডিলুপ হচ্ছে জলদস্যুদের আস্তানা, ওর থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। সেইন্ট ক্রয় পর্যন্ত যাওয়ায় রাজি হওয়া যায় বড় জোর, তবে সেটাও আমি নিরাপদ বলে মনে করি না।'

'তাই বুঝি?' মৃদু হেসে নাক সিটকাল ফরাসী লোকটা ছি-ছি করার ভঙ্গিতে, অপর হাতে ধরা গ্লাস থেকে মদ পান করল।

খেপে গেলেন ব্র্যানসাম। 'আপনি হাসতে পারেন, মোশো, কিন্তু আমার হাসি আসছে না। আপনাদের ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই তো পোষে ওই ডাকাতদের। যাক, বেশি কথার দরকার নেই, সেইন্ট ক্রয় পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যাব বলেছি, ব্যস, ওই পর্যন্তই। আমাকে কেটে ফেললেও গুয়াডিলুপে যাব না।'

নড়ে উঠল প্রিসিলা, ঝুঁকে এল সামনে। 'আপনি জলদস্যুর কথা বলছেন, ক্যাপটেন ব্র্যানসাম?'

'হ্যাঁ!' জবাব দিলেন ব্র্যানসাম, 'যা বলেছি সত্য বলেছি।'

প্রিসিলা ভয় পেয়েছে মনে করে আলোচনায় প্রবেশ করল মেজর। 'এসব কথা মেয়েদের সামনে না বলাই ভাল। তবে আজকাল আর বাচ্চাদেরও ভয় দেখানো যায় না এসব বলে।' রেগে গিয়ে ভুরু কুঁচকে "হুঁহ্" করে উঠলেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম। কিন্তু পরোয়া না করে বলেই চলল মেজর, 'জলদস্যুদের দিন অতীত হয়ে গেছে।'

লাল হয়ে উঠল ক্যাপটেনের মুখটা। রাগ সামলে নিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'তা বটে। আজকের ক্যারিবিয়ান, আসলে ইংলিশ লেকের মতই নিরাপদ!' তারপর পূর্ণ মনোযোগ দিলেন প্লেটের দিকে।

এবার মেজর স্যাণ্ডস ধরল মশিয়ে দো বাখনিকে। 'তাহলে সেইন্ট ক্রয় পর্যন্ত যাচ্ছেন আপনি আমাদের সঙ্গে?'

'তার বেশি নয়,' সংক্ষেপে জবাব দিল মশিয়ে দো বাখনি।

এর অর্থ আমাকে ঘাঁটিয়ো না। কিন্তু সে ইঙ্গিত বুঝল না মেজর, জিজ্ঞেস করল, 'সেইন্ট ক্রয়ে কাজ আছে বুঝি আপনার?'

'না, কাজ নেই। একটা জাহাজ দরকার। ফ্রান্সে যাব।'

লোকটার বোকামি দেখে অবাক হয়ে গেল মেজর। বলল, 'কিন্তু এই চমৎকার জাহাজে করেই তো আরামসে প্লিমাউথ পর্যন্ত যেতে পারেন আপনি, তারপর ওখান থেকে একটা বোট নিয়ে চ্যানেল পেরোলেই ফ্রান্স।'

'ঠিক,' বলল মশিয়ে দ্য বাখনি। 'ঠিক বলেছেন। কথাটা মাথায় আসেনি আমার।'

এবার ভয় পেল মেজর স্যাণ্ডস। বিশেষ করে তার কথার সূত্র ধরে প্রিসিলা যখন জানতে চাইল, 'তাহলে আপনি থাকছেন আমাদের সঙ্গে, মশিয়ে?' মেজরের মনে হলো নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছে সে।

মেয়েটির দিকে স্থির, জ্বলজ্বলে চোখে চাইল মশিয়ে দো বাখনি, মুখে মধুর

হাসি। 'বিশ্বাস করুন, মাদামোয়াযেল, আপনি চাইলে যে-কেউ বাধ্য হবে তাই করতে।'

কথা শুনে আত্মা চমকে গেল মেজরের, নাক ঝেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল। কিন্তু না, লোকটার পরবর্তী কথায় আশ্বস্ত হলো সে আবার। লোকটা বলছে, 'কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমার এক বন্ধু অপেক্ষা করছে সেইন্ট ক্রুয়ে, তার সঙ্গে আমার ফ্রান্সে যাওয়ার কথা।'

'তবে যে গুয়াডিলুপে নামতে চাইছিলেন?' ফস্ করে বলে বসল মেজর। 'সেইন্ট ক্রুয়ে তো নামতে বাধ্য হচ্ছেন আপনি ক্যাপটেন কিছুতেই রাজি না হওয়ায়, তাই না?'

কথার গরমিল ধরিয়ে দিয়ে মশিয়ে দো বাখনিকে বেকায়দায় ফেলতে গিয়ে নিজেই বোকা বনে গেল মেজর। ধীর ভঙ্গিতে তার দিকে ফিরল ফরাসী লোকটা, হাসিটা রয়েছে মুখে, কিন্তু মাধুর্য হারিয়ে সে হাসিতে রয়েছে এখন একটা আমুদে তিরস্কারের ভঙ্গি।

'ভদ্রতার খাতিরে মহিলাকে বলা কোনও কথার দোষ কি ধরতে আছে, মেজর স্যাণ্ডস? আসলে বলতে চাইছি, সহৃদয় মানুষের আচরণ কি বলা যায় একে?'

লজ্জা পেল মেজর স্যাণ্ডস ফরাসী লোকটার মুখে করুণার হাসি দেখে। অস্বস্তি বোধ করছে। ফট্ করে বলে বসল, 'মিথ্যাচারের কারণটা কি, মশিয়ে?'

'তাহলে বলুন, ভদ্রতারই বা কারণ কি? সৌজন্যের খাতিরে বলা কোনও কথাকে ইচ্ছে করলেই মিথ্যা বলা যায়। যার যেমন অভিরুচি। নির্দোষ কপটতার দায় যদি আমার ওপর চাপাতে চান, তাহলে আপনি নিজেকে আবিষ্কার করবেন কর্কশ সারল্যের দায়ে দোষী হিসেবে। আমরা কেউ কারও চেয়ে কম দোষী নই।'

'একথা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না,' বলল স্যাণ্ডস। 'মেরে ফেললেও না।'

'তাহলে মাদামোয়াযেলই বলুন, কে বেশি দোষী,' হাসতে হাসতে বলল মশিয়ে বাখনি।

কিন্তু সোনালী মাথাটা নাড়ল মিস্ প্রিসলি। 'উঁহুঁ! তাহলে আপনাদের যেকোন একজনের বিরুদ্ধে রায় দিতে হবে আমাকে। বড়ই অপছন্দনীয় কাজ।'

'আপনাকে জড়ানো ভুল হয়েছে আমার, দয়া করে মাফ করবেন। ব্যাপারটা তাহলে অমীমাংসিতই থাক।' বলেই ক্যাপটেন ব্র্যানসামের দিকে ফিরল ফ্রেঞ্চম্যান। 'আপনি কি ডোমিনিকায় থামছেন, ক্যাপটেন?'

এরপর অন্য খাতে বইল আলাপচারিতা। অস্বস্তির সঙ্গে টের পেল মেজর স্যাণ্ডস, কিভাবে যেন হারিয়ে দিয়েছে তাকে ফরাসী লোকটা। ডিনারের পর প্রিসিলাকে পিছনের ডেকে একা পেয়ে বলল মেজর, 'মনে হচ্ছে, মিথ্যা ধরা পড়ে যাওয়ায় আমার ওপর রেগে গেছে ফরাসী লোকটা।'

ডিনার-টেবিলে ফরাসী লোকটার প্রতি মেজরের খারাপ আচরণ ক্ষুব্ধ করেছে প্রিসিলাকে। আবার এখন সেই প্রসঙ্গ তোলায় খুবই বিরক্ত হলো সে।

'কই, ধরা পড়ল কখন?' বলল ও, 'আমি তো খেয়াল করিনি!'

'কী বলছ তুমি...' চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মেজরের। তারপর

বইঘর.কম

হা-হা করে হেসে উঠল। 'তুমি খেয়ালই করোনি? উল্টোপাল্টা কথা বলছিল তো লোকটা। আমি ওর চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে আমার সঙ্গে ধানাই-পানাই চলবে না। ধরা পড়ে রেগে গেছে ব্যাটা।'

'রাগটা বড় সুন্দর ভাবে গোপন করেছেন ভদ্রলোক,' বলল প্রিসিলা।

'অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ, কপটতা ভাল জানে। তবে আমি ঠিক কায়দা মতই চেপে ধরেছিলাম। একেবারে টুঁটি টিপে। আসলে ও গুয়াডিলোপে যেতে চায়। কেন? কি গোপন করছে লোকটা উল্টোপাল্টা কথা বলে?'

'সে যাই হোক, ও নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'তুমি খুব সহজ ভাবে নাও সবকিছু। কিন্তু আমি একজন সরকারী অফিসার, আমার তো তা করলে চলে না, প্রিসিলা। এদিকের সাগরে কি চলছে খোঁজ-খবর নেয়া আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

'এত ভাবনার কি আছে? দুদিন পর লোকটা নেমেই তো যাচ্ছে।'

'তা যাচ্ছে। এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদের কি হলো বুঝলাম না,' বিরস কণ্ঠে বলল প্রিসিলা। 'মশিয়ে দো বাখনির মত একজন প্রাণবন্ত মানুষ থাকলেই বরং যাত্রাটা আনন্দে কাটত, ধন্যবাদ দেয়া যেত ঈশ্বরকে।'

কপালের মাঝখানে উঠে গেল মেজরের ভ্রূ জোড়া। 'বল কি! ওকে প্রাণবন্ত মনে হয়েছে তোমার?'

'আপনার মনে হয়নি? আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আপনার প্রতিটা আক্রমণ প্রতিহত করেননি উনি?'

'বুদ্ধিমত্তা! হায়, খোদা! একটা মিথ্যে বলতে গিয়ে যে-লোক লেজে-গোবরে করে ফেলে তার মধ্যে তুমি বুদ্ধিমত্তা খুঁজে পেলে!'

কালো একটা হ্যাট দেখা গেল কোয়ার্টারডেকে। কম্প্যানিয়ন ওয়ে ধরে উঠে আসছে মশিয়ে দো বাখনি আফটার ডেকে। মেজরের কাছে এটাকে মনে হলো অনাহূত অনুপ্রবেশ, কিন্তু প্রিসিলার চোখজোড়া খুশিতে ঝিকমিক করে উঠল তাকে দেখে। একপাশে একটু সরে বসার জায়গা করে দিল সে মশিয়ে বাখনিকে। লোকটাকে সে-জায়গায় বসতে দেখে বুকের ভিতরটা পুড়তে শুরু করল মেজরের, কিন্তু মুখের চেহারায় ঠাণ্ডা, পরিশীলিত একটা ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করল সে।

মার্টিনিক এখন ঝাপসা মত দেখা যাচ্ছে দিগন্তে। সব কটা পাল তুলে তরতর করে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে সেন্টর উত্তর-পুবের ঝিরঝিরে অনুকূল হাওয়া পেয়ে। মশিয়ে দো বাখনি বলল, 'এই বাতাসটা পাওয়ায় সুবিধে হয়েছে অনেক, এটা সৌভাগ্যের লক্ষণ। বছরের এই সময়টায় সাধারণত উত্তুরা বাতাস বয়। পুবের ধাক্কাটা বজায় থাকলে আগামীকাল ভোরের আগেই ডোমিনিকা ছেড়ে অনেক দূরে সরে যাবে জাহাজ।

পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় মেজর। মশিয়ে দো বাখনিকে নিজের জ্ঞানের বহর দেখিয়ে মুগ্ধ করতে চাইল। 'আমি অবাক হচ্ছি, গুরুত্বহীন একটা ফরাসী বন্দর রোসোতে কেন চলেছে ক্যাপটেন ব্র্যানসাম। ওখানে তো জনা কয়েক ক্যারিব ছাড়া আর কিছুই নেই।'

চট্ করে উত্তর দিল মশিয়ে বাখনি। 'সাধারণ কার্গোর বেলায় আপনার কথাটা ঠিকই আছে, মেজর; রোসোয় যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। কিন্তু যে ক্যাপটেন কোম্পানির অনুমতি নিয়ে নিজেও কিছু কিছু ব্যবসা করে, তার জন্যে এ জায়গা খুবই লাভজনক হতে পারে। সম্ভবত এই জন্যেই ওদিকে চলেছে ক্যাপটেন ব্র্যানসাম।'

আন্দাজটা যে সঠিক, তা বোঝা গেল পরদিন। রোসোয় নোঙর ফেলেই চামড়া কিনতে ছুটলেন ব্র্যানসাম। মার্টিনিকের তুলনায় অর্ধেক দাম এখানে চামড়ার। প্রচুর জায়গা রয়েছে জাহাজের হোল্ডে, ঠেসে ভরা হবে যতটা পারা যায়—ইংল্যাণ্ডে অনেক দাম পাওয়া যাবে এ চামড়ার।

দরদাম করে চামড়া কিনতে দু-একদিন দেরি হবে এখানে। তাই মশিয়ে দো বাখনি ডাঙায় গিয়ে গ্রাম থেকে ঘুরে আসার প্রস্তাব দিল সহযাত্রীদের। এক কথায় রাজি হয়ে গেল প্রিসিলা। ফলে মেজর স্যাণ্ডসকেও যেতে হলো সঙ্গে।

তিনজনের জন্যে তিনটে ঘোড়া ভাড়া করা হলো। সহকারী হিসেবে সঙ্গে গেল দো বাখনির দো-আঁশলা ব্যক্তিগত পরিচারক, পিয়েখ। ওরা দেখতে চলল ডোমিনিকার বিখ্যাত ফুটন্ত লেক, আর লেইউ নদীর দুই তীরের ফসলী জমি।

সঙ্গে পাহারাদার নেয়ার জন্যে জেদ ধরেছিল মেজর, কিন্তু প্রস্তাবটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল দো বাখনি। তার বক্তব্য: ডোমিনিকার ক্যারিবরা অত্যন্ত শান্ত, ভদ্র ও বন্ধুবৎসল লোক; ওদের তরফ থেকে ক্ষতি হওয়ার কোনই আশঙ্কা নেই।

'যদি তা না হতো,' জোরের সঙ্গে বলল সে, 'তাহলে জাহাজের সমস্ত লোক একসঙ্গে চেষ্টা করেও আমাদের রক্ষা করতে পারত না। আর আমিও কিছুতেই দ্বীপটা ঘুরে দেখার প্রস্তাব দিতাম না।'

দুজনের মাঝখানে চলেছে প্রিসিলা। কিন্তু কথাবার্তা হচ্ছে মূলত বুদ্ধিমান, সুরসিক দো বাখনির সঙ্গেই। হাসি-গল্পে জমিয়ে রাখল লোকটা সারা দিন। ভেতর ভেতর যন্ত্রণা বোধ করলেও সহ্য করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই মেজর স্যাণ্ডসের। একমাত্র সান্ত্বনা: দু-একদিনেই বিদায় হবে আপদ।

প্রিসিলা এই লম্বা ঠ্যাঙের কুড়াল-মুখো লোকটার মধ্যে এত কি পেল তা ওর মাথায় ঢুকছে না। ওর চোখে-মুখে আনন্দ ও বিস্ময় খেলা করতে দেখেছে মেজর। যেন জ্বলজ্বলে ব্যক্তিত্বের সামনে পড়ে ধাঁধিয়ে গেছে ওর চোখ। এই লোকের সংস্পর্শে বেশি দিন থাকলে কি ঘটতে পারত, ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠছে সে ক্ষণে ক্ষণে। খোদাকে ডাকছে, প্রিসিলার বিশাল সম্পত্তির কথা যেন ব্যাটা টের না পায়, তাহলে এ জোঁককে সহজে আর ছাড়ানো যাবে না—নিজেকে দশগুণ আকর্ষণীয় করে তুলে ধরবে মেয়েটার সামনে।

লোকটা যে একজন ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে ভবঘুরে তাতে কোন সন্দেহ নেই মেজর স্যাণ্ডসের। তার ধারণা, এক নজর দেখেই যে-কোনও লোকের চরিত্র বোঝার ক্ষমতা সে রাখে। এই লোকটাকে চিনতে তার ভুল হয়নি। এ যে ভাগ্যান্বেষী এক সুযোগসন্ধানী, তার প্রমাণ পেয়ে গেল সে সেই সন্ধ্যাতেই।

জেটিতে পৌঁছে ঘোড়াগুলো ফেরত দেয়ার সময় একজন রুক্ষ চেহারার লোক, অপরিষ্কার জামায় যার মদ আর তামাকের গন্ধ, ক্যাপটেন ব্র্যানসামের সঙ্গে

বইঘর.কম

চামড়া নিয়ে দরকষাকষি করতে করতে হঠাৎ থমকে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল দো বাখনির মুখের দিকে। তারপর তার ভাঁজপড়া মুখে দুর্বোধ্য এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। মাথা থেকে তোবড়ানো টুপিটা সরিয়ে কিছুটা যেন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল দো বাখনিকে।

'আরে! কী আশ্চর্য! তুমি সেই দো বাখনি না?'

থমকে দাঁড়াল দো বাখনি, তারপর ঠাট্টার সুরে বলল, 'তাই তো মনে হয়! তুমি বুড়ো মরনি দেখছি এখনও? তা ব্যবসা কেমন চলছে তোমার, লাফাখ?'

প্রিসিলাকে নিয়ে এগিয়ে গেল মেজর স্যাণ্ডস, দো বাখনির বন্ধুর নমুনা দেখে দারুণ মজা পাচ্ছে। কিছুদূর সরে গিয়ে বলল, 'বাহ্! আমাদের ইস্তিরি দেয়া বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বন্ধু-বান্ধবের ছিরি দেখেছ? না জানি কোন্ নরক থেকে উঠে এসেছে এই ভদ্রলোক!'

বিরক্ত হলো প্রিসিলা মেজরের কথায়। ভাবল, লোকটার বুদ্ধি যেমন ভোঁতা, মনটাও তেমনি ছোট। ও জানে, এসব কলোনিতে নানারকম লোকের সঙ্গেই পরিচয় হতে পারে মানুষের–ভাল করে না জেনে, না বুঝে হুট করে কোন মন্তব্য করা বোকামি। এতটা না হলেও মুখে এ ধরনেরই কিছু বলল প্রিসিলা।

আঁৎকে উঠল মেজর। 'কি বললে? তুমি ওর প্রতিরক্ষার ভার নিয়েছ মনে হচ্ছে?'

'রক্ষার প্রশ্ন আসছে কেন? কে আক্রমণ করতে যাচ্ছে ওঁকে···আপনি? এসব কথা আপনার বলা উচিত হচ্ছে না, বার্ট। মশিয়ে দো বাখনি কখনও বলেননি যে তিনি ভার্সেই থেকে এসেছেন।'

'তার কারণ লোকটা জানে, ওসব ভান করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। তুমি বুঝতে পারছ না, মেয়ে, লোকটা ভ্যাগাবণ্ড; ছন্নছাড়া এক ভাগ্যান্বেষী!'

দ্বিমত প্রকাশ না করে কথাটা মেনে নিয়ে মেয়েটাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল মেজর।

'আমারও ঠিক তাই মনে হয়,' বলল প্রিসিলা। আনমনে মুচকি হাসল। 'বিপদসঙ্কুল জীবন আমার ভাল লাগে, দুঃসাহসী লোকদেরকে আরও।'

বোবা হয়ে গেল মেজর কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপর মুখ খুলতে গিয়ে দেখল দো বাখনি ফিরে আসছে। বুকের ভিতর প্রিসিলার কথাগুলো গুমরে মরতে থাকল। তাই, রাতে, গ্রেট কেবিনে সাপার শেষ হতেই কথাটা আবার তুলল সে।

'ডোমিনিকায় হঠাৎ পরিচিত কোনও বন্ধু পেয়ে যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না, মশিয়ে?'

'সত্যিই, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার,' সহজ ভঙ্গিতে স্বীকার করল ফরাসী ভদ্রলোক। 'ও এক বুড়ো সহযোদ্ধা ভাই।'

মেজর স্যাণ্ডসের ভুরুজোড়া কপালে চড়ে গেল। 'আপনি সৈনিক ছিলেন, স্যার?'

চোখে অদ্ভুত এক জ্যোতি, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল দো বাখনি মেজরের দিকে। যেন প্রশ্ন শুনে মজা পেয়েছে। 'হ্যাঁ, তা একরকম বলা যায়।' বলেই ব্র্যানসামের দিকে ফিরে বলল, 'লাফাখের কথা বলছেন উনি। ও বলল,

আপনার সঙ্গে নাকি ব্যবসা করছে।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সিওখ সাইমনের অধীনে সান্তা ক্যাটালিনায় ছিলাম আমরা একসাথে। পেরেয ডি গুজম্যানের নেতৃত্বে স্প্যানিশরা আক্রমণ করে বসল। লাফাখ, আমি আর আরও দুজন—এই মোট চারজন বেঁচেছিলাম সে যুদ্ধে। সারাদিন জনার খেতে লুকিয়ে থেকে রাত হলে মেইনের দিকে পালিয়েছিলাম একটা খোলা নৌকায় করে। আহত হয়েছিলাম আমি, বাম হাতটা ভেঙে গিয়েছিল গোলাবর্ষণে। সেই কারণেই বেঁচে গিয়েছিলাম সে-যাত্রা। অকেজো হয়ে যাওয়ায় পালিয়েছিলাম। বাকি তিনজন পরে আসে একে একে। ওটাই আমার জীবনের প্রথম জখম। বিশেরও কম ছিল তখন আমার বয়স, তাই অনেক ভোগার পরও সামলে নিতে পেরেছিলাম। যতদূর শুনেছি, আমরা এই চারজন ছাড়া সাইমন সহ সান্তা ক্যাটালিনার একশো বিশজন সৈন্যের আর সবাই মারা পড়েছিল। বাধা দেয়ায় খেপে গিয়ে একজনকেও জ্যান্ত রাখেনি পেরেজ, জবাই করেছিল নিষ্ঠুর ভাবে। দ্বীপের সমস্ত ফসল ধ্বংস করে দিয়েছিল।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে সবাই। এমন কি বিরূপ মেজর স্যাণ্ডস পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছে রহস্যময় লোকটার বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প শুনে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সামান্য হাসি ফুটল ফরাসীর মুখে। 'এর ফল অবশ্য পেয়েছে স্প্যানিয়ার্ডরা। প্রচুর রক্ত দিতে হয়েছে ওদের এজন্যে। কিন্তু সান্তা ক্যাটালিনায় ইংরেজ-ফরাসী মিত্র বাহিনীর ওপর ওরা যে নৃশংসতা দেখিয়েছিল, তার তুলনায় কিছুই না।'

টেবিল পরিষ্কার হয়ে যেতে কেবিন থেকে গিটারটা নিয়ে এল মশিয়ে দো বাখনি। জানালার দিকে পিঠ দিয়ে স্টার্ন লকারের ওপর বসে নিজ দেশ প্রোভেন্সের কয়েকটা পল্লীগীতি গেয়ে শোনাল। তারপর গাইল গোটা দুয়েক কোমল পর্দার স্প্যানিশ প্রেমের গান।

কোমল অথচ পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠের মধুর গান শুনে চোখদুটো ভিজে এল প্রিসিলার, বুকের ভিতর কেমন যেন টনটন করছে। এমন কি মেজর স্যাণ্ডস পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলো, মশিয়ে দো বাখনির গলাটা ভাল। কিন্তু অনভিজ্ঞ মিস প্রিসিলার ওপর লোকটার এমন অভাবিত প্রভাববিস্তার সে কোনও মতেই মেনে নিতে পারছে না, একটা কাঁটা খচ্-খচ্ করে খোঁচাচ্ছে ওকে সারাক্ষণ।

পরদিন কোয়ার্টার ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের চামড়া লোডিং দেখছিল প্রিসিলা আর মেজর, এমন সময় দেখা গেল পিছনের গ্যাঙওয়ে দিয়ে সেখানে ঢুকল মশিয়ে দো বাখনি। সহজ ভঙ্গিতে ব্র্যানসামকে সম্মান দেখাল, শুধু ব্র্যানসাম নয়, পাশে দাঁড়ানো বোসানকেও। কোমর থেকে সামনে ঝুঁকে নিচের ভেলাগুলোয় কর্মব্যস্ত লোকদের দেখল সে কিছুক্ষণ, তারপর কি যেন বলল। দেখা গেল, হাসছে ওরা, পাল্টা জবাব দিচ্ছে ওদের কেউ কেউ, হাসছে দো বাখনিও। হ্যাচওয়ের পাশে লোডিঙের কাজে ব্যস্ত খালাসীদেরকেও কিছু বলল ও, ঝিক করে হেসে উঠল ওরা। একটু পর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে উঠে এল চামড়া বিক্রেতা লাফাখ, ক্যাপটেনের কাছে রাম চাইল। দো বাখনি তাকে সমর্থন করে চেপে ধরল ব্র্যানসমকে, ঠেলে নিয়ে চলল পিছনের গ্যাঙওয়ের দিকে। খুশি

বইঘর.কম

মনে গাল বকতে বকতে চলেছেন ক্যাপটেন, পিছন পিছন দস্যু-চেহারার লাফাখের ঘাড়ে হাত রেখে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দো বাখনি। দেখে আর সহ্য হলো না মেজরের।

'লোকটা একটা ইতর। মান-সম্মান জ্ঞান বা শৃঙ্খলাবোধ বলে কিচ্ছু নেই ওর ভেতর!' তিক্ত কণ্ঠে বলে বসল সে।

ভুরু কুঁচকে আড় চোখে ওকে দেখল প্রিসিলা। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি তা মনে করি না।'

'করো না?' রেলিঙে চাপ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মেজর স্যাণ্ডস। বয়স্ক, মোটাসোটা লোকটাকে দেখাচ্ছে আত্মবিশ্বাসী, স্বয়ংসম্পূর্ণ। বলল, 'ছোট জাতের লোকেদের সঙ্গে ওর গলায় গলায় ভাব আর অবাধ মেলামেশা দেখেও বুঝতে পারছ না ও কী পদের লোক? আমি তো ওদের সঙ্গে ওরকম ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারব না। খুন করে ফেললেও না।'

'কেউ খুন করতে যাচ্ছে না আপনাকে, বার্ট,' কঠিন গলায় বলল প্রিসিলা। 'আপনাকে ও কাজ করতে হবে না।'

'তোমাকে ধন্যবাদ, প্রিসিলা। সত্যিই হবে না।'

'কারণ, নিজের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকলেই শুধু একজন মানুষ ছোট-বড় সবার সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারে। সাধারণ লোকেরা পারে না।' একটু বেশি নিষ্ঠুর হয়ে গেল কথাটা, কিন্তু লোকটার নাক কুঁচকানো আর তিরস্কারের ভঙ্গি ওকে চরম বিরক্ত করে তুলেছে।

বিস্ময়ে থ হয়ে গেল মেজর কয়েক মুহূর্ত। একটু পর ভাষা ফিরে পেয়ে তোতলাতে শুরু করল। 'আ-আমি, আমি বুঝতে পারছি না। তো-তোমার কথা...'

'আমার ধারণা, অযথা অন্যকে ছোট করে নিজের দাম বাড়াবার প্রয়োজন পড়ে না মশিয়ে দো বাখনির। এসব করে যারা নিজেরা ছোট তারাই।'

নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেতে বেশ সময় লাগল মেজরের। আরও কয়েক মুহূর্ত লাগল তার বুঝে নিতে যে এর সঙ্গে মুখ সামলে কথা না বললে হাতছাড়া হয়ে যাবে একটা বিশাল সম্পত্তি। অনেক কষ্টে গিলে নিল রাগটা। বলল, 'তুমি মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষের মত কথা বলো না, প্রিসিলা! আমার জ্ঞান, বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার ওপর কি তোমার এতটুকু ভক্তি, শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই? যাকগে, আজ বাদে কাল যে লোক বিদায় হয়ে যাবে আমাদের জীবন থেকে, যার সঙ্গে আর কোনদিনই দেখা হবে না, তার ব্যাপারে খামোকা কথা খরচ করার কোন অর্থ হয় না।'

'তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, দূর যাত্রায় সঙ্গী হিসেবে মশিয়ে দো বাখনির কোন বিকল্প হয় না। এ রকম প্রাণবন্ত একজন মানুষ সাথে থাকলে যাত্রাটা আর নিরানন্দ, ক্লান্তিকর মনে হতো না।' মুখটা লাল হয়ে উঠেছে স্যাণ্ডসের, সেই মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল প্রিসিলা, 'ওঁকে একবার অনুরোধ করে দেখবেন, বার্ট?'

'আমি? ওকে অনুরোধ করব?' হাসির ভঙ্গি করল সে। 'বলো কি! ওকে অনুরোধ? আমি? খুন করে ফেললেও না। নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ তুমি।'

হেসে উঠল প্রিসিলা, আর কিছু বলল না।

একটু পরেই প্রিসিলার জন্যে একটা বাস্কেটে করে তাজা কমলা নিয়ে কোয়ার্টার ডেকে উঠে এল মশিয়ে দো বাখনি। বলল, ওর সহকারী পিয়েখকে ডাঙায় পাঠিয়ে সংগ্রহ করেছে সে এগুলো। ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করল ও বাস্কেটটা। হাত ঝাড়া দিয়ে উড়িয়ে দিল দো বাখনি ধন্যবাদটা।

'এ তো অতি সামান্য উপহার।'

'উপহারের পেছনের শুভেচ্ছাটুকুই তো আসল।'

এর পর গল্পে মেতে গেল দুজন। একা একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে মেজর, কি উপহার দিলে খুশি হবে প্রিসিলা। গল্প-গুজব তেমন আসে না ওর। কিন্তু কি সহজ, সাবলীল ভাবে হাসছে দো বাখনি, মজার মজার কথা বলে হাসাচ্ছে প্রিসিলাকে। অথচ তার গুরুগম্ভীর, দায়িত্বপূর্ণ, অনুকরণীয় আচরণ এতদিনে কোন রেখাই ফেলতে পারেনি মেয়েটির মনে। ভাবছে, প্রিসিলার আকর্ষণে ব্যাটা যদি সেন্টরে চড়েই ইয়োরোপ যেতে চায় তাহলে কি হবে। প্রিসিলার ব্যবহারও কেমন যেন বেহায়ার মত লাগছে তার কাছে; সে-ই যদি অনুরোধ করে বসে, তাহলে?

www.boighar.com

৩
ব্র্যানসামের প্রার্থনা

সূর্যাস্তের একটু আগে ডোমিনিকা ছাড়ল সেন্টর। জাহাজের ডানপাশ থেকে আসছে বাতাস, সে বাতাস ঠেলে নিয়ে চলল ওকে পশ্চিমে আইল অভ এভ্‌সের দিকে। ফলে গুয়াডিলুপের অনেকটা দূর দিয়ে পার হয়ে যাবে জাহাজ।

খোশমেজাজে সাপার খেতে এলেন ব্র্যানসাম। পিছনের জানালা দিয়ে ফেলে আসা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। সবাইকে জানালেন, এই শেষ, আর কোনদিন ওই দ্বীপটা দেখতে পাবেন না তিনি। তাতে অবশ্য বিন্দুমাত্র দুঃখ বোধ করছেন না, এখন দেশে ফিরে পরিবারের সবার সঙ্গে বাকি জীবনটা সুখে, শান্তিতে, আনন্দে কাটাবেন তিনি। এতদিনের এত কষ্ট এইবার সার্থক হতে চলেছে। সমস্ত দায়িত্ব পালনের শেষে সমুদ্রের জীবন থেকে অবসর নিতে যাচ্ছেন তিনি। পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছেন, যারা বলতে গেলে জীবনে কখনও তাঁকে কাছে পায়নি।

'আশ্চর্য না?' বললেন ক্যাপটেন। 'চার-চারটে ছেলে আছে আমার, প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক, অথচ না ওরা চেনে আমাকে, না আমি চিনি ওদের।' হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর গোলগাল মুখটা। 'কিন্তু, এখন, ভবিষ্যৎটা আমাদের। অতীতের সবকিছু মেরামত করে নেব আমরা। আর ওই মিষ্টি, ধৈর্যশীলা বউটা আমার, এখন থেকে সারাক্ষণ ওর পাশে পাশে থাকব আমি। ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করব এতদিন দূরে থাকার বেদনা। লাফাখের সাথে এবারের ব্যবসাটা খুব ভাল হয়েছে। অনেক টাকায় বিক্রি করব আমি এই চামড়া।'

লাফাখের কথায় বাস্তবে ফিরে এলেন ক্যাপটেন, মশিয়ে দো বাখনির দিকে

বইঘর.কম

ফিরলেন তিনি। 'ওই জলদস্যুটার সঙ্গে আপনার আবার দেখা হয়ে যাওয়া, রীতিমত আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না? ও না বললে, নামটা যতই পরিচিত ঠেকুক, আপনার পরিচয় আমার অজানাই থেকে যেত।'

'ঠিক,' বলল দো বাখনি। 'আশ্চর্যের ব্যাপারই। সব ছেড়েছুড়ে ও ভালই আছে দেখে ভরসা হচ্ছে আমার, ইচ্ছে করলেই মানুষ তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।'

কান খাড়া হয়ে গেছে মেজরের। বাহ, দারুণ তথ্য আসতে শুরু করেছে! জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, ওই ফরাসী চামড়াবিক্রেতা একসময় জলদস্যু ছিল?'

উত্তর দিল দো বাখনি। 'সত্যি বলতে কি, সান্তা ক্যাটালিনায় থাকতে প্রায় সবাই আমরা তাই ছিলাম। তারপর মরগানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম।'

'মরগ্যান?' নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মেজর স্যাণ্ডস। 'আপনি কি হেনরি মরগানের কথা বলছেন?'

'স্যার হেনরি মরগান। হ্যাঁ। এখন যিনি জামাইকার গভর্নর।'

'কিন্তু…মানে, আপনি কি বলতে চাইছেন তার জলদস্যু-দলে আপনিও ছিলেন? ব্লাডি মরগানের লোক ছিলেন আপনি?'

সহজ ভাবেই উত্তর দিল মশিয়ে দো বাখনি, 'হ্যাঁ। পোর্টো বেলো আর পানামায় আমি ছিলাম ওঁর সাথে। পানামায় আমি তাঁর ফরাসী বাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। আমরা সান্তা ক্যাটালিনার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম সে সময়ে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেজরের মুখ। এতদিনে লোকটার সত্যিকার পরিচয় বেরিয়ে এল। ভাগ্যান্বেষী নয়, এ-লোক আসলে একজন পাক্কা জলদস্যু ছিল, হেনরি মরগানের দলের ভয়ংকর এক বোম্বেটে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল, নিশ্চিন্ত মনে একফালি গুয়াভা চীয তুলে নিয়ে নিজের জন্যে আর এক গ্লাস ওয়াইন ঢালছে মশিয়ে দো বাখনি, এমনি সময় ফেটে পড়ল মেজর।

'তার মানে, আপনি একজন…একটা ঘৃণ্য ডাকাত, বোম্বেটে! আর একথা স্বীকার করতেও আপনার এতটুকু বাধছে না?'

'বার্ট!' চেঁচিয়ে উঠল প্রিসিলা।

'মেজর স্যাণ্ডস, স্যার!' বললেন ক্যাপটেন।

দুজনের কণ্ঠেই স্পষ্ট তিরস্কার। কিন্তু মশিয়ে দো বাখনি নির্বিকার। মৃদু হেসে এদের শান্ত করার জন্যে একটা হাত নাড়ল।

'ডাকাত? বোম্বেটে?' যেন মজা পাচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'না, না। অবৈধ যোদ্ধা বা ফিলিবাস্টার বলতে পারেন। কিংবা বাকেনিয়ার বা জলদস্যু।'

পুরু ঠোঁট বাঁকিয়ে জানতে চাইল মেজর, 'তফাৎ? দুটোয় তফাৎ কোথায়?'

'তফাৎ? আকাশ-পাতাল, মেজর।'

ব্র্যানসাম ব্যাখ্যা দিলেন। 'জলদস্যুদের বিশেষ মিশন ছিল, বোম্বেটেদের তা থাকে না–তারা শুধুই পাইরেট বা ডাকাত। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের সরকারী

অনুমোদন ছিল বাকেনিয়ারদের পিছনে, এখনও আছে। কারণ এরাই স্প্যানিয়ার্ডদের অত্যাচার ঠেকাবার, ওদের বাধা দেয়ার এবং দমন করার ক্ষমতা রাখত। এরা আক্রমণ করত শুধু স্প্যানিশ জাহাজ বা স্প্যানিশ কলোনি।'

মুখ খুলল দো বাখনি। 'আর কারও ক্ষমতা ছিল না ওদের শায়েস্তা করার নাক সিটকাবেন না, মেজর স্যাণ্ডস। পানামা আক্রমণের সময় আমাদের সঙ্গে যদি থাকতেন তাহলে বুঝতেন কী কষ্ট করেছি আমরা। যখন নদী-নালা, মাঠ-জঙ্গল পেরিয়ে না খেয়ে না দেয়ে ওখানে পৌঁছলাম, তখন টের পেয়ে গেল স্প্যানিয়ার্ডরা, তিনগুণ সৈন্য আর অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে সেই অবস্থায় বিজয় ছিনিয়ে আনা মুখের কথা ছিল না।'

'আশ্চর্য! ওই লজ্জাজনক ম্যাসাকার নিয়ে আপনি আবার গর্বও করছেন' খেঁকিয়ে উঠল মেজর স্যাণ্ডস, 'ওটা ছিল ঘৃণ্য, নীচ, কাপুরুষের কাজ।'

শান্ত কণ্ঠে বলল দো বাখনি, 'আপনি বড়ই অসহিষ্ণু, মেজর।'

'সঙ্গত কারণেই,' গর্জে উঠল মেজর। 'একদল খুনে ডাকাতকে যতই চড়িয়ে গল্প সাজিয়ে মাহাত্ম্য দেয়ার চেষ্টা করুন না কেন, আমাকে খুন করে ফেললেও ওরা যা তাই বলব আমি। ওটা কোনও যুদ্ধই ছিল না, মর্গানের অধীনে যারা ওতে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের গলাকাটা কসাই বা রক্তচোষা পিশাচ ছাড়া আর কোন উপাধি দেয়া যায় না।'

ভয় পেলেন ব্র্যানসাম। আজকের মশিয়ে দো বাখনি যাই হোক না কেন, এক সময়ে বিখ্যাত জলদস্যু ছিল। এখন এসব অপমানজনক কথায় যদি বিগড়ে গিয়ে খেপে ওঠে তাহলে দক্ষ-যজ্ঞ কাণ্ড বেধে যেতে পারে, তখন সামলানো দায় হবে। সেণ্টরে কোনও গোলমাল চান না তিনি। মেজরকে বাধা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমনি সময় ধীর, শান্ত গলায় বলল দো বাখনি, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন না, মেজর, আপনি যা বলছেন সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা? আপনার রাজার বিরুদ্ধে কথা বলছেন আপনি। আপনার মত এত সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকলে, আপনি যা বলছেন রাজাও মরগানকে তাই মনে করলে তাকে নাইট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতেন না, জামাইকার গভর্নরের পদে বসাতেন না।'

'ঠিক বলেছেন,' জোর সমর্থন জানালেন ব্র্যানসাম। 'আর আপনার এটাও জানা থাকা দরকার, মোসু দো বাখনি স্যার হেনরি মরগানের অন্যতম প্রধান অনুচর–সাগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত।'

আপত্তি মেজরের কাছ থেকে এল না, এল স্বয়ং মশিয়ে দো বাখনির তরফ থেকে।

'না, না, সেসব এখন অতীত। আমি পদত্যাগ করেছি। আপনার মত বাকি জীবন আমিও শান্তিতে কাটাতে চাই। বাড়ি ফিরছি আমি।'

'সে যাই হোক, আপনারা পানামা বা পোর্টো বেলোতে যাই করে থাকুন না কেন, রাজার নিয়োগ পেয়ে কাজ করছেন বা করেছেন। কথাটা মেজর স্যাণ্ডসকে বুঝতে হবে।'

'কাকে কি বোঝাচ্ছেন?' খেঁকিয়ে উঠল মেজর। 'আপনারা ভাল করেই জানেন, চোর ধরার দায়িত্ব দিয়েছেন রাজা আরেক চোরের ওপর। জলদস্যুর

বইঘর.কম

ভূমিকা সম্পর্কে যত বড় বোলচালই মারুন, সবাই জানে, তারা এমনই দুর্বিষহ মহামারী হয়ে উঠেছিল যে হেনরি মরগানকে নাইটহুড আর গভর্নরের দায়িত্ব ঘুষ দিয়ে রাজা তাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন তারই সঙ্গী-সাথী, ভাই-বেরাদারের বিরুদ্ধে।'

এবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে আলোচনার ইতি টানল দো বাখনি, একটু যেন ক্ষুব্ধ হয়েই। মদের গ্লাসটা তুলে নিয়ে মৃদু চুমুক দিতে থাকল সে আনমনে। আলোচনাটা চালিয়ে গেলেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম।

'যাই হোক, এটা মানতেই হবে, স্যার হেনরি মরগানের কল্যাণেই এখন নিরাপদে সাগর পাড়ি দিতে পারছি। এটুকু প্রশংসা অন্তত তাঁর প্রাপ্য।'

বিদ্রূপের হাসি হাসল মেজর। 'কাজটা বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে তাকে। গতবার তো দেশে ডেকে নিয়ে কর্তব্যে অবহেলার জন্যে প্রায় ঝুলিয়েই দিয়েছিল। বিপদ এড়াবার জন্যে তাকে কিছু কাজ দেখাতেই হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, সাগরটাকে দূষিত করে তুলেছিল ওই মরগান ও তার জঘন্য চেলা-চামুণ্ডারাই।'

'ওঁর প্রাপ্যটুকু থেকে ওঁকে বঞ্চিত করবেন না, মেজর,' বললেন ব্র্যানসাম। 'উনি যা করেছেন আর কারও পক্ষে ততটা করা সম্ভবই ছিল না।'

কিন্তু মেজর তর্ক করে চলল। আসল কথা প্রিসিলার সামনে দো বাখনির চরিত্র হনন করে আত্মপ্রসাদ পেতে চাইছে সে। সকালে তাকে নির্মম ভাবে অপমান করেছিল মেয়েটা দো বাখনির গুণের প্রশংসা করে, এখন বুঝুক গুণধরটি কি চিজ। বলেই চলল, 'কি বলছেন আপনি, ক্যাপটেন? নিরাপদ সাগর কোথায় পেলেন আপনি? তাহলে গুয়াডিলুপের ত্রিসীমানায় যেতে আপনার এত ভয় কিসের? আমি শুনেছি টম লীচ নামে মরগানের এক বিদ্রোহী চেলা ওকে কাঁচ-কলা দেখিয়ে গোটা ক্যারিবিয়ান সাগর চষে বেড়াচ্ছে।'

নামটা শুনেই কালো হয়ে গেল ক্যাপ্টেন ব্র্যানসামের চেহারা। 'হ্যাঁ, টম লীচ। অতি নীচ এক নরকের কীট, নিষ্ঠুর এক পাষণ্ড। তবে মরগান ওকে ঠিকই ধরবে। শোনা যাচ্ছে, এই জলদস্যুর মাথার দাম ঘোষণা করেছে মরগান পাঁচশো পাউণ্ড।'

নড়ে উঠল দো বাখনি। মদের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলল, 'ওকে জলদস্যু বললে মনটা ছোট হয়ে যায়, ক্যাপটেন। টম লীচ হলো একটা জঘন্য, নিষ্ঠুর, নীচ বোম্বেটে।'

'তা ঠিক,' মেনে নিলেন ক্যাপটেন। 'ওর চেয়ে খারাপ আর হয় না। অমানুষ। নীতির কোন বালাই নেই, দয়ামায়ার ছিটেফোঁটাও নেই খুনেটার। নির্মম এক জানোয়ার। ওকে ধরে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতে পারলে বাঁচত সবাই। ডাকাতি, খুন আর নারী ধর্ষণ ওর কাছে ডালভাত। একবার এক...'

লম্বা হাত তুলে বাধা দিল দো বাখনি।

'মিস প্রিসিলা বিব্রত বোধ করছেন, ক্যাপটেন।'

মেয়েটার ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়েই লজ্জিত হয়ে মাফ চাইলেন ব্র্যানসাম।

'আমি ভেবেছিলাম আপনারা আর কোনদিন থামবেন না,' বলল মেয়েটা,

'খুনে বোম্বেটেদের নিয়েই কাটিয়ে দেবেন রাতটা।' মেজর বুঝল, খোঁচাটা তাকে দেয়া হলো। দো বাখনির দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল প্রিসিলা। নগ্ন, কুৎসিত আক্রমণের মুখেও অসীম ধৈর্যের প্রমাণ দিয়ে রীতিমত শ্রদ্ধা অর্জন করেছে সে মেয়েটির। বলল, 'মশিয়ে দো বাখনি, দু-একটা গান শোনাবেন না আজ?'

গিটার আনতে উঠে গেল দো বাখনি। মনমরা মেজর বুঝতে পারল, এত চেষ্টা করেও বেয়াড়া মেয়েটার চোখে ছোট করতে পারেনি সে লোকটাকে।

৪
ধাওয়া

স্যার হেনরি মরগান আর তার অবাধ্য সাগরেদ ভয়ঙ্কর টম লীচ সম্পর্কে সেন্টরের কেবিনে যা আলোচনা হলো সেটা ঐতিহাসিক সত্য। মরগানকে সত্যিই ইংল্যাণ্ডে ডেকে এনে দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য জোর ধাতানি দেয়া হয়েছিল।

যদিও স্বল্প সময়ে মরগান যা করেছে সেটাকে ছোট করে দেখবার উপায় নেই–দল ভেঙে দেয়ায় অসংখ্য জলদস্যু ফিরে গেছে তাদের প্রাক্তন পেশায়, স্বাভাবিক জীবনে; অনেকে তাদের অ্যাডমিরালের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আইনের সপক্ষে, বেশিরভাগই সরকারী পুনর্বাসন পরিকল্পনার সুযোগ নিয়ে পঁচিশ একর জমি পেয়ে চাষাবাদে লেগে গেছে। কিন্তু যারা তারপরেও ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল তাদের অনেককেই সমুদ্রছাড়া করেছে মরগান, কিন্তু কিছু লোককে এখনও বাগে আনা সম্ভব হয়নি। কর্তৃপক্ষ আভাসে তাকে জানিয়েছে, তাদের সন্দেহ, তলে তলে ওদের মদত জোগাচ্ছে মরগান নিজেই, এবং সম্ভবত তাদের কাছ থেকে টাকা খাচ্ছে।

বিশেষ করে দুর্ধর্ষ দস্যু টম লীচের ব্যাপারে চাপ দেয়া হয়েছে মরগানকে। এই লোককে দমন করতে না পারলে তার কপালে খারাবি আছে, বলা যায় না, ফাঁসীও হয়ে যেতে পারে।

টম লীচ লোকটা যেমন চতুর, তেমনি নির্দয়, আর তেমনি দক্ষ নাবিক। এক দঙ্গল দস্যু গিয়ে জুটেছে তার সঙ্গে। ব্ল্যাক সোয়ান নামে চল্লিশ কামানের একটা বড়সড় জাহাজে করে বেপরোয়া লোকটা গোটা ক্যারিবিয়ান সাগরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। মরগান এদিক থেকে ধাওয়া করলে ও যায় ওদিকে, ওদিক থেকে ধাওয়া করলে সরে যায় আরেকদিকে। মরগানের জলদস্যুর সংজ্ঞাকে কাঁচকলা দেখিয়ে সে এখন যে জাহাজ সামনে পড়ছে, তাকেই আক্রমণ করছে, লুট করছে, সবাইকে নির্বিচারে খুন করছে, তারপর ডুবিয়ে দিচ্ছে সেটা–তা সে যে দেশের পতাকাই বহন করুক না কেন। মাস দুয়েক আগে গ্রানাডার কাছে জামাইকা স্কোয়াড্রনের দুটো জাহাজ ওকে প্রায় ধরে ফেলেছিল, কিন্তু অসমসাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে সরকারী ফ্রিগেটের একটাকে ডুবিয়ে এবং অপরটাকে অচল করে দিয়ে সরে চলে যায় টম লীচ।

বইঘর.কম

শুধু ক্যাপটেন ব্র্যানসামই নয়, এ-অঞ্চলের প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি নাবিকই কায়মনোবাক্যে কামনা করে, ধরা পড়ুক লীচ, পালের ডাণ্ডায় ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেয়া হোক তাকে।

পরদিন সহযাত্রীদের নাস্তার জন্যে ডাকতে এসে মশিয়ে দো বাখনি দেখল উঁচু ডেকে দাঁড়িয়ে টেলিস্কোপ দিয়ে তিন-চার মাইল দূরের একটা জাহাজ দেখছেন ক্যাপটেন পুবদিকে। তাঁর দুপাশে দাঁড়ানো মেজর স্যাণ্ডস ও মিস প্রিসিলা।

তরতর করে পশ্চিমে এগিয়ে যাচ্ছে সেণ্টর, এভসের কয়েক লীগ দক্ষিণ-পুবে রয়েছে ওরা এখন। চারপাশে কোথাও ডাঙার কোন চিহ্ন নেই।

দো বাখনি কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখ থেকে টেলিস্কোপ নামালেন ক্যাপটেন, ওটা দিয়ে জাহাজটার দিকে ইঙ্গিত করে যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন ওর দিকে।

'দেখুন তো, মোসু, আপনার কি মনে হয়?'

টেলিস্কোপটা হাতে নিল বটে, কিন্তু ব্র্যানসামের চেহারাটা লক্ষ করেনি বলে অবস্থার গুরুত্ব টের পেল না দো বাখনি। মেজর ও প্রিসিলার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পর ধীরে-সুস্থে চোখে তুলল ওটা। অনেকক্ষণ ধরে দেখল সে দূরবীন দিয়ে। যখন ওটা চোখ থেকে নামাল, তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে চেহারা। গম্ভীর। একটি শব্দ উচ্চারণ না করে একপাশে সরে গিয়ে রেলিঙের ওপর কনুই রেখে আবার তাকাল জাহাজটার দিকে। এবার আরও বেশিক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখল ওটাকে।

জাহাজটার কালো রঙ করা উঁচু খোল দেখল, গলুইয়ে খোদাই করা রাজহাঁসটা দেখল, কামানগুলো গোনার চেষ্টা করল যতটা দেখা গেল, পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে থাকা পালগুলো লক্ষ করল, খেয়াল করল, পতাকা নেই কোনও।

আর ধৈর্য ধরতে না পেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপটেন, 'কী? কি বুঝলেন?'

চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে ক্যাপটেনের দিকে ফিরল দো বাখনি। শান্ত, ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'চমৎকার একটা জাহাজ,' বলেই সহযাত্রীদের দিকে ফিরল সে। 'নাস্তা দেয়া হয়েছে কেবিনে।'

নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছিল খুব, কথাটা কানে যাওয়া মাত্র প্রিসিলাকে নিয়ে কেবিনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল মেজর।

গ্যাঙওয়েতে ওরা অদৃশ্য হওয়া মাত্র হাসি মিলিয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনির মুখ থেকে। ক্যাপ্টেনের জিজ্ঞাসু দুই চোখের দিকে সরাসরি চাইল সে অবিচলিত দৃষ্টি মেলে।

'মহিলাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইনি আমি। তবে আমার মনে হয়, ঠিকই সন্দেহ করেছেন আপনি, ওটা টম লীচের জাহাজ, দ্য ব্ল্যাক সোয়ান।'

'আপনার কোনও ভুল হচ্ছে না তো?'

'না। ভুল হচ্ছে না। আমি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত যে, ওটা আসছে এই জাহাজকে লক্ষ্য করেই।'

বিড় বিড় করে অভিসম্পাত দিলেন ব্র্যানসাম নিজের ভাগ্যকে। 'ঠিক আমার শেষ যাত্রাতেই! শান্তিতে বাড়ি ফিরতেও দেবে না আমাকে! আপনি...আপনি কি মনে করেন ও আক্রমণ করবে আমাদের?'

কাঁধ ঝাঁকাল দো বাখনি। 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, ওর নাম টম লীচ। আপনার গতিপথ লক্ষ্য করেই আসছে ও।'

অশ্লীল গালাগালি বেরিয়ে এল ক্যাপটেনের মুখ দিয়ে। নিজের ভিতর তেজ আনার চেষ্টা করছেন, কিন্তু বেচারা জানেন আগেই হেরে বসে আছেন তিনি। আবোল তাবোল বকতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন, 'ব্যাটা শুয়োরের বাচ্চা! হারামজাদা আসছে আমার সবকিছু শেষ করে দিতে। কোথায় আপনার স্যার হেনরি মরগান? ইংল্যাণ্ডের রাজা কি এইজন্যে তাকে নাইট উপাধি দিয়ে জামাইকার গভর্নর করেছে? কোথায় সে এখন?'

'এটুকু জেনে রাখুন, শেষ পর্যন্ত স্যার হেনরির কাছে ধরা পড়তেই হবে ওকে,' বলল দো বাখনি।

'শেষ পর্যন্ত!' এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও ফরাসী লোকটার ধীর, স্থির, শান্ত চেহারা রাগ বাড়িয়ে দিল ক্যাপটেনের। 'শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বে! তাতে আমার কি লাভ শুনি? আমি এখন কিভাবে উদ্ধার পাই?'

'কি করবেন ভাবছেন?'

'হয় যুদ্ধ, নয়তো পলায়ন—এছাড়া আর কি করার আছে?'

'কোন্‌টা আপনার পছন্দ?'

দিশেহারা অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখবার চেষ্টা করলেন ব্র্যানসাম, তারপর অসহিষ্ণু কণ্ঠে ফেটে পড়লেন, 'কি করে যুদ্ধ করব? আমার চেয়ে দ্বিগুণ কামান আছে ওর, লোক আছে দশগুণ!'

'তাহলে পালাচ্ছেন?'

'কি করে?' এবার গলায় ফুটে উঠল হতাশা। 'আমার চেয়ে দ্বিগুণ পাল রয়েছে ওর।'

জাহাজের মধ্য ডেকে কয়েকজন নাবিককে দেখা গেল, কপালে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে তাকিয়ে রয়েছে দূরের ওই জাহাজটার দিকে। তবে কেউ কিছু সন্দেহ করেছে বা চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না।

আবার একবার টেলিস্কোপ চোখে তুলে ব্ল্যাক সোয়ানের দিকে তাকাল দো বাখনি। চোখ না সরিয়েই মৃদু কণ্ঠে বলল, 'পাল যতই থাকুক, মনে হচ্ছে খুব কষ্ট করে এগোচ্ছে। অনেক বেশিদিন সাগরে আছে ওটা। তলায় প্রচুর আবর্জনা, কোনও সন্দেহ নেই তাতে।' চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে বলল, 'ক্যাপটেন, আপনার জায়গায় আমি হলে গতিপথটা হাওয়ার দিকে দুই-এক পয়েণ্ট সরিয়ে আনতাম। তাহলে ওর চেয়ে অনেক স্বচ্ছন্দে তর তর করে এগিয়ে যেতে পারবেন আপনি, একরাশ আবর্জনা টেনে আনছে ও, আপনাকে ধরতে পারবে না।'

পরামর্শটা রাগিয়ে দিল ক্যাপটেনকে। 'কোথায় গিয়ে পৌঁছব তাহলে, সে খেয়াল আছে? ওই কোর্স ধরলে সোজা গিয়ে উঠব দুইশো মাইল দূরের পোর্টো রিকোতে, এর মধ্যে আর কোনও ডাঙা নেই।'

বইঘর.কম

'তাতে কি? এই বাতাস যতক্ষণ আছে, আপনার কাছাকাছি আসার উপায় থাকছে না ওর। এমন কি আপনি হয়তো ওকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে যেতে পারবেন। যদি এই দূরত্বটা ধরে রাখা যায়, তাহলেও তো আপনি নিরাপদ।'

'হয়তো,' বললেন ব্র্যানসাম। 'যদি বাতাসটা বইতেই থাকে। কিন্তু তার নিশ্চয়তা কে দেবে আমাকে? বছরের এ সময়ে এটা অস্বাভাবিক বাতাস।' সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন ক্যাপটেন, ফলে রেগে যাচ্ছেন নিজেরই উপর। আপন মনে বললেন, 'যদি ডোমিনিকার দিকে ঘুরে দৌড় লাগাই? বেশি দূর না, অথচ সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'আপনি নাক ঘোরাতে গেলেই দেখবেন সবকটা পাল তোলা অবস্থায় ও কোনাকুনি ধেয়ে আসবে। ধরা খেয়ে যাবেন তখন, খুব অল্প সময়েই।'

আতঙ্কিত অবস্থায় বিচার-বিবেচনা হারিয়ে ফেললেন ব্র্যানসাম, অটল থাকলেন নিজ সিদ্ধান্তে, কারণ আরও একটা কথা তাঁর মাথায় খেলেছে এমনও তো হতে পারে, ডোমিনিকার দিকে রওনা দিলে হয়তো আর কোনও জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, তখন অন্যদিকে সরে যেতে বাধ্য হবে ব্ল্যাক সোয়ান। আর কোনও পরামর্শে কান না দিয়ে রেলিং থেকে ঝুঁকে জাহাজ ঘোরানোর হুকুম দিলেন তিনি কোয়ার্টারমাস্টারকে।

এতক্ষণে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল দো বাখনির। ব্র্যানসামের বোকামি দেখে বাজে একটা গালি বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল ক্যাপটেনকে। কিন্তু ক্যাপটেন সোজা সাপ্টা জানিয়ে দিলেন এ জাহাজের অধিনায়ক তিনি, পরামর্শ শুনতে রাজি আছেন, কিন্তু কারও হুকুম মানতে রাজি নন।

ঘুরতে শুরু করল সেন্টর, একটু বাঁকা হয়ে গেল প্রথমটায়, তারপর আবার সোজা হয়ে চলল দক্ষিণে।

মাঝডেকে দাঁড়ানো নাবিকরা এই হঠাৎ দিক পরিবর্তনে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, এখন হুকুম পেল আবার তুলতে হবে গুটিয়ে রাখা টপ সেইল। ওরা র‍্যাটলাইনের কাছে পৌঁছবার আগেই দেখা গেল পিছনের কালো জাহাজটার নাক ঘুরে গেছে এদিকে। এখন আর কারও কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকল না, পরিষ্কার জানা গেল ব্ল্যাক সোয়ানের উদ্দেশ্য।

মুহূর্তে সেন্টরের সবাই জেনে গেল, পিছু নিয়েছে শত্রু। ফো'কাস্‌ল্‌ থেকে ভীতসন্ত্রস্ত নাবিকরা মাঝ-ডেকের হ্যাচের কাছে এসে দাঁড়াল, সবাই তাকিয়ে আছে পিছনের জাহাজটার দিকে, কি সব বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে।

ব্র্যানসামের পিছু নিয়ে কোয়ার্টারডেকে চলে এসেছে দো বাখনি। অনেকক্ষণ ধরে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলেন ক্যাপটেন কালো জাহাজটাকে। যখন চোখ থেকে ওটা নামালেন, দেখা গেল, আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে গেছে তাঁর বড়সড় মুখটা।

'আপনি ঠিক বলেছিলেন,' কাঁপা গলায় স্বীকার করলেন তিনি। 'ডোমিনিকায় পৌঁছবার অনেক আগেই ওই নরকের কুকুরটা আমাদের ঘাড়ে উঠে আসবে। এখন কি করা যায়, মোসু? আগের কোর্সে ফিরে যাব?'

পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন তিনি, দো বাখনির কথা শুনলে এই ভাবে ধরা পড়তেন না ওদের হাতে, অভিজ্ঞ একজন যোদ্ধা নাবিকের কথা ওভাবে উড়িয়ে দেয়া তাঁর উচিত হয়নি; তাই আবার তার পরামর্শ চাইলেন তিনি নরম কণ্ঠে।

উত্তর দিতে সময় নিল দো বাখনি। কপাল কুঁচকে, চোখ ছোট করে ডুবে গেছে সে গভীর চিন্তায়। মনে মনে হিসেব কষা শেষ করে মাথা নাড়ল দো বাখনি।

'না, ক্যাপটেন। দেরি হয়ে গেছে। আপনার সময় লাগবে আগের কোর্সে ফিরে যেতে, ওদের শুধু সামান্য এক কি দুই পয়েন্ট ঘুরতে হবে। আপনার এখন আর কোন উপায় নেই, এই কোর্সেই থাকতে হবে। এবং শুধু পলায়ন নয়, যুদ্ধও করতে হবে।'

'হায়, খোদা! কি নিয়ে যুদ্ধ করব আমি? এত বড় একটা জাহাজের বিরুদ্ধে?'

'এর চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় যুদ্ধ করে জয় ছিনিয়ে আনতে দেখেছি আমি মানুষকে।'

ব্র্যানসাম দেখলেন, এতটুকু ঘাবড়ায়নি প্রাক্তন জলদস্যু; গম্ভীর, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নেই তার চেহারায়। বললেন, 'তা বটে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। আপনার কোনও পরামর্শ আছে, মোসু?'

মুহূর্তে কাট-ছাঁট, কর্তৃত্বপূর্ণ হয়ে উঠল দো বাখনির হাবভাব।

'আপনার লোক আছে কয়জন?'

'বো'সান আর কোয়ার্টারমাস্টারকে ধরলে সব মিলিয়ে ছাব্বিশজন। আর লীচের আছে তিনশোরও বেশি।'

'কাজেই ওকে কিছুতেই এ জাহাজে উঠতে দেয়া যাবে না। আমাকে আপনার কামানগুলোর ভার দিন, আমি আপনাকে দেখাব মেইন ডেকের যুদ্ধ কাকে বলে। অবশ্য যুদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে আপনাকেই। আমি জানাব আপনাকে কিভাবে কি করতে হবে।'

ক্যাপটেনের ফ্যাকাসে মুখে রক্ত ফিরে আসতে শুরু করেছে। গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'আমার কপাল ভাল যে আপনি এই জাহাজে আছেন, মোসু দো বাখনি।'

'দুঃখের বিষয়, আমার নিজের কপাল সম্পর্কে আমি অতটা নিশ্চিত নই,' বাঁকা ভাবে উত্তর দিল দো বাখনি।

দো-আঁশলা সহকারী পিয়েখকে নিচের বাল্কহেড থেকে ডেকে নিল সে। গায়ের আকাশী নীল কোট, চমৎকার কেমব্রিক শার্ট, হ্যাট, পরচুলা, জুতো, মোজা সব খুলে ওর হাতে দিল কেবিনে নিয়ে গিয়ে রাখার জন্যে। কোমর থেকে উপরের অংশ নগ্ন, মাথায় শুধু একটা স্কার্ফ জড়িয়ে বাঁধা। পেটা শরীরে কিলবিল করছে পেশী। গান ডেকের দায়িত্ব বুঝে নিল সে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের কাছ থেকে।

নাবিকরা সবাই বুঝে নিয়েছে কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু ঘাবড়ায়নি কেউ। এ যেন জীবনেরই একটা অংশ। বো'সান স্প্রোট ওদেরকে নিজ নিজ কোয়ার্টারে যাওয়ার নির্দেশ দিল। মাস্টার গানার পার্ভেকে আটজন নিয়ে একটা দল তৈরি করতে বলা হলো। সংক্ষেপে দু-চার কথায় ক্যাপটেন ওদেরকে জানালেন গান ডেকের অধিনায়কত্ব করবেন মশিয়ে দো বাখনি, মূল যুদ্ধটা করবে গান ডেক,

বইঘর.কম

কাজেই সবার নিরাপত্তা নির্ভর করছে ওদেরই ওপর।

সবাইকে আদেশ দিল দো বাখনি নিচে গিয়ে কামানগুলোয় গোলা ভরে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে। ওদের পিছু নেয়ার আগে ক্যাপটেনকে বলল, 'আপনি আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব তাতে আমার ভূমিকাটুকু পালন করতে। কিন্তু আপনার ওপর নির্ভর করছে আমি আমার ভূমিকা পালন করতে পারব কি না। এখানে ভীরুতা, সিদ্ধান্তহীনতা কিংবা সাবধানতায় কোন কাজ হবে না। আমরা যে বেকায়দা অবস্থায় পড়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা কি দুটো গোলা ঠিক জায়গা মত লাগানোর ওপর নির্ভর করছে আমাদের সবার বাঁচা-মরা। কাজেই আপনাকে এমন ভাবে জাহাজ চালাতে হবে যাতে আমি কামান দাগার সুযোগ পাই। ঝুঁকি নিতে হবে আপনাকে। বুকে সাহস ধরুন, ক্যাপটেন। বেপরোয়া না হলে আমরা জিততে পারব না কিছুতেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বললেন ক্যাপটেন। 'বুঝতে পেরেছি।'

চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে নিচের ডেকে চলে গেল দো বাখনি। ওখানে পার্ভের নেতৃত্বে কামানগুলোয় গোলা ভরা হচ্ছে। চারপাশে চেয়ে বুঝে নিল দো বাখনি কি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে তার ব্ল্যাক সোয়ানের বিরুদ্ধে।

৫
মুখোমুখি

গ্রেট কেবিনে নাস্তা খেয়ে উঠল মিস প্রিসিলা ও মেজর স্যাণ্ডস। জানে না কি ঘটতে চলেছে। সহযাত্রী ভদ্রলোক ও ক্যাপটেনের অনুপস্থিতি কিছুটা বিসদৃশ ঠেকেছে ওদের কাছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর নিগ্রো স্টুয়ার্ডের আমন্ত্রণে বসে পড়েছে টেবিলে।

পিয়েখকে দেখা গেল একবোঝা কাপড়চোপড় নিয়ে ঢুকছে তার প্রভুর কেবিনে। মশিয়ে দো বাখনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় শুধু বলল, তিনি ডেকে আছেন, সেখানেই নাস্তা করবেন। স্যামের কাছ থেকে কিছু খাবার আর ওয়াইন নিয়ে চলে গেল সে গান ডেকের উদ্দেশে।

কিছুটা অবাক হলেও ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি ওরা।

নাস্তার পর গতরাতে রেখে যাওয়া দো বাখনির গিটারটা কোলে তুলে কিছুক্ষণ টুং-টাং করল প্রিসিলা অপটু হাতে। তারপর হঠাৎ বাইরে চোখ পড়তেই দেখতে পেল জাহাজটা।

'আরে! একটা জাহাজ!' চেঁচিয়ে উঠল সে। খোলা পোর্ট দিয়ে কালো জাহাজটা দেখতে পেল মেজর স্যাণ্ডসও। তার কাছে সুন্দর লাগল জাহাজটা, পালগুলোকে মনে হলো যেন মেঘের ভেলা। দুজনের কেউই টের পেল না কী ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে চারপাশে।

নিচের অপরিসর ডেকে, মাথা ঝুঁকিয়ে কাজ করতে হচ্ছে দো বাখনিকে।

টাচ-হোলে প্রাইমার ভরে দশটা কামান তৈরি করা হয়েছে ব্ল্যাক সোয়ানের চল্লিশটা কামানকে মোকাবিলা করার জন্যে।

কামানগুলোকে নিজ হাতে তাক করেছে দো বাখনি, বেশিরভাগই মুখ তুলে আছে প্রতিপক্ষের পালগুলো নষ্ট করে দেয়ার প্রতীক্ষায়। খোল ফুটো করার সুযোগ পাবে বলে ভরসা নেই, তাই প্রথমেই পালগুলো অকেজো করে দিতে চাইছে সে। একবার ব্ল্যাক সোয়ানের চলচ্ছক্তি ব্যাহত করতে পারলে পরে ভেবে দেখা যাবে এখন পালিয়ে যাওয়াই মঙ্গল, নাকি সম্মুখসমরে ওকে ঘায়েল করে ডুবিয়ে দেয়াই ভাল।

ওয়ার্ডরুম-পোর্ট দিয়ে কুঁজো হয়ে বসে দেখছে মশিয়ে দো বাখনি, দস্যু-জাহাজটা এগিয়ে আসছে, দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চলে এল ব্ল্যাক সোয়ান আধ মাইলের মধ্যে। এইবার আক্রমণে যাওয়া যায়, ভাবল দো বাখনি।

ওয়ার্ডরুম গানারকে সামনে পাঠাল দো বাখনি পার্ভেকে প্রস্তুত থাকার জন্যে বলতে, তারপর অপেক্ষা করতে থাকল, এই বুঝি হালটা ঘোরায় ক্যাপটেন। কিন্তু না, সময় পেরিয়ে গেল, যেদিকে যেভাবে চলছিল তেমনি চলতে থাকল সেণ্টর, যেন মুখোমুখি হওয়ার কোনও দরকার নেই, পালাতে পারলেই বাঁচে ব্র্যানসাম।

এমনি সময়ে ব্ল্যাক সোয়ানের ঠোঁটের পাশ দিয়ে একগাদা ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেল, এক মুহূর্ত পরই গর্জে উঠল কামানের আওয়াজ, তারপর সেণ্টরের পঞ্চাশ গজ পিছনে ছলকে উঠল সাগরের পানি।

দো বাখনির কাছে এর মানে প্রত্যুত্তর দিতে হবে, ও ধরেই নিল নিশ্চয়ই ব্র্যানসামের কাছেও এর মানে ঠিক তাই। অবজার্ভেশন পোস্ট ছেড়ে এক দৌড়ে চলে এল সে গান ডেকে, দেখল, আগুন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গানাররা। ওরা সবাই অপেক্ষা করছে, কখন বামদিকের গানপোর্ট দিয়ে দেখা যায় ব্ল্যাক সোয়ানকে।

গোলার শব্দে চমকে উঠল গ্রেট কেবিনের দর্শক দুজন। বিস্ফারিত চোখে চাইল দুজন দুজনের দিকে, তারপর ব্যাপার কি জানার জন্যে একলাফে উঠে দাঁড়াল প্রিসিলা, রওনা হলো ডেকের দিকে।

জাহাজের মাঝ-ডেকে আটকানো হলো ওদের। সবার গম্ভীর চেহারা দেখে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে ফেলল ওরা। এমনি সময়ে কোয়ার্টারডেক থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন ক্যাপটেন, হুকুম দিলেন এই মুহূর্তে নিচে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে।

মেজরের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল ধমক খেয়ে। দু-পা এগিয়ে চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে, 'ক্যাপটেন, কি হচ্ছে এখানে?'

'নরক গুলজার হচ্ছে!' খেঁকিয়ে উঠলেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম। 'কেটে পড়ুন এখান থেকে। মহিলাকে নিয়ে-নিচের ডেকে চলে যান, এক্ষুণি।'

বুক ফুলিয়ে আরও এক পা এগোল মেজর, আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে তার ক্যাপটেনের ব্যবহারে। কোমরে হাত রেখে বলল, 'আমি জানতে চাই–' এমনি সময়ে তার কথায় বাধা দিল কামানের বিকট আওয়াজ। জাহাজের পিছন দিকেই

বইঘর.কম

কোথাও পড়ল গোলাটা, মড়-মড় আওয়াজ পাওয়া গেল কাঠ ভেঙে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ার।

'ওখানে দাঁড়িয়েই থাকবেন আপনি মোটা মাথাটায় কিছুর বাড়ি খেয়ে খুন না হওয়া পর্যন্ত? আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে টের পাচ্ছেন না? এক্ষুণি দূর হন এখান থেকে, মহিলার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন!'

এর পরেও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মেজর, প্রিসিলা তার আস্তীন ধরে টান দিল, ভয়ে সাদা হয়ে গেছে মুখ। 'চলে আসুন, বার্ট। আমরা নিচের ডেকে যাই।'

আসলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মেজর। ডাঙার যুদ্ধ সে বোঝে, কিন্তু পানিতে হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে যাওয়ায় অসহায় বোধ করছে সে, কি করবে দিশে পাচ্ছে না। পাশ থেকে একজন নাবিক বলল, 'আক্রমণ করেছে আমাদেরকে নরকের কীট ওই বেজন্মা টম লীচ।'

গ্রেট কেবিনে ফিরে গেল ওরা। এখান থেকে পোর্ট হোল দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ধেয়ে আসা কালো জাহাজটা। মেয়েটাকে অভয় দেয়ার জন্যে এমন সব কথা বলতে শুরু করল মেজর যার এক বিন্দু সে নিজেই বিশ্বাস করে না।

ওদিকে রেগেমেগে কোয়ার্টারডেকে উঠে এসেছে দো বাখনি। কৈফিয়ৎ চাইছে, এতক্ষণ ধরে কি করছে ক্যাপটেন, জাহাজ না ঘোরালে সে কামান দাগবে কি করে। নির্দেশ দিল, 'এক্ষুণি পাল গুটান, পাশ ফেরান সেন্টরকে।' জলদি করুন, নইলে...'

'খেপেছেন?' জবাব দিলেন ক্যাপটেন। 'মাথা খারাপ আপনার! এখন এসব করতে গেলে সরে যাওয়ার আগেই আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে ওরা।'

'এতক্ষণ দেরি করেছেন বলেই ওরা এত কাছে আসার সুযোগ পেয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষে ঝুঁকি বাড়াচ্ছেন আপনি আরও। কুইক, ম্যান! এখনও সময় আছে! ওর পাল ধ্বংস করে দিতে না পারলে আমাদের রক্ষা নেই। প্লীজ, আর সময় নষ্ট করবেন না। ঠিক আছে, পাল নামাবার দরকার নেই, হালটা একটু ঘোরান। তারপর বাকিটুকু ছেড়ে দিন আমার হাতে।'

এতবড় বিপদের ঝুঁকি নেয়ার জন্যে জুয়াড়ির মত সাহস দরকার, সেটা নেই ব্র্যানসামের, তার ওপর এইমাত্র ফরাসী লোকটা যে ভাষায় সমালোচনা করল সেটা তাঁর মোটেও পছন্দ হয়নি—রেগে গেলেন তিনি, হারিয়ে ফেললেন বিচার-বুদ্ধি।

'আপনি যান তো এখান থেকে!' খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি। 'হুকুম ঝাড়ছেন—কে এই জাহাজের কমাণ্ডার, মোসু? আপনি না আমি?'

একহাতে ক্যাপটেনের বাহু ধরে অপর হাত তুলে দেখাল দো বাখনি, 'দেখুন, তাকিয়ে দেখুন!'

সামনের টপসেইল উঁচু-নিচু করছে ডাকাতটা। তার মানে থামতে বলছে। মুহূর্তে বুদ্ধি খেলল দো বাখনির মাথায়। বলল, 'এই কিন্তু আপনার শেষ সুযোগ, ক্যাপটেন। সুযোগটা চিনতে শেখেন। আপনি শুধু নির্দেশ মেনে নেয়ার ভান করবেন, তাতেই ওদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাব। ওটার গলুইয়ের আড়াআড়ি থামতে শুরু করবেন, এই ফাঁকে ওর খোল ফুটো করে দিচ্ছি আমি।'

এসব জলদস্যুসুলভ ছল-চাতুরী আর কূট-কৌশল মোটেই পছন্দ হলো না ব্র্যানসামের। বললেন, 'আর ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে?'

'পালগুলো যদি ঘায়েল করতে পারি, ওরা কামান তাক করতেই পারবে না।'

'বুঝলাম। কিন্তু যদি না পারেন?'

'তাহলেও অবস্থা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হবে না।'

দো বাখনির ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারার দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে দুর্বল হয়ে পড়ল ক্যাপটেনের সংকল্প। বুঝতে পারলেন, এটাই শেষ সুযোগ। বেপরোয়া কাজ, কিন্তু এছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই।

'থামাচ্ছেন তাহলে?' আবার তাগাদা দিল দো বাখনি। 'যা করবার একটু জলদি করুন। থামার আদেশ দিচ্ছেন আপনি?'

'এছাড়া আর তো কোন পথ দেখছি না।'

'বেশ, এই কথা থাকল তাহলে!' বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল দো বাখনি নিচের ডেকে।

এদিকে দেরি দেখে অসহিষ্ণু টম লীচ আবার কামান দাগল সেন্টরের পাল লক্ষ্য করে। দড়িদড়া আর বাঁশ-কাঠ নিয়ে দড়াম করে ডেকে এসে পড়ল দুটো পাল।

আওয়াজ পেয়ে নিচে থেকে বুঝতে পারল দো বাখনি কি ঘটছে উপরে। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, একটু যেন খুশিই হলো সে—এর ফলে দূর হয়ে যাবে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের ইতস্তত ভাব। গানারদেরকে তৈরি থাকার আদেশ দিল সে। নিজেও একটা কামান নিয়ে প্রস্তুত হলো, সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে ঠিক সময়মত।

এমনি সময়ে আবার এল গোলাবর্ষণের আওয়াজ। গোটা জাহাজ কেঁপে উঠল এই আঘাতে। ছিটকে গিয়ে বাল্কহেডের গায়ে ধাক্কা খেল দো বাখনি। নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে এল আবার কামানের পাশে। থামছে সেন্টর, অপেক্ষা করছে গানাররা, এই বুঝি দেখা যাবে ব্ল্যাক সোয়ানের খোল। কিন্তু না, সামনে খোলা সাগর ছাড়া কিছুই নেই। হঠাৎ বুঝতে পারল সে, গাধা ক্যাপটেন ভুল দিকে ঘুরিয়েছে জাহাজ। বাজে একটা গাল বকে, ব্যাপার কি জানার জন্যে ছুটল সে উপরের ডেকের উদ্দেশে।

যা দেখল তাতে দো বাখনির চক্ষু চড়কগাছ। এখন আর কিছুই করবার নেই। শেষের গোলাটা দৈবক্রমে সেন্টরের হালের মাথাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখন এ জাহাজের উপর আর কারও কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। পিছনের পোর্ট হোল দিয়ে দেখা গেল, এগিয়ে আসছে ব্ল্যাক সোয়ান, সেই সঙ্গে একটা-একটা করে নামিয়ে ফেলছে পাল। অর্থাৎ, এবার চড়াও হবে এ জাহাজে।

কিছু করার নেই আর এখন। দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে বড় বেশি দেরি করে ফেলেছেন ব্র্যানসাম। যখন অনেক কষ্টে রাজি করানো গেল, তখন ভাগ্যদেবি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কপাল জোরে হালে লাগিয়ে দিয়েছে ওরা একটা গোলা।

'সব শেষ! আমরা হেরে গেছি, স্যার!' দো বাখনিকে দেখে প্রায় ককিয়ে উঠল স্বাস্থ্যবান ওয়ার্ডরূম গানার। 'এবার এসে উঠবে ওরা।'

বইঘর.কম

পাঁচশো গজ দূরে এখন ব্ল্যাক সোয়ান, চোখ তুলে তাকাল সেদিকে দো বাখনি, দৃষ্টি শান্ত, নির্বিকার। হাঁটুতে ভর দিয়ে নিচু হলো সে, ধীরে-সুস্থে পিতলের একটা কামানে গোলা ভরছে। এই শেষ একটা চেষ্টা করবে সে হার মেনে নেয়ার আগে। সম্ভাবনা খুবই কম, তবু বলা যায় না কিছু কাজ এতে হতেও পারে।

উঠে দাঁড়িয়ে গানারের হাত থেকে আগুন নিয়ে জায়গা মত ছোঁয়াল সে, তারপর পিছু-ধাক্কা এড়াতে লাফিয়ে সরে গেল একপাশে। কিন্তু ঠিক যখন গোলাটা কামান থেকে বেরোচ্ছে, তখনই হাওয়া লেগে দুলে উঠল সেণ্টর, সরে গেল কামানের মুখ। সেণ্টর থেকে ছোঁড়া প্রথম ও শেষ গোলা ছুটে গেল খোলা সাগরের দিকে।

ওয়ার্ডরূম গানারের দিকে চেয়ে হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'ঠিক বলেছিলে, সব শেষ। এবার উঠে আসবে ওরা সেণ্টরে, তারপর···জানোই তো−' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাকিটুকু বোঝাল সে। আগুনটা পোর্ট হোল দিয়ে সাগরে ফেলে দিল। ভাবল, এই মার্চেণ্ট শিপের ভীতু ক্যাপটেনের কাছাকাছি থাকা উচিত ছিল তার। তাহলে হয়তো গানারদের কামান দাগার সুবিধে করে দেয়া ওর পক্ষে সম্ভব হতে পারত। কিন্তু এখন আর সেসব ভেবে কি লাভ, সেণ্টরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। পাল নামাতে নামাতে এগিয়ে আসছে কালো জাহাজটা আহত শিকারের দিকে।

গানারের দিকে ফিরল দো বাখনি। 'ওপরে চলে যাও। গান ডেকের সবাইকে ডেকে নিয়ে যাও সঙ্গে। এখানে আর কিছুই করবার নেই কারও।'

নিজে সে সিঁড়ি বাওয়ার ঝামেলায় না গিয়ে পোর্ট হোল থেকে বাইরে বেরিয়ে রেলিং টপকে উঠে গেল ওপরের ডেকে। খালি গায়ে একজন লোককে ওভাবে উঠে আসতে দেখে ভয়ে জান উড়ে গেল প্রিসিলা ও মেজর স্যাণ্ডসের। যুদ্ধ করতে হতে পারে মনে করে তলোয়ারটা কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছে মেজর, ওটার বাঁটের উপর হাত চলে গেল তার। কিন্তু তার আগেই অভয় দিল দো বাখনির কণ্ঠ। সে বলল, যত দ্রুত সম্ভব নিজের কেবিনে পৌঁছানো দরকার তার, তাই ঘাম আর ধুলো-বারুদ মেখে নোংরা অবস্থায় এভাবে উঠে এসেছে।

মেজরের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'যুদ্ধ শেষ। বোকা ব্র্যানসামটা আমাকে একটা গোলা ছোঁড়ার সুযোগও দিল না। লীচও গোলাগুলি বন্ধ করেছে। বোঝা যাচ্ছে এই জাহাজটা ওর দরকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে আসবে ওরা সেণ্টরে।'

অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝল ওরা দুজনই। এখন ঈশ্বর ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই ওকে রক্ষা করে, বুঝে নিয়ে ওখানেই হাঁটু ভাঁজ করে প্রার্থনায় বসে পড়ল প্রিসিলা। মেজরের চেহারায় চরম হতাশা ও মৃত্যুভীতি।

মশিয়ে দো বাখনির চেহারা গম্ভীর, কিন্তু ভীতি বা হতাশার কোন চিহ্ন সেখানে নেই। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'বুকে সাহস রাখুন, মাদামোয়াযেল। ঘাবড়াবেন না। আমি আছি এখানে। হয়তো আপনার কোন বিপদ হবে না। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়তো করতে পারব। মাঝে মাঝে তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলি। দেখবেন, একটা কিছু বুদ্ধি বের করে ফেলব। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। শুধু

অল্প একটু বিশ্বাস।'

কথা শেষ করে একছুটে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকল মশিয়ে দো বাখনি, ডাক দিল পিয়েখকে।

www.boighar.com

উঠে দাঁড়িয়ে মেজরের দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইল প্রিসিলা।

মেজর নিশ্চিত জানে অযথা বাগাড়ম্বর করে গেল নাটুকে ফরাসী লোকটা, কিন্তু সেকথা না বলে মেয়েটাকে কিছুটা স্বস্তি দেয়ার জন্যে বলল, 'ও কি করতে পারবে আমার মাথায় আসছে না। খুন করে ফেললেও আসবে না। তবে ওকে তো যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বলেই মনে হলো। মানতেই হবে, অনেক গুণ আছে লোকটার। এমনও হতে পারে ও নিজেও যখন জলদস্যু ছিল, ওকে কিছু বলবে না ওরা। জানো তো কুকুরের মাংস খায় না কুকুর।'

আবোলতাবোল বকে চলল মেজর, যদিও নিশ্চিত জানে – কোন আশা নেই। টম লীচ সম্পর্কে যা শুনেছে তার শতকরা দশভাগও যদি সত্য হয়, মৃত্যু অনিবার্য। খোদাকে মনে মনে ডাকছে, যেন খুব দ্রুত হয় মরণ। কিন্তু নিজের চেয়েও বেশি ভাবছে প্রিসিলা হ্যারাডিনের দুর্ভাগ্যের কথা। পাষণ্ডগুলো খুবলে খাবে ওকে। একবার ভাবল, তার চেয়ে ওকে এখনই মেরে ফেললে কেমন হয়?

একসময় কালো জাহাজের ছায়া পড়ল সেন্টরের উপর। এক সেকেণ্ডের জন্যে রেলিঙের ধারে দাঁড়ানো অনেকগুলো ভয়ঙ্কর চেহারা দেখা গেল। একটা ট্রাম্পেট বেজে উঠল দস্যু-জাহাজে, সেই সঙ্গে ড্রামের শব্দ। তারপরই শোনা গেল অনেকগুলো মাস্কেটের গুলির শব্দ। ঠক-ঠক করে কাঁপছে প্রিসিলা।

এমনি সময়ে কেবিন থেকে বের হলো মশিয়ে দো বাখনি, তার পিছনে পিয়েখ। হাতে বা মুখে কোথাও ধুলো-ময়লার চিহ্ন নেই; ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড়; মাথায় কালো, কোঁকড়া পরচুলা; পায়ে কর্ডোভান লেদারের বুট; তলোয়ার তো আছেই, বেল্টে গোঁজা রয়েছে দুটো পিস্তল।

বোঝা গেল, এতক্ষণ সাজগোজ করছিল লোকটা। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা দো বাখনির দিকে। সাজের এই কি একটা সময় হলো? সাজসজ্জার চেয়েও বেশি অবাক করল ওদের ওর সহজ, স্বচ্ছন্দ হাবভাব। হাসিমুখে এগিয়ে আসছে সে ওদের দিকে। বলল, 'ক্যাপটেন লীচ হচ্ছে মহাপুরুষ। মহান জলদস্যুদের শেষ নমুনা। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হলে আনুষ্ঠানিকতার দরকার আছে।'

চারদিকে নরক গুলজার হচ্ছে এখন। প্রচণ্ড শব্দে গোলা ফাটল কাছেই। ছিটকে পড়তে গিয়েও কোনও মতে টেবিলটা ধরে সামলে নিল দো বাখনি। মেজর স্যাণ্ডস বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, আর প্রিসিলা হুমড়ি খেয়ে পড়ল দো বাখনির বুকে।

'বাঁচান!' ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'প্লিজ, আমাকে বাঁচান!'

একহাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে দো বাখনি। কালো গোঁফের নিচে ঠোঁট জোড়া সামান্য প্রসারিত হলো। বুকের ওপর সেঁটে থাকা সোনালী মাথায় হাত বুলিয়ে দিল দো বাখনি। বলল, 'মনে হচ্ছে, পারব। খুব সম্ভব পারব।'

নির্ভীক লোকটার ছোঁয়ায় অনেকটা দূর হয়ে গেল প্রিসিলার ভয়। ওদিকে

বইঘর.কম

প্রিসিলাকে ফরাসী লোকটার বুকে সেঁটে থাকতে দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে গেল মেজরের, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে কটমট করে চেয়ে রইল দো বাখনির দিকে। তারপর চ্যালেঞ্জ করল, 'আপনি আর কী করতে পারবেন এখন?'

'দেখা যাক কি পারি। হয়তো অনেক কিছুই পারব, আবার, হয়তো কিছুই পারব না। তবে আমার সাফল্য নির্ভর করবে আপনাদের সহযোগিতার ওপর।' চেহারা একটু কঠোর হলো দো বাখনির। 'আমার প্রতিটি কথায় সায় দিতে হবে আপনাদের–যাই বলি না কেন, শুনতে যেমনই লাগুক। একটা কথার প্রতিবাদ যদি করেন, মনে রাখবেন, আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব।'

ধুপ-ধাপ আওয়াজ আসছে ওপরের ডেক থেকে। এসে পড়েছে দস্যুরা। চিৎকার চেঁচামেচি চরমে উঠেছে। থেকে থেকে গর্জে উঠছে পিস্তল, বন্দুক। বোঝা যাচ্ছে, বাধা দেয়া হচ্ছে ওদের। পোর্ট হোল দিয়ে দেখা গেল ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল একটা লাশ, তারপর আরও দুটো।

ভয়ে শিউরে উঠল প্রিসিলা। সান্ত্বনা দিল দো বাখনি, 'এই শেষ হলো বলে। আর বেশিক্ষণ টিকবে না এরা। কমপক্ষে তিনশো অনুচর লীচের; আর সেণ্টরের আছে মাত্র এক কুড়ির কিছু বেশি।'

কান পাতল দো বাখনি, কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে এদিকে। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে, 'আমার কথা মেনে নেবেন তো? অক্ষরে অক্ষরে? কথা দিন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি যাই বলেন না কেন।'

'আর আপনি, মেজর স্যাণ্ডস?'

মুখ কালো করে কথা দিল মেজর। এবং তার কথা শেষ হওয়ার আগেই নগ্ন পায়ে ধুপ-ধাপ আওয়াজ তুলে গ্রেট কেবিনের দরজার কাছে চলে এল একদল দস্যু। ওপর থেকে এখনও মাঝে-মধ্যে কাতরানি ও চিৎকারের শব্দ এলেও বিজয়ীদের পৈশাচিক হাসিই শোনা যাচ্ছে বেশিরভাগ। একদল নেমে এসেছে লুটের মাল কি পাওয়া যায় দেখার জন্যে।

দড়াম করে খুলে গেল কেবিনের দরজা, বাল্কহেডে বাড়ি খেল। হাতে অস্ত্র আর ঠোঁটে হাসি নিয়ে ঢুকল একদল দস্যু। ওদের তিনজন আর পিছনে পিয়েখকে দেখে থমকে দাঁড়াল। মেয়ে দেখে উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল কয়েকজন। এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু এক পা এগিয়ে বাধা দিল দো বাখনি। দুই হাত কোমরে গোঁজা দুই পিস্তলের বাটে।

'দাঁড়াও!' প্রচণ্ড এক ধমক লাগাল সে ওদের। 'আর এক পা এগোলে মাথার ঘিলু বের করে দেব! আমি দো বাখনি। যাও, তোমাদের ক্যাপটেন লীচকে ডেকে নিয়ে এসো।'

৬
ভাগাভাগি

নামটা অনেকেরই জানা ছিল বলে, অথবা লোকটার শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ভাব দেখে – কিংবা অন্য যে কারণেই হোক, থমকে দাঁড়াল সবাই। নেতা উঁচু করে ধরে আছে একটা রক্তমাখা ম্যাশেটি এই অবস্থায় জমে গেল যেন সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্যে। এমনি সময়ে সবাইকে ঠেলে এগিয়ে এল মাঝারি উচ্চতার লোক, চলনে তার প্যানথারের ক্ষিপ্রতা। সামনে আসতেই চিনতে পারল দো বাখনি, এসে গেছে টম লীচ।

লাল একটা ব্রীচ পরে আছে টম লীচ, বুক খোলা শার্টে রক্তের দাগ হাত গুটিয়ে রাখায় শক্তিশালী দুই বাহুর পেশী দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার কালো চুল ভুরুর উপর এসে পড়েছে। সরু নাকের খুব কাছে বসানো চোখ দুটোয় শয়তানী ও নীচতা ম্যাশেটি বা ছোরার বদলে লীচের কোমরে ঝুলছে তলোয়ার–সবাই জানে তলোয়ার-যুদ্ধে বর্তমান বিশ্বে তার সমকক্ষ আর কেউ নেই।

'কি হচ্ছে এখানে?' বলেই থমকে গেল টম লীচ শান্ত কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী মানুষটার ওপর চোখ পড়তেই। চোখ দুটো বড় হলো, তারপর সরু হলো বিড়ালের চোখের মত। 'আরে! আমি কি ভুল দেখছি? আমাদের "টপগ্যাল্যান্ট" চার্লি না?'

এক পা এগিয়ে পিস্তলের বাট থেকে হাত সরিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল মশিয়ে দো বাখনি টম লীচের দিকে।

'ঠিক ধরেছ, দোস্ত তবে তুমিও কম যাও না, যেখানে দরকার ঠিক সেখানেই হাজির। আমার অনেক খাটনি আর সময় বাঁচিয়ে দিয়েছ। আমি গুয়াডিলুপ যাচ্ছিলাম ওখান থেকে একটা জাহাজ আর কিছু লোক নিয়ে তোমাকে খুঁজতে বেরোব বলে। ঠিক সময় মতই আকাশ থেকে পড়েছ এই ডেকের ওপর, যেন জাদুর বলে!'

বাড়ানো হাতটা ধরল না টম লীচ। আরও ছোট হলো চোখ দুটো, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়াল সামান্য নিচু হয়ে।

'তোষামোদ হচ্ছে, দো বাখনি? ভেবেছ এভাবে আমাকে ভোলাতে পারবে? জানি, গালচালাকি আর ধূর্ততায় তোমার জুড়ি নেই। কিন্তু তাই বলে আমার সঙ্গেও? টম লীচকে ঘোল খাওয়াবে এত চালাক তুমি হওনি এখনও, চার্লি।' বার দুই আপাদমস্তক চোখ বুলাল সে দো বাখনির ওপর। 'তোমার সর্বশেষ খবর জানি, মরগানের সঙ্গে আছ তুমি। ওর ডান হাত হিসেবে ওরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তুমি আমাদের সবার সাথে।'

যেন মজা পাচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে মিটি মিটি হাসল দো বাখনি 'তা ঠিকই বলেছ একরকম। ওর পার্শ্বচরদের দুটোর যে-কোনও একটা বেছে নেয়ার সুযোগ

বইঘর.কম

দিয়েছিল ও হয় আমার সঙ্গে থাকো, নয়তো ঝুলে পড়ো ফাঁসীর দড়িতে। ওর হাতের মুঠোয় যতক্ষণ ছিলাম, ওর কথাতেই নাচতে হয়েছে আমাকে। যদি মনে করে থাক স্বেচ্ছায় আমি ওর কথায় নেচেছি, তাহলে বলতে হবে দো বাখনিকে আজও চিনতে পারনি তুমি। বিশ্বাস করো, প্রথম সুযোগেই কেটে পড়েছি আমি তোমার সঙ্গে যোগ দেব বলে।'

'আমার সঙ্গে যোগ দিতে? আ-মা-র সঙ্গে! আমার প্রতি এত ভালবাসা তোমার, কই, কোনদিন তো টের পাইনি!'

টিটকারী গায়ে মাখল না দো বাখনি। 'ভালবাসা জন্মায় প্রয়োজন থেকে। বিশ্বাস করো, টম, এই মুহূর্তে তোমাকে আমার ভয়ানক প্রয়োজন। আর এটাও জেনে রাখ, খালিহাতে আসিনি আমি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কত টাকার ব্যাপার! স্বপ্নে হয়তো এক-আধবার এই পরিমাণ সম্পদ দেখে থাকতে পার, কিন্তু জাগরণে কোনদিন না। বিরাট ব্যাপার, টম। আমার একার পক্ষে সামাল দেয়া সম্ভব নয়। আমি যে-কাজে নেমেছি, বর্তমানে একমাত্র তোমারই আছে সে-কাজটা উদ্ধার করার সাহস, যোগ্যতা আর লোকবল। তাই চলেছিলাম তোমার কাছে।'

এক পা এগিয়ে এল টম লীচ, তলোয়ারটা বেতের মত করে বাঁকিয়ে ধরা। 'কিসের সম্পদের কথা বলছ তুমি?'

'স্বর্ণ! সোনা-রূপার নৌবহর। এক মাসের মধ্যেই রওনা হবে।'

টম লীচের অবিশ্বাসী, চঞ্চল দুই চোখে ঝিলিক দিল লোভ। 'কোত্থেকে?'

হেসে উঠল দো বাখনি, মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। 'এখন নয়। পরে আলাপ করা যাবে এ নিয়ে।'

বুঝল লীচ। কিন্তু অনুচরদের সামনে ওর প্রশ্নের না-সূচক জবাব আসায় রেগেও গেল। 'আরও অনেক স্পষ্ট ভাবে জানতে হবে আমার।'

'নিশ্চয়ই। আরও অনেক কিছুই জানানো হবে তোমাকে। তা নইলে তুমি রাজি হবে কেন?'

মেজর স্যাণ্ডসের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ প্রিসিলাকে দেখতে পায়নি দস্যুটা। হঠাৎ মেজর একটু নড়ে উঠতে ওর চোখ পড়ল মেয়েটার ওপর। মুহূর্তে অশুভ কি যেন ছায়া ফেলল ওর চোখে-মুখে, সেই সঙ্গে নগ্ন লালসা। 'কে? কে এরা? কে ওই ডানাকাটা পরি?'

এগোতে যাচ্ছিল, ওর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল দো বাখনি।

'আমার স্ত্রী আর তার ভাই। গুয়াডিলুপে নিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করবে বলে।'

বোকা মেজর গলা পরিষ্কার করল এই ডাহা মিথ্যার প্রতিবাদ করবে বলে, কিন্তু সেটা টের পেয়ে ওর হাতে জোরে চাপ দিল প্রিসিলা।

'তোমার বউ!' মনে হলো দস্যুটার মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল কথাটা শুনে। 'আমি কোথাও কোনদিন শুনিনি বিয়ে করেছ তুমি!'

'হঠাৎ হয়ে গেল। জামাইকায়।' যেন কথার ওখানেই শেষ, এমনি ভঙ্গিতে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'এবার আমাদের ব্যবসায়িক কথাবার্তাগুলো সেরে ফেলার আয়োজন করতে হয়, টম।'

কিছুক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে রইল টম লীচ ফরাসী লোকটার দিকে। 'তোমার কথায় আমার বিশ্বাস আনতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে তোমাকে, দো বাখনি। আর যদি দেখি মিথ্যা…'

ওর কথায় বাধা দিল দো বাখনি। 'তোমার ওই সন্দেহ বাতিকটা মাঝে মাঝে তোমাকে বুদ্ধুতে পরিণত করে, টম। তোমার চরিত্রের প্রধান দোষ এটাই। আমি কি গাধা, যে তোমার হাতের মুঠোয় বসে তোমার সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা করব?'

আরও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল টম লীচ, সরু নাক একটা আঙুল দিয়ে টোকা দিল, তারপর বলল, 'হতে পারে। হতে পারে। কিন্তু খোদার কসম, চার্লি, আমার সঙ্গে চালবাজির চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত তোমার মনে হবে না-জন্মালেই ভাল ছিল। জ্যাক ক্ল্যাভারিংকে মনে আছে তোমার? তোমার মতই আরেক দাঁড়কাক। ভেবেছিল টম লীচকে নাচাবে! এদের কাছে শুনে নিয়ো, কিভাবে একটা একটা করে ওর পালক ছিঁড়েছি আমি – শেষে চিৎকার করে কেঁদেছে হারামজাদা, হাতে পায়ে ধরেছে ওকে মেরে ফেলার জন্যে। তুমি চালাক লোক, চার্লি। মরগান সবসময় তারিফ করত তোমার চাতুরীর। তবে একটা কথা মনে রেখো, ছল-চাতুরীতে আমিও কারও চেয়ে কম যাই না। কথাটা ভুলো না।'

'অযথা দম খরচা করছ তুমি, টম!' রাগের ভান করল দো বাখনি।

'হয়তো। অন্যের দম বের করবার কায়দাও জানা আছে আমার।' কথাটা বলেই ঘুরল লীচ ওর অনুচরদের দিকে। বলল, 'সবাই ভাগো এখন এখান থেকে। শুধু উওগান থাকো। বাকি তোমরা গিয়ে মাইককে বলো মালপত্র কি পাওয়া গেল তার একটা লিস্টি তৈরি করে রাখতে, একটু পরেই আসছি আমি।'

হৈ-হৈ করে চলে গেল ওরা। সবাই বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লীচ, তারপর টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল তলোয়ারটা রাখল সামনে, টেবিলের ওপর। 'এবার, চার্লি, শোনা যাক সোনা বোঝাই জাহাজ সম্পর্কে কি বলার আছে তোমার।' দো বাখনির সঙ্গে কথা বলছে বটে, কিন্তু চোখ পড়ে আছে ওর প্রিসিলার ওপর। দৃষ্টিটাকে কিছুতেই ভদ্রোচিত বলা যাবে না।

ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে উওগান, ম্যাশেটি হাতে যে দস্যুদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল একটু আগে। লম্বা, শক্তিশালী, দোহারা গড়নের বদমাশ, মুখে একগাল কালো দাড়ি, মাথায় জড়ানো কালো স্কার্ফের ফাঁক গলে বেরিয়ে আছে কোঁকড়া কালো চুল। কালো একজোড়া ভ্রূর নিচে ঘন নীল চোখ। লাল একটা শার্ট আর কাঁচা চামড়ার ব্রীচ পরা, কোমরের বেল্টে গোঁজা একজোড়া পিস্তল।

মশিয়ে দো বাখনি, যেন নিজের বাড়িতে রয়েছে এমনি সহজ ভঙ্গিতে স্টারবোর্ডের একটা কেবিনের দরজা খুলল।

'এসো, প্রিসিলা,' ডাকল সে শান্ত কণ্ঠে। 'তুমিও, বার্ট।'

যেন বেঁচে গেল, এমনি ভঙ্গিতে আদেশ পালন করল প্রিসিলা।

বিরক্ত হলো টম লীচ। 'এর মানে কি? ওদের এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছ কার হুকুমে?'

'তোমার অনুমতি সাপেক্ষে, ক্যাপটেন,' বলল দো বাখনি, যেন এর ওপর

বইঘর.কম

আর কোন কথা চলে না তার স্ত্রী ও স্ত্রীর ভাই ভেতরে চলে যেতেই বন্ধ করে দিল সে দরজাটা।

'কসম খোদার,' ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাসল টম লীচ। 'মনে হচ্ছে খুব চাল দেখাচ্ছ! মনে হচ্ছে তুমিই এখানকার প্রভু, তোমার আদেশেই চলছে সব, তাই না?'

'কেবল আমার স্ত্রীর ব্যাপারেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফ্রেঞ্চম্যান। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসার আগেই পাশ ফিরে তার সহকারীকে বলল, 'রাম দাও, পিয়েখ।'

ডাকাতটার সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি অনুসরণ করল দো-আঁশলাকে।

'তোমার পরিবারের আরেক সদস্য মনে হচ্ছে?' টিটকারীর ভঙ্গিতে জানতে চাইল দস্যুসর্দার

'আমার কাজের লোক,' বলল দো বাখনি দস্যুর মুখোমুখি বসল এবার সে। কথা যখন শুরু করল, মনে হলো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খোশগল্প করছে

'কপাল ভাল আমাদের, টম। তা নইলে সেণ্টরের গ্রেট কেবিনে মুখোমুখি বসে কথা বলার সুযোগ হতো না আমাদের। যদি অভিজ্ঞ যোদ্ধার হাতে থাকত এ জাহাজটা, কিংবা ধরো, আমার হাতেই থাকত জাহাজের ভার, তাহলে তোমরা এ জাহাজে ওঠা তো দূরের কথা, কাছেই ভিড়তে পারতে না।'

'পারতাম না, তাই না? দারুণ চালাক লোক, কি বলো, উওগান? তোমার ধারণা আমার চেয়েও ভাল যোদ্ধা তুমি? খুব একটা বিনয়ের পরিচয় দিচ্ছ না, মোর্লে'

মাথা নাড়ল দো বাখনি। 'আমি হলে তোমাদের মোকাবিলার জন্যে দাঁড়াতাম না তোমার জাহাজে যে পরিমাণ জঞ্জাল জমেছে, মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেই বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত আমাদের, কোনদিন আর ধরতে পারতে না এ জাহাজ অনেক বেশিদিন পানিতে আছ তোমরা, টম, জাহাজটা আর চলার যোগ্য নেই'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ লীচ দো বাখনির মুখের দিকে তারপর বলল 'দেখার চোখ আছে তোমার সত্যিই। জাহাজের তলার জঞ্জাল ঠিকই আন্দাজ করেছ!'

এক বোতল রাম, একটা পাত্রে তামাক, গোটা কয়েক পাইপ আর তিনটে পানপাত্রের পাত্র সাজিয়ে দিল পিয়েখ টেবিলের উপর তারপর পিছিয়ে দাঁড়াল যে চাইবে এগিয়ে দেয়ার জন্যে।

মদ ঢেলে নিল ওরা। উওগানও বসে পড়ল টেবিলের একধারে, পাইপ ধরাল বাখনির দেখাদেখি। তামাক নিল না টম লীচ

'এবার শোনা যাক, কিসের নৌবহরের গল্প যেন বলছিলে?'

'গল্প বেশি বড় না মাসখানেকের মধ্যে কাদিজ রওনা হবে তিনটে স্প্যানিশ জাহাজ তিরিশ কামানের গ্যালিয়নটায় থাকবে ট্রেজার, বিশ কামানের দুটো ফ্রিগেট পাহারা দেবে ওকে দুপাশ থেকে। একটা জাহাজে যতটা ঐশ্বর্য তোলা সম্ভব তার চেয়েও বেশি আছে ওটায়। সোনা আর রূপায় মিলিয়ে যা আছে তার দাম হবে কমপক্ষে পাঁচ লাখ পিসেস অভ এইট [প্রাচীন স্প্যানিশ মুদ্রা, প্রতিটির মূল্য এক ডলারের আট ভাগের এক ভাগ], এছাড়াও রয়েছে কয়েক বস্তা রিও ডি

লা হাচার মুক্তা।'

পাইপে টান দিতে ভুলে গেছে উওগান। দুজনেরই চোয়াল ঝুলে পড়েছে নিচে। এত বিশাল সম্পদের কথা কল্পনাও করতে পারে না ওরা। কথা যদি সত্য হয়, ক্যাপটেন ও মেট হিসেবে ওদের ভাগে যা পড়বে তাতে সারাজীবন আর রোজগার না করলেও চলবে – বিরাট ধনী হয়ে যাবে ওরা। প্রথমে মুখ বন্ধ করল লীচ, গোটা কয়েক অশ্লীল খিস্তি ঝাড়ল, তারপর সোজা-সাপ্টা বলল, 'বিশ্বাস করলাম না। আমাকে নরকে পাঠালেও বিশ্বাস করতে পারব না এই গাঁজাখুরি গল্প।'

'আমিও না,' বলল উওগান। 'কসম খোদার!'

তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল মশিয়ে দো বাখনির ঠোঁটে। 'আগেই তো তোমাদের বলেছি, স্বপ্নে এক-আধবার হয়তো দেখে থাকতে পার, কিন্তু জাগরণে এত টাকার কথা কল্পনাও করতে পারবে না তোমরা। তবে যা বলছি তা সত্য। এখন হয়তো টের পাচ্ছ, কেন আমি গুয়াডিলুপে চলেছিলাম একটা জাহাজ সংগ্রহ করে তোমাকে খুঁজে বের করে সাহায্যের অনুরোধ করব বলে? কপাল ভাল আমাদের – তার কারণ, অনেক সময় বেঁচে গেল আমার; তোমাকেও পেয়ে গেলাম, সেই সঙ্গে একটা জাহাজও। এটা ব্যবহার করতে পারব আমরা আক্রমণের সময়।'

বিশাল ধন-সম্পদের কথায় মনের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে দস্যুদের, টের পেল না, এই দুটো কথার কোনটার পিছনেই অকাট্য কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি দো বাখনি, একটা কথাকে দাঁড় করিয়েছে অপরটার পরিপূরক হিসেবে। কিন্তু লোভে ঘোলা হয়ে গেছে ওদের বুদ্ধি। চেয়ারটা আরও কাছে টেনে নিল টম লীচ, দুই কনুই রাখল টেবিলের উপর।

'এবার আর একটু ভেঙে বলো দেখি। তুমি কি করে জানলে এই খবর?'

'দৈবক্রমে। এই যেমন তোমাকে পেয়ে গেলাম দৈবাৎ। মনে হচ্ছে দেবতাদের আশীর্বাদ আছে আমাদের ওপর, টম। শোনো, বলছি।' চমৎকার একটা ফাঁক-ফোকরহীন, বাস্তবভিত্তিক কাহিনী শুরু করল এবার দো বাখনি।

মাসখানেক আগে কেম্যান্স্ আইল্যাণ্ড থেকে ফিরছিল সে হেনরি মরগানের সঙ্গে। টম লীচের খোঁজে ওদিকে গিয়েছিল মরগানের ফ্ল্যাগশিপ, দো বাখনি ছিল সঙ্গের দুটো ফ্রিগেটের একটার দায়িত্বে। সারারাত তুমুল ঝড় বয়ে যাওয়ার পর এক সকালে ওরা দেখতে পেল গ্র্যাণ্ড কেম্যানের পাঁচ কি ছয় লীগ [এক লীগে তিন মাইল] দক্ষিণে কোনও মতে কাত হয়ে ভেসে আছে একটা হালকা জাহাজ, তলিয়ে যাবে খানিক বাদেই। একেবারে শেষ মুহূর্তে নারিকদের উদ্ধার করে ওরা, তুলে নেয় জাহাজে। জানা গেল লোকগুলো স্প্যানিয়ার্ড। ওদের মধ্যে এক ভদ্রলোককে দেখে মনে হলো খুবই উঁচু পদের অফিসার। ভদ্রলোকের নাম ওজেডা– হিসপ্যানিওলা পৌঁছানোর জন্যে ভয়ানক উদগ্রীব মনে হলো তাকে। স্লুপটা ওইদিকেই যাচ্ছিল, ঝড়ে পড়ে দিক হারিয়ে চলে এসেছে এদিকে। মারাত্মক আহত ছিল ভদ্রলোক। মাস্তুল ভেঙে পড়ায় চোট পেয়েছিল মেরুদণ্ডে। লোকটা শারীরিক যতটা কষ্ট পাচ্ছিল, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি কষ্ট পাচ্ছিল মানসিক ভাবে–সান ডোমিঙ্গোর স্প্যানিশ অ্যাডমিরালের জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে

বইঘর.কম

চলেছে সে, সেটা পৌঁছানোর আগেই যদি মরে যায়, সেই আশঙ্কায়।

'বার্তাটা যে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে অসুবিধে হলো না আমার, দারুণ কৌতূহল হলো। ওকে বললাম, আমাকে যদি ও বিশ্বাস করে বার্তাটা বলে, কিংবা একটা চিঠিতে যদি সেটা লিখে দেয়, আমি ওটা অ্যাডমিরালের হাতে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে পারি। কিন্তু সে প্রস্তাব লোকটা এতই জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল যে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল শতগুণ।

'কিন্তু চিঠির কথাটা ওর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল। সেই দিনই কয়েক ঘণ্টা পর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে টের পেয়ে আমাকে খবর দিল লোকটা। অনুরোধ করল, ডুবে যাওয়া জাহাজের ক্যাপটেনকে যেন ডেকে পাঠাই, আর যেন একটু কালি-কলমের ব্যবস্থা করি। ব্যবস্থা করে দিলাম সব। তখনও জানি না, শিক্ষিত, চতুর ভদ্রলোক চমৎকার এক কৌশল আবিষ্কার করেছে। এমন এক চিঠি লিখল ভদ্রলোক যেটার মর্মোদ্ধার করা সাধারণ কোনও নাবিকের পক্ষে স্রেফ অসম্ভব। নাবিকদের বেশিরভাগই নিজের মাতৃভাষাও পড়তে পারে না। ল্যাটিন ভাষায় অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে লোকটা ক্যাপটেনকে দিয়ে এমন এক চিঠি লেখাল, যার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝল না লেখক নিজেও। চমৎকার বুদ্ধি, কাজ হওয়ার কথা শতকরা একশো ভাগ, কিন্তু ওরা তো আর জানে না কতখানি কৌতূহলী হয়ে উঠেছি আমি।

'সন্ধ্যায় মারা গেল ভদ্রলোক। নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল পরপারে তার দায়িত্ব সে পালন করেছে।

'সেই রাতেই একটা দুঃখজনক দুর্ঘটনায় কি করে যেন জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে হারিয়ে গেল সেই স্প্যানিশ স্লুপের ক্যাপটেন। গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটার কথা আর কেউ জানত না বলে ব্যাপারটা নিয়ে তেমন কোন হৈ-চৈ হলো না। বেচারা কোন দুর্ঘটনায় পড়তে পারে মনে করে আগেই অবশ্য ওর বুটের লাইনিঙের ভিতর থেকে লুকানো চিঠিটা হাতিয়ে নিয়েছিলাম আমি।'

গল্পের এই পর্যায়ে এসে শ্রোতাদের প্রশংসা গ্রহণ করবার জন্যে থামতে হলো মশিয়ে দো বাখনিকে। "খুন" শব্দটা একটিবারও উচ্চারণ না করেও ফ্রেঞ্চম্যানের হত্যাকাণ্ডের স্বীকৃতি শুনে খুবই মজা পেল ওরা, হো-হো করে হেসে উঠল দুই দাগী ডাকাত, অকুণ্ঠ প্রশংসা করল দো বাখনির। মৃদু হেসে মাথা পেতে নিল সে প্রশংসা। তারপর এগিয়ে গেল তার গল্প নিয়ে।

'তখনই টের পেলাম চালাকিটা। আমি অশিক্ষিত নই, এক সময় ল্যাটিন আমার ভালই জানা ছিল। কিন্তু সমুদ্রে এলে এসব কারও মনে থাকার কথা নয়। তাছাড়া, ওই লোকটার ল্যাটিন ছিল খুবই উঁচু দরের। কয়েকটা রোমান সংখ্যা আর এক আধটা শব্দ ছাড়া প্রায় কিছুই বুঝলাম না। তবে এক সপ্তাহ পর পোর্ট রয়ালে একজন পরিচিত ফরাসী যাজকের কাছ থেকে বার্তাটা অনুবাদ করিয়ে নিলাম।'

কয়েক মুহূর্ত শ্রোতাদের আগ্রহী মুখের দিকে চেয়ে থাকল দো বাখনি, তারপর বলল, 'আমি কিভাবে জানতে পেরেছি শুনলে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, বুড়ো মর্গানকে ছাড়তে হবে এবার আমার, ইংরেজ সরকারের চাকরিটাও। কিন্তু

এ-ও বুঝলাম, যে-কাজে হাত দিতে চাই, সেটা সুষ্ঠুভাবে করতে হলে একা পারব না, আমার সাহায্য দরকার। কাজেই মরগানকে বললাম, বহুদিন সমুদ্রে থেকে এখন দেশে ফেরার জন্যে প্রাণটা আমার কাঁদাকাটি করছে। কোনও সন্দেহ না করেই ছেড়ে দিল আমাকে মরগান। আমি জানতাম গুয়াডিলুপে এখনও খোঁজ করলে কিছু সাহসী লোক পাওয়া যাবে, আর আরও একটা জাহাজ সঙ্গে থাকলে তোমার কাজে অনেক সুবিধে হবে। তাছাড়া, ওখানে তোমার খবর পাওয়া যাবে, তাও জানতাম। তুমি যে ইদানীং ওখানেই লুটের মাল বিক্রি করছ এ-খবর অবশ্য মরগানেরও জানা আছে।'

কথা থামিয়ে রামের পাত্রে চুমুক দিল মশিয়ে দো বাখনি।

নড়ে উঠল লীচ, টেবিলের উপর থেকে কনুই সরিয়ে নিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝলাম। এবার শোনা যাক আসল তথ্যটা।'

'এরই মধ্যে বলেছি। বিপুল সম্পদ নিয়ে প্লেট ফ্লীট কাদিজের পথে রওনা হবে মাসখানেকের মধ্যে, আয়ন বায়ুটা ঠিকমত চালু হলেই। চিঠিতে সম্পদের বর্ণনা দেয়া হয় স্প্যানিশ অ্যাডমিরালকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে, যাতে গুরুত্বটা সঠিকভাবে অনুধাবন করে দুটো যুদ্ধ-জাহাজ তৈরি রাখেন তিনি ওটাকে পাহারা দিয়ে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। এই হলো গোটা ব্যাপার।'

'গোটা ব্যাপার? কী বলছ তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল লীচ। 'কোথা থেকে ছাড়বে ওটা তা বুঝি কোন ব্যাপারই নয়?'

মুচকে হাসল মশিয়ে দো বাখনি। তামাকের বাক্সটা টেনে নিয়ে বলল, 'ধরে নাও, কামপিচ থেকে ত্রিনিদাদ—এর মধ্যে কোনও এক জায়গা থেকে।'

ভুরু কুঁচকে মুখ কালো করে ফেলল দস্যু। 'তার চেয়ে বলো, উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর মধ্যে কোনও এক জায়গা থেকে!' রেগে গেছে সে। 'তুমি বলতে চাও তুমি জান না? না জানলে তোমার বাকি তথ্যের কি দাম?'

হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত হলো মশিয়ে দো বাখনির ঠোঁটে। 'নিশ্চয়ই জানি। ওটাই তো আমার গোপন কথা। ওই তথ্যই তো বিনিময় করতে চাইছি তোমাদের সঙ্গে।' দস্যুদুজনের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ধীর-স্থির ভঙ্গিতে পাইপ ধরাল দো বাখনি। ওর ব্যাপার-স্যাপার দেখে হাঁ হয়ে গেছে দুজনই। 'আর একটা কথা,' বলল সে। 'আমি যতদূর জানতে পেরেছি, দুশো, বড়জোর আড়াইশো লোক থাকবে ওদের জাহাজে। আমাদের এই দুটো জাহাজ নিয়ে দুদিক থেকে আক্রমণ করলে ওরা সামাল দিতে পারবে না।'

'ও নিয়ে ভাবছি না। আমি যেটা জানতে চাই, এবং এই মুহূর্তে, সেটা হলো কোথায় খুঁজব আমরা এই নৌবহরকে।'

'সেটা তোমার জানার কি দরকার?' মাথা নাড়ল দো বাখনি। 'আমি তো সশরীরে থাকছিই। চুক্তিপত্রে সই হয়ে গেলে আমিই ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব তোমাদের পথ দেখিয়ে।'

'তোমার ধারণা, আমরা চুক্তিপত্রে সই করতে চলেছি, তাই না?'

'তা না করলে তোমাকে বোকাই বলব আমি, টম। জীবনে তোমার কখনও এত বিপুল সম্পদ হাতানোর এমন সুযোগ আর আসবে না।'

বইঘর.কম

'তুমি কি ভেবেছ তোমার কথায় চোখ-কান বাঁধা অবস্থায় আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব?'

'চোখ-কান বাঁধার কোনও ব্যাপার নেই এতে। যেটুকু জানা দরকার তার সবই তুমি জেনেছ। তোমার যদি আপত্তি থাকে, বা মুরোদে না কুলায়, বেশ তো গুয়াডিলুপে নামিয়ে দাও আমাকে। আমার কোনও সন্দেহ নেই ওখানে আমি...'

'দেখো, বাখনি, মুরোদ যে আমার যথেষ্ট আছে, তা ভাল করেই জান তুমি। আর এটাও তোমার জানা থাকা দরকার যে মানুষের মুখ খোলানোরও অনেক কায়দা আমার জানা আছে। বহু মানুষের ছাল ছাড়িয়েছি আমি নাকি পায়ের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত কাঠি তোমার বেশি পছন্দ?'

নাক উঁচু করে তিরস্কারের ভঙ্গিতে চাইল ওর দিকে দো বাখনি।

'তুমি একটা ফালতু লোক, টম! আমি অতি ধৈর্যশীল মানুষ না হলে এই কথার জন্যে ঠিক গুলি করতাম তোমাকে'

'কি বললে?' ফোঁস করে উঠল লীচ, মুহূর্তে তলোয়ারের বাঁটে চলে গেছে দস্যুর হাত।

সেটা দেখেও না দেখার ভান করল দো বাখনি 'কি করে ভাবতে পারলে আমার মুখ খোলানো সম্ভব? আবার একবার ছাল ছাড়ানো কথা বলে দেখ, ছালই শুধু ছাড়াতে পারবে, ওই সম্পদের একটা পয়সাও হাতে পাবে না। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে, বলেছি কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন আমাকে তোমার। এবং এটা শুধু তোমাকে পথ দেখিয়ে ওই জাহাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই নয়। তোমাকে তো বলেছি, আরেকটা জাহাজ সংগ্রহ করতে চলেছিলাম গুয়াডিলোপে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেন্টর আমাদের হাতে এসে যাওয়ায় তার আর দরকার নেই। কিন্তু উপযুক্ত লোক চাই সেন্টরকে পরিচালনার জন্যে আমিই সেই লোক তুমি জান, দক্ষ, সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তোমার চেয়ে খুব একটা পিছনে ছিলাম না আমি। এখনই ভেবে দেখো, বিপুল সম্পদ অর্জন করে এই সমুদ্র-জীবন থেকে অবসর নেয়ার এই সুযোগ তুমি গ্রহণ করতে চাও কিনা, নাকি মরগানের গোলা খেয়ে ডুবে মরার জন্যে আরও কিছুদিন থাকতে চাও পানিতেই?' কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বলল, 'বলো, ক্যাপটেন, আমরা কি প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান লোকের মত চুক্তির শর্ত নিয়ে আলাপ করব এখন?'

নড়ে উঠল উওগান, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে কথা বলে উঠল। 'কসম খোদার, ক্যাপটেন। চার্লির সব কথা শুনে তো ওকে অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে না। ও যা চাইছে, ওর অবস্থায় তুমি হলেও কি ঠিক তাই চাইতে না?'

ব্ল্যাক সোয়ানের মেটকে বাগে আনা গেছে বুঝতে পেরে পিছনে হেলান দিয়ে বসে পাইপ টানায় মন-প্রাণ ঢেলে দিল দো বাখনি। বিপুল ঐশ্বর্যের টোপ গিলে নিয়েছে উওগান। এই সুবর্ণ সুযোগ যাতে হারাতে না হয়, সেজন্যে প্রয়োজনে টম লীচের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করবে ও সাধ্যমত ইতোমধ্যেই নিজের মতামত জানিয়ে দিয়েছে সে দস্যু-সর্দারকে। www.boighar.com

'তা তোমার চুক্তির শর্তটা কি শোনা যাক,' বিরস কণ্ঠে বলল লীচ।

'আমার জন্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সম্পদের দখল পাওয়া মাত্র।'

'কি বললে!' চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লীচ। একরাশ কুচ্ছিত গালি-গালাজ বর্ষণ করল ফ্রেঞ্চম্যানের উদ্দেশে, তারপর ঝট্ করে ফিরল উওগানের দিকে, 'এই তোমার যুক্তিযুক্ত লোক, উওগান?'

'সোনা, রূপা আর মুক্তা মিলিয়ে কমপক্ষে দশ লাখ পিসেস অভ এইট দাম হবে এ-সম্পদের। আর এ জিনিস এমন কোন মাল নয় যে গুয়াডিলুপে নিয়ে গিয়ে তোমার বেচতে হবে দশভাগের একভাগ দামে।'

এবার শুরু হলো দর কষাকষি। ঝগড়া বেধে যাওয়ার উপক্রম হলেই মধ্যস্থতা করছে উওগান সে বুঝে গেছে, সম্পদটা হাতের মুঠোয় আনতে হলে এখন শান্তি বজায় রাখতে হবে যেমন করে হোক। অবশেষে অনেক টানাহেঁচড়ার পর সমঝোতায় এল ওরা।

কাগজ, কলম, কালি আনা হলো। পিয়েখকে পাঠানো হলো সবার প্রতিনিধি হিসেবে ডেক থেকে তিনজনকে ডেকে আনতে।

জলদস্যুদের নিয়ম অনুযায়ী লিখে ফেলা হলো চুক্তির শর্ত, নেতাদের সঙ্গে প্রতিনিধিরাও সই করল চুক্তিপত্রে।

কাজ সেরে অনুচরদের নিয়ে বেরিয়ে গেল লীচ, বড় কেবিনে একা বসে রইল দো বাথনি।

বাইরে বেরিয়ে লীচের সব রাগ গিয়ে পড়ল উওগানের উপর। ওর ধারণা, দরদামে ঠকে গেছে সে মেটের অতি আগ্রহের কারণে। ফলে তার বিরূপ মন্তব্য আর টিটকারীর লক্ষ্যে পরিণত হলো উওগান।

'হয়েছে, ক্যাপটেন,' শেষমেষ বলল উওগান 'একটা গুরুত্বহীন বিষয়ে অনেক বেশি চেতে উঠছ তুমি ও যদি অর্ধেক চাইত, আমি তাতেও রাজি হতাম, সই করতাম চুক্তিতে। রাজি হওয়া মানেই তো আর দিয়ে দেয়া নয়।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লীচ। চারপাশে লাশ আর রক্ত, কিন্তু সেদিকে লক্ষ নেই লম্বা আইরিশম্যানের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল সে। উওগানও তাকিয়ে আছে ক্যাপটেনের দিকে, মুখে হাসি 'প্লেট ফ্লীটের সমস্ত সম্পদ যখন আমাদের হ্যাচের নিচে চলে আসবে, তখন নাহয় চার্লি সাহেবের সঙ্গে আরেকবার বসে কথা বলে নেয়া যাবে। তখন হয়তো আরও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দেবে লোকটা। আর তা না দিলেই বা কি? দুর্ঘটনায় মানুষ মারা পড়ে না? তুমি তো ওই ডানাকাটা পরিটাকে এক পর্যায়ে কেড়েই নেবে – তাই না? মাই গড, ক্যাপটেন! কী জিনিস! ওর দিকে কিভাবে তাকিয়ে ছিলে তুমি দেখেছি আমি, তবে তোমাকে একটুও দোষ দিতে পারিনি।'

ক্যাপটেনের ছোট ছোট চোখে ঝিলিক দিল অশুভ কি যেন।

'ফরাসীদের একটা প্রবাদ আছে অপেক্ষা করতে জানলে সবকিছুই আসবে তোমার কাছে। আসল কথা হলো, ক্যাপটেন, অপেক্ষা।'

'বেশ। চেষ্টা করে দেখব।' গম্ভীর ক্যাপটেন লীচ। 'মনে হচ্ছে, একগাদা চামড়াই শুধু নয়, আরও কিছু দখল করেছি আমরা আজ।'

বইঘর.কম

৭
টপগ্যাল্যাণ্ট

খাপসহ পিস্তল আর তলোয়ার খুলে পিয়েখকে দিল মশিয়ে দো বাখনি। সাজসজ্জার অংশ হিসেবে এগুলো ঝুলিয়েছিল সে। কাজ হয়ে যেতেই ওগুলো বিদায় করে হালকা হয়ে নিল।

এবার কেবিনের দরজা খুলে ডাকল সহযাত্রীদের।

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দুজনেরই। প্রিসিলার ভয়ে, আর মেজরের অক্ষম রাগে।

'আমরা জানতে পারি, আমাদের নিয়ে এবার কি করবেন বলে ঠিক করেছেন?' বিরস কণ্ঠে জানতে চাইল মেজর।

একটু খেয়াল করলে ওর অবসন্ন ভাব দেখে ওরা বুঝতে পারত কিছুক্ষণ আগে কি চাপ গেছে দো বাখনির ওপর দিয়ে। এ মুহূর্তে এই কৈফিয়ত তলব অসহ্য ঠেকল ওর কাছে। তাই বলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল না সে। মেজরের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মেয়েটার দিকে ফিরল। 'এটুকু জানবেন, আমার সাধ্যমত ভালই করব আমি।'

'কারণ?' মেজর স্যাণ্ডস উপেক্ষায় দমবার পাত্র নয়। 'আপনার পরিচয় যা জানা গেল, আপনি আমাদের ভাল করতে যাবেন কি কারণে?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল দো বাখনি। 'বুঝতে পারছি আপনারা আড়ি পেতে শুনেছেন সব। আমি যাই হই না কেন, তার পরেও আপনাকে এবং মাদামোয়াযেলকে আমি আশ্বাস দিতে চাই, আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।'

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দো বাখনির দিকে চাইল প্রিসিলা। 'ওই লোকটাকে যা বললেন, সব সত্যি? সত্যিই আপনি ওদের দলে যোগ দিচ্ছেন?'

উত্তর দিতে যথেষ্ট সময় নিল মশিয়ে দো বাখনি। তারপর নরম সুরে বলল, 'আপনার প্রশ্ন থেকেই বোঝা যাচ্ছে আপনার মনে সন্দেহ আছে। আপনার ধারণা, এমন কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এটাকে আমি আপনার তরফ থেকে পাওয়া বিরাট একটা সম্মান হিসেবে গ্রহণ করছি। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সবিনয়ে জানাচ্ছি, হয়তো এর যোগ্য আমি নই।'

'তাহলে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের অনুরোধে আপনি যে গান-ডেকের ভার নিলেন, যুদ্ধ করলেন, সব মিথ্যে, ভান?'

'যুক্তি দিয়ে বিচার করলে তাই তো মনে হয়,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। তবে একটা বিষয় লক্ষ করতে অনুরোধ করব, সাময়িক ভাবে হলেও ক্যাপটেন লীচ আর তার দস্যুদলের হাত থেকে আপনাদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা আমি করেছি। একজন জলদস্যুর কথায় যদি আপনার পক্ষে

আস্থা রাখা সম্ভব হয়, তাহলে জানবেন, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি আপনি যাতে ভালভাবে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছতে পারেন। দুঃখের বিষয়, এখুনি সেটা সম্ভব নয়, দেরি হবে, হয়তো কিছুটা কষ্টও হবে আপনার। তবে আমার বিশ্বাস, তার বেশি কিছু নয়। আপনার কেবিনে নিশ্চিন্তেই থাকতে পারবেন এখন, কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

কথাটা শেষ করেই ডেকের দিকে পা বাড়াল দো বাখনি।

গ্যাঙওয়েতে একটা মৃতদেহের সঙ্গে হোঁচট খেতে গিয়ে কোনমতে সামলে নিল সে। ঝুঁকে দেখল, নিগ্রো স্টুয়ার্ড স্যাম। বড় কেবিনে ঢোকার সময় ওকে এখানে মেরে রেখে গেছিল ওরা। বেঁচে আছে কি না পরীক্ষা করেই সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে আছে লীচের চারজন অনুচর সহ সেণ্টরের নিহত যোদ্ধাদের লাশ। গোটা ডেক রক্তে মাখামাখি।

কম্প্যানিয়নের গোড়ায় পড়ে রয়েছে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের লাশ। কোয়ার্টারডেকে যাওয়ার পথে দেহটা ডিঙাতে হলো তাকে। বেচারা এই তো গত রাতেই বলছিল, এটাই তার শেষ সমুদ্রযাত্রা! ঠিক যখন সারাজীবনের কঠোর, সৎ পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে যাবে, ঠিক তখনই ঘটল এই মর্মান্তিক বিপর্যয়। একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসছিল বুকের ভিতর থেকে, সচেতন হয়ে চাপল সেটা দো বাখনি, চেহারা দেখে কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

মেইন হ্যাচের কাছে একটা জটলা। ওকে দেখেই কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, 'টপগ্যাল্যাণ্ট [উপর থেকে তৃতীয় পাল]! ওই যে টপগ্যাল্যাণ্ট!'

বোঝা গেল, সবাই সব খবর জেনে গেছে। কারও জানতে বাকি নেই ও কে এবং কোথায় নিয়ে চলেছে ওদেরকে।

ওকে দেখতে পেয়ে ফো'কাস্ল্ থেকেও কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল ঠাট্টার ছলে বন্ধুবান্ধবদের দেয়া 'টপগ্যাল্যাণ্ট' নাম ধরে। একটু থেমে হাত নাড়ল দো বাখনি সবার উদ্দেশে।

কোয়ার্টারডেকে উঠে এসে ও দেখল, লীচের তত্ত্বাবধানে আটকে যাওয়া জাহাজ দুটোকে ছাড়িয়ে আলাদা করার কাজে ব্যস্ত সবাই।

চুক্তিপত্র অনুযায়ী কথা ছিল, সেণ্টরের দায়িত্বে থাকবে দো বাখনি, ব্ল্যাক সোয়ান থেকে দক্ষ কয়েকজন নাবিক চলে আসবে এই জাহাজে। ফ্রেঞ্চম্যানের যুক্তিতর্ক ও চাপাচাপিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল ক্যাপটেন লীচকে। দেখা গেল, দো বাখনির ক্ষমতা খর্ব করবার একটা কৌশল বের করে ফেলেছে লীচ ভেবেচিন্তে।

'তোমার সঙ্গে উওগানও থাকবে এই জাহাজে,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল সে। 'তোমার সহকারী দরকার হবে। তাছাড়া হ্যালিওয়েলকে পাবে তুমি সেইলিং-মাস্টার হিসেবে।'

যদিও পরিষ্কার বুঝতে পারল যে ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যেই এই ব্যবস্থা, চেহারায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেতে দিল না দো বাখনি। বলল, 'চমৎকার! কোনও আপত্তি নেই আমার। অবশ্য ওদের জানা থাকা দরকার যে আমার নির্দেশে চলবে

বইঘর.কম

এ জাহাজ।' হাসিমুখে ফিরল সে উওগানের দিকে, 'এসো, কাজ শুরু করে দেয়া যাক'। রাডার-হেড মেরামতের কাজে কাঠমিস্ত্রী লাগানো দরকার সবার আগে, তারপর জাহাজটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে হবে – যা হাল হয়েছে এটার!'

দো বাখনির আদেশ-নির্দেশ বিদ্রূপের ভঙ্গি নিয়ে লক্ষ করল টম লীচ, কিন্তু ওর কাজে কোন বাধা দিল না দশ মিনিটের মধ্যেই কাজে লেগে গেল সবাই। লাশগুলো ফেলে দেয়া হলো সাগরে, ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ফেলা হলো কোয়ার্টারডেক, ওয়েইস্ট আর পূপের সমস্ত রক্তের দাগ।

দক্ষতার সঙ্গে মাস্তুল ও পালের দড়িদড়া ঠিকঠাক করে নিয়ে রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল সে। একঘণ্টার মধ্যে দুটো জাহাজই যাত্রার উপযোগী হয়ে উঠল আবার। একশো লোক রয়ে গেল সেণ্টরে, বাকি সবাইকে নিয়ে ফিরে গেল লীচ তার নিজের জাহাজে। যাওয়ার আগে জানতে চাইল কোন্‌দিক বরাবর চলতে হবে এখন।

'আপাতত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে,' বলল দো বাখনি। 'মারাকেবো উপসাগরের দ্বীপগুলোর দিকে যাব আমরা। যদি কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, কেপ ডি লা ভেলায় মিলিত হব।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইল লীচ। 'তাহলে ওখানেই আমরা অপেক্ষা করছি প্লেট ফ্লীটের জন্যে?'

'আরে, না।' জবাব দিল দো বাখনি। 'ওটা আমাদের প্রথম যাত্রা-বিরতি।'

'তারপর ওখান থেকে?' চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে দেখল লীচ।

'সেটা জানতে পারবে ওখানে পৌঁছানোর পর।'

ক্রোধ দেখা দিল লীচের চেহারায়। 'দেখো, বাখনি,' বলেই নিজেকে সামলে নিল সে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝট্ করে পিছন ফিরল, দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল নিজের জাহাজে।

গ্রেট কেবিনের উপর থেকে ছায়াটা সরে যেতেই প্রিসিলা আর মেজর স্যাণ্ডস বুঝতে পারল ব্ল্যাক সোয়ান সরে গেছে কিছুটা। দস্যুদের রেখে যাওয়া রাম পান করে এতক্ষণ এই বিপজ্জনক অবস্থায় নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছিল মেজর, এবার নড়ে উঠল। আধঘণ্টা আগে মতানৈক্যের কারণে তর্কটা যেখানে থেমেছিল, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করল সে আবার।

'আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, প্রিসিলা, এই লোকটার ওপর কি করে আস্থা রাখছ তুমি। আমি তো পারছি না, কিছুতেই না, আমাকে খুন করলেও না। এতেই বোঝা যায়, অভিজ্ঞতার কি পরিমাণ অভাব আছে তোমার মধ্যে। এবারের ভুলটা প্রমাণিত হলে আগামীবার আমার পাকা বিচারবুদ্ধির ওপর তুমি নির্ভর করতে শিখবে।'

'আগামী বলতে আমাদের কিছু নাও থাকতে পারে,' বলল প্রিসিলা।

'ঠিক। আমিও তো তাই বলছি। ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই আর আমাদের।'

'যদি এর পরেও কিছু থাকে, সেটা থাকবে মশিয়ে দো বাখনির বদান্যতায়।'

ঠিক আগের জায়গাতেই ফিরে গেল তর্কটা। প্রিসিলা কিছুতেই মানতে রাজি নয় যে দো বাখনি আসলে একটা বদমাইশের হাড্ডি।

'কী বলছ তুমি! বাখনির বদান্যতায়?' রাগের ঠেলায় পাঁই করে ঘুরে অন্য দিকে ফিরল মেজর। গোটা কেবিনে বার দুয়েক পায়চারী করে ফিরে এল প্রিসিলার সামনে। 'এখনও তুমি বিশ্বাস কর লোকটাকে? ওই জঘন্য চরিত্রের দস্যুটাকে?'

'বিশ্বাস করার মত আর কাউকে তো পাচ্ছি না। উনি যদি আমাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হন...' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই কাঁধটা সামান্য ঝাঁকাল ও, যার অর্থ, তাহলে আর কেউ পারবে না।

মেয়েটা তার ওপর আস্থা রাখতে পারছে না, এটা পরিষ্কার। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তার পক্ষে এর আস্থা অর্জন করবার কোনও উপায়ও নেই। ফলে ক্রমেই তেতো হয়ে উঠছে মেজরের মেজাজটা।

'সবকিছু শোনার পরেও তুমি এই কথা বলবে? ওকে আস্ত একটা পিশাচ জেনেও? একদল জঘন্য দস্যুকে ও পথ দেখিয়ে কোথায় কি করতে নিয়ে যাচ্ছে, জানার পরেও? তোমাকে নিজের বউ হিসেবে পরিচয় দেয়ার ধৃষ্টতা দেখানোর পরেও?'

'উনি এটা না বললে কী অবস্থা হতো আমাদের কল্পনা করতে পারেন? আমাদের বাঁচাবার জন্যেই ওঁকে বলতে হয়েছে এ কথা।'

'তুমি ঠিক জান, এটাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল?' মাথা নাড়ল মেজর। 'এই অন্ধবিশ্বাসই প্রমাণ করে কি পরিমাণ ছেলেমানুষ তুমি

মেজর কি বোঝাতে চাইছে ঠিকই বুঝল প্রিসিলা, লাল হয়ে উঠল তার গাল, কিন্তু তার আচরণে বোঝা গেল মেজরের অবিশ্বাস তাকে স্পর্শ করেনি। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করল ও, প্রতিটা ঘটনা মনে আনার চেষ্টা করল দো বাখনির পক্ষে একটা জোরাল যুক্তি মনে আসতে মুখ তুলল সে।

'আপনি যেমন বলছেন, উনি যদি ততটাই জঘন্য চরিত্রের মানুষ হতেন, তাহলে আপনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে যাবেন কেন? আপনাকে তাঁর স্ত্রীর ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিপদমুক্ত করবেন কি কারণে?'

থমকে গেল মেজর, কিছুক্ষণ উত্তর যোগাল না মুখে কিন্তু দো বাখনির কোন সদুদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা কিছুতেই মানতে পারল না মন থেকে–খুন করলেও পারবে না। বলল, 'ওর আসল মতলব সম্পর্কে আমার আন্দাজটা বলব?'

'আন্দাজ! খারাপ কিছু আন্দাজ করতেই আপনার ভাল লাগছে। কেন?' ফ্যাকাসে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'উনি যদি ওদেরকে আপনার গলা কাটার সুযোগ দিতেন, তাহলে আর তাঁর সম্পর্কে খারাপ কথা বলার সুযোগ পেতেন না।'

'একজন কুখ্যাত ডাকাতের ওপর তোমার এমন অবিচল ভক্তি আর বিশ্বাস দেখে সত্যিই, প্রিসিলা, আমি মর্মাহত।' চোখ-মুখ করুণ করে তুলল মেজর। 'আমার অনুমান যখন সত্যে পরিণত হবে...'

বাধা দিল প্রিসিলা। 'তাই বুঝি চাইছেন আপনি মনে মনে? আপনার পৌরুষ দেখে বলিহারি যাই। এমন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আর কাজ পেলেন না, ভয় দেখাচ্ছেন অসহায় একটা মেয়েমানুষকে!'

মরমে মরে গেল মেজর। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, 'মাফ করো, প্রিসিলা। তোমার

বইঘর.কম

জন্যেই চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আবোল তাবোল বকছি। বিশ্বাস করো, তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতেও...'

এবার বাধা এল মশিয়ে দো বাখনির কণ্ঠ থেকে। 'আশা করা যায়, মেজর, অতটা করার প্রয়োজন আপনার সম্ভবত পড়বে না।'

চমকে গিয়ে পিছন ফিরল মেজর। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কুখ্যাত দস্যুটা। ভিতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল সে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'কোনও চিন্তা নেই। আপাতত সব সামাল দেয়া গেছে,' নিজস্ব অমায়িক ভঙ্গিতে বলল দো বাখনি। 'এ জাহাজের দায়িত্বে আছি আমি। আপনারা নিজেদেরকে আমার সম্মানিত অতিথি মনে করলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

'আর...আর ক্যাপটেন ব্র্যানসাম? উনি...ওঁর কি হয়েছে?' উদগ্রীব প্রশ্ন এল প্রিসিলার কাছ থেকে। গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা, চোখে শঙ্কা।

মশিয়ে দো বাখনির চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। একটু চুপ করে থেকে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। লড়াই করেছেন বীরের মত। তবে আর কিছুক্ষণ আগে যদি এই রকম সাহসের পরিচয় দিতেন, তাহলে বেঁচে থাকতেন এখনও।'

'তার মানে, মারা গেছেন উনি?' সাদা হয়ে গেল প্রিসিলার মুখ। কী আশ্চর্য জলজ্যান্ত, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা একজন মানুষ, কত আশা নিয়ে চলেছিলেন পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে; তাঁর এমন আকস্মিক, নিষ্ঠুর মৃত্যু একেবারে হকচকিয়ে দিল ওকে।

মাথাটা সামান্য ঝোঁকাল দো বাখনি। 'কাল রাতেই তো বলছিলেন, এটাই তাঁর শেষ যাত্রা। ফলে গেল কথাটা। শান্তি হোক তাঁর আত্মার। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ছিলেন ভদ্রলোক, ভেবেছিলেন পরিবারের অতীত-ক্ষতি সব পুষিয়ে দেবেন। ভবিষ্যৎ কখনোই অতিতের ক্ষতি পূরণ করতে পারে না–কঠোর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার আঘাত থেকে তো অন্তত বেঁচে গেলেন তিনি।'

'আশ্চর্য!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেজর। 'এখন কাঁদুনি গাইছেন, অথচ ইচ্ছে করলেই আপনি তাঁকে বাঁচাতে...'

মাথা নাড়ল মশিয়ে দো বাখনি। 'তা পারতাম না। এদিক সামলাতেই জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়! ওপরের ডেকে যখন গেলাম, তখন সব শেষ। সব কাজ সেরেই নিচে নেমে এসেছিল লীচ।

'আর আর সবাই? নাবিকরা?'

নির্বিকার কণ্ঠে বলল দো বাখনি, 'কাউকে বন্দী করা ক্যাপটেন লীচের নীতির বাইরে।'

দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল প্রিসিলা। গা বমি-বমি করছে ওর। শুনল, নরম গলায় বলছে ফরাসী লোকটা, 'আপনারা দুজন এখন বিপদমুক্ত। অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছুটা দেরি মেনে নিতেই হবে, তাছাড়া আর কিছু নয়। এখন যখন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে বৈরী ভাগ্যকে, আর কোনও ভয় নেই।'

'কি দাম আপনার আশ্বাসের?' রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইল মেজর।

সহিষ্ণুতার প্রতীক যেন দো বাখনি, নরম গলায় বলল, 'যত সামান্যই দাম

হোক, এটুকুই আমার সম্বল। এতেই সন্তুষ্ট থাকা আপনার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, মেজর।'

পাশ ফিরে পিয়েখকে পাঁচজনের জন্যে ডিনারের ব্যবস্থা করার আদেশ দিল। প্রিসিলার দিকে ফিরে বলল, 'আমার লেফটেন্যান্ট আর সেইলিং মাস্টার আমাদের সঙ্গে বসবে ডিনারে। এটা হয়তো এড়ানো যেত, কিন্তু এখুনি সেটা করা ঠিক হতো না। এছাড়া আর কোনও সময়ে কেউ আপনার প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ করবে না। শুধু খাবার সময়টুকু ছাড়া এই কেবিন সম্পূর্ণভাবে আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে থাকবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল প্রিসিলা, বোঝার চেষ্টা করছে কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না দো বাখনির চেহারা দেখে। সামান্য মাথা ঝাঁকাল ও, বলল, 'আমরা আপনার অধীনে রয়েছি, মশিয়ে। আপনি যেটুকু সৌজন্য দেখাবেন, যতটুকু অনুগ্রহ করবেন, সেটুকুই ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করব।'

ভাঁজ পড়ল দো বাখনির ঘন কালো ভুরুতে। 'আমার অধীনে? ওহ্, বুঝেছি, বলতে চাইছেন আমার রক্ষণাবেক্ষণে আছেন।'

'তফাৎ আছে কোন?'

'হ্যাঁ, প্রিসিলা। বিশেষ করে আমরা সবাই যখন পারিপার্শ্বিকতার অধীন।'

প্রিসিলার মনে হলো এই কথাটা দিয়ে বিশেষ কিছু যেন বোঝাতে চাইছে মশিয়ে দো বাখনি। আর একটু পরিষ্কার ভাবে জানতে চাইবে, এমনি সময়ে বিশ্রী ভাবে নাক গলাল মেজর।

'আপনি মিস্ হ্যারাডিনের নাম ধরে ডাকতে লেগেছেন যে বড়?'

'পরিস্থিতি, মেজর। তুমি কি ভুলে গেলে, প্রিয় বার্থোলোমিউ, ও আমার স্ত্রী, আর তুমি আমার শালা?'

রাগে কাঁপতে শুরু করল মেজর, চোখ দুটো অগ্নিবর্ষণ করছে–মনে হচ্ছে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। ব্যাপারটা টের পেয়ে প্রথমে অবাক হয়ে গেল দো বাখনি, তারপর কঠোর কণ্ঠে বলল, 'আপনি আমাকে বেকায়দায় ফেলে দেবেন মনে হচ্ছে, মেজর। আপনাদের দুজনেরই উচিত হবে এই মুহূর্ত থেকে আমাকে চার্লস বলে ডাকা। নইলে আপনাদের গর্দান তো যাবেই, সেই সঙ্গে যাবে আমারটাও। সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাটা আপনার যতই অরুচিকর লাগুক, গলায় ফাঁস পরে বাতাসে দোল খাওয়ার চাইতে নিশ্চয়ই এটা বেশি অপাঙ্ক্তেয় নয়।' কথা শেষ করে দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেল সে বাইরে।

রাগের ঠেলায় মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে মেজর। কোন মতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'সাহস দেখো! আমাকে শাসায়! খুনে একটা বদমাশ...'

'যাই বলুন না কেন, বার্ট,' বাধা দিল প্রিসিলা, 'এটা বলতে পারবেন না যে ক্যাপটেন লীচকে মশিয়ে দো বাখনি ডেকে এনেছে সেন্টরে।'

'তাতে কি, সে তাকে স্বাগত জানিয়েছে।' উত্তেজনার মাথায় টেরও পেল না সে, সত্যি কথাই বলেছে প্রিসিলা। 'ওই রক্ত-পিশাচটার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। তুমি নিজের কানেই শুনেছ, ও বলেছে, লীচকেই খুঁজতে বেরিয়েছে ও

বইঘর.কম

আরেকটা ডাকাতির কাজে সাহায্য চাইবে বলে। কোন্ দিক দিয়ে ভাল হলো ও?'

'তাই ভাবছি।'

'ভাবছ! এতে ভাবনার কি আছে? সবই জান তুমি। বেচারা ব্র্যানসাম খুন হয়ে যাওয়ার পর ও-ই এখন এ-জাহাজের কমাণ্ডার।'

'তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'কী বলছ প্রমাণ হয় না! এতে এই প্রমাণ হয় যে লোকটা একটা খুনে ডাকাত, গলায় ছুরি চালানো কসাই, জঘন্য জলদস্যু...'

উঠে দাঁড়াল প্রিসিলা, কারণ পিয়েখকে দেখা গেল এইদিকে আসতে। চাপা গলায় বলল সে, 'আরও প্রমাণ হয় যে আপনি সত্যিই নির্বোধ। এই সত্যটা যদি গোপন রাখতে না পারেন, তাহলে নিজে তো মরবেনই, আমাদেরও মারবেন।'

যেন আচমকা চাবুক মারা হয়েছে–চমকে উঠল, তারপর হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মেজর প্রিসিলার মুখের দিকে। বলে কি! এই সেদিনের ছুঁড়ি–দুর্বল, নম্র, ভদ্র–এসব কি বেরোচ্ছে ওর মুখ দিয়ে? এসব কি বলছে ও তার মত একজন বয়স্ক, দায়িত্বপূর্ণ, অভিজ্ঞ অফিসারকে? বিপদে পড়ে পাগল হয়ে গেল? ফুঁপিয়ে উঠে দম নিয়ে আবার শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু থামিয়ে দিল প্রিসিলা প্রায় একই ভাষায় বকা দিয়ে। পিয়েখ রান্নাঘরে ফিরে যেতেই এক পা এগিয়ে একটা হাত রাখল সে মেজরের বাহুতে। ফিসফিস করে বলল, 'ওই লোকটার সামনে এসব কী যা-তা বকছেন! দিশে হারিয়ে ফেলেছেন নাকি?'

মেজরের কাছে মনে হলো, সাবধান করায় কোন দোষ নেই, কিন্তু যে ভাষায় তাকে সাবধান করা হয়েছে সেটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। প্রচণ্ড আহত বোধ করেছে সে, সেকথা মেয়েটাকে বলতেও কসুর করল না। তারপর একেবারে বোবা হয়ে গেল। ওকে আর না ঘাঁটিয়ে নিজেও চুপ করে থাকল প্রিসিলা।

খেতে এল মশিয়ে দো বাখনি। সঙ্গে লম্বা আইরিশম্যান উওগান আর একজন মাঝারি উচ্চতার বিশাল মোটা, চওড়া কাঁধের শক্তপোক্ত লোক–চিবুকের নিচে কয়েক ভাঁজ গলকম্বল, কিন্তু নাক-চোখ সেই তুলনায় বিসদৃশরকম ছোট। জানা গেল এই লোকই সেইলিং-মাস্টার নেড হ্যালিওয়েল।

সবাই টেবিলে গিয়ে বসতেই হালকা পায়ে ছুটোছুটি করে খাবার পরিবেশন শুরু করল পিয়েখ।

মন্দভাগ্য ব্র্যানসামের চেয়ারটায় বসেছে দো বাখনি। প্রিসিলা ও মেজর স্যাণ্ডসকে নিজের ডান ধারে আলোর দিকে পিঠ দিয়ে বসাল সে, উওগানকে বসাল নিজের ঠিক বামে, আর হস্তিপ্রবর সেইলিং-মাস্টারকে তার পাশে।

চুপচাপ খেয়ে উঠল সবাই। প্রথম দিকে একটু হাসি-তামাশার চেষ্টা করেছিল দস্যু দুজন, কিন্তু দো বাখনির শান্ত, শীতল ব্যবহার ও তথাকথিত মাদাম দো বাখনি ও তার ভাইয়ের নীরবতায় উৎসাহে ভাটা পড়েছে ওদের। গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে নিয়েছে উওগান, একটু যেন অসন্তুষ্ট; কিন্তু সেইলিং-মাস্টার বরং খুশিই হয়েছে, কথা বন্ধ হওয়ায় মন দিয়েছে কাজে–প্রচুর খেতে পারে লোকটা, এক মনে খেয়ে গেছে সে হাপুস-হুপুস শব্দ তুলে।

মেজর এই অশোভন আচরণের প্রতিবাদ করা থেকে বহু কষ্টে বিরত রাখল

নিজেকে। আর প্রিসিলা খাওয়ার ভান করল শুধু, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খেয়াল না করলে কেউ টের পাবে না যে প্রায় কিছুই খাচ্ছে না সে।

৮
অধিনায়ক

সেন্টরের পিছনে উঁচু পূপে পায়চারি করছে মশিয়ে দো বাখনি। চাঁদ নেই, আকাশ ভরা ছোট-বড় অসংখ্য তারা মিটমিটে আলো দিচ্ছে। পিছনের পূপ ল্যাম্পের আলোয় ওর দীর্ঘ অবয়ব দেখা যাচ্ছে জাহাজের মাঝ-ডেক থেকে।

সূর্যাস্তের পরপরই বাতাস পড়ে গেছে, তবে দিক বদলায়নি। তর তর করে এগিয়ে চলেছে সেন্টর দক্ষিণ-পশ্চিমের কোর্স ধরে। শ'দুয়েক গজ পিছনে সেন্টরকে অনুসরণ করছে ব্ল্যাক সোয়ান, তিনটে পূপ ল্যাম্প দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর অবস্থান।

বাতাস পড়ে যাওয়ায় গরমে টিকতে না পেরে সেন্টরের নাবিকরা উঠে এসেছে মাঝ-ডেকে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসে পড়েছে তাস বা পাশা খেলবে বলে। গল্প, হাসি, আর মাঝেমধ্যে গালি-গালাচের শব্দ ভেসে আসছে। এরই মধ্যে একটা বেসুরো বেহালার সঙ্গে গান ধরেছে কেউ একজন। পরিচিত গান, পুরনো, কিন্তু এখনও তার আবেদন ফুরোয়নি, বাহবা দিচ্ছে অনেকেই।

এসব কিছুই কানে যাচ্ছে না দো বাখনির, গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যার সমাধান খুঁজছে মনে মনে।

মাঝরাতের দিকে কম্প্যানিয়ন ধরে নেমে এল সে, গ্যাঙওয়ে ধরে এগোচ্ছে কেবিনের দিকে। উওগান আর হ্যালিওয়েলকে দেখা গেল বাল্কহেডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ওকে এগোতে দেখে চুপ হয়ে গেল ওরা, শুভরাত্রি জানাল।

গ্যাঙওয়েটা এখানে অন্ধকার। বাতিটা কেউ নিভিয়ে দিয়েছে। থমকে দাঁড়াল দো বাখনি। পরমুহূর্তে আশ্বস্ত হলো একটা মৃদু কণ্ঠস্বর শুনে।

কণ্ঠটি শুধু বলল, 'মশিয়ে!' নিশ্চিন্তে এগিয়ে গেল দো বাখনি। বাতি নিভিয়ে দিয়ে পাহারায় ছিল এতক্ষণ পিয়েখ।

কেবিনে ঢুকে বাতির আলোয় দেখা গেল পিয়েখের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। ফরাসী ভাষায় দ্রুত অনেক কথা বলে গেল পিয়েখ। মনিবের কাছে রিপোর্ট করছে, এতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে হ্যালিওয়েল আর উওগানকে কি বলতে শুনেছে।

হ্যালিওয়েল গজর-গজর করছিল, পাঁচভাগের এক ভাগ দিতে রাজি হয়ে মস্ত বোকামি করেছে লীচ; এটা মোটেই উচিত কাজ হয়নি। এই কথায় হেসে উঠল উওগান, বলল, 'কি করে ভাবতে পারলে চুক্তির এই অসম্ভব শর্ত মানা হবে?' সম্পদ হাতে চলে এলে ওরা যা ভাল মনে করে তেমনি একটা মানানসই অংশ ওকে দিতে চাইবে। তাতে যদি সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে ওকে জবাই করে ফেলে

বইঘর.কম

দেয়া হবে সাগরে। ওর মত একটা বেয়াড়া, নাক-উঁচু, আত্মম্ভরী দাঁড়কাকের জন্যে এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত উচিত ব্যবস্থা। www.boighar.com

এসব কথায় অবশ্য হ্যালিওয়েল পুরোপুরি আস্থা আনতে পারেনি। ওর ধারণা, দো বাখনি অত্যন্ত ধূর্ত, পিচ্ছিল পিশাচ; এতই ছল-চাতুরি জানে যে ওকে গায়ের জোরে বশে রাখা অসম্ভব। পানামায় স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কত রকম চতুর ফাঁদ সে পেতেছিল, তার দুয়েকটা বর্ণনা করে শুনিয়েছে সে উওগানকে। দো বাখনিকে ছোট করে দেখা মস্ত ভুল হবে। কেবল চালবাজি, বা মেয়ে পটানোর ক্ষমতার জন্যে ওকে 'টপগ্যাল্যাণ্ট' উপাধি দেয়া হয়নি, বেকায়দায় পড়লে ঠিক কোন্ কৌশলে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সেটা ওর চেয়ে ভাল আর কার জানা আছে? 'লীচ বা তুমি কি মনে করেছ, তোমরা যা করবে বলে ভাবছ সে-সম্ভাবনার কথাটা ওর মাথায় আসেনি?'

'যদি এসেও থাকে, আর কি করার আছে ওর, বলো? এই ঝুঁকি না নিয়ে ও এই সম্পদ দখল করবে কি করে?'

'আমি জানি না,' বলল হ্যালিওয়েল। 'জানলে আমিও দো বাখনির মত চতুর বলে খ্যাতি অর্জন করতাম। আমার কোনও সন্দেহ নেই, তোমরা কি করতে পার তা ভাল ভাবেই জানা আছে বাখনির, এবং সেটা সামাল দিতে সে কি করবে, তাও তার জানা।'

'বেহুদা দুশ্চিন্তা করছ নেড,' বলল উওগান। 'আমরা যে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারি, এটা তো ওর মাথাতেই আসবে না। আগের দিনের জলদস্যুদের মত ও নীতি নিয়ে চলে, চুক্তিভঙ্গের কথা কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা আগামী কিছুদিন ওর সঙ্গে মানিয়ে চলব; যতই কষ্ট হোক ওর চাপাবাজি, হামবড়াই চাল মেনে নেয়ার ভান করব। তারপর কাজ ফুরোলে সব পাই-পাই করে শোধ দিয়ে দেব।'

এরপরই দো বাখনিকে এদিকে আসতে দেখে চুপ করে গেছে ওরা।

পিয়েখের মুখে সব শুনল দো বাখনি, কিন্তু তার চেহারায় বিস্ময়, দুশ্চিন্তা বা রাগের কোন চিহ্ন ফুটল না। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি ভেবো না, পিয়েখ। এটাই আশা করেছিলাম আমি ওদের কাছে।'

'কিন্তু বিপদ, মশিয়ে?'

'হ্যাঁ, বিপদ আছে।' মৃদু হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'সেটা যাত্রার শেষে। কিন্তু ততদিনে ওদের জান জ্বালিয়ে খাব আমি আমার চালবাজি দিয়ে। ততদিন পর্যন্ত আমাকে সহ্য করতে হবে, আমার কথায় নাচতে হবে ওদের।' পিয়েখের কাঁধে একটা হাত রাখল। 'তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি ঝুঁকি নিয়ে আড়ি পেতে ঠিক করোনি, টের পেলে তোমাকে জবাই করে পানিতে ফেলে দিত ওরা। সাবধানে থাকো, পিয়েখ, তোমাকে আমার দরকার হবে। যাও, এখন শুয়ে পড়ো গিয়ে। আমাদের সবার জন্যে খুব কঠিন একটা দিন গেল আজ।'

পরদিন সকালে উওগান আর হ্যালিওয়েলকে ডেকের উপর একসঙ্গে পেয়ে খানিকটা বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছে জাগল মশিয়ে দো বাখনির। যে কথাটা অনুরোধের সুরে বললে ওরা হয়তো কিছুই মনে করত না, সেটাই আদেশের সুরে

উচ্চারণ করল।

'মাদাম দো বাখনির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। প্রায়ই ঘুম হয় না রাতে। তাই আমি চাই না সকালে তাঁকে কেবিনে গিয়ে কেউ বিরক্ত করুক। বুঝতে পেরেছ?'

তার সামনে মাতব্বরী চাল দেখিয়ে এরকম সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ফরাসী লোকটা নিষেধাজ্ঞা ঝাড়ছে দেখে কালো হয়ে গেল উওগানের চেহারা। 'তা বুঝলাম,' বলল সে। 'তবে নাস্তার কি হবে সেটা বুঝলাম না। আমাদের তো খেতে-টেতে হবে, অবশ্য তুমি যদি দয়া পরবশ হয়ে অনুমতি দাও তবেই সে প্রশ্ন আসে।'

'ওয়ার্ডরূমে নাস্তা খেতে পার, অথবা তোমাদের যেখানে খুশি। কিন্তু কেবিনে নয়।' কথাটা বলেই উত্তরের অপেক্ষায় আর দাঁড়াল না ও, জাহাজটা ঘুরে পরিদর্শন করতে চলে গেল।

দো বাখনি কিছুটা দূরে সরে যেতেই হিস্-হিস্ করে বলল উওগান, 'তা বটে! আমরা কর্কশ মানুষ, আমাদের সংসর্গ পছন্দ হচ্ছে না বিবি সাহেবের। কসম খোদার, নেড! এই লোকটার দর্প যখন চূর্ণ হবে, আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না। যাই হোক, আমরা এখন কি করি?'

'ওই, কাল রাতে তুমি যা বললে,' চাপা গলায় বলল মোটা সেইল-মাস্টার 'রশি ছাড়তে থাকব, মৌজে রাখব ওকে। কোথায় নাস্তা খেলাম সেটা বড় কথা নয়, খাওয়াটাই বড় কথা। সত্যি বলতে কি, গতকাল ওদের সঙ্গে বসে খেতে আমার ভয়ানক অস্বস্তি হয়েছে। খাবারগুলো যে পেটে গিয়ে খাট্টা হয়ে যায়নি, এই বেশি!' থোঃ করে থুতু ফেলল মোটকু। 'চলো, ওয়ার্ডরূমেই যাই স্বস্তির সাথে হাসি-তামাশা করে খাওয়া যাবে।'

ওর পিঠ চাপড়ে দিল উওগান। 'একদম ঠিক কথা বলেছ, নেড। ওদের সঙ্গে বসে মনে হচ্ছিল ওরা ভাবছে আমরা জঙ্গল থেকে উঠে এসেছি। আমাদের মনের ভাবটাও কোনও এক ফাঁকে জানিয়ে দিতে হবে ব্যাটাকে।'

দো বাখনি যখন ফিরে আসছে তখনও দেখা গেল দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উওগান আর হ্যালিওয়েল। 'এই যে, দো বাখনি,' ডেকে থামাল ওকে উওগান। 'আমাকে আর নেডকে ওয়ার্ডরূম চিনিয়ে দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। ওখানে বসে খেতে আমাদের এত ভাল লাগল যে আমরা ঠিক করেছি যে তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, 'প্রাণচঞ্চল বিবিসাহেব আর তার হোঁৎকা ভাইটাকে আর আমাদের উপস্থিতি দিয়ে বিরক্ত করব না। বুঝতে পেরেছ?'

'বিলকুল। ঠিক আছে, তোমাদেরকে এখন থেকে ওয়ার্ডরূমেই খাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি আমি।' কথাটা বলেই কম্প্যানিয়ন হয়ে চলে গেল সে কোয়ার্টারডেকে।

একে অপরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওরা কয়েক মুহূর্ত। 'ব্যাটা বলে কি!' শেষে বলল উওগান। 'ও, আমাদের অনুমতি দিচ্ছে! শুনলে কথাটা? আমাদেরকে অনুমতি দিচ্ছে **ও!** আস্পর্দা দেখেছ? দুনিয়ার কোথাও এমন চিড়িয়া আর একটা খুঁজে পাবে তুমি?'

বইঘর.কম

দো বাখনি ততক্ষণে পিছনের পূপে চলে গেছে। রেইলিঙে ভর দিয়ে অনুসরণরত ব্ল্যাক সোয়ানের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে। আধঘণ্টার মত ওভাবে বাঁকা হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সোজা হলো। চিন্তার ভাবটা দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে, সেই জায়গায় দেখা দিয়েছে এক চিলতে সূক্ষ্ম হাসি।

ঘুরেই দ্রুতপায়ে ফিরে এল সে কোয়ার্টারডেকে। ওখানে দাঁড়িয়ে জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করছে হ্যালিওয়েল। এই মুহূর্তে নিচে দাঁড়ানো কোয়ার্টারমাস্টারকে কি যেন বলছে।

হ্যালিওয়েলকে তাজ্জব করে দিয়ে জাহাজ থামানোর নির্দেশ দিল দো বাখনি। বলল, ব্ল্যাক সোয়ানকেও থামার সিগন্যাল দিতে হবে। আরও বলল, একটা নৌকা নামিয়ে ওকে ব্ল্যাক সোয়ানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ক্যাপটেন লীচের সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

আধঘণ্টা পর ব্ল্যাক সোয়ানে উঠে গেল দো বাখনি টম লীচের একরাশ প্রশ্ন আর অযথা দেরি করিয়ে দেয়ার জন্য একনাগাড়ে গালাগাল উপেক্ষা করে।

'তোমাকে সময় নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে কে বলেছে? অঢেল সময় আছে আমাদের হাতে। যদি না থাকত, তাও আমি তাড়াহুড়োর চাইতে ধীর, নিশ্চিত পথে চলতেই বেশি পছন্দ করতাম।'

'তোমার পছন্দ-অপছন্দের কে পরোয়া করে, বাখনি?' রেগে উঠল লীচ। 'তোমার পছন্দ আমার ওপর চাপাতে এসেছ মনে হচ্ছে?'

'আমি তোমার সঙ্গে আমাদের গন্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি,' শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিল দো বাখনি।

একদল নাবিক মাঝডেকে ভিড় করে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে দো বাখনিকে। ওর বর্তমান চলনে-বলনে যে ওরা মুগ্ধ, তা বলা যাবে না; ওর বীরত্ব, সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অসাধারণ কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অসংখ্য গল্প-কাহিনী জানা আছে ওদের, তাই এই ভক্তি।

ওর উত্তর শুনেই ফণা নামিয়ে ফেলল লীচ। এই তথ্যটা জানার জন্যেই তো আকুলিবিকুলি করছে ওর অন্তরটা। এটা একবার জানা হয়ে গেলে এই বেয়াড়া ফরাসী লোকটার ঔদ্ধত্য কি করে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে সেটা সে ভেবে রেখেছে।

'চলো, নিচে চলো,' বলেই হাঁটতে শুরু করল সে পথ দেখিয়ে। যেতে যেতে দুজনকে ডাকল সে সঙ্গে আসার জন্যে। বড়সড় একটা কেবিনে ঢুকে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল দো বাখনির সঙ্গে। একজন এলিস, উওগানের পরিবর্তে বর্তমান মেট, আর অপরজন সেইলিং-মাস্টার বানড্রি। দুজনই খাটো আর গাট্টাগোট্টা। এলিসের চুল-দাড়ি সব লাল, আর বানড্রির চেহারা যদিও বসন্তের দাগ ভরা, মেটে রঙের, অভিব্যক্তিহীন, পরনের জামা-কাপড় বেশ ধোপ-দুরস্ত।

ওরা বসতেই বয়স্ক এক নিগ্রো রাম, লেবু আর চিনি পরিবেশন করল, তারপর লীচের ছোটখাট একটা গর্জন শুনে পালিয়ে বাঁচল।

'এইবার, চার্লি,' বলল লীচ, 'আমরা অপেক্ষা করছি।'

সামনে ঝুঁকে ওক টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে সরাসরি লীচের চোখে তাকাল মশিয়ে দো বাখনি। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলল সে।

'এই জাহাজের চলন দেখছিলাম আজ সকাল থেকে। নতুন কিছু নয়, তোমার হয়তো মনে আছে, গতকালই বলেছি তোমাকে–অনেক জঞ্জাল জমেছে ব্ল্যাক সোয়ানের নিচে। বহুদিন হয়ে গেছে এ জাহাজ সাগরে নেমেছে।'

'কথাটা ঠিক,' সমর্থন করল ওকে বানড্রি। 'অবস্থাটা এখন এমনই যে, নাবিক হওয়ার দরকার নেই, যে-কেউ এটার দিকে একনজর তাকালেই বলে দিতে পারবে।'

'তোমাকে আমি কথা বলতে বলেছি?' ধমক লাগাল লীচ। দো বাখনির কথায় সমর্থন দেয়ায় রেগে গেছে সে। 'আমি বললে মুখ খুলবে, তার আগে নয়, বুঝেছ?' দো বাখনির দিকে ফিরল সে, 'হ্যাঁ, তারপর?'

'তোমাকে গতকাল বলেছি, তোমার তলায় এত জঞ্জাল জমেছে যে আমি যদি সেণ্টরের ক্যাপটেন হতাম, তোমার আর ও জাহাজে উঠতে হতো না। যদি না ডুবিয়ে দিতাম, তাহলে এখন পর্যন্ত আমার পিছন পিছন ছুটতে হতো তোমাকে ধুঁকতে ধুঁকতে; অথচ তোমার আছে পঁয়তাল্লিশটা কামান, আর তার অর্ধেকও নেই সেণ্টরের।'

কয়েক মুহূর্ত লাগল লীচের বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে, তারপর ব্যঙ্গের হাসি হাসল সে দো বাখনির মুখের উপর। দেখাদেখি এলিসও হাসছে দাঁত বের করে। কিন্তু বানড্রি গম্ভীর।

'দেখো, চার্লি, বরাবরই তুমি গোলমাল পাকানোয় ওস্তাদ, দেমাকী ফুলবাবু; গালচালাকি, মিথ্যা আস্ফালন আর ছল-চাতুরিতে তোমার জুড়ি নেই। তবে এখন যা বলছ, সেটা তোমার অতীত সমস্ত রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি যোদ্ধা খারাপ তা বলছি না। এমনি এমনিই আর তোমাকে সবার সেরা, সবার ওপর টেক্কা দেয়া, উঁচু পাল "টপগ্যাল্যাণ্ট" টাইটেল দেয়া হয়নি।' হা-হা করে শুকনো হাসি হাসল লীচ। 'বেশ তো, কিভাবে এই জাদুমন্ত্র দেখাতে শোনা যাক এবার।'

'তোমার সেইলিং-মাস্টার কিন্তু হাসছে না,' দো বাখনি গম্ভীর।

'তাই নাকি?' ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল লীচ।

জবাবটা দিল দো বাখনি। 'তার কারণ ও আন্দাজ করতে পারছে আমার মনের কথাটা। নির্বোধ নয় ও। ও জানে, বাতাসের অনুকূলে নাকটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেই সেণ্টর তোমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকত চিরকাল।'

'ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকা এক কথা, আর আমাকে ডুবিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আমি জানতে চাই, ডুবাতে কি করে।'

'যে জাহাজকে দৌড়ে হারিয়ে দেয়া যায়, তাকে ডুবিয়েও দেয়া যায়, যদি দক্ষতার সঙ্গে চালানো যায়। সমুদ্র-যুদ্ধে দিক ও গতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই আসল কথা। তুমি ভাল করেই জান তা। পাশ ফিরে কামান দেগেই চট করে আবার পিছন ফিরে তোমার টার্গেট ছোট করে দেয়া সেণ্টরের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। প্যানথারের মত বারবার ক্ষিপ্র আঘাত হেনে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল ওটার পক্ষে, ব্ল্যাক সোয়ানের জঞ্জাল জড়ানো হাল একেবারে মন্থর করে দিয়েছে তোমার

বইঘর.কম

গতিবিধি।'

কাঁধ ঝাঁকাল লীচ রেগে গিয়ে। 'হয়তো পারতে, হয়তো পারতে না। কিন্তু তোমার পারা না পারার সঙ্গে আমাদের গন্তব্যের সম্পর্ক কি?'

'হ্যাঁ,' বলল লালচুলো এলিস। 'নিজের বাহাদুরি ছাড়া আর কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো।'

'ভদ্র ভাবে কথা না বললে আমার মুখ দিয়েও অভদ্র কথা বেরোতে শুরু করবে, মিস্টার! সেটা তোমার মোটেও ভাল লাগবে না,' ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিল দো বাখনি।

টেবিলে চাপড় দিল লীচ। 'জ্বালাতন!' গর্জন ছাড়ল সে। 'খালি কথার পর কথা চলতে থাকবে, যতক্ষণ না আমরা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ি, নাকি কাজের কথা হবে? আবারও জানতে চাইছি, চার্লি, এসবের সঙ্গে আমাদের গন্তব্যের কি সম্পর্ক?'

'অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে তোমাকে বুঝতে হবে, সত্যিকার যুদ্ধে জড়ানোর মত অবস্থায় নেই তোমার এ জাহাজ। প্লেট ফ্লীটের যুদ্ধ-জাহাজগুলোর ক্ষমতাকে ছোট করে দেখা মস্ত ভুল হবে তোমার। বিশেষ করে ফ্রিগেটগুলোতে দক্ষ নাবিক ও যোদ্ধা থাকবে। আমরা এই দুই জাহাজ নিয়েই ওদের ঘায়েল করতে পারব, কিন্তু সেজন্যে আমাদের পারদর্শিতার প্রয়োজন পড়বে। তুমি মস্তবড় এক সাহসী যোদ্ধা-ক্যাপ্টেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু জাহাজটা ডাঙায় তুলে ঠিক করিয়ে না নিলে সেই তুমিও মার খেয়ে ভূত হয়ে যাবে। এতবড় ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। কি বল?'

'তুমি বলেছ দুই-আড়াইশোর বেশি লোক থাকবে না ওদের ফ্লীটে।'

'ঠিকই বলেছি। কিন্তু ওদের ফায়ার পাওয়ারটা খেয়ালে রাখতে হবে না? আমাদের ষাটটার বিপক্ষে ওদের থাকবে সত্তরটা উন্নত মানের কামান। আমাদের দুটো, ওঁদের তিনটে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, জঞ্জালমুক্ত খোল। নিজের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যুদ্ধে যেতে চাও?'

লীচের আক্রমণাত্মক ভাব-ভঙ্গি কিছুটা প্রশমিত হলো একথায়, কিন্তু এখনও মানতে পারছে না। বলল, 'পচে মরো তুমি! কেন ঝামেলা পাকাচ্ছ, চার্লি?'

'আমি পাকাচ্ছি না। ওটা পেকে বসে আছে। আমি বরং চাইছি ঝামেলা দূর করতে।'

'দূর করতে?'

'দূর করতে। আক্রমণের আগে তোমার ব্ল্যাক সোয়ানকে কাত করে মেরামত করে নেয়া উচিত।'

'মেরামত?' খেপে উঠল লীচ, কুঁচকে গেছে ভুরুজোড়া। 'বলে কি ব্যাটা! মেরামত?'

'যদি বিপর্যয় এড়াতে চাও, এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বানড্রি, ঠোঁট ফাঁক হলো ওর, মুখে সেটা জানাবে বলে, কিন্তু সে সুযোগ তাকে দিল না লীচ।

'তোমার কি ধারণা, আমাকে আমার কাজ শিখতে হবে তোমার কাছ থেকে?'

'যদি জাহাজ ডাঙায় না তোলো, তাহলে বুঝতে হবে সত্যিই তার দরকার আছে।'

'ওটা তোমার কথা। আর তোমার কথাই দৈববাণী নয়। ব্ল্যাক সোয়ান যেমন আছে তাই নিয়েই তোমার তিন স্প্যানিয়ার্ডের মোকাবিলা করব আমি। ডাঙায় তোলার কথা আর আমার সামনে ভুলেও উচ্চারণ করবে না। যদি গর্দভ না হতে, তাহলে বুঝতে পারতে এখন ওসবের সময় হাতে নেই।'

'যতটা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশিই সময় আছে হাতে। পুরো একটা মাস হাতে আছে আমাদের, তারপর রওনা হবে ওদের প্লেট ফ্লীট। তার অনেক আগেই তোমার খোল পরিষ্কার করে, পেইন্ট করে, গ্রীজ লাগিয়ে তৈরি হয়ে যেতে পারবে তুমি।'

যুক্তি-তর্কে না পেরে এবার, গোঁয়ার লোকের যা হয়, জেদ চেপে গেল লীচের। ঘেউ-ঘেউ করে উঠল সে খেপা কুকুরের মত। 'সময় থাক বা না থাক জাহাজ আমি ডাঙায় তুলব না। স্প্যানিয়ার্ডদের ভয় পাই না আমি। কাজেই ওসব কথা বাদ। এবার কাজের কথায় এসো। কোথায় যাচ্ছি সেটা বলে ফেলো এবার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত লীচের দিকে তাকিয়ে থাকল দো বাখনি। তারপর পাত্রের মদটুকু একঢোকে গিলে নিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

'তুমি যখন মনস্থির করে ফেলেছ, আমার আর কিছুই বলার নেই। গোটা খোলে একগাদা জঞ্জাল নিয়ে যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে চাও, দিতে পার। কিন্তু এর মধ্যে আমি নেই। আর এত যে গন্তব্য গন্তব্য করছ, যাও না চলে যেদিক খুশি, কে মানা করছে?'

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল তিনজন ওর দিকে। কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, দুনিয়ার নিষ্ঠুরতম দস্যু ক্যাপটেন লীচের মুখের উপর কারও পক্ষে এই ভাষায় কথা বলা সম্ভব।

'কি বলতে চাও তুমি?' শেষ পর্যন্ত এলিসের মুখ দিয়ে বেরলো কথাটা।

'এই বলতে চাই ক্যাপটেন লীচ যদি তার লোকজন আর জাহাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, যাক–আমি এর মধ্যে নেই। তোমরা বীরত্বের সঙ্গে চামড়া, তক্তা, কোকো আর মশলার জাহাজ আক্রমণ করে ডুবাতে থাকো, আমি সালাম দিয়ে কেটে পড়ব।'

'বসো তুমি!' প্রচণ্ড এক হাঁক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাপটেন। রাগে থরথর করে কাঁপছে।

নির্ভীক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল মশিয়ে দো বাখনি। 'তোমার কি আবার একটু ভেবে দেখার ইচ্ছে আছে?'

'ভেবে তুমি দেখবে–কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, কার জাহাজে। আমার জাহাজে আমি বিদ্রোহ প্রশ্রয় দিতে পারি না। যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, সেটা পূরণ করবে তুমি।'

'আমার মত করে। আমার শর্তে।' অটল দাঁড়িয়ে থাকল দো বাখনি।

'না। আমার ইচ্ছে মত। বুঝতে পেরেছ? আমিই এ জাহাজের অধিনায়ক।'

'যদি প্রত্যাখ্যান করি?'

বইঘর.কম

'ইয়ার্ড আর্ম [পাল টাঙাবার কাঠ] থেকে ঝুলবে তোমার লাশ। হয়তো বা আরও খারাপ কিছু ঘটবে।'

'তাই?' ভুরু জোড়া উঁচু করে নাকে দুপাশ দিয়ে চাইল দো বাখনি লীচের দিকে, যেন ঘৃণ্য কোন পদার্থের দিকে চোখ পড়েছে। 'আমার কি মনে হয় জানো? আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে আমি স্প্যানিশ গোল্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছি বলে তোমার লোকজন আমাকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। ওরা যখন জানতে চাইবে কেন আমাকে ফাঁসী দিচ্ছ, কি জবাব দেবে, টম? বলতে পারবে, ওদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যেতে রাজি হইনি বলে এই শাস্তি দিচ্ছ? বিজয় নিশ্চিত করার জন্যে তোমাকে জাহাজের তলাটা পরিষ্কার করতে বলায় আমার অপরাধ হয়েছে, তাই এই শাস্তি–পারবে ওদের একথা বলে শান্ত করতে?'

লীচের চেহারায় পরিবর্তন আসছে টের পেল দো বাখনি। এলিসের চেহারাতেও ক্যাপটেনের মতই দ্বিধা আর অস্বস্তি দেখতে পেল সে। বানড্রির চেহারা দেখে মনে হলো যেন বিপদে পড়েছে। প্রথমে সেই কথা বলল।

'অনেক কথাই তো হলো, ক্যাপটেন, বাখনিকে পুরোপুরি ভুল বলা যাবে না।'

'আমি থোড়াই কেয়ার...' শুরু করেছিল লীচ, কিন্তু এবার বাধা দিল এলিস।

'সাবধান হওয়ার দরকার আছে, ক্যাপটেন। যেটা সত্য, তাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ঝগড়ায় লাভটা কি, টম, আমাদের সবার লক্ষ্য যখন এক। বাখনি চাইছে ওর নিজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সবার মঙ্গল ও নিরাপত্তা। ওর সাহস যদি তোমার চেয়ে কম হয়, ও যদি তোমার মত বেপরোয়া হতে না পারে, ওকে দোষ দেয়া যায় কি?'

'তাছাড়া সাবধান হওয়ায় আমি তেমন দোষ দেখি না,' আবার বলল বানড্রি। 'নাবিক হিসেবে আমি এটুকু বলতে পারি, জাহাজের অবস্থা ও যা বর্ণনা করেছে, তাতে একটুও ভুল নেই। হাতে সময় না থাকলে এক কথা ছিল, ঝুঁকি নেয়া যেত। কিন্তু হাতে যখন সময় আছে, এই সময়টাকে আমরা জাহাজ ঠিকঠাক করে নেয়ার কাজে ব্যবহার করি না কেন?'

লীচ দেখল, তার নিজের লোকেরাই ওর পক্ষ ত্যাগ করেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারল এখন তুরুপের তাস আসলে দো বাখনির হাতে। প্লেট ফ্লীট সম্পর্কে গোপন তথ্য রয়েছে ওর পেটে। যতক্ষণ এই তথ্য ফাঁস না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ওর ওপর জোর খাটানো যাবে না, ও যা বলবে তাতেই সায় দিয়ে যেতে হবে।

সামলে নিল সে নিজেকে। হাসি হাসি একটা ভঙ্গি করে বলল, 'ঠিকই বলেছ তোমরা। ঝগড়া-ফ্যাসাদের অর্থ হয় না। ঠিক আছে, আমার দোষ আমি মেনে নিচ্ছি, একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তোমার কথাই থাকবে, চার্লি। তোমার সারা গায়ে সজারুর কাঁটা, কসম খোদার। বসে পড়ো, খানিকটা রাম নাও, এসো বন্ধু-ভাবাপন্ন পরিবেশে আমরা এই সভার ইতি টানি।' রামের পাত্রটা সামনে ঠেলে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল লীচ, মুখে তোষামোদের হাসি।

মশিয়ে দো বাখনির চেহারায় বিজয়ের চিহ্নমাত্র ফুটল না। তাকে শান্ত করা হচ্ছে বুঝে মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে লীচের প্রস্তাবে সম্মতি

জানিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। খানিকটা রাম ঢেলে নিয়ে বলল, 'সত্যি-সত্যিই মন থেকে তুমি রাজি তো, টম? জাহাজটা মেরামত করে ঠিক করে নিতে?'

লীচও দেখল তার অমর্যাদা হোক সেটা দো বাখনির উদ্দেশ্য নয়, বরং মুখ রক্ষার উপকরণ এগিয়ে দিচ্ছে। বলল, 'আসলে দেখা যাচ্ছে তুমি একা নও, বানড্রিও মনে করছে এটার দরকার আছে, তাই আমারও মনে হচ্ছে কাজটা সেরে ফেলা মন্দ নয়। যদিও, সত্যি বলতে কি, এখনও আমি পুরোপুরি তোমার কথা মেনে নিতে পারিনি। তবে রাজি হয়েছি, হ্যাঁ।'

'তাহলে যেটা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি আমি...' বলল দো বাখনি, 'এই মুহূর্তে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে অ্যালবুকোয়ার্ক কীজ। ওখানে মালদিতা বলে ছোট্ট একটা জনবসতিহীন দ্বীপ আছে, আমার চেনা। একটা উপসাগর মত আছে ওখানে, দশ-বারোটা জাহাজ লুকিয়ে রাখা যাবে অনায়াসে। আর সাগর-বেলাটা ঠিক যেন জাহাজ মেরামতের জন্যেই তৈরি হয়েছে। এর চেয়ে ভাল জায়গা গোটা ক্যারিবিয়ান সাগরে আর কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি। ওখানে নিশ্চিন্তে কারও কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে কাজ সারতে পারব আমরা। তাছাড়া আর একটা সুবিধে আছে জায়গাটার...' এটুকু বলে একটু থামল সে, তর্জনী তুলল কথার গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে। 'স্প্যানিশ প্লেট ফ্লীটকে আমি ঠিক যেখানটায় বাধা দিতে চাই, জায়গাটা সেখান থেকে মাত্র একদিনের পথ।'

৯
বিরতি

জুনের প্রথম সপ্তাহে এক মঙ্গলবার সেন্টর দখল করে নেয় জলদস্যু টম লীচ। পরদিন মশিয়ে দো বাখনির সঙ্গে কথাবার্তার পর সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে দুই জাহাজের গতিপথ। ফলে গতি কমে গেছে ওদের। তার পরেও বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের সময় ডাঙা দেখা গেল ক্রস-ট্রী থেকে। ওটা কেপ ডি লা ভেলা। রোববারের সকালে আলবুকোয়ার্কের নিচু দ্বীপগুলোর দেখা পাওয়া গেল।

গত পাঁচটা দিন এতই নিরুদ্বিগ্ন সময় কেটেছে যে প্রিসিলা ও মেজর ভাবতে শুরু করেছে হয়তো মশিয়ে দো বাখনির কথাই ঠিক, দুশ্চিন্তার কিছুই নেই, ইংল্যাণ্ড পৌঁছতে একটু দেরি হচ্ছে, এই যা।

আর মানসিক জোরের পরীক্ষায় ক্যাপটেন লীচকে হারিয়ে দিতে পেরে নিজের উপর বিশ্বাস অনেকখানি বেড়ে গেছে মশিয়ে দো বাখনির। যদিও চেহারায় তার কোনও ছাপ পড়েনি। ভাল-মন্দ সব অবস্থাতেই নিজেকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা অভ্যাস করেছে সে।

যুদ্ধাবস্থা ছাড়া, ডাঙায় হোক বা পানিতে, শৃঙ্খলা বা কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য নেই জলদস্যুদের মধ্যে। ছোট-বড় সবাই সমান, এমনি একটা ভাব রয়েছে ওদের আচরণে। আক্রমণের সময় কঠোর আদেশ-নির্দেশ জারি করলেও অন্য সময়ে

বইঘর.কম

ক্যাপটেনরা নিজেদেরকে অন্যের চেয়ে উঁচু ভাববে না, এই রকমই রীতি। তবে সাধারণের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে, জরুরী অবস্থায় তাদের ওপর হুকুম জারি করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে কর্তাব্যক্তিরা একটু দূরে দূরে থাকে; অন্যদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেয় না।

মশিয়ে দো বাখনি এ ব্যাপারে অন্যদের থেকে একদম আলাদা। সেণ্টরের কমাণ্ডার হিসেবে তার আচরণ অনেকটা রাজ-কর্মচারীর মত, দস্যু-সর্দারের মত মোটেও নয়। কিন্তু ডিউটির পর সম্পূর্ণ বদলে যায় তার আচরণ, যেন মুখোশটা ক্যাপটেনের কেবিনে খুলে রেখে এসেছে। বিনা দ্বিধায় সে তখন ডেকের সবার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মেতে যায়, ওদের সঙ্গে পান করতে, এমন কি পাশা খেলতেও বাধে না তার।

প্রায়ই দেখে উওগান এখানে-ওখানে বসে বা দাঁড়িয়ে গল্প বলছে দো বাখনি, ওকে ঘিরে ধরে হাঁ করে গিলছে সেসব একদল জলদস্যু। মাঝে মাঝেই হা-হা করে হেসে উঠছে সবাই ওর রসিকতায়। শ্যাগ্রেস নদীর ধারে স্যান লরেঞ্জোর স্প্যানিশ দুর্গ ওদেরকে বোকা বানিয়ে কিভাবে দখল করে মরগানের দল, সে-সব ঘটনার প্রাঞ্জল বর্ণনায় কখনও হাস্য, কখনও বীর রসের অবতারণা করে মুগ্ধ করে দেয় ও শ্রোতাদের।

যেদিন কেপ ডি লা ভেলা দেখা গেল সেদিন কেবিন থেকে গিটারটা আনিয়ে নিল ও। নতুন চাঁদের নিচে হ্যাচ-কোমিঙের উপর বসে মৃদুমন্দ হাওয়ায় ছোট ছোট মিষ্টি স্প্যানিশ গান শোনাল সে ওদের সুরেলা কণ্ঠে। মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই, আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল মধুর গান শুনে। এমন কি আইরিশম্যান উওগানের শক্ত হৃদয়টাও কেমন যেন দুলে উঠল।

'ব্যাপারটা কি বলো দেখি,' হ্যালিওয়েলকে প্রশ্ন করল সে। 'জাদু জানে নাকি লোকটা? সাধারণ জলদস্যুরা ওকে কি পরিমাণ ভালবাসে বোঝা যায় ওদের কথা শুনে, আবার কি পরিমাণ ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভয় করে তাও বোঝা যায় ওর আদেশে ওদের যে-কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রহ দেখে। কি করে পারে লোকটা?'

'ফরাসী কৌশল,' ঠোঁট বাঁকিয়ে জবাব দিল সেইল-মাস্টার।

উওগান ছাড়া আরও একজন তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে নজর রেখেছে মশিয়ে দো বাখনির উপর—মেজর স্যাণ্ডস।

ব্ল্যাক সোয়ান থেকে ফিরে এসেই ওদের জানিয়েছে মশিয়ে দো বাখনি যে, এখন থেকে উওগান বা হ্যালিওয়েল আর আসবে না এই কেবিনে। এমন কি পারতপক্ষে ও নিজেও আসবে না। 'তবে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সবাইকে যা বলা হয়েছে, তাতে মাঝে-মধ্যে এদিক থেকে ঘুরে না গেলে লোকে সন্দেহ করবে।'

'আপনার সম্পর্কে কোনও আপত্তি কখনও তুলেছি?' প্রতিবাদ করল প্রিসিলা।

'করলেও আপনাকে দোষ দিতাম না আমি। যাই হোক, আমি তো ওদেরই একজন, ওদের চেয়ে কোন দিক দিয়েই ভাল নই।'

প্রিসিলার নীলচে-সবুজ চোখজোড়ায় ঘোর আপত্তি। 'আমি কখনোই একথা মেনে নেব না।'

'মেজর স্যাণ্ডসকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তিনি শপথ করে বলবেন, এটাই একমাত্র সত্য কথা।'

পিছনে দাঁড়ানো মেজর গলাটা পরিষ্কার করল, কিন্তু কিছু বলল না। ফরাসী লোকটার এই একটি কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে সে। কিন্তু তার হয়ে প্রিসিলাকে সাফাই গাইতে দেখে আবার রাগ চড়ে গেল তার মাথায়।

'আমারই মত মেজর স্যাণ্ডসও আপনার বদান্যতার জন্যে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের জন্যে আপনি যা করছেন তার কোন তুলনা হয় না। আপনি না থাকলে আমাদের ভাগ্যে কি ঘটত তা উনি ভাল করেই জানেন। বিশ্বাস করুন।'

পরচুলা পরা মাথাটা ঝুঁকিয়ে হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'নিশ্চয়ই বিশ্বাস করছি। মেজর স্যাণ্ডস তাঁর আন্তরিকতার ব্যাপারে কখনোই কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখেন না।' লাল হয়ে উঠল মেজরের মুখটা, কিন্তু সেদিকে তাকাল না ফরাসী জলদস্যু, বলল, 'এই কেবিনে বন্দী হয়ে থাকার আর কোনও দরকার নেই, মাদামোয়াজেল। আপনারা নির্ভয়ে বাইরের আলো-বাতাসে ঘোরাফেরা করতে পারেন। কেউ কিছু বলবে না, বললে তার ঘাড় মটকে দেব—সে ভয় আছে সবারই। পিছনের পূপে আবার আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।'

ধন্যবাদ জানাল প্রিসিলা অন্তর থেকে। মাথা ঝুঁকিয়ে বেরিয়ে গেল টপগ্যাল্যান্ট।

ফরাসী ডাকাতটার প্রতি প্রিসিলার কৃতজ্ঞতার বহর দেখে এতক্ষণ জ্বলে মরছিল মেজর, এইবার বেরিয়ে এল তার মনের বিষ। 'আমি বুঝতে পারছি না, এই ত্যাঁদোড় দস্যুটা আমার কাছে কি আশা করে!'

'হয়তো কিছুটা সৌজন্য,' জবাব দিল প্রিসিলা।

'সৌজন্য! আমাকে খুন করলেও তো না! ওর প্রতি সৌজন্য দেখাতে যাব কি জন্যে? বিপদে পড়েছি বটে, তাই বলে ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা ও কি হারিয়ে ফেলেছি? আমরা জানি ও কে এবং কি।'

'এই যে আমাদের প্রাণ বাঁচালেন উনি, এটা কিছুই নয়? এর জন্যে কোন ধন্যবাদ ওঁর প্রাপ্য হয় না?'

প্রিসিলা রেগে উঠতে পারে মনে করে চট্ করে নিজেকে সামলে নিল মেজর। নানান কথা ফেঁদে ওর মন গলাবার চেষ্টা করল। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে প্রিসিলার নিরাপত্তার কথা ভেবেই ও মাঝে মাঝে খেপে উঠছে যার-তার উপর। এক পর্যায়ে আচমকা প্রেম নিবেদন করে বসল সে। প্রিসিলা যখন তার আক্কেল সম্পর্কে প্রশ্ন তুলল, কথা আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিল সে। মেয়েটি যখন পিছনের উঁচু ডেকে হাওয়া খেতে যাবে বলে ঠিক করল, তখন পিছু পিছু সে-ও গেল। কিন্তু সেখানে মশিয়ে দো বাখনি গিয়ে হাজির হতেই গোমরা মুখে বসে রইল একপাশে চুপচাপ।

এখন ওরা চলেছে আলবুকোয়ার্ক কীজের দিকে, ওখানে কেন থামতে হচ্ছে, কতদিন দেরি হবে, ইত্যাদি টুকিটাকি অনেক কথাই জানাল ওদের মশিয়ে দো বাখনি। হঠাৎ প্রিসিলার এক প্রশ্নে একই সঙ্গে চমকে উঠল মেজর স্যাণ্ডস ও ফ্রেঞ্চম্যান।

বইঘর.কম

'আচ্ছা, মশিয়ে দো বাখনি, আপনি কিভাবে জলদস্যু হলেন বলবেন?'

এতই আন্তরিকতার সঙ্গে কথাটা জানতে চাইল প্রিসিলা যে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল দো বাখনি ওর মুখের দিকে, তারপর মৃদু হাসল।

'আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হয়, যেন আমার জলদস্যু হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা। কিন্তু সত্যিই কি আপনার কারণটা জানতে আগ্রহ হচ্ছে?'

'হচ্ছে। তবে হয়তো এভাবে প্রশ্ন করাটা আমার ঠিক হয়নি। আপনি বিব্রত বোধ করলে...'

'না-না, মোটেও না,' বলল দো বাখনি। 'এই প্রথম কেউ জিজ্ঞেস করল কথাটা, তাই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ও, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'সামান্যই আছে যা আপনি জানেন না। তুলনের হুগুয়েনো এলাকার বাখনি পরিবারে আমার জন্ম। সিওখ সাইমনের কথা তো বলেছি আপনাদের, সান্তা ক্যাটালিনায় যিনি খুন হয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে–উনি আমার কাকা হতেন। আমি তাঁর সঙ্গে নতুন দুনিয়ায় এসেছিলাম স্বাধীন ভাবে কিছু করব বলে। বয়স ষোল-সতেরো, আইন ভাঙার চিন্তা ছিল না আমার মাথায়।

'বাবা-মার সাত পুত্রের মধ্যে সবার ছোট আমি, ভাগ্যান্বেষণে না বেরিয়ে উপায় ছিল না। সান্তা ক্যাটালিনায় কাকা যখন মারা পড়লেন তখন এই অচেনা-অজানা জগতে আমি একা। আহত। সহায় নেই, সম্পদ নেই। বন্ধু বলতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া তিন সঙ্গী। আমাদের মনের মধ্যে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন, স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার জন্যে যে-কোনও দলে যোগ দেয়ার জন্যে উন্মুখ। একটু সুস্থ হয়ে ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলাম মরগানের দলে।

'মরগ্যানের অধীনে খুব দ্রুত উন্নতি করলাম আমি। বংশ আমাকে আর কিছু না দিক, নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা দিয়েছিল। সুযোগও পেলাম নিজের দক্ষতা দেখাবার। মরগান টের পেলেন, দল পরিচালনার জন্মগত গুণ রয়েছে আমার মধ্যে। দলের ফরাসী অংশটার নেতৃত্ব দিলেন তিনি আমার হাতে। আমি হলাম ওঁর লেফটেন্যান্ট। নৌ-যুদ্ধ ধরতে গেলে হাতেকলমে শিখেছি আমি ওঁর কাছে, ওঁর চেয়ে বড় শিক্ষক আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার।

'ইংল্যাণ্ড যখন জলদস্যুদের উৎসাহ দেয়া বন্ধ করল, দস্যুতা ছেড়ে মরগান জামাইকার গভর্নরের দায়িত্ব নিলেন, আমিও ওঁর সঙ্গে যোগ দিলাম রাজ-কার্যে। সত্যি বলতে কি, এই দুনিয়ায় আমার পরিপূর্ণ আনুগত্য রয়েছে শুধু ওই একজন লোকের প্রতিই–মরগান। এবং সম্ভবত, জীবিত কেউই আজ পর্যন্ত আমার মত এতটা বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পারেনি ওঁর।' মৃদু হাসল সে, বলল, 'আমার গল্প শেষ।'

একটু চুপ করে থেকে বলল প্রিসিলা, 'তার মানে আইন ভঙ্গের দায়ে দোষী করতে পারবে না কেউ আপনাকে। কারণ, জলদস্যুতা যেই বে-আইনী ঘোষিত হলো, অমনি আপনি সরে গেছেন ওই জীবন থেকে।'

আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না মেজরের পক্ষে। 'একসময় যদি বা এটা সত্য হয়ে থাকে, দুঃখের বিষয়, এখন আর সেটা সত্যি নয়।'

হেসে উঠল মশিয়ে দো বাখনি, চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে বলল, 'এতে দুঃখ পাওয়ার কি আছে, মেজর? আপনার তো আরও খুশি হওয়ার কথা।'

জবাব দিতে পারল না মেজর, থতমত খেয়ে গেছে সত্যি কথাটা শুনে। হাসিমুখে চলে গেল টপগ্যাল্যান্ট কোয়ার্টার ডেকে, ওখানে সূর্যের উচ্চতা মাপছে তখন হ্যালিওয়েল।

এতক্ষণে মাথায় এল একটা কথা। 'মরগানের বিশ্বাস ভঙ্গ করে আবার ডাকাতি-পেশায় ফিরে যেতে তো একটুও বাধেনি বদমাশ ব্যাটার!' বিষোদ্গার করল মেজর।

একথার কোন জবাব দিল না প্রিসিলা। নিজের চিন্তায় মগ্ন। মেজরও আর এ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেল না, কারণ সে দেখেছে, দো বাখনির সমালোচনা করলেই খাপ্পা হয়ে যায় মেয়েটার মেজাজ।

সেই রাতে খোলা ডেকে চাঁদের নরম আলোয় দাঁড়িয়ে গিটার বাজিয়ে গান শোনাল মশিয়ে দো বাখনি জলদস্যুদের। পূপের মৃদু হাওয়ায় বসে সে গান শুনে প্রিসিলার মনে হলো আহা, কী অসাধারণ গলা! আর কী মিষ্টি করেই না গায় মানুষটা!

১০
জাহাজ মেরামত

রোববার নোঙর ফেলল ওরা আলবুকোয়ার্ক দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে উত্তরের দ্বীপ মালদিতার পুব পাশের লেগূনে দশ ফ্যাদম পানিতে। চওড়ায় দ্বীপটা মাইলখানেকের কিছু কম, আর লম্বায় দুই মাইলের কিছু বেশি। জায়গাটা এমনই সুরক্ষিত যে লীচও স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে জাহাজ মেরামতের জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হতেই পারে না।

দ্বীপে বেশ জঙ্গল দেখা গেল। দক্ষিণে উঁচু পাড়ে কামান বসালে ধারে কাছে আসতে পারবে না কোন জাহাজ। অবশ্য ডাঙায় যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা নেই বলে ব্যাপারটা খেয়ালই করল না লীচ, দো বাখনিও তাকে জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকল। সুন্দর একটা অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি আছে এ দ্বীপে, আর ঠিক মাঝখানে আছে চমৎকার মিষ্টি পানির একটা বড়সড় ঝর্না।

নোঙর ফেলেই আর সময় নষ্ট না করে দুই জাহাজ থেকেই নৌকা নিয়ে নেমে পড়ল লোকজন, দ্বীপের গাছ কেটে ভেলা বানাবে, ব্ল্যাক সোয়ানের মালপত্র নামিয়ে নেবে জাহাজটাকে হালকা করবার জন্যে।

তিনদিন চলল জাহাজ খালি করার কাজ। মাস্তুলটা ছাড়া সব, এমন কি ভারি কামানগুলোও, একে একে নামিয়ে নেয়া হলো দ্বীপে। এবার সবাই মন দিল ঘর তৈরির কাজে। সবার জন্যে লম্বা ব্যারাক আর ক্যাপটেন ও অফিসারদের জন্যে আলাদা একটা বড়সড় লগ-কেবিন তৈরি হলো। তারপর পুরো একটা দিন ব্যয়

বইঘর.কম

হলো জাহাজটাকে টেনে ডাঙায় তুলে এক পাশে কাত করে শোয়াতে।

এরপর দুটো দিন বিশ্রাম নিল ওরা। তেজি রোদে আগাছা আর শ্যাওলা শুকিয়ে গেলে আগুন জ্বেলে ওগুলো দূর করতে সুবিধে হবে।

নোঙর ফেলা সেন্টরেই শান্তিতে রয়েছে মশিয়ে দো বাখনি তার কথিত আত্মীয়দের নিয়ে। কিন্তু উওগান আর হ্যালিওয়েল লীচকে কান-মন্ত্রণা দিয়ে বাদ সাধল তাতে।

সেন্টরের একশো নাবিক রোজ সকালে উঠে কাজে চলে যায় ডাঙায়, সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় ফিরে আসে জাহাজে। তাদের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করে দো বাখনি, মজার মজার গল্প শোনায়, গান শোনায়; আর সেটা অসহ্য ঠেকে একদিকে মেজর স্যাণ্ডস আর অপরদিকে উওগান ও হ্যালিওয়েলের কাছে।

মেজর তো একদিন ডিনারে বসে বলেই ফেলল, 'ওই ভয়ঙ্কর খুনে ডাকাতগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করে কী মজা পান আপনি?'

'মজা?' লম্বা মুখ আরও লম্বা হয়ে গেল দো বাখনির। 'মানুষ যা করে তার সব কিছুতেই যদি সে মজা পেত, তাহলে তার চেয়ে সুখী আর কেউ থাকত না। আপনি বুঝি যা করেন তার সবকিছুতেই মজা পান? তাহলে তো আপনাকে ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলে মানতে হবে।'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন, বুঝলাম না।'

'বলছি, জীবনে আমরা যা যা করি তার বেশিরভাগই করি নিছক প্রয়োজনের তাগিদে : ব্যথা বা ব্যারাম দূর করতে, প্রাণ রক্ষা করতে, জীবিকা উপার্জন করতে। ঠিক বললাম?'

'সম্ভবত ঠিকই বলেছেন। মোটামুটি তাই করে সবাই। জানতে পারি, ঠিক কোন্ তাগিদে এমন মাখামাখি করেন আপনি ওদের সঙ্গে?'

'অতি সহজ। আমার ধারণা মিস প্রিসিলা বুঝতে পেরেছেন।'

শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল প্রিসিলা ওর চোখের দিকে। 'মনে হয় পেরেছি। আপনি চাইছেন ওরা যেন আপনার প্রতি খুশি থাকে, অনুগত থাকে।'

'একা শুধু আমার প্রতিই নয়, আমাদের সবার প্রতি। লীচ যে একটা খল, নীচ, ভয়ঙ্কর জানোয়ার তাতে কারও কোনও সন্দেহ আছে? আমার ধারণা, যদিও তীব্র লোভের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে ও, অঢেল সম্পদের মোহ অন্ধ করে দিয়েছে ওকে—তবু কখন যে নিজের নীচ চরিত্রের কারণে সেই-সবের আকর্ষণ ছিন্ন করে অশুভ কিছু করে বসবে তার ঠিক নেই। আমি আশা করছি, এখন এদের সম্মান ও ভালবাসা অর্জন করতে পারলে প্রয়োজনের সময় এরা হয়তো আমাদের ঢাল হিসেবে কাজে দেবে।'

'ভালবাসা!' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল মেজরের কণ্ঠে। 'তাহলে বলতেই হয়, বড় বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে জিনিসটা আপনাকে!'

'ঠিক বলেছেন। তবে একটা ব্যাপার আপনি মোটেও খেয়ালে আনছেন না, মেজর—কোনও কারণে যদি আমার মৃত্যু হয়, জেনে রাখবেন, আপনার ও মিস প্রিসিলারও মৃত্যু ঘটবে। এই একটা ব্যাপারে দয়া করে মনে কোনও সন্দেহ বা

বিভ্রান্তি রাখবেন না।' রক্তশূন্য হয়ে গেছে মেজরের মুখ। সেদিকে চেয়ে মৃদু হাসল মশিয়ে দো বাখনি। শান্ত অথচ কঠোর গলায় বলল, 'আমি যে কৌশলে নিজের এবং আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি, আপনার সেটা ঘোর অপছন্দ হতে পারে, কিন্তু দয়া করে অকারণে বিদ্রূপ করবেন না। ক্যাপটেন লীচ একটা জঘন্য পশু, কখন অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবে কেউ বলতে পারে না।'

কথাটা শেষ করে মেজর স্যাণ্ডসের জবাবের অপেক্ষায় না থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল সে। প্রিসিলার উজ্জ্বল দুটো চোখ বলে দিল, আত্মম্ভরী মেজরকে বকা দিয়ে লা-জবাব করে দেয়ায় খুশি হয়েছে সে।

ঠিক এই একই সময়ে লগ কেবিনে ডিনারে বসেছে লীচ, সঙ্গে উওগান, হ্যালিওয়েল, এলিস আর বানড্রি। দো বাখনির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে উওগান।

প্রথমে ওর কথায় মোটেই গুরুত্ব দিল না লীচ। 'আরে বাদ দাও,' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'যা খুশি করুক না, করতে থাকুক। স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে মোলাকাতটা হয়ে যাক, তারপর ও টের পাবে আমি কি খেলা দেখাই।'

এই কথাটার অন্তর্নিহিত অশুভ ইঙ্গিত একটু যেন সচকিত করল এলিস ও বানড্রিকে। উওগান আর হ্যালিওয়েল জানলেও এদের বলেনি লীচ কাজ শেষ হলে কি আচরণ করা হবে দো বাখনির সঙ্গে, চুক্তিপত্রে যাই থাকুক না কেন। এলিসের চোখ দুটো চকচক করে উঠল, কিন্তু বানড্রির চেহারায় কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না, চোখের পাতাদুটো সামান্য নিচু হয়ে আবার ঠিক হয়ে গেল।

মোটকু হ্যালিওয়েল সামনে ঝুঁকে এল। 'তুমি কি ভেবেছ, ক্যাপটেন, এ সম্ভাবনার কথা ওর মনে উদয় হয়নি?'

'হলে কি হবে শুনি? ও এখানে আমাদের হাতের মুঠোয় আছে, না কি? আমাদের হাত থেকে ছুটবে কি করে?'

ছোট ছোট চোখদুটো ঘুরিয়ে উঁচু হয়ে থাকা চোয়ালের মাংসের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলল হ্যালিওয়েল। 'এলো, আর তোমার হাতে নিজেকে তুলে দিল, যেন কত না বিশ্বাস তোমার ওপর, তাই না?'

'অবস্থা যা দাঁড়াল, আর কি করার ছিল ওর?' প্রশ্ন করল লীচ।

'তাই বটে!' বলল হ্যালিওয়েল। 'তাই তো মনে হয়। ও কি বলল তোমাকে? ওর ইচ্ছে ছিল গুয়াডিলুপে গিয়ে একটা জাহাজ আর লোক নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সেটা আর সম্ভব হলো না। আমার মনে হয় না ব্যাপারটা ওর কাছে ভাল লাগছে। যদি জাহাজ আর লোক নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারত, তাহলে আজ ওর এই অসহায় অবস্থা হত না। তাই না? আর তুমিও নিশ্চয়ই ধরে নিচ্ছ না যে মোসু দো বাখনি জানে না তার ভাগ্যে কি ঘটতে পারে।'

'মনে করো জানে। তাহলে কি? এই অবস্থার পরিবর্তন কি করে করবে ও?'

এই পর্যায়ে অসহিষ্ণু উওগান ঢুকে পড়ল আলোচনায়। 'আহ্, তোমার কি মনে হয় না ও সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত এখন?'

যেন সাপের কামড় খেয়েছে–ঝট্ করে সিধে হলো লীচ। খুলে বলল

বইঘর.কম

উওগান।

'একশো লোক নিয়ে জাহাজে রয়েছে ও এখন। আমরা এখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাত হয়ে পড়ে আছি। ও কি করছে? নানান গল্প আর বোলচাল মেরে হৃদয় জয় করছে ওদের, রাতে চাঁদের আলোয় প্রেম-পাগল হুলো-বেড়ালের মত ওঁয়াও-ওঁয়াও ডাক ছেড়ে স্প্যানিশ গান শোনাচ্ছে ওদের, জাদু করছে। ওদের সঙ্গে ওকে বা ওকে ওদের সঙ্গে রেখে আমি বুঝি না তুমি নিশ্চিন্ত থাক কি করে! নেড আর আমি আছি ওখানে, কোনদিন জানি ঘুম থেকে উঠে দেখব আমাদের গলা কেটে পানিতে ফেলে দিয়ে পাল তুলে চলে যাচ্ছে জাহাজটা, একশো জোয়ান নিয়ে ছুটছে ও স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে! আর তুমি, টম? কাত হয়ে পড়ে আছ ডাঙায়। কোনও উপায় নেই ওদের অনুসরণ করার, আর উপায় যদি থাকতও, জানা নেই কোন্ দিকে গেছে হারামজাদা!'

'হায়, খোদা!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লীচ। মনে হচ্ছে যেন সামনেই গভীর গিরিখাদ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে ঘোড়সওয়ার। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওর এতদিন এই সম্ভাবনার কথাটা মাথায় আসেনি বলে। সন্দেহের কালো ছায়া চঞ্চল করে তুলল ওকে। কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় বানড্রির ভাবলেশহীন লাশটা নড়ে উঠল।

'কোথায় চললে, ক্যাপটেন?'

বানড্রির ঠাণ্ডা, কর্কশ গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল লীচ। লীচের অনুচরদের মধ্যে একমাত্র এই বানড্রির পক্ষেই ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলা সম্ভব। চেহারায় কোনও ভাবের ছায়া খেলে না, কিন্তু লোকটার খুলির মধ্যে যে অত্যন্ত বিচক্ষণ একটা মস্তিষ্ক রয়েছে তা সবার জানা। ওকে হিসেবে রেখে চলতে হয় সবাইকে, এমন কি, সময় বিশেষে লীচকেও। www.boighar.com

'চার্লি যেন কোন চালাকি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে চললাম।

উঠে দাঁড়িয়েছে বানড্রিও। বলল, 'তবে একটা কথা খেয়াল রেখো, স্প্যানিশ ফ্লীটকে ধরতে হলে ওর ওপরই নির্ভর করতে হবে আমাদের।'

'কথাটা খেয়ালে আছে আমার।' বেরিয়ে গেল লীচ। একটু পরেই শোনা গেল ওর গলা, কাউকে হুকুম করছে একটা বোটে করে ওকে সেণ্টরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। নৌকায় পা দেয়ার আগে অবশ্য উওগানকে ডেকে নিচু গলায় কিছু নির্দেশ দিল। উৎসাহের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল উওগান, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে।

সেণ্টরের গ্রেট কেবিনে ডিনার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমনি সময়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ক্যাপটেন লীচ। ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে চোখ বুলাল তিনজনের উপর। প্রিসিলার উপর থেকে চোখ সরাতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে ওর। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে লালসা। কি করে যেন টের পেয়ে গেল প্রিসিলা, পাশ ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠল দস্যুটাকে দাঁড়ানো দেখে। প্রথম দিনের সেই রক্তাক্ত বুক খোলা শার্ট পরা লীচের তুলনায় আজকের ক্যাপটেন লীচকে রীতিমত ভদ্রলোক বলে মনে হলো প্রিসিলার। কিন্তু সে শুধু বাইরের চেহারায়। পোশাকের নিচে যে কী সাঙ্ঘাতিক বুনো একটা জানোয়ার রয়েছে তা বুঝতেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না। শিউরে উঠল সে ভিতর ভিতর।

সম্ভবত ওর এই শিহরণ টের পেয়েই পিছন ফিরল মশিয়ে দো বাখনি। ওরও বুঝতে অসুবিধে হলো না, বিপদ উঠে এসেছে বুক পর্যন্ত। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, একটা খালি চেয়ার টেনে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'এই যে, ক্যাপটেন। তোমার হঠাৎ আগমনে আমরা সম্মানিত বোধ করছি।'

এগিয়ে এল ক্যাপটেন লীচ। 'বসার দরকার নেই। যা বলতে এসেছি বলেই চলে যাব।' দো বাখনিকে অনুসরণ করে উঠে দাঁড়িয়েছে মেজর স্যাণ্ডস, তার দিকে মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে মাথা নিচু করে বাউ করল সে প্রিসিলাকে। ওর চোখে চকচকে লোভ দেখে কেঁপে গেল প্রিসিলার বুকটা, কিন্তু মাথাটা সামান্য কাত করে প্রত্যুত্তর জানাতে দেরি করল না।

আধবোজা চোখে চেয়ে রয়েছে মশিয়ে দো বাখনি। প্রিসিলার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে তার দিকে চাইল এবার লীচ। 'সেণ্টরের লোকজনের জন্যে ডাঙায় কোয়ার্টার তৈরি করার হুকুম দিয়েছি আমি। যতদিন ব্ল্যাক সোয়ানের মেরামতের কাজ চলবে, ততদিন ওরা ডাঙাতেই থাকবে।' ওর ক্ষুদ্রাকৃতি চোখজোড়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে দো বাখনির মুখের দিকে, লক্ষ করছে সেখানে ভাবের কোনও পরিবর্তন দেখা যায় কি না। 'কথাটা বোঝা গেছে?'

'হুকুমটা, হ্যাঁ। কিন্তু কারণটা, না। ওরা এখানে আরামেই ছিল, তাছাড়া এতে সুবিধেও অনেক।'

'হতে পারে, কিন্তু এটা আমি চাইছি না।' চাতুরি খেলে গেল ওর চোখে। 'আমার লোক আমি আমার নিজের হাতের মুঠোতেই রাখতে চাই, চার্লি।'

'বেশ তো,' বলল দো বাখনি।

ওর এই নিরাসক্ত ভাব কিছুটা হতাশ করল লীচকে, কিন্তু সন্দেহ তাতে বাড়ল বৈ কমল না। কারণ মানুষকে ও বলতে শুনেছে: মরগানের ওই ফরাসী লেফটেন্যাণ্টকে যখন দেখবে ঢিলেঢালা, নিরাসক্ত; বুঝবে সেই মুহূর্তে সে অত্যন্ত সজাগ, সচেতন ও সতর্ক। এই মুহূর্তে বড়ই অমায়িক ভাব দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে।

একটু চুপ করে থেকে আবার প্রিসিলার দিকে ফিরল দস্যু। আবার একটু বাউ করে বলল, 'আমি আশা করি, মাদাম, আমার পরবর্তী আদেশ আপনাকে অসন্তুষ্ট বা আপনার অসুবিধে করবে না। ভেবেচিন্তেই নিয়েছি এ-সিদ্ধান্ত।' এবার নিজের ওপর জোর খাটিয়ে নজর ফিরাল সে দো বাখনির দিকে। 'তোমাদের জন্যেও একটা কুটির বানানো হচ্ছে।'

এতক্ষণে বিরক্তি প্রকাশ পেল দো বাখনির চেহারায়। 'এতটা কি সত্যিই দরকার আছে? আমরা এখানে বেশ আরামেই আছি।' লীচের উদ্দেশ্য সে ঠিকই টের পেয়েছে, এটা বোঝাবার জন্যে এর সঙ্গে জুড়ে দিল, 'আমাদের পক্ষে এতবড় একটা জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।'

তর্জনী দিয়ে নিজের চিবুকে টোকা দিয়ে মৃদু হাসল লীচ। 'তোমরা তিনজন পুরুষ লোক থাকছ এ জাহাজে। তিনজনের পক্ষে কাজটা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়।'

বইঘর.কম

কপালে উঠে গেল দো বাখনির ভুরুজোড়া, 'আশ্চর্য, লীচ! তুমি হাসালে দেখছি!'

'হাসো,' বলল লীচ, 'যত খুশি। তবে আমি যা করছি, বুঝেই করছি। আচমকা আকাশ থেকে পড়েছ তুমি, চার্লি। হঠাৎ একটা প্রস্তাব দিয়েছ আমাকে। তেমনি হঠাৎই যদি তোমার মাথায় পালানোর বুদ্ধি ঢুকে পড়ে, তোমাকে ধাওয়া করে ধরব সে ক্ষমতা নেই আমার। কাজেই, আজই ডাঙায় চলে যাবে তুমি সবার সঙ্গে।' প্রিসিলার দিকে ফিরল আবার। 'ক্ষমা করবেন, মাদাম, আশাকরি। আপনার যাতে কোন অসুবিধে না হয়, সেটা আমি দেখব। আসবাব যা ইচ্ছে নিতে পারবেন আপনি। ডাঙায় থাকলে মাঝেমাঝে দেখা হয়ে যাবে আমাদের–আমার জন্যে সেটা হবে মস্তবড় সৌভাগ্য।'

লীচ বিদায় নিতেই ঢিলেঢালা, অমায়িক ভাবটা দূর হয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনির চেহারা থেকে। মাথা নিচু করে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে কিছুক্ষণের জন্যে। মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বাকি দুজন। একটু পরেই ধ্যান ভঙ্গ হলো যেন, সচকিত হয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল পিছনের পোর্ট হোলের সামনে। জোর কাজের ধুম পড়ে গেছে দ্বীপে, চারদিকে কর্মব্যস্ততা। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর হেসে উঠল সে, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল ওদের দিকে–যেন সমাধান পাওয়া গেছে কঠিন সমস্যার।

'কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না,' বলল মেজর। 'আগামাথা কিচ্ছু না। আমাকে খুন করে...'

'সহজ ব্যাপার,' ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে দিল দো বাখনি। 'ওর ভয়, ওর লোকদেরকে আমি পটিয়ে ফেলব। আপনার মাথায় যেটা ঢুকছিল না বলে আমার প্রতি বিদ্রূপ করছিলেন একটু আগে, সেটা ওর মাথায় ঢুকে পড়েছে–তাই সে সুযোগটা বন্ধ করে দিল।'

'বলেন কি!' দো বাখনির খোঁচাটা গায়ে মাখল না মেজর, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'সত্যিই তাই ছিল আপনার মনে?'

বিরক্ত হলো দো বাখনি। 'আমার মনের কথা আপনাকে বলছি না আমি, মেজর; বলছি টম লীচের মনের কথা। বড়ই বিষাক্ত একটা মন। বিষাক্ত এবং ভয়ঙ্কর!'

১১
দ্বীপে ওরা

ডাঙায় পৌছবার একটু পরেই মশিয়ে দো বাখনিকে হাজির দেখে অবাক হয়ে গেল ক্যাপটেন লীচ। এগিয়ে এসে জানতে চাইল কি ব্যাপার।

'তোমার নোংরা সন্দেহের কারণে মাদাম দো বাখনিকে যখন জাহাজ ছাড়তেই হচ্ছে, তখন আমি দেখতে এলাম উপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে কি না। ওঁর

শরীর ভাল না।'

'তাহলে ওকে সঙ্গে আনতে গেলে কেন?'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল দো বাখনি। 'ভুলে যাচ্ছ, তোমাকে বলেছি, ওকে গুয়াডিলুপে ওর ভাইয়ের দায়িত্বে রেখে আসব বলে ঠিক করেছিলাম। জামাইকায় ফেলে আসা সম্ভব ছিল না, কারণ স্প্যানিশ সম্পদ ডাকাতির পর কোনদিনই আর ওখানে ফিরতে পারব না আমি।'

যুক্তিটা মনে ধরল লীচের। ওকে লোকজনকে খাটিয়ে যেমন পছন্দ তেমনই ব্যবস্থা করে নেয়ার অনুমতি দিল।

সৈকতের একেবারে দক্ষিণে জঙ্গলের ধারে একটা জায়গা বাছাই করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গাছের গুঁড়ি দিয়ে একটা কেবিন তৈরি করাল ও। কাছেপিঠেই মাদামের ভাইয়ের জন্যে আর পিয়েখের জন্যে টাঙানো হলো দুটো তাঁবু। দস্যুদের ক্যাম্প থেকে এতদূরে আশা করা যায় মোটামুটি নিরাপদেই থাকবে মাদাম দো বাখনি।

সূর্যাস্তের আগেই কাজ শেষ করা গেল। গাছ কেটে যে জায়গাটা ফাঁকা করা হয়েছে সেখানেই কেবিনটা তৈরি করায় সরাসরি সামনে না এলে চোখে পড়ে না। জাহাজ থেকে বেশ কিছু আসবাব নিয়ে আসা হয়েছে: খাট, চেয়ার, টেবিল, কার্পেট, বাতি–সব মিলিয়ে চমৎকার বাসযোগ্য মনে হচ্ছে এখন কেবিনটা।

মনে হাজারটা উদ্বেগ, তারপরেও অবাক হলো প্রিসিলা। ওর জন্যে এত কষ্ট করে কেবিনটা সাজানো হয়েছে দেখে বার বার ধন্যবাদ জানাল মশিয়ে দো বাখনিকে। এত সুন্দর একটা কেবিন পাবে কল্পনাও করতে পারেনি ও।

প্রিসিলা এসে পৌঁছানোর পর পরই এসে হাজির হলো টম লীচ। ওর আরাম আয়েশের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে কি না নিজ চোখে দেখতে চায়। অতিথিবৎসল গৃহকর্তার ভূমিকা নিয়ে মাদাম বাখনির অসুবিধে হচ্ছে বলে অনেক দুঃখ প্রকাশ করল, এটা-ওটা আনিয়ে দিল ক্যাম্প থেকে। যে-কোনকিছুর প্রয়োজন হলে মাদাম যেন বিনা দ্বিধায় তাকে জানায় ইত্যাদির পর আরও কিছুক্ষণ দো বাখনি ও মেজর স্যাণ্ডসের সঙ্গে সরস গল্প করার চেষ্টা করে চলে গেল সে নিজের আস্তানায়।

অসম্ভব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছে মেজর স্যাণ্ডস। দুপুরে খাওয়ার সময় পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে, তার নিরাপত্তা নির্ভর করছে মশিয়ে দো বাখনির নিরাপত্তার ওপর। তারপর জানতে পেরেছে, লীচের সঙ্গে মোটেও ভাল সম্পর্ক নেই দো বাখনির, লীচ ওকে এক রত্তি বিশ্বাসও করে না। পানিতে পড়েছে যেন ও এখন।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে যাবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মেজর একটা কথা মনে আসায়। আশ্চর্য! এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তার নজর এড়িয়ে গেল কি করে! মশিয়ে দো বাখনিকে জিজ্ঞেস করল তার শোয়ার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে। জবাব দেয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ফরাসী লোকটা।

'এটা তো সোজা কথা, মেজর। আমার স্ত্রীর সঙ্গেই তো আমার থাকার কথা।'

'ঘোঁত' করে বিদঘুটে একটা শব্দ বেরুলো মেজরের গলা থেকে। ঘুরে দাঁড়াল

বইঘর.কম

দো বাখনির দিকে।

'যদি কোনভাবে প্রমাণ হয় যে উনি আমার স্ত্রী নন, নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে ওঁর? আপনি নিশ্চয়ই চোখ বুজে ছিলেন না, কী দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকাচ্ছিল টম লীচ দেখেছেন আপনি। নাকি দেখেননি?'

কিছুক্ষণ দম আটকে রাখল মেজর, তারপর ফেটে পড়ল রাগে, 'আপনি অথবা টম লীচ, এই তো বলতে চাইছেন? দুজনের মধ্যে কি তফাৎ একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

ঠোঁট গোল করে শ্বাস টানল মশিয়ে দো বাখনি। সাদা দেখাচ্ছে মুখটা। 'তাহলে এইভাবে নিচ্ছেন আপনি ব্যাপারটা!' নিচু গলায় বলল সে। 'মাথা খেলানোর ক্ষমতা নেই, সিদ্ধান্ত নিয়ে বসছেন যা খুশি।' শুকনো হাসি হাসল সে। 'আপনি যা ভাবছেন আমার উদ্দেশ্য যদি তাই হত, তাহলে, জনাব বর্থোলোমিউ, এতক্ষণে আপনার লাশটা নিয়ে লেগুনের নিচে ভোজে মত্ত থাকত গলদা চিংড়ীর ঝাঁক। আমার সততা সম্পর্কে যখনই সন্দেহ আসবে তখনই এই কথাটা মনে করার চেষ্টা করবেন। চলি!'

খপ্ করে ওর আস্তীনটা ধরে ফেলল মেজর।

'মাফ চাইছি, মশিয়ে দো বাখনি। বিশ্বাস করুন। আপনি চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার আগেই ব্যাপারটা আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি মস্ত অন্যায় করেছি আপনার ওপর, স্বীকার করছি।'

'হয়েছে, থাক!' বলে পা বাড়াল দো বাখনি।

দরজা নেই প্রিসিলার কেবিনে। ভারি একটা কম্বলের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে ওখানে পিয়েখ। কাঠের গুঁড়ির ফাঁক-ফোকর গলে আলো আসছে বাইরে। পিয়েখের তাঁবুতে নিজের ডাবলিট খুলে রেখে একটা আলখেল্লা আর একটা বালিশ নিয়ে এগোলো দো বাখনি কেবিনের দিকে।

দরজার ঠিক সামনে এক হাঁটু গেড়ে বসে বালি খুঁড়ে ছোট একটা গর্ত তৈরি করল মশিয়ে দো বাখনি।

'কে ওখানে?' পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে এল প্রিসিলার কণ্ঠ।

'আমি,' জবাব দিল দো বাখনি। 'কোনও ভয় নেই, আমি পাহারায় থাকলাম। নিশ্চিন্তে ঘুমান।'

ভিতর থেকে আর কোন সাড়া এল না।

আলখেল্লাটা গায়ে জড়িয়ে গর্তে কোমর রেখে আরাম করে শুয়ে পড়ল দো বাখনি বালির উপর।

অনেক দূরে সৈকতের অপর দিকে জলদস্যুদের হৈ-হল্লার শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। আধখানা চাঁদ হাসছে আকাশে, লেগুনের অনেকটা জায়গা ঝিলমিল করছে আলো পড়ে। জোয়ার আসছে, তার মৃদু কলকল শব্দ কানে আসছে। এছাড়া নিঝুম হয়ে গেছে দ্বীপটা।

কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে পড়েনি। কুটিরের ভিতর আলো নিভে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। এবার ধীরে, নিঃশব্দে, অতি সাবধানে সরে গেল পর্দার একটা অংশ। নরম চাঁদের আলোয় দেখা দিল প্রিসিলার ফর্সা মুখটা।

মুখটা একটু সামনে বাড়ল, পরমুহূর্তেই চোখ পড়ল ওর পায়ের কাছে শুয়ে থাকা দীর্ঘ দেহটার ওপর। গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে মশিয়ে দো বাখনি।

চট্ করে সরে গেল না মুখটা পর্দার আড়ালে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে শুনলো মানুষটার নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস। অনুভব করল, তারই নিরাপত্তার জন্যে এখানে এইভাবে শুয়ে আছে এই মহৎ-হৃদয় মানুষটা। তারপর আস্তে করে পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে খাটে উঠে শুয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে, জানে বিপদের ভয় নেই, এখন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ও জানে না, আরও একজন রয়েছে তার পাহারায়। দশ-বারো গজ দূরে নিজের তাঁবুর ছায়ায় বাইরে বালির উপর এদিকে মুখ করে শুয়ে দো বাখনির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে মেজর স্যাণ্ডস। পরপর দু'রাত এভাবে জেগে পাহারা দিল, এবং অসুস্থ হয়ে পড়ল মেজর। হঠাৎ করে গরমও পড়েছে খুব। তাই সিদ্ধান্ত নিল, আর রাত জাগার কোন অর্থ হয় না। আপাতত দো বাখনির কোন বদ মতলব আছে বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া সামান্য আওয়াজ পেলেই ঘুম ভেঙে যাবে ওর, ছুটে যেতে পারবে প্রিসিলার সাহায্য প্রয়োজন হলে।

ওদিকে কাজে ব্যস্ত জলদস্যুরা। লীচ খুব তাড়া লাগাচ্ছে ওদের, কিন্তু কাজ তেমন এগোচ্ছে না। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে ঠিকই, কিন্তু খাওয়ার পর আর কাউকে দিয়ে কিচ্ছু করানো যায় না। ঘুমায় ওরা ছায়ায় শুয়ে।

এ ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন সায় পায় ওরা দো বাখনির কাছ থেকে। আগের মতই খোলামেলা ভাবে মেলামেশা করে ও সবার সঙ্গে, কথায় কথায় স্প্যানিশ ফ্লীটের কথা তুলে লোভের আগুন জ্বেলে দেয় ওদের মনে। সেইসঙ্গে এটাও জানাতে ভোলে না যে একমাত্র সে-ই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে এই বিপুল সম্পদের কাছে। নানান গল্পের ফাঁকে সবাইকে ও বুঝিয়ে দিয়েছে, হাতে প্রচুর সময় আছে, তাড়াহুড়ো করতে যাওয়া অর্থহীন। আগামী তিন সপ্তাহের আগে রওনা হবে না ফ্লীট, আর যখন রওনা হবে, এই অ্যালবুকোয়ার্ক থেকে মাত্র একদিন লাগবে ওটাকে ঠিক জায়গা মত বাগে পেতে।

তারপর সেই সম্পদ হাতে পেয়ে ওরা কি কি মজা লুটতে পারবে তার চিত্র তুলে ধরে জলদস্যুদের বেপরোয়া মনে আগুন জ্বেলে দেয় ও। কল্পনার চোখে সে-সব দেখতে পেয়ে খল্খল্ করে হাসে ওরা। এইভাবে ওদের সম্পদের নেশায় আবিষ্ট করে ফেলল সে, সেই সঙ্গে নানান ভাবে ওদের মনে ঢুকিয়ে দিল, এই সম্পদ পেতে হলে তাকে, এবং একমাত্র তাকেই দরকার ওদের।

লীচ যখন জানতে পারল ওর লোকজনকে দিয়ে যে কাজ করানো যাচ্ছে না, তার পেছনে দো বাখনির প্ররোচনা রয়েছে, তখন একদিন খেঁকিয়ে উঠল ওর উপর। ওর কথা গায়ে না মেখে ধীর ও নিশ্চিতভাবে এগোলে কি হয় সে সম্পর্কে প্রবাদ বাক্য আওড়াল দো বাখনি। বলল, হাতে অনেক সময় আছে।

তেলে-বেগুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল লীচ। 'অনেক সময়? কিসের সময় শুনি?'

'প্লেট ফ্লীট রওনা হওয়ার আগে।'

'তোমার প্লেট ফ্লীটের নিকুচি করি আমি!' চেঁচিয়ে উঠল লীচ। 'ওই একটাই ফ্লীট আছে নাকি দুনিয়ায়? আর যে-সব চলছে সাগরে এদিক থেকে ওদিক–

বইঘর.কম

সেগুলো কিছুই না?'

'ভয় পেয়ো না,' ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল দো বাখনি। 'তুমি ভাবছ, এখানে ধরা পড়ে যাবে কারও চোখে। দূর! হাসিয়ো না তো! নিশ্চিন্তে থাকো তুমি। কোন জাহাজ আসবে না এই গোপন লেগুনে।'

'হয়তো আসবে না। কিন্তু যদি আসে? তাহলে কি হবে শুনি? ডাঙায় উঠে বসে আছি, অসহায়! অনেক সময় আছে! চুলোয় যাক সময়, আমি যত শীঘ্রি সম্ভব সাগরে নামতে চাই। খবরদার, আমার লোকেদের কানে কোনও ফুস্-মন্তর দিতে আসবে না তুমি আর!'

ওকে শান্ত করার জন্যে কথা দিল দো বাখনি যে আর এসব কথা কাউকে বলবে না। কিন্তু যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। ওরা এখন জানে, এই গরমে নিজেদের খুন করার কোন অর্থ হয় না, দো বাখনি বলেছেঃ হাতে সময় আছে প্রচুর।

দশটা দিন কেটে গেল মালদিতা দ্বীপে মোটামুটি শান্তিতেই। আগাছা জ্বালিয়ে দিয়ে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে জাহাজের খোল। এইবার মিস্ত্রী লাগল জোড়াগুলোর ফাঁক-ফোকর বন্ধ করার কাজে। এ-কাজে সবার হাত লাগানোর উপায় নেই। মিস্ত্রীর কাজ শেষ হলে তারপর আবার তলায় আলকাতরা আর গ্রীজ মাখানোর জন্যে দরকার হবে সবাইকে। তাই সবাই মত্ত এখন তাস-পাশা আর গল্প-গুজবে।

গরমে নিষ্কর্মা অবস্থায় বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে মেজর স্যাণ্ডস। সারাক্ষণ মেজাজ খারাপ হয়ে থাকছে। হতাশা ভর করেছে তার উপর। তর্ক-বিতর্ক আর মশিয়ে দো বাখনির সমালোচনা করেও আর মন ভরছে না।

প্রিসিলা অবশ্য কিছু কাজ বের করে নিয়েছে। রান্নার কাজে পিয়েখকে সাহায্য করছে নিয়মিত। ওর সঙ্গে গিয়ে জঙ্গল থেকে মিষ্টি আলু তুলে আনছে, কাঁচকলা পেড়ে আনছে। সমুদ্রের ধারে দৌড়ঝাঁপ করে কচ্ছপ ধরছে, বালি খুঁড়ে কচ্ছপের ডিম তুলে আনছে, পানিতে ছিপ ফেলে ধরে আনছে মাছ।

মাঝে মাঝে একাই চলে যায় সে জঙ্গলে ঘুরতে। একদিন দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় লোকচক্ষুর আড়ালে টলটলে পরিষ্কার পানির ছোট্ট একটা পুকুর আবিষ্কার করে দারুণ খুশি হলো সে, যখন ইচ্ছে এসে এই নির্জন পুকুরে সাঁতার কাটা যাবে।

প্রিসিলার সহজ ভঙ্গিতে চলাফেরা, কথাবার্তা আরও রাগ চড়িয়ে দেয় মেজরের। ওর মনে হয় মেয়েটি বোধহয় অনুভূতিশূন্য। নইলে এই বিপদ মাথায় নিয়ে হাসে কি করে? যার বিপদের কথা চিন্তা করে সে নিজে অস্থির হয়ে থাকে অহোরাত্র, সে-ই কি না দিব্যি হেসে-খেলে কাটাচ্ছে সময়। লীচের কথাতেও হেসে উঠতে বাধে না তার।

ইদানীং প্রায়ই আসছে লীচ প্রিসিলার সঙ্গে গল্প করতে। যেখানেই থাকুক, কি করে যেন টের পেয়ে ও পৌছবার পরপরই এসে হাজির হয় মশিয়ে দো বাখনি। ফলে মেজর বেঁচে যায় বদমাশটার সঙ্গে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভদ্র ব্যবহার করার গ্লানি থেকে। বিশেষ করে, খুনে ডাকাতটার টিটকারী ওর একেবারেই সহ্য হয় না। ও

কি করে প্রিসিলার ভাই হয়, তাই নিয়ে একদিন মেতে উঠল ব্যাটা। চেহারায় যে সামান্যতম মিল নেই তা সে নিজেও জানে, কিন্তু লীচ যখন প্রিসিলাকে বলল, ভাইয়ের চেহারা পায়নি বলে ওর প্রতিদিন সময় বেঁধে নিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, তখন একেবারেই অসহ্য লেগে উঠল তার। আর এই কথা শুনে যখন হা-হা করে হেসে উঠল খুনীর দোসর ওই দো বাখনিটা, তখন লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল সে কেবিন থেকে।

ক্রমেই বাড়ছে লীচের আসা-যাওয়া। হাতে করে এটা-ওটা নিয়ে আসছে ব্ল্যাক সোয়ানের ভাঁড়ার থেকে। কোনদিন হয়তো দু-বোতল পেরুভিয়ান ওয়াইন, কোনদিন গুয়াভা চীজ, কোনদিন বা চিনির শিরায় চুবিয়ে কড়মড়ে শুকনো করে ভাজা আমণ্ড বাদামের প্যাকেট।

দেখেও দেখে না এসব মশিয়ে দো বাখনি। যেন সহজ ভাবে নিয়েছে প্রিসিলার প্রতি লীচের এই মনোযোগ। কিন্তু যখনই মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, শিষ্টতার বেড়া ডিঙিয়ে যেতে চায় লীচ, ঠিক তখনই স্বামী হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় সে প্রাচীর হয়ে।

বাধা পেলেই শ্বদন্ত বেরিয়ে আসে লীচের, চাপা গর্জন আসতে চায় গলা দিয়ে; যেন কুকুরের থাল থেকে হাড় কেড়ে নিয়েছে আর কেউ। কিন্তু সদা প্রস্তুত দীর্ঘদেহী ফ্রেঞ্চম্যানের আধ-বোজা চোখের দৃষ্টির সামনে চেষ্টাকৃত হাসির রূপ নেয় সে গর্জন, এমন ভাব দেখায়, যেন ঠাট্টা করছিল।

১২
ত্রাণকর্তা

মাদাম দো বাখনির প্রতি টম লীচের মনোযোগের আতিশয্য ধরা পড়ল তার ঘনিষ্ঠ অনুচরদের চোখে। প্রথম কিছুদিন হালকা ভাবে নিল ওরা ব্যাপারটা, ঠাট্টা-মস্করা করল এ নিয়ে; কিন্তু বিচক্ষণ বানড্রি যখন বুঝিয়ে দিল কতখানি মারাত্মক হতে পারে এর পরিণতি, তখন চারজন মিলে স্থির করল একদিন ডিনারের পর ধরবে ওরা লীচকে।

উচ্ছৃঙ্খল, বদমেজাজী লীচের সামনে মাথা তুলে কথা বলার ক্ষমতা রাখে একমাত্র আবেগবর্জিত, ভাবলেশহীন বানড্রি, কাজেই ওর ওপরই ভার পড়ল কথাটা তোলার। তুলল সে, এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিল ক্যাপটেনের এহেন আচরণ মোটেই সমর্থন করতে পারছে না ওরা।

মুহূর্তে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল লীচ, তর্জন-গর্জন করল, তারপর হুমকি দিল: তার যা খুশি তাই সে করবে, কেউ বাধা দিতে এলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে তাকে।

উওগান, হ্যালিওয়েল আর এলিস কুঁকড়ে গেল এই ধমকের মুখে। কিন্তু ওর দিকে সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বানড্রি। তারপর বলল, 'যা মুখে

বইঘর.কম

আসে বলে ফেলো, ক্যাপটেন। এতে গরম কিছুটা বেরিয়ে যাবে ভেতর থেকে। তারপর হয়তো বুঝতে পারবে সহজ যুক্তি কি বলে।'

'যুক্তি? যুক্তির আমি ইয়ে করি! থোড়াই কেয়ার করি আমি…!'

'পাল নামাও, ক্যাপটেন। যুক্তিকে কেয়ার না করায় অনেককে দেখেছি আমি ধুলোয় মিশে যেতে।'

কথাটা হুমকির মত লাগল লীচের কাছে। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার জন্যে বসে পড়ল আবার। কয়েক মুহূর্ত বানড্রির অভিব্যক্তিহীন মুখের উপর অগ্নিবর্ষণ করল ওর চোখ। তারপর বলল, 'আমার ব্যাপার আমি নিজেই সামলাতে জানি। তোমাদের কারও সাহায্যের দরকার পড়বে না। বোঝা গেছে?'

'একা তোমার ব্যাপার হলে আমরা নাক গলাতে যেতাম না, টম,' শান্ত গলায় বলল বানড্রি। 'কিন্তু আমরা সবাই জড়িয়ে গেছি এর সঙ্গে। এটা এখন আমাদেরও ব্যাপার। স্প্যানিশ সোনা হাতে পাওয়ার আগে আমরা চাইব না তোমার চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে গোটা ব্যাপারটাই ভরাডুবি হোক।'

'অর্থাৎ তোমাদের কথা মত চলতে হবে আমাকে এখন, এই তো? তোমরা যা করতে দেবে তাই করব, অনুমতি না পেলে করব না, অ্যাঁহ্? এখনও কেন যে তোমাকে গুলি করে বুঝিয়ে দিচ্ছি না কে এখানে কর্তা!' বাকি তিনজনের ওপর চোখ বুলাল সে। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাদেরও তো এই একই মত, তাই না?'

উত্তর দেয়ার সাহস হলো কেবল হ্যালিওয়েলের। ওর বিশাল বপু ঝুঁকে এল সামনে, টেবিলের উপর থলথলে একটা হাত রেখে বলল, 'যুক্তির কথা তোমাকে মানতে হবে, ক্যাপটেন। তোমার কি ধারণা আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, টপগ্যাল্যান্ট চার্লি তা দেখতে পাচ্ছে না? তোমার কি ধারণা, ওর চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব? তোমার তো অন্তত জানার কথা, টম, ওর ওই শহুরে বোলচাল আর মার্জিত কথাবার্তার আড়ালে ওর মত সদা-সতর্ক, ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক লোক আর হয় না।'

'আরে, দূর! ভাল সম্পর্ক আমাদের। আমার সঙ্গে তেরিবেরি করার সাহস ওর নেই, কোনদিন হবেও না।'

'নিজেকে ঠকানোর চেষ্টা কোরো না তো, ক্যাপটেন!' এবার কথা বলল উওগান। 'সবার সঙ্গেই ওর ভাল সম্পর্ক। কিন্তু সবাই জানে, কেউ ওর সঙ্গে বেইমানী করতে গেলে মুহূর্তে ইস্পাৎকঠিন হয়ে উঠবে ও।'

'গাধা তোমরা! ওর একটা কণ্ঠনালী আছে না?'

'তাতে কি?' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে জানতে চাইল বানড্রি।

'আর সবার মতই খুব সহজে দু'ফাঁক হয়ে যাবে ওটা, যদি আমার সঙ্গে লাগতে আসে।'

'ঠিক এই জিনিসটাই ঘটতে দিতে চাই না আমরা। বিপুল সম্পদের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে ও আমাদের কাছে, রহস্যের চাবিকাঠি ওর হাতে। এই অবস্থায় কেউ প্রণয়-পাগল হয়ে সব গুবলেট করে দিতে চাইলে আর সবাই তা মানবে কেন? দয়া করে কথাটা বোঝার চেষ্টা করো, আর ওর মেয়েমানুষের ওপর থেকে নজরটা ফেরাও।'

'কথাটা ঠিক, ক্যাপটেন,' বলল লালচুলো এলিস। 'সোনাগুলো আমাদের জাহাজে উঠে না আসা পর্যন্ত নিজেকে একটু সামলে রাখতে হবে তোমার, ক্যাপটেন।'

'তারপর,' মৃদু হাসল উওগান, 'ওই ডানাকাটা পরিকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করো না কেন, আমরা কেউ তা চেয়েও দেখব না। তোমার কাছে শুধু একটু ধৈর্য দাবি করছি আমরা, ক্যাপটেন, আর কিছু না।'

কথাটা বলে জোরে হেসে উঠল উওগান। সে হাসিতে যোগ দিল এলিস ও হ্যালিওয়েল। শীতল ভাবটা দূর করতে চাইছে ওরা হাসি দিয়ে। উদ্দেশ্য সফল হলো ওদের। উত্তরে চাপা শয়তানী হাসি দেখা দিল লীচের ঠোঁটে।

বানড্রি হাসল না। এসব ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে সে। যেন মুখোশ পরে আছে। চোখ দুটো স্থির, পলকহীন। যতক্ষণ না রাজি হলো লীচ, একই দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে ওর চোখের দিকে। ওর দৃষ্টি বুঝিয়ে দিল লীচকে, শুধু কথা দিলেই হবে না, কথাটা রক্ষা করা হচ্ছে কি না, লক্ষ রাখা হবে এখন থেকে।

পরপর কয়েকদিন টম লীচ না আসায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন প্রিসিলা। কিন্তু মেজরের সঙ্গে ছোটখাট একটা ঝগড়া বেধে গেল মশিয়ে দো বাখনির। মেজর জানতে চেয়েছিল স্প্যানিশ গোল্ড চুরি করার পর তার ও মিস প্রিসিলার ভাগ্য সম্পর্কে কি ভাবছে সে। এরকম অশালীন প্রশ্ন শুনে কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দিয়েছে দো বাখনি ওকে। কিন্তু প্রশ্নটার কোন সদুত্তর দেয়নি।

সেই রাতে কুটিরের দরজার সামনে ঘুমন্ত দো বাখনির কাঁধ স্পর্শ করল একটা কোমল হাত। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল দো বাখনি, লাফিয়ে উঠে বসে সরিয়ে আলখেল্লার ফাঁক থেকে একটানে বের করল নাঙা তলোয়ার।

দেখল ঠোঁটে আঙুল চেপে রেখেছে প্রিসিলা। চট্ করে এদিক ওদিক চাইল দো বাখনি, কিন্তু কোথাও কোন বিপদের আভাস পেল না। সৈকতে ঢেউ ভাঙার মৃদু এবং বারো গজ দূরে মেজর স্যাণ্ডসের নাক ডাকার তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়া আর সব নীরব, নিস্তব্ধ।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে মৃদু কণ্ঠে। একটা পা ভাঁজ করছে উঠে দাঁড়াবে বলে।

'কিছু না,' বলল প্রিসিলা। অনুভব করল ওর হাতের তালুর নিচে শিথিল হয়ে গেল ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি পেশীগুলো। 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, মশিয়ে দো বাখনি।'

'নিশ্চয়ই, বলুন।' একটু নড়ে কেবিনের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল দো বাখনি। প্রিসিলাও বসল ওর পাশে।

কিছুক্ষণ উসখুস করে বলল, 'মেজর একটা প্রশ্ন করেছিলেন আজ আপনাকে, আপনি তার উত্তর দেননি। যেভাবে উনি কথাটা বলেছিলেন সেটা আপত্তিজনক বলেই হয়তো আপনি রেগে গিয়ে...'

'না, না। বোকাসোকা মানুষ, মনের ভাব গোপন রাখতে পারেন না, এই যা—আমি রাগ করিনি।'

মেজরের ব্যবহারের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিল প্রিসিলা, কিন্তু বাধা দিল

বইঘর.কম

দো বাখনি। 'এ নিয়ে একটুও ভাববেন না আপনি। একটু হয়তো বিরক্তি প্রকাশ করেছি, কিন্তু রাগ আমি সত্যিই করিনি। আমি ধৈর্যশীল মানুষ, হুট করে মেজাজ আমার গরম হয় না।'

'আমি লক্ষ করেছি সেটা।'

এটাও ওর লক্ষ এড়াল না যে, একজন আত্মস্বীকৃত দুর্ধর্ষ জলদস্যু, যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই স্প্যানিশ ফ্লীট আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তার মুখে ধৈর্যের কথা শুনতে ওর মোটেও বেমানান লাগছে না। সামান্যতম সন্দেহ বা অবিশ্বাস জাগছে না মনে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বার্টের প্রশ্নটার আপনি কিন্তু কোন উত্তর দেননি। প্রশ্নটা ছিল: এদের নিয়ে আপনি যখন ফ্লীট আক্রমণে যাবেন, তখন আমাদের কি ব্যবস্থা হবে। ওটা আমারও প্রশ্ন। জবাবটা কি দেবেন আপনি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল দো বাখনি, 'সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, মিস প্রিসিলা। ঘটনার অপেক্ষায় আছি আমি, অবস্থা কোন্‌দিকে গড়ায় বুঝে আমার ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'তবু, একটা কিছু পরিকল্পনা তো আছে আপনার।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যখন দেখল প্রিসিলা, অপরপক্ষ থেকে কোন উত্তর আসছে না, তখন আবার বলল, 'এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ আস্থা আর বিশ্বাস রেখেছি আমি আপনার ওপর। আপনার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি বলে শান্তিতেই ছিলাম।'

'কিন্তু এখন সেই বিশ্বাস আর নেই।'

'তা কেন? তা যদি হতো তাহলে তো হতাশায় একবারে ভেঙে পড়তাম। কিন্তু প্রকাশ না করলেও উদ্বেগ তো আর ভুলে থাকার ব্যাপার নয়!'

'হ্যাঁ, সত্যিই আপনি সাহসী মেয়ে। সত্যিকার সাহসী।' দো বাখনির কণ্ঠে অকৃত্রিম প্রশংসা। 'আপনি ভাবতেও পারবেন না, আপনার সাহস আমাকে কতটা সাহায্য করেছে। এই সাহায্যটা বজায় রাখুন, আপনাকে সাহায্য করতে আমার সুবিধে হবে।'

'কিন্তু কিছুতেই আপনার ইচ্ছে বা পরিকল্পনার কথাটা বলা যাবে না, এই তো? জানতে পারলে হয়তো মনে জোর পেতাম।'

'আপনাকে তো বলেছি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিই আমি। তার সঙ্গে এইটুকু যোগ করতে পারি: আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার কোন ভয় নেই, কোন ক্ষতি হবে না আপনার। কথা দিচ্ছি, যেমন করে পারি আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবই করব। যদি বেঁচে থাকি।'

'যদি বেঁচে থাকেন!'

গলাটা কেঁপে গেল প্রিসিলার। চট্‌ করে চাইল দো বাখনি ওর মুখের দিকে। 'এই কথাটা আমার বলা ঠিক হয়নি। এমনিতেই যথেষ্ট উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটছে আপনার, নতুন একটা শব্দ যোগ করে আপনার ভাগ্য অনিশ্চিত করে তোলা উচিত হয়নি আমার।' এরপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'যান, কথা দিচ্ছি, বেঁচে থাকব। কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন।'

'আমার ভাগ্য অনিশ্চিত করে তোলা!' আহত বোধ করেছে প্রিসিলা। 'আমার সম্পর্কে দেখছি আপনার খুব নিচু ধারণা।'

'নিচু!' প্রতিবাদ করল দো বাখনি। 'কী বলছেন আপনি!'

কথাটা আর ব্যাখ্যা করল না প্রিসিলা, ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল।

'স্প্যানিশ ফ্লীট দখল করার পরও এরা শর্ত ভঙ্গ করবে না, একথা আপনি বিশ্বাস করেন?'

মৃদুকণ্ঠে হেসে উঠল দো বাখনি। 'মোটেও না। একসময় শর্তের মর্যাদা ছিল জলদস্যুদের কাছে। কিন্তু এখন এই লীচ লোকটা মানুষ না, পিশাচ। সৌজন্য, দয়া এসবের মতই আত্মসম্মান ওর কাছে আর একটা অর্থহীন শব্দ। না। শর্ত মানার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওদের, এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়।'

দম আটকে গেল প্রিসিলার কণ্ঠে এসে। 'কিন্তু তাহলে? তাহলে কিসের আশায় চলেছেন আপনি? বাঁচবেন কি করে?'

'মাথা খাটিয়ে। সুযোগ আসবেই। চোখ-কান খোলা রাখলে সুযোগ পাওয়া যায়ই। আমি খোলা রেখেছি ও দুটো। ভাবনা দূর করে দিন মাথা থেকে। দুর্ভাগ্যবশত বড়সড় কোনও বিপর্যয় যদি না ঘটে, আমাকে ওরা পেড়ে ফেলতে পারবে না। আর কোনও ধরনের কোন দুর্ভাগ্য তো আপনাকে স্পর্শই করতে পারবে না।'

'এর বেশি আর কিছু বলবেন না?'

'এই মুহূর্তে এর বেশি বলার কিছুই নেই। আবার বলছি, আমার ওপর আস্থা রাখুন, আপনার কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রিসিলা। 'আচ্ছা, চলি। শুভরাত্রি, মশিয়ে দো বাখনি।'

প্রিসিলা চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে রইল দো বাখনি। ভাবছে, কি বলতে চাইল মেয়েটা ওই কথায়? আমার সম্পর্কে দেখছি আপনার খুব নিচু ধারণা। তার মানে কি বোঝাতে চাইল, একা নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে না ও; সহযাত্রী, সদ্য-পরিচিত মশিয়ে দো বাখনির কথাও ভাবছে?

১৩
একফোঁটা জল

পরদিন সকালে নিজের তাঁবুতে বসে গরমে হাঁপাচ্ছে মেজর স্যাণ্ডস, এমনি সময়ে প্রবেশপথে দীর্ঘ একটা ছায়া পড়ল। চমকে তাকিয়ে দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে মশিয়ে দো বাখনি, খাপে পোরা তলোয়ারটা চেপে রেখেছে বগলের নিচে।

'কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, মেজর, অতিরিক্ত চর্বি হয়েছে আপনার,' বলে হতভম্ব করে দিল সে মেজরকে। পরমুহূর্তে যোগ করল, 'একটু নড়াচড়া করা দরকার এখন আপনার, ঘাম ঝরানো দরকার। তাতে মেজাজ কিছুটা শান্ত হবে। আপনার তলোয়ারটা নিয়ে আসুন আমার সঙ্গে।'

মেজরের মনে পড়ল, গত কাল কয়েকটা কঠোর শব্দ আদান-প্রদান হয়েছে

বইঘর.কম

দুজনের মধ্যে, তাই তার ফয়সালা করার জন্যে ডাকছে ওকে আজ ডাকাতটা। উঠে দাঁড়াল সে, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে গেছে, উত্তেজনায় লালচে একটা ছোপ পড়েছে মুখে।

'আপনি কিন্তু গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাচ্ছেন, মশিয়ে! একবার ভেবে দেখেছেন, আপনাকে যদি মেরে ফেলি প্রিসিলার কি হবে?'

'অসম্ভব কথা নিয়ে ভাবি না আমি।'

'খোদা! আপনার বোলচাল সহ্য করা সত্যিই কঠিন। নিজেকে আপনি কী যে ভাবেন! আমাকে খুন করে ফেললেও বলব সত্যিই সহ্য করা মুশকিল। ঠিক আছে,' তলোয়ারটা তুলে নিল সে। 'ফলাফলের জন্যে কিন্তু দায়ী থাকবেন আপনি!'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মশিয়ে দো বাখনি। 'আমাকে ভুল বোঝা আপনার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, মেজর। আমি বলছি ব্যায়ামের কথা, আর আপনি বলছেন খুনোখুনির কথা।'

'আপনি যা বলেন। আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই।'

জঙ্গলের দিকে রওনা হলো দুজন। ফোঁস ফোঁস গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে মেজর, দো বাখনি শান্ত–যেন মজা পাচ্ছে ওর অবস্থা দেখে।

কেউ যেন দেখে না ফেলে সেজন্যে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল দো বাখনি। কিছুদূর এগিয়েই মোড় নিয়ে সৈকতের সমান্তরালে হাঁটতে থাকল। চুপচাপ হাঁটছে দুজন, হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল মেজর।

'ও কিছু না,' বলল দো বাখনি। 'পিয়েখ আসছে। ও লক্ষ রাখবে যাতে কেউ না এসে পড়ে।'

এগিয়ে গেল মেজর। কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে তার কাছে ব্যাপারটা। তবে সে প্রস্তুত। তার সঙ্গে লাগতে এসে পার পাবে না অহঙ্কারী ফরাসী লোকটা, যা থাকে কপালে–কিছুটা শিক্ষা দিয়ে দেবে সে আজ। হাঁপাতে হাঁপাতে খাড়াই বেয়ে উঠল মেজর, তারপর সরু একটা পথ বেয়ে নেমে গেল দো বাখনির পিছু পিছু ছোট একটা সৈকতে। জলদস্যুদের ক্যাম্প থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওদের এখানে। উঁচু পাড়ের ওপর এতক্ষণে পিয়েখকে দেখতে পেল মেজর, পাহারায় রয়েছে, কেউ এদিকে এলেই জানান দেবে।

পরচুলা খুলে রেখে তলোয়ার বের করল মশিয়ে দো বাখনি। নীরবে তাকে অনুকরণ করল মেজর। এবার পকেট থেকে ছোট্ট একটা নাশপাতি আকৃতির কাঠের টুকরো বের করল দো বাখনি, তারপর মেজরের ছানাবড়া চোখের সামনে ওটার গায়ের একটা চেরা জায়গায় ঢোকাল তরোয়ালের আগাটা। এবার একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ঠুকে বসাচ্ছে টুকরোটা শক্ত করে।

ব্যাপারটা বোধগম্য না হওয়ায় প্রশ্ন করল মেজর, 'এর মানে?'

একই রকম দেখতে আর একটা কাঠের টুকরো বের করে এগিয়ে দিল দো বাখনি মেজরের দিকে। 'আপনি কি ভেবেছিলেন রক্তপাতের জন্যে আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি আমি? আমি শুধু বলেছি বেশি চর্বি জমে গেছে আপনার গায়ে, একটু নড়াচড়া দরকার, কিছুটা ঘাম ঝরানো দরকার।'

এমনিতেই ঘেমে তর-বেতর হয়ে গেছে মেজর। মনে করল তাকে নিয়ে মস্করা করছে দো বাখনি। রেগে কাঁই হয়ে গেল সে।

'কী বলছেন আপনি এসব! টিটকারী মারছেন আমাকে?'

'শান্ত হয়ে ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন,' বলল দো বাখনি। 'আমাদেরকে যে-কোনও মুহূর্তে যুদ্ধে নামতে হতে পারে। অনভ্যাসে মরচে ধরে যায় শরীরে। আপনার না হলেও আমার তা ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপার এইটুকুই।' আবার এগিয়ে দিল সে কাঠের বলটা।

কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে হাত বাড়িয়ে নিল ওটা মেজর, তারপর লাগিয়ে নিল তলোয়ারের আগায়।

'বুঝলাম!' এতক্ষণে বোধোদয় হলো মেজরের। 'প্র্যাকটিসের জন্যে নিয়ে এসেছেন আমাকে। তা একথা আগে বললেই তো হতো।'

পোশাক খুলে রাখতে রাখতে বলল দো বাখনি, 'বলছি তো! প্রথম থেকেই তো এই একই কথা বলছি।'

খুশি মনে ফ্রেঞ্চম্যানের দেখাদেখি নিজের পোশাক খুলল মেজর। তলোয়ারবাজ হিসেবে নাম ছিল ওর আর্মিতে। রেজিমেন্টের কেউ কোনদিন পারেনি ওর সঙ্গে। আজ মওকা পাওয়া গেছে, এই লোকটাকে একহাত খেল্ দেখিয়ে দেবে সে, বুঝিয়ে দেবে, হেলাফেলা করার লোক মেজর বার্থোলোমিউ স্যাণ্ডস নয়।

মুখোমুখি দাঁড়াল দুজন তলোয়ার নিয়ে। খেল্ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। কিন্তু প্রতিটা আক্রমণ অনায়াসে ঠেকিয়ে দিল ফ্রেঞ্চম্যান, ওর প্রতিরক্ষা ভেদ করতে পারল না মেজর। অথচ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। কিন্তু আক্রমণে না গিয়ে কেবল আত্মরক্ষা করছে বলে মেজরের মনে হলো কাবু হয়ে গেছে লোকটা, তার আক্রমণের জবাব দেয়ার ক্ষমতা নেই।

'আরও দ্রুত, মেজর। আরও জোরে হাত চালান, প্লীজ। আপনাকে ঠেকাতে আমার তো কিছুই করতে হচ্ছে না।'

টিটকারী দেয়া হচ্ছে মনে করে তুমুল আক্রমণ করল মেজর, কিন্তু কিছুতেই দো বাখনির প্রতিরক্ষা ভেদ করতে পারল না। লোকটার প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি যেমন সাবলীল, তেমনি দ্রুত। কিছুতেই তাকে কাবু করতে না পেরে আধঘণ্টা পর তলোয়ার নামাল মেজর। ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছে। ভুরুর ওপর থেকে ঘাম ঝরিয়ে দো বাখনির দিকে তাকাল সে। ব্যাপার কি! লোকটা মানুষ না পিশাচ? এতো লাফ-ঝাঁপ হলো, ঘাম তো নেই-ই, স্বাভাবিক শ্বাস পড়ছে ব্যাটার!

হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'বুঝতে পারছেন, ব্যায়াম আপনার জন্যে কতখানি দরকার? ঠিকই বলেছিলাম আমি। আমার চেয়েও খারাপ অবস্থা আপনার। অনভ্যাস আপনাকে একেবারে ঢিলে করে দিয়েছে।'

কথাটা মেনে নিল মেজর বিমর্ষচিত্তে। কারণ, জানে, কথাটা সত্যি। টের পেয়েছে, যখন প্র্যাকটিস ছিল তখনও এই লোকটার প্রতিরক্ষা ভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। টের পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেছে তার।

বইঘর.কম

মেজর দম ফিরে পেতেই আবার শুরু করল ওরা। এবার দো বাখনির রণকৌশল সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মেজরের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করেছে এখন দো বাখনি। লাফিয়ে সরে যেতে হচ্ছে মেজরকে আঘাত থেকে বাঁচার জন্যে।

হেসে উঠল দো বাখনি। 'পালিয়ে বাঁচবেন কি করে? কাছে আসুন, মেজর। কনুইটা শরীরের কাছাকাছি রাখুন।' আক্রমণে গেল ফ্রেঞ্চম্যান। মেজরের চেষ্টা বিফল করে দিয়ে ওর তলোয়ার স্পর্শ করল তার পাকস্থলী।

একই সাবলীল ভঙ্গিতে পরপর কয়েকবার স্পর্শ করল দো বাখনি মেজরকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। মেজরকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে ওর বুক স্পর্শ করল দো বাখনির তলোয়ার।

'ব্যস!' বলল সে। কিছুটা দ্রুত হয়েছে দো বাখনির শ্বাস-প্রশ্বাস। 'একদিনের জন্যে যথেষ্ট, কি বলেন? আমার শরীরে জং ধরে গেছে, তবে যতটা ভেবেছিলাম ততটা নয়। কিন্তু যতটা প্রয়োজন পড়তে পারে তার ধারে কাছেও না। কাল আবার আমরা লড়ব, কেমন? আমাদের দুজনেরই প্র্যাকটিস দরকার। বিশেষ করে আপনার অবস্থা যা দেখলাম, সাধারণ একজন যোদ্ধার সঙ্গেও পারবেন না।'

জবাব না দিয়ে বালির ওপর বসে পড়ল মেজর, হাঁপাচ্ছে। কিছুই তার বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু চাপা রাগে কাঁপছে তার বুকের ভিতরটা। বাকি কাপড় যা ছিল সৈকতে খুলে রেখে সাগরে ঝাঁপ দিল দো বাখনি। বেশ অনেকটা জায়গা সাঁতার কেটে ফিরে এল তীরে।

দুপুরে তাঁবুতে ফিরল ওরা খাওয়ার জন্যে। তেমন কোনও কথাবার্তা হলো না, দো বাখনির ব্যবহারে মাতব্বরির আভাস নেই, কাউকে ছোট করার চেষ্টা নেই, তারপরেও বুকের ভিতরটা পুড়তে থাকল মেজরের। নিজেকে মস্ত এক তলোয়ার-যোদ্ধা মনে করত সে এতদিন, এখন দেখতে পেল এতদিন যা শিখেছে সে-বিদ্যা দো বাখনির ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু ঠিক সেজন্যেই যে ওর এতটা খারাপ লাগছে তা নয়। ওর মনে হচ্ছে, নিজের পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়ে লোকটা ওকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, ভদ্র আচরণ না করলে কি ঘটবে তার কপালে। ফলে ওর বিরুদ্ধে চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, খুনে, দস্যুর চেয়েও খারাপ খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে থাকল সে মনে মনে।

কিন্তু পরপর তিনদিন যখন তলোয়ার চর্চার জন্যে ডাকল তাকে মশিয়ে দো বাখনি, ভাল খেললে প্রশংসা করল, আক্রমণের গতি কমে গেলে সমালোচনা করল, তখন সে বুঝতে পারল সত্যিই সামনে বিপদ আশঙ্কা করছে লোকটা, এবং কেবল নিজেরই নয়, তার পারদর্শিতারও উন্নতি চায়। ফলে দো বাখনির কাছ থেকে কিছু কিছু কৌশল রপ্ত করে নিতে আর আত্মসম্মানে বাধল না তার। অবশ্য এর ফলে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব কমল না একরত্তিও।

মশিয়ে দো বাখনির সঙ্গে প্রিসিলার বন্ধুত্বপূর্ণ মাখামাখিটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না মেজর। যে মেয়েটি আজ বাদে কাল তার স্ত্রী হতে চলেছে, সে যে কেন এই ফরাসী দস্যুটাকে ঘৃণা করতে পারছে না তা কিছুতেই তার মাথায়

ঢুকছে না। না, ঈর্ষা নয়। প্রিসিলা এবং দো বাখনির মত একজন বাজে লোকের সামাজিক অবস্থানে এতই দূরত্ব যে মেজর জানে ওদের দুজনের মধ্যে কোন স্থায়ী সম্পর্ক হতেই পারে না। ঈর্ষা নয়, বিরক্তি বোধ করে মেজর দো বাখনির প্রতি প্রিসিলার নরম আচরণে।

গভীর ঘুমের কারণে টের পায় না, কিন্তু মেজর যদি জানত ইদানীং প্রায় প্রত্যেক রাতেই ভারী কম্বলের পর্দা তুলে তার রক্ষাকর্তার সঙ্গে বসে গল্প করে প্রিসিলা, তাহলে কি ঘটত বলা যায় না। গল্পের বিষয়বস্তু শুনলে অবশ্য পাথর নেমে যেত ওর বুকের ওপর থেকে। কারণ, একটি আপত্তিকর শব্দও উচ্চারিত হয় না কোনও তরফ থেকেই। বেশির ভাগ কথা হয় দিনের ছোটখাট ঘটনা নিয়ে।

চোদ্দ দিনের মাথায় অবশ্য বেশ বড়সড় ঘটনাই ঘটে গেল মালদিতায়। পাশা খেলতে গিয়ে ছুরি মেরে বসল একজন আরেকজনকে। এই নিয়ে দুই দলে ভাগ হয়ে রীতিমত যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল ওদের মধ্যে।

লীচ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রথমে কিলঘুসি মেরে দাঙ্গা থামাবার চেষ্টা করল। উভয়পক্ষের ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলে বিচার করে খুনীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারত লীচ, কিন্তু সরাসরি মানা করে দিল সে, কারও কোন কথা সে শুনবে না। 'না। এখন নিজেদের মধ্যে এসব ঝগড়া-ফ্যাসাদ আমি বরদাস্ত করব না। তোমাদের গোস্যা আর ছুরি দুটোই এখন স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে জমা করে রাখো। এ নিয়ে এখন আর কোন কথা শুনতে চাই না আমি।'

আসলে যে-কোন একপক্ষে রায় দিলে অপরপক্ষের কাছে সে অপ্রিয় হয়ে যাবে, এই ভয়ে বিচার এড়াতে চেয়েছে সে। কিন্তু বেপরোয়া খুনীর দল তা মানতে চাইবে কেন? হৈ-হল্লা বেধে গেল। কখন কোন ফাঁকে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে দো বাখনি টের পায়নি লীচ। দেখল সবাইকে ঠেলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সে। ওর বক্তব্য শোনার জন্যে থেমে গেল গোলমাল।

'এড়িয়ে যাচ্ছ কেন, খুব সহজেই তো এর একটা মীমাংসা করে দিতে পার, টম।'

'তাই নাকি! কিভাবে শুনি?' মোটেও খুশি হতে পারেনি সে দো বাখনিকে উপযাচক হয়ে কথা বলতে দেখে।

'এর একমাত্র উপযুক্ত বিচারক হতে পারে যারা ঝগড়া ও খুনটা নিজ চোখে দেখেছে।'

তারস্বরে চেঁচিয়ে সবাই সমর্থন জানাল ওকে। চিৎকার থামলে আবার বলল ও, 'এখানেই আছে ওরা, অন্তত এককুড়ি লোক হবে। আর কেউ এর মধ্যে নাক গলাতে পারবে না। ওদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে দাও খুনীকে ফাঁসীতে লটকাবে, না কি বেকসুর খালাস দেবে। বাকি সবাইকে জিজ্ঞেস করো বিচারকদের রায় বিনাবাক্যে মেনে নেবে কিনা। তাহলেই তো হয়ে যায়।'

কথাটা লীচের বেশ পছন্দ হলো। এইভাবে নিজে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থেকে বাঁচা সম্ভব। সবাই একবাক্যে জানাল বেশিরভাগ বিচারক যা বলবে, বিনা ওজর আপত্তিতে তা মেনে নেবে। www.boighar.com

খুনীর বিরুদ্ধে হাত উঠল বেশি। সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের

বইঘর.কম

ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হলো তাকে। ব্যস, মামলা খতম, শান্তি ফিরে এল জলদস্যুদের ক্যাম্পে।

গল্পটা শুনে অবাক হয়ে গেল প্রিসিলা। 'খুনীর পক্ষের লোকেরা এত সহজে ঠাণ্ডা হয়ে গেল?'

'আসলে জীবন ওদের কাছে খুবই সস্তা। ওর জীবন রক্ষার জন্যে ওরা অস্ত্র ধরতে যাচ্ছিল না। দ্বন্দ্বটা ছিল নিয়ম-নীতির। ভোটাভুটি সবাই বোঝে। সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মেনে নিতে বাধ্য ওরা, যেহেতু কথা দিয়েছে।'

এর পর প্রিসিলার প্রশ্নের জবাবে আইন অমান্যকারী একজন দস্যু কেন চুক্তি, শর্ত বা নেহায়েত কথা রাখার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজি থাকে সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছে দো বাখনিকে। নিজের জীবনের নানান ঘটনা এসে পড়েছে কথায় কথায়। মেয়েটির আন্তরিক আগ্রহ টের পেয়ে সে-ও থামতে পারেনি, গড়গড় করে বলে গেছে নিজের বিচিত্র জীবনের অনেক অনেক ঘটনা।

একরাতে, যতদূর সম্ভব মালদিতার সপ্তদশ রাত সেটা, সরাসরি প্রশ্ন করল মেয়েটা ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে। এই ভয়ঙ্কর যাযাবর জীবনেই কি থেকে যাবে ও চিরকাল?

'আর না! ধরে নিতে পারেন এ-পাট আমি চুকিয়েই দিয়েছি। এখন যে কাজটা হাতে নিয়েছি, এটাই আমার শেষ কাজ। দেশের স্মৃতি টানছে আমাকে। মরগানকেও বলেছি, ফিরে যাব। এখন সাগর ছেড়ে, এমন কি আমার পেশা, ধর্ম সব ছেড়ে, মধুর স্বপ্ন আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা আমার শৈশব-কৈশোরের মাটিতে জলপাই-আঙুরের বাগানে ফিরে যেতে চাই আমি, তুলনের মিষ্টি উচ্চারণ কানে শুনে ধন্য হতে চাই।' কথাগুলো বলতে বলতে গলাটা বুজে এল মশিয়ে দো বাখনির।

'বুঝতে পারছি,' বলল প্রিসিলা নরম গলায়। 'কিন্তু পেশা-ধর্ম পাল্টাতেও রাজি ··· দেশের টান খুবই প্রবল মনে হচ্ছে!'

একটু চুপ করে থেকে কথাটা নিজের মনে নাড়াচাড়া করে দেখল দো বাখনি, তারপর চাপা কণ্ঠে হেসে উঠল।

'শুনতে লাগছে যেন উলঙ্গ এক লোক তার কোট পাল্টাতে চায়! পিছনে যে-সব কীর্তি রেখে এসেছি, যেন ইচ্ছে করলেই মুছে ফেলতে পারি। পারি না বলেই বোধহয় ইচ্ছেটা এত প্রবল ভাবে নাড়া দেয় মনে।'

এই প্রথম টের পেল প্রিসিলা, অতীতকে মুছে ফেলার ইচ্ছে রয়েছে মানুষটার অন্তরে। এতদিন মনে হতো, জলদস্যুতাকে খারাপ চোখে দেখে তো না-ই, বরং এজন্যে লজ্জার পরিবর্তে গর্ব অনুভব করে লোকটা।

'আপনি এখনও তরুণ,' অনেকটা আপন মনেই বলল ও। 'নতুন করে গড়ার সময় পেরিয়ে যায়নি।'

'কিন্তু কোন্ মালমশলা দিয়ে গড়ব আমি নতুন জীবন? এ পর্যন্ত কী সঞ্চয় আমার? সবাই তো অতীত থেকে মালমশলা নিয়েই গড়ে তাদের ভবিষ্যৎ–কী আমার অতীত?'

'কথাটা পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। ভাল পথে এগোতে চাইলে

চলার পথেই পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় সবকিছু। নিজেকে গুছিয়ে নিতে সেসবই হয়তো আপনার জন্যে যথেষ্ট হবে। ধরুন বিয়ে করে একটা পরিবার–'

'বিয়ে? আমি?'

'কেন নয়?'

'কৈশোর আর তারুণ্যে আমার মধ্যে যেটুকু কোমলতা ছিল, যেটুকু সৌন্দর্যবোধ আর প্রাণচাঞ্চল্য ছিল, আপনার কি মনে হয় তার সবটা খুইয়ে বসেছি এই বন্য জীবন যাপন করে? হারিয়ে ফেলেছি নিজের বাস্তব অবস্থান জ্ঞানও?'

'বরং উল্টোটাই মনে হয়।'

'কি করে বুঝছেন সেটা?'

'অন্তর থেকে বুঝতে পারছি। আপনাকে জানি আমি। এই কয়েক সপ্তাহে কিছুটা তো নিশ্চয়ই চিনেছি আপনাকে। কিন্তু আমার প্রশ্নের সঙ্গে এই উত্তরের কি সম্পর্ক?'

'এই। আমার সন্তানদের মা আমি পাব কোথায়?'

'বুঝলাম না আপনার কথা। যাকে পছন্দ হয় তাকেই তো বিয়ে করতে পারবেন আপনি।'

'পারব না। আপনার ভুলটা এখানেই। আমার ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে। আমার অতীত সেটা লিখে ফেলেছে স্পষ্টাক্ষরে। আমি তো আর মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কারও কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারব না। আমার গায়ে ছাপ আছেঃ আমি খুন করেছি, ডাকাতি করেছি, উচ্চারণ করা যায় না এমন সব কাজ করেছি। এসব করে প্রচুর টাকাও করেছি। জামাইকায় এবং আরও অনেক জায়গায় জমিজমা আছে আমার, খেত-খামার আছে। টাকার অভাব নেই। কিন্তু নীতিহীন, হৃদয়হীন, বিবেকহীন না হলে কি কোনও নারীর পক্ষে আমার রোজগারের টাকা স্পর্শ করা সম্ভব? যদি কারও পক্ষে সম্ভব হয়, আমিই কি আমার সন্তানের মা হিসেবে তাকে পছন্দ করতে পারব? আমি খারাপ হয়ে গেছি, কিন্তু অতটা তো এখনও হইনি আমি বুঝে গেছি, যেমন মেয়ে আমার পছন্দ, তাদের কাছে প্রেম নিবেদন করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সামান্য হলেও এখনও কিছুটা সততা আছে আমার মধ্যে। এটুকু নষ্ট হয়ে গেলে আর কোনও অবলম্বন, বা আত্মসম্মান বলতে কিছু থাকবে না আমার। না, প্রিসিলা, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের স্বপ্ন আমি দেখি না।'

সদা হাসিখুশি মানুষটা এতই গভীর হতাশা, এতই অতল বিষাদের সঙ্গে বলল কথাগুলো যে বুকের ভিতরটা কেমন যেন নড়ে উঠল প্রিসিলার। পরিস্থিতির শিকার, দুখী লোকটার জন্যে পুড়ছে ওর অন্তর। একেবারে নীরব হয়ে গেল মেয়েটা। চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ, তারপর টুপ করে একফোঁটা জল পড়ল দো বাখনির হাঁটুর উপর রাখা বাম হাতের ওপর।

চমকে উঠল দো বাখনি। ঝট্ করে চাইল মেয়েটার মুখের দিকে। 'প্রিসিলা! আপনি কাঁদছেন?' গলাটা কেঁপে গেল দো বাখনির।

উঠে পড়ল প্রিসিলা। 'চলি,' বলেই তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিল ও। হারিয়ে গেল ভারী পর্দার আড়ালে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল দো বাখনি, 'ধন্যবাদ

বইঘর.কম

আপনাকে। একজন বেপথু লোকের কবরে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন বলে।' চুমু খেল ও সেই ফোঁটার উপর

অনেক, অনেকক্ষণ পর তারার মোলায়েম আলোয় ভর দিয়ে ঘুম নেমে এল দুর্ধর্ষ ফরাসী দস্যুর চোখে। সকালে উঠে অনুভব করল, মনের গ্লানি অনেকটা ধুয়ে মুছে গেছে সহানুভূতিশীল এক রমণীর চোখের জলে।

১৪
টম লীচের প্রেম

একদিন সকালে নাস্তা খেতে বসে দো বাখনির কাছে নালিশ করল প্রিসিলা, গত দু-তিনদিন যাবৎ নাস্তা তৈরির সময় পিয়েখকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় যে যায়, কি করে, কোনও সদুত্তর দিতে পারে না।

'হয়তো মিষ্টি আলু খুঁজতে যায়,' সহজ গলায় বলল দো বাখনি।

'তাই যদি হয়, তাহলে ফিরে যখন আসে, একটা আলুও তো দেখি না তার হাতে!'

'মনে হয় কাছে পিঠে পাওয়া যাচ্ছে না আর ওগুলো। ঠিক আছে, আমি বকে দেব ওকে।'

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলো না প্রিসিলা, বরং দো-আঁশলা লোকটার কর্তব্যে অবহেলার ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব না দেয়ায় রেগেই গেল দো বাখনির ওপর।

খানিক পরেই মেজরকে নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল দো বাখনি তাদের গোপন লায়াম্ব-চর্চায়।

ঠিক সেই সময়েই পায়চারি করছিল ক্যাপটেন লীচ বেলাভূমিতে। কাজ শেষ হচ্ছে না বলে ছটফট করছে লোকটা। জাহাজের তলায় আলকাতরা লাগানো মাত্র শেষ হয়েছে, গ্রীজ লাগানো এখনও বাকি। চার-পাঁচ দিনের আগে আর পানিতে নামানো যাচ্ছে না ব্ল্যাক সোয়ানকে।

হঠাৎ চোখে পড়ল ওর, একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে দুজন লোক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। আগেও একদিন দেখেছে সে ওদের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে। থমকে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল সে: কোথায় যায় ওরা সাত সকালে? একটু পরেই আরও অবাক হয়ে দেখল সে, সবুজ পোশাক পরা প্রিসিলা হ্যারাডিন বেরিয়ে আসছে কেবিন থেকে। কী অপূর্ব চেহারা, কী গড়ন, আর কী তার চলার ভঙ্গি! মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লীচ মেয়েটার দিকে। ডানদিকে ঘুরে গেল প্রিসিলা। আরে! এদিকে কোথায় যায়? ওর ভাই আর স্বামী যেদিকে গেল সেদিকে না, এ চলেছে আর কোথাও—যেন বিশেষ কাজ আছে এমনি ভঙ্গিতে। উঁচু পাড় ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেল মেয়েটা।

মেয়েটা কোথায় যায় দেখা দরকার তো, ভাবল লীচ। চার অনুচর ওকে বাধা দেয়ার পর থেকে হৃদয়টা পুড়ছে ওর। যত দিন যাচ্ছে ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে

সে। কবে স্প্যানিশ ফ্লীট লুঠ হবে, আর কবে ওর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দূর হবে! অপেক্ষা করতে করতে আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না ওর। ছট্‌ফট্ করছে মনটা হঠাৎ হঠাৎ ইচ্ছে হয় দৌড়ে চলে যায় দূরের ওই কেবিনটায়।

সংযম তার চরিত্রে নেই। চিরকাল সে যখন যা খুশি করেছে, যা মনে ধরেছে তাই নিয়েছে—প্রয়োজনে জোর খাটিয়েছে, খুনোখুনি করে দখল করে নিয়েছে নিয়ম, শাসন, শৃঙ্খলার ধার কোনদিন ধারেনি। হাতের মুঠোয় যা আছে সেটা তক্ষুণি ভোগ না করে বড় লাভের আশায় ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখা, অপেক্ষা করা—এসব ওর জন্যে নরক যন্ত্রণা। গায়ে-গতরে যতই বড় হয়ে উঠুক, ভাবাবেগের দিক থেকে ও রয়ে গেছে ঠিক বারো বছরের একটা বখে যাওয়া বেপরোয়া, অসংযমী কিশোরের সমান।

কাজেই হঠাৎ করে মেয়েটার পিছু নেয়ার সিদ্ধান্তটাকে কেবলই কৌতূহল বলা যাবে না, সন্দেহ নেই, অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির তাড়নাও ইন্ধন যুগিয়েছে ওকে

লম্বা পা ফেলে কোনাকুনি এগোল সে বালির উপর দিয়ে। যে ম গাছগুলোর পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে অদৃশ্য হয়েছে প্রিসিলা ঠিক সেই জায়গায় এসে থামল সে। তারপর শিকারী হাউণ্ডের মতই ওর ট্রেইল ধরে এগিয়ে উঁচু জমিতে উঠে এল। এখানে শক্ত মাটিতে পৌঁছে হারিয়ে গেছে পায়ের ছাপ কোথাও কোনও চিহ্ন নেই মেয়েটার। চারপাশে চেয়ে একটা দিকে মনে হলো পায়ের দাগের সামান্য আভাস পাওয়া যায়, সেইদিকেই এগোল লীচ কিন্তু পাহাড়ের কিনারায় এসে দেখল ভুল পথে এসেছে। খাড়া নেমে গেছে খাদ এদিকে আসেনি ও। চারদিকে তাকিয়ে টলটলে পানির একটা পুকুর দেখতে পেল ও, পানিটা এতই পরিষ্কার যে এতদূর থেকেও দেখতে পেল সে, গভীর পানিতে সাঁতার কাটছে কয়েকটা বড়সড় মাছ।

ওদিক থেকে ফিরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোল সে। কিছুদূর এগিয়ে ঢালু মত জায়গায় আবার ঘাস মাড়ানোর চিহ্ন দেখতে পেল। সেই পথে কিছুটা নেমে আসতেই ঝপাং করে পানিতে ঝাঁপ দেয়ার আওয়াজ এলো কানে কোমর থেকে বাঁকা হয়ে সামনে ঝুঁকে এগোল সে কয়েক পা, তারপর হামা দিয়ে চলল। পানিতে ঢেউ দেখে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা—মেয়েটা পানিতে নেমেছে। আর একটু এগিয়েই দেখতে পেল সে সাঁতার কাটছে দুধ-সাদা রাজহংস এক জলপরী। ঝোপের আড়ালে লুকাল লীচ যাতে চোখে পড়ে না যায়। আড়াল থেকে যা দেখল, ওর মনে হলো জীবনে দ্বিতীয়বার আর এ-দৃশ্য দেখতে পাবে না কোনদিন।

মেয়েটি ওপার থেকে সাঁতার কেটে ফিরে ক্যানোপি ঝোপের আড়াল হতেই উঠে দাঁড়াল লীচ। হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই কানে। এত দিনে এসেছে সুযোগ!

এই মুহূর্তে ভুলে গেল সে দো বাখনি, স্প্যানিশ ফ্লীট, ওর সহচর আর অনুচরদের কথা। প্লেট ফ্লীট হাতছাড়া হয়ে গেলে সে কি জবাবদিহি করবে নিজের লোকেদের কাছে, সে-চিন্তা ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে গেছে কোথায়! এখন ওর একমাত্র চিন্তা: পাহাড় বেয়ে সড়সড় করে নেমে যাবে, না কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে

বইঘর.কম

জঙ্গলের আড়ালে? ওর মনে হলো, ওকে উঠে তো আসতে হবেই, কাজেই ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আপাতত লুকিয়ে থাকাই ভাল।

মেয়েটা যখন উঠে এল, তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে লীচ; ধুড়ুপ-ধাড়ুপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, ঘেমে নেয়ে উঠেছে। কিন্তু কেবিনের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে কি দেখছে ও বামে তাকিয়ে? কয়েক পা এগিয়েই আবার থামল মেয়েটা। ওর পরিষ্কার সুরেলা গলা শুনতে পেল লীচ।

'তুমি হঠাৎ এদিকে কোত্থেকে, পিয়েখ?'

রাগের ঠেলায় দো-আঁশলা ব্যাটার উত্তরটা শুনতেই পেল না লীচ। শুধু দেখল, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে মেয়েটার পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল পিয়েখ।

ঠিক হিংস্র জানোয়ারের মত একটা চাপা গর্জন ছাড়ল টম লীচ। তারপর নিঃশব্দে অনুসরণ করল ওদের। ক্ষোভে তিক্ত হয়ে গেছে ওর মন, নিরস্ত্র সে। সঙ্গে অস্ত্র থাকলে এক কথা ছিল, কিন্তু পেশীবহুল, দীর্ঘদেহী এই লোকটার ওপর খালিহাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব একটা সুবিধে হবে না, তা ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

অতএব, কিছুদূর এগিয়ে যেতে দিল সে ওদের, তারপর অনুসরণ করল। ঝট্ করে ঘাড় কাত করে পিছনে তাকাল একবার পিয়েখ, তারপর চাপা গলায় কিছু বলল প্রিসিলাকে। চলার গতি পরিবর্তন হলো না, যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে থাকল ওরা কেবিনের দিকে। অন্তরে নরক বয়ে নিয়ে পিছন পিছন চলল লীচ।

কেবিনে ঢুকে গেল প্রিসিলা, কয়েক কদম দূরে থেমে নিজের তাঁবুতে ঢুকল পিয়েখ, পরমুহূর্তে একটা খালি বালতি হাতে বেরিয়ে রওনা হয়ে গেল পানি ভরে আনবে বলে।

নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল ক্যাপটেন লীচ। ভাগ্যদেবী তাহলে একেবারে ত্যাগ করেনি তাকে!

পিয়েখকে কিছুদূর যাওয়ার সুযোগ দিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল সে কেবিনের পর্দা তোলা খোলা দরজায়।

একহাতে চিরুনি, অপর হাতে আয়না—চুল আঁচড়াচ্ছে প্রিসিলা। ক্যাপটেন লীচ কেবিনে ঢুকতেই চমকে তাকাল তার দিকে। দুচোখে রাজ্যের উদ্বেগ।

সবকটা ঝকঝকে দাঁত বের করে মাথা থেকে টুপি খুলল সে।

'ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন,' বলল লীচ প্রিসিলার উদ্দেশে।

প্রিসিলা কোনও উত্তর দেয়ার আগেই বাইরে একটু দূর থেকে মশিয়ে দো বাখনির হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। স্বস্তির চিহ্ন ফুটল প্রিসিলার মুখে, আর একটু যেন থতমত খেয়ে গেল ক্যাপটেন লীচ। কেবিনে এসে ঢুকল মশিয়ে দো বাখনি, সঙ্গে মেজর স্যাণ্ডস।

সহজ, আন্তরিক কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানাল সে ক্যাপটেনকে, 'আরে, টম! কি খবর? আমাকে খুঁজছ বুঝি?'

'তোমাকে খুঁজব…?' বাজে কিছু বলে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল লীচ, নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'কি ব্যাপারে?'

'না। এই, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই। বেশ কদিন হয়ে গেল তোমাকে দেখিনি আমাদের ওদিকে।' কথা বলার একটা লাইন পেয়ে যাওয়ায় এবার গড়গড় করে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করল সে, যতটা চাইছে কাজের ততটা অগ্রগতি হচ্ছে না বলে। এখনও অন্তত চারদিনের কাজ বাকি আছে, পাঁচদিনও লাগতে পারে। জানতে চাইল, হাতে সত্যিই সময় আছে তো?

ওকে আশ্বস্ত করল দো বাখনি। ওদের রওনা হওয়ার তারিখ আসলে তেসরা জুলাই। তার আগে পাল তোলার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং দু-চারদিন দেরি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। ওটাকে যেখানে আক্রমণ করবে বলে স্থির করেছে, সেখানে পৌঁছতে চব্বিশ ঘণ্টাও লাগবে না লীচের। আগে রওনা হয়ে গেলে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

চলে গেল লীচ। ওর গমনপথের দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দো বাখনি। গম্ভীর মুখে ভাবছে কিছু। লীচের ব্যবহারে অদ্ভুত, অস্বস্তিকর, অশুভ কি যেন টের পেয়েছে সে। হঠাৎ প্রিসিলার দিকে ফিরল সে, 'আমরা আসার আগে কি নিয়ে কথা বলছিল ও?'

'মাত্র শুরু করতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময়ে এসে পড়েছেন আপনারা। ইশ্‌শ্‌, কী যে ভয় পেয়েছিলাম!' বলেই হেসে উঠল। লীচ বিদায় নেয়ায় হালকা হয়ে গেছে ওর মনটা। একটু থেমে বলল, 'পিয়েখকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সকালে নাস্তা তৈরির সময় পাওয়া যায় না কেন ওকে। আঁই-গুঁই করে, জবাব দেয় না।'

'ফিরেছে?' জিজ্ঞেস করল দো বাখনি, 'কোথায় ও এখন?'

'বলল তো পানি আনতে যাচ্ছে। এখুনি ফিরে আসবে।'

'পানি আনতে?' হঠাৎ ঝিলিক দেয়া আগ্রহটা নিভে গেল দো বাখনির চোখ থেকে। একটু যেন হতাশ। 'ও,' বলে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

কিছুই চোখ এড়াল না প্রিসিলার। কি যেন আছে এর মধ্যে। কিন্তু ঠিক কী তা বুঝতে পারল না। পিয়েখের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকেছে দো বাখনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরা বালতি কাঁধে নিয়ে ফিরে এল পিয়েখ।

প্রিসিলা দেখতে পেল, দ্রুতপায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল দো বাখনি, চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু দেখলে?'

বালতিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে পিয়েখ বলল, 'এখনও কিচ্ছু না, মশিয়ে।'

'আহ্! আস্তে!' বলেই গলা একেবারে খাদে নামিয়ে ফেলল দো বাখনি। বেশ কিছুক্ষণ আর কিছুই শোনা গেল না। প্রিসিলার একবার মনে হলো, নাস্তা তৈরির সময় ফাঁকি মারছে বলে বোধহয় বকা দিচ্ছে ওকে মশিয়ে দো বাখনি, আবার হাবেভাবে ঠিক তা মনেও হচ্ছে না। হয়তো অন্য কোন প্রসঙ্গে আলাপ করছে ওরা। তারপর আবার ওর গলা শুনতে পেল প্রিসিলা। 'এখনও হাতে আছে পাঁচদিন। লীচের ধারণা তার আগে সম্ভব নয়। আবহাওয়াও ভাল।'

'একটু বেশিই ভাল মনে হচ্ছে, মশিয়ে।'

আবার কিছুক্ষণ একেবারে খাদে চলে গেল ওদের গলা, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল দো বাখনি, ধীর পায়ে এসে ঢুকল কেবিনে, চিন্তিত।

বইঘর.কম

মশিয়ে দো বাখনি যদি ওকে কাজে ফাঁকি দেয়ার জন্যে বকা দিয়েও থাকে, দেখা গেল কোন ফল হয়নি তাতে। পরদিন সকালে পোশাক পরে দরজার ভারী পর্দাটা সরিয়ে পিয়েখকে ডেকে যথারীতি পাওয়া গেল না। বদলে ওর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল দো বাখনি।

'মশিয়ে দো বাখনি,' বলল প্রিসিলা। 'আজকেও গায়েব!'

মৃদু হেসে বলল দো বাখনি, 'ওকে একটা কাজে পাঠিয়েছি, প্রিসিলা। তবে ওর বদলে আমি সাহায্য করব আজ।'

'কাজে পাঠিয়েছেন? এই দ্বীপে ওর আবার কি কাজ?'

'খোদা! কৌতূহল কাকে বলে!' হাসল সে। 'কাজে পাঠিয়েছি, এর বেশি যে আর বলতে পারছি না। আসুন, চট্ করে নাস্তা বানিয়ে ফেলি ওই ক্ষুধার্ত নেকড়ে মেজরটা ঘুম থেকে উঠে হুঙ্কার ছাড়ার আগেই।'

তক্কে-তক্কে ছিল টম লীচ, দূর থেকে খেয়াল রাখল কখন মেজর স্যাণ্ডসকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে দো বাখনি। ও জানে, ইদানীং রোজই ওরা কিজন্যে যেন জঙ্গলে যায়, ফেরে ঘণ্টা দুয়েক পর। কেন যায়, তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি সে। এই দ্বীপের বাইরে তো আর যায় না কোথাও, যাক না যেখানে খুশি।

কিছুই আর এসে যায় না এখন টম লীচের। গতকাল স্নানরত প্রিসিলাকে দেখার পর থেকে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে সে। কোনও যুক্তির ধার আর সে ধারবে না। গতকাল বিফল হয়ে মাথার ভিতর আগুন জ্বলছে তার। সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ ফিরেছে কেবল, ঘুমাতে পারেনি।

কবি কনগ্রিভ বলেছেন: জলাশয়ে নারীর প্রতিচ্ছবি বড়ই মনোরম, যে ঝাঁপ দিলে সে মরলে ডুবে।

কথাটা লীচের জানা নেই। ওর মনে হচ্ছে বাঁচার একমাত্র পথ এখন যেমন করে হোক ওকে দখল করা কিছুই সে কেয়ার করবে না, এমন কি এই মুহূর্তে স্প্যানিশ গোল্ডও ওর কাছে মূল্যহীন। মেয়েটাকে পেতে হলে দো বাখনিকে খুন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ওর।

বার্থোলোমিউ স্যাণ্ডসকে কখনোই গণনার মধ্যে ধরে না সে। দো বাখনিকেও ধরে না, তবে ওর কাছে স্প্যানিশ ফ্লীটের খবর আছে বলেই এতদিন সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। দলের লোকের সঙ্গে এ নিয়ে বাক্-বিতণ্ডা হবে, কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু ও যদি কারণ দেখায় দো বাখনিই ওকে আক্রমণ করেছিল, আত্মরক্ষার জন্যে ওকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, তাহলে কারও কিছু বলার থাকবে না। মুচকি হাসল সে, ব্যাপারটা সম্ভবত তাই ঘটবে।

অবশ্য ওর নিজের সোনার ভাগটাও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তা যাক, বদলে আরও অনেক বড় ঐশ্বর্য পেতে চলেছে সে। একটু ধৈর্য ধরলে যে দুটো সম্পদই ওর হাতের মুঠোয় চলে আসতে পারত, উওগানের সে-আশ্বাস এ-মুহূর্তে কোনও ছাপই ফেলছে না ওর মনে। ধৈর্য ধরে সুযোগের অপেক্ষা করা ওর কাছে মনে হয় ভীরুতারই নামান্তর।

অতএব, মশিয়ে দো বাখনি ও মেজর অদৃশ্য হওয়ার পরমুহূর্তেই দৃঢ় পদক্ষেপে এগোল সে প্রিসিলার কেবিনের দিকে।

লীচের বাঁকা হাসি আর চোখের চাহনি দেখেই চমকে সোজা হয়ে বসল প্রিসিলা।

'আমার স্বামীকে খুঁজছেন, স্যার? উনি এখন নেই।'

হাসিটা চওড়া হলো আরও। 'আমি জানি নেই। ওকে যেতে দেখেছি আমি। কাজেই বুঝতেই পারছেন, ওকে খুঁজছি না।'

কথাটা বলে থামল লীচ, চেয়ে রইল ওর দিকে। কারও কাছে প্রেম নিবেদন করতে হলে কি বলতে হয় জানা নেই ওর। যা চায় তা চিরকাল জোর করে ছিনিয়ে নিতেই সে অভ্যস্ত, কিন্তু ওর মন বলছে এখানে অন্য কিছু দরকার, জোর খাটাতে গেলে ভেঙে যাবে। ভদ্র সমাজে ওরা কিভাবে যে বলে কথাগুলো যদি জানা থাকত!

হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা। লাল জামাটার ভিতরের পকেট থেকে বের করে আনল ছোট্ট একটা চামড়ার ব্যাগ। ওটার গলার বাঁধন খুলে এগিয়ে এল সে টেবিলের ধারে।

'তোমার জন্যে দেখো কি উপহার এনেছি,' বলেই ব্যাগ থেকে হাতে ঢেলে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল ও দশ-বারোটা বড় আকারের দামী মুক্তা 'দারুণ সুন্দর, না?' চকচকে চোখে চাইল প্রিসিলার মুখের দিকে।

ওর জানা আছে, এর অর্ধেক মুক্তা পেলেও বর্তে যায় দুনিয়ার সেরা সুন্দরীরা, পা চাটতেও আপত্তি করে না আর। কিন্তু এক্ষেত্রে ফল হলো উল্টো। লোভ তো দূরের কথা, প্রিসিলার চোখে দেখা দিল স্পষ্ট তিরস্কার। উঠে দাঁড়িয়েছে সে চেয়ার ছেড়ে।

'আমার স্বামী কারও উপহার নেয়াটা মোটেই ভাল চোখে দেখবেন না,' শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় কথাটা বলতে পারল প্রিসিলা, যদিও বুকের ভিতর ধুপ-ধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা প্রচণ্ড ভয়ে।

ও, তাহলে এই ব্যাপার। স্বামীকে ভয় পাচ্ছে মেয়েটা।

'আরে, গুলি মারো স্বামী! খাঁটি মুক্তা এগুলো, তোমার গলায় যা মানবে না! একেবারে তোমার মতই সুন্দর!'

বরফের মত জমে গেল প্রিসিলা। কোনমতে বলল, 'আপনার মতামত আমি জানাব আমার স্বামীকে।'

'অ্যাঁ?' হাসিটা দূর হয়ে গেল ওর মুখ থেকে এক মুহূর্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর অস্বস্তি ঢাকার জন্যে খ্যাক-খ্যাক করে হাসির মত শব্দ করল। 'বার বার স্বামী-স্বামী করছ কেন, তোমার ওই চালবাজ স্বামীটাকে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকা যায় না?'

কড়া কথা এসে যাচ্ছিল মুখে, সামলে নিল প্রিসিলা। এখন বুদ্ধি খাটিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে লোকটাকে। আতঙ্কিত হলে চলবে না। শরীরের কাঁপন আড়াল করবার জন্যে বসে পড়ল সে আবার।

এবার সরাসরি কাজের কথায় চলে এল লীচ। 'আমি তোমাকে জানাতে

বইঘর.কম

এসেছি, সেন্টরে প্রথম যেদিন দেখলাম, সেই দিন থেকেই ঘুম হারাম হয়ে গেছে আমার। তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি আমি, সুন্দরী। এতদিন চিন্তা ভাবনা করে বুঝতে পেরেছি, তোমাকে না পেলে আমার জীবনই বৃথা।'

'এসব কী বলছেন আপনি!' রেগে ওঠার চেষ্টা করল প্রিসিলা।

'সত্যি কথাই বলছি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তোমার জন্যে করতে পারি না এমন কাজ নেই।'

'কথাটা সত্যি? যা বলব তাই করবেন?' একটু যেন আশার আলো দেখতে পেল প্রিসিলা।

'বলেই দেখো না। দেখো, সত্যি করি কি না!'

'আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনার মুক্তোগুলো নিয়ে দয়া করে চলে যান, স্যার।'

আবার হতভম্ব হয়ে গেল লীচ কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপর রাগে লাল হয়ে উঠল তার মুখটা। শ্বদন্ত বেরিয়ে পড়েছে।

'এসব কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে আমাকে তাড়াতে পারবে না, মেয়ে। আমি টম লীচ। ভিক্ষা যদি না পাই, কেড়ে নেব। যখন যা চেয়েছি তাই আদায় করে নিয়েছি আমি, দুনিয়ার কেউ আজ পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি আমাকে।'

একেবারে গায়ের কাছে চলে এসেছে লোকটা। ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল প্রিসিলা, কিন্তু ওকে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল সে আবার। চেপে ধরে আছে ওর কাঁধ।

'ছাড়ুন আমাকে!' ধমক দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে চিঁ-চিঁ আওয়াজ বেরোল শুধু। জিভ শুকিয়ে কাঠ। গায়ের ওপর থেকে লোকটার হাত সরাবার চেষ্টা করে দেখল সম্ভব নয়। তীক্ষ্ণ এক চিল-চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। বলল, 'ছাড়ো আমাকে, জানোয়ার কোথাকার!'

খিক-খিক করে হাসল লীচ। 'ঠিক ধরেছ, সুন্দরী। আমি এখন ঠিক তাই। জানোয়ার। তোর মত বহুত কুত্তিকে আমি বশ করেছি! শেষ পর্যন্ত আমার পা চাটতে বাধ্য হয়েছে তারা। যত খুশি চিৎকার কর্—আশে পাশে দুই মাইলের মধ্যে কেউ নেই।' একটানে ওকে নিজের বুকের উপর নিয়ে এল লোকটা।

'খোদা! বাঁচাও আমাকে, খোদা!' অন্তর থেকে ডাকল প্রিসিলা ঈশ্বরকে। প্রত্যুত্তরও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

খোলা দরজায় একটা ছায়া পড়ল, পরমুহূর্তে কেবিনে ঢুকল দীর্ঘদেহী মশিয়ে দো বাখনি।

আজকেই কেন যেন তলোয়ার চর্চার সেই ছোট্ট সৈকতে যাবার পথে হঠাৎ দো বাখনির মনে হলো ডাঙায় তোলা জাহাজটার হাল নিজের চোখে একবার দেখা দরকার। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিল, এমনি সময় চোখ পড়ল বহুদূরে লাল জামা পরা ক্যাপটেন লীচের উপর—দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে লোকটা প্রিসিলার কেবিনের দিকে, তারপর ঢুকে গেল ভিতরে।

মনে হলো, ফিরে যাওয়া দরকার। যদিও খারাপ কিছু ঘটতে পারে তা ভাবেনি। হঠাৎ ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে নিজেদের ক্যাম্পের দিকে। পিছন

পিছন চলেছে মেজর, কিছুই চোখে পড়েনি তার, তাই বার বার জিজ্ঞেস করছে দো বাখনির মত পরিবর্তনের কারণ। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েই চলার গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল মশিয়ে দো বাখনি, এই গরমে অযথা ক্লান্ত হতে চায় না বলে পিছিয়ে পড়ল মেজর স্যাণ্ডস।

ক্যাপটেন লীচ টের পায়নি ওর আগমন, তাই কাঁধে থাবা পড়তেই চমকে পিছন ফিরে চাইল। পরমুহূর্তে আশ্চর্য দ্রুতগতিতে লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে। ডান হাত চলে গেছে কোমরের বেল্টের কাছে।

একপা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে দো বাখনি, মুখটা সাদা হয়ে গেছে, ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির আভাসটুকু ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখাচ্ছে দুচোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টির কারণে।

'মাদাম দো বাখনিকে যদি পূজা করতে হয়, করো, আমার আপত্তি নেই,' বলল সে কঠোর গলায়। 'তবে দূর থেকে। কথাটা খেয়াল রেখো, লীচ। তাহলে তোমার নিজের জন্যেও মঙ্গল, অন্যেরাও বেঁচে যাবে অঘটন থেকে।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে বাইরের দিক নির্দেশ করল সে। ওকে বিদায় হতে বলছে।

খোলা দরজা দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেজরকে দেখা গেল হাঁসফাঁস করে আসছে এদিকে। ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গিতে সামান্য ঝুঁকে আছে লীচ। বাধা পেয়ে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে সে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোর মুখ থেকে ওই হাসি মুছে দেব আমি, জোকার কোথাকার! জানিস তুই, ক্যাপটেন লীচের সঙ্গে লাগতে গেলে তার কী পরিণতি?'

'তুমিই বরং নিজের কেবিনে ফিরে ভাবো গিয়ে, কী বাঁচা বেঁচেছ; মাদাম দো বাখনির সঙ্গে বেয়াদবি করার ফলে কি হতে পারত তোমার!' আবার বুড়ো আঙুল দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল সে লীচকে।

'বাপরে! অনেক বাড় বেড়েছ তুমি দেখতে পাচ্ছি! তবে আর বেড়ো না, চার্লি। তোমার চেয়েও অনেক তুখোড় লোককে পিটিয়ে লাশ করেছি আমি।'

'মনে রাখব কথাটা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল দো বাখনি। 'তবে আপাতত আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার আগেই দূর হও। হয়তো শুনে থাকবে, অনেক সহ্যক্ষমতা আমার, কিন্তু সেটা অসীম নয়!'

'হুমকি দিচ্ছ? বেশ, বেশ। এতবড় বুকের পাটা! কপালে দুঃখ আছে তোমার, চার্লি!'

বেরিয়ে গেল লীচ কেবিন থেকে। বেরিয়েই হুমড়ি খেল ধ্যাড়ধেড়ে শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেজর স্যাণ্ডসের গায়ে। রাগ ঝাড়ার সুযোগ পেয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে মেজরকে সরিয়ে দিল সে সামনে থেকে। কিন্তু ছয় কদম যেতে না যেতেই আবার থামতে হলো ওকে দো বাখনির ডাকে।

'কিছু ফেলে রেখে যাচ্ছ মনে হয়?'

কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মশিয়ে দো বাখনি, হাতে লীচের মুক্তাগুলো মুঠো করে ধরা। ক্যাপটেন লীচ ঘুরে দাঁড়াতেই ওর দিকে ছুঁড়ে মারল সে ওগুলো। কয়েকটা ওর গায়ে লাগল, বাকিগুলো পড়ল বালিতে।

কয়েক মুহূর্ত থমকে গেল সময়, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে শুরু করল

বইঘর.কম

লীচ ওগুলো, এক-এক করে খুঁটিয়ে তুলছে বালি থেকে। রাগে বেড়ালের মত ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ বেরোচ্ছে ওর মুখ দিয়ে। ব্যাপারটা কতখানি হাস্যকর দেখাচ্ছে টের পেল না সে, কারণ এগুলো ওর জানের জান, একশো পিসেস অভ এইট পেলেও এর একটা বেচবে না সে।

১৫
ছেঁড়া তার

কেবিনের সামনে বালিতে হামাগুড়ি দিয়ে মুক্তা খুঁজছে টম লীচ, অবাক চোখে তাই দেখছে মেজর স্যাণ্ডস। প্রিসিলার কাছে চলে এল মশিয়ে দো বাখনি।

মশিয়ে দো বাখনির এই রূপ কোনদিন দেখেনি প্রিসিলা। শান্ত, ঠাণ্ডা, সংযমী মানুষটাকে তার বিপদে এতখানি বিচলিত হতে দেখে যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি কৃতজ্ঞ বোধ করছে ও এখন। কাঁধে একটা হাত রেখে গাঢ় কণ্ঠে ডাকল লোকটা ওর নাম ধরে। প্রিসিলা লক্ষ করল অতি সামান্য হলেও কাঁপছে হাতটা। বিপদ কেটে যাওয়ায় মস্ত একটা কাঁপা শ্বাস ছেড়ে শিউরে উঠল প্রিসিলা, তারপর দো বাখনির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরল, অপর হাতে সান্ত্বনা দিচ্ছে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে। একটু সামলে নিয়ে বলল প্রিসিলা, 'আপনি না এলে কি যে হতো! খোদাকে হাজার ধন্যবাদ।'

'হ্যাঁ, ভাগ্যটা ভাল আপনার। ওই কুকুরটার ভাগ্য আরও ভাল আর একটু দেরি হয়ে গেলে ওকে খুন না করে আমার উপায় থাকত না।'

চট্ করে ওর হাত ধরল প্রিসিলা। 'আর কিছু করতে যাবেন না, তো? প্লীজ কথা দিন।'

তিক্ত হাসি ফুটল দো বাখনির ঠোঁটে। 'জীবনে কোনদিন এতটা সংযমের প্রয়োজন হয়নি আমার। আর একটু হলেই এমন কিছু করে বসতাম, যাতে আমাদের সবার জীবন বিপন্ন হতো। কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছে নিজেকে সামলাতে। খোদা! আপনার গায়ে হাত দিয়েছে জানোয়ারটা, এটা নিজ চোখে দেখেও কী করে সহ্য করলাম!'

কথাগুলো যে ওর অন্তরের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসছে বুঝতে অসুবিধে হলো না প্রিসিলার। মৃদু স্বরে বলল, 'কথা দিন, আমাকে একা রেখে আর কোথাও যাবেন না! অন্তত এখানে যতদিন আছি!'

'আর যাই কোথাও?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল। 'এই সুযোগ আর কোনদিন পাবে না ও।' নিজের অজান্তেই একটু ঝুঁকে বুকের ওপর রাখা সোনালী মাথাটায় আলতো করে চুমো দিল দো বাখনি।

এতক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে সবকিছু দেখছিল মেজর, এইবার বাধা দেয়া দরকার বুঝে একলাফে চলে এল সামনে। চটে গেছে সে। এক দস্যুর বাহুপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে আরেক দস্যুর বাহুপাশে সেঁধিয়ে যাওয়া!–এটা কি রকম? লোকটা

আবার চুমোও দিচ্ছে!

'এটা কি হচ্ছে, শুনি?'

মেজরের বিরক্ত কণ্ঠ শুনে বাস্তবে ফিরে এল দো বাখনি। মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করল ভাবাবেগ। অসম্ভব তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে এল তৎক্ষণাৎ। মেয়েটাকে তেমনি জড়িয়ে ধরে রেখেই চাপা গলায় দাঁতের ফাঁক দিয়ে ধমক দিল মেজরকে।

'সব গুবলেট করে দেবেন নাকি আপনি গর্দভের মত! ওই যে তাকিয়ে দেখছে লোকটা, ও জানে প্রিসিলা আমার স্ত্রী। স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে আমাকে, স্যার। যান এখান থেকে! আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে দিন।'

শান্ত হলো মেজর। বলল, 'ভুল হয়েছে, আমি ক্ষমা চাইছি, দো বাখনি।' কিন্তু নড়তে পারল না ওখান থেকে। 'তবে ওর ভাই হিসেবে আমারও তো সান্ত্বনা দেয়া উচিত। কাজেই আমি এগিয়ে এলেও কোন ক্ষতি হয়নি।'

প্রিসিলার কেন যেন মনে হচ্ছিল দো বাখনির প্রতিটি কথা তার অন্তর থেকে আসছে, প্রতিটি শব্দ ওর মনে সুরের ঝঙ্কার তুলছিল, কিন্তু এখন অভিনয়ের কথা শুনে চট করে ফিরে এল বাস্তবে। ওর বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। 'আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন, প্লীজ?'

বেরিয়ে গেল দুজন। সৈকতে পায়চারি করবে বলে এগিয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনি। পিছু নিল মেজর। অনর্গল দুষছে সে টম লীচকে জঘন্য আচরণের জন্য, প্রায়ই দো বাখনিকেও লীচের সঙ্গে একই কাতারে ফেলে ঝাল ঝাড়ছে। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে ফরাসী লোকটা, মেজরের একটা কথাও খেয়াল করে শুনছে না। বক-বক করেই চলল লোকটা।

শেষে মেজরের একটা কথায় চটকা ভাঙল মশিয়ে দো বাখনির। বলছে, 'কিছুদিন হলো আপনার ওপর আমার আস্থা আসতে শুরু করেছে। আপনি যদি আপনার খুনে বন্ধুদের দূরে সরিয়ে রাখতে না পারেন তাহলে কিন্তু সে আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'সেক্ষেত্রে আমার সহানুভূতি থাকবে আপনার জন্যে!' কথাটা বলেই হঠাৎ ঘুরে আরেকদিকে হাঁটতে শুরু করল দো বাখনি।

একথার কি অর্থ জিজ্ঞেস করার জন্যে পাশ ফিরেই পিয়েখকে দেখতে পেল মেজর, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর দিকেই দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে দো বাখনি। গজ-গজ করতে করতে পিছু পিছু চলল সে।

ফ্রেঞ্চ ভাষায় কী সব বলছে পিয়েখ, বুঝল না মেজর। তবে পরিষ্কার দেখতে পেল, কাঁধ দুটো একটু যেন ঝুলে পড়ল দো বাখনির; চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ চুপচাপ, চেহারায় হতাশার ছাপ। আনমনে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চিমটি কাটছে ঠোঁটে।

দো বাখনির কনুইয়ের কাছে পৌঁছে শুনতে পেল মেজর কয়েকটা কথা। নিজের মনেই কথা বলছে, নাকি পিয়েখকে বলছে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু ফ্রেঞ্চ ভাষায় অতি নগণ্য দখল থাকা সত্ত্বেও পরিষ্কার বুঝতে পারল সে ওর বক্তব্য।

বইঘর.কম

'যাই হোক, একটা কিছু করা দরকার!'

কথাটা বলেই কেবিনের দিকে হাঁটতে শুরু করল দো বাখনি। কিছুদূর গিয়েই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দৃঢ়পায়ে রওনা হলো জলদস্যুদের আস্তানার দিকে।

কাছাকাছি গিয়ে দো বাখনি দেখল দুজন দস্যু কচ্ছপের মাংস সেঁকছে আগুনে। ওকে দেখে বন্ধুত্বের হাসি হাসল ওরা। কিন্তু থামল না দো বাখনি, সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

কেবিনে ডিনার খেতে বসেছে তখন লীচ তার ঘনিষ্ঠ চার অনুচরের সঙ্গে। গম্ভীর, একরোখা চেহারা নিয়ে ঢুকল সেখানে দো বাখনি।

মোটামুটি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে লীচকে এখন। দো বাখনিকে আচমকা ঘরে ঢুকতে দেখে একটু যেন ভীতির আভাস ফুটল তার চেহারায়, পরমুহূর্তে তৈরি হয়ে গেল যে-কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে।

টেবিলের অপর পাশে লীচের মুখোমুখি দাঁড়াল মশিয়ে দো বাখনি। লীচের বাম পাশে বসেছে বানড্রি আর হ্যালিওয়েল, ডান পাশে এলিস আর উওগান। সবাই প্লেট থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দো বাখনির গম্ভীর মুখের দিকে।

শীতল কণ্ঠে সরাসরি বক্তব্য রাখল দো বাখনি।

'তুমি জান কেন এসেছি আমি, ক্যাপটেন। তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, লীচ: যদি প্লেট ফ্লীটের কোন মূল্য তোমার কাছে থাকে, আর তুমি যদি চাও আমি পথ দেখিয়ে তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই, এখন থেকে তোমাকে ভদ্র হয়ে চলতে হবে। আমার কোয়ার্টারে তোমার যাওয়া নিষেধ।'

'বলে কী, হারাম–' উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল লীচ, প্রচণ্ড জোরে ধমকে উঠল দো বাখনি।

'থামো! আমার কথা শেষ হয়নি!' ওর গলার আওয়াজ আর ভাবভঙ্গি দেখে বসে পড়ল হতভম্ব লীচ। অফিসারদের দিকে ফিরল এবার দো বাখনি। 'তোমাদেরও বলে যাচ্ছি: যদি আমার মাধ্যমে প্লেট ফ্লীটের কাছে পৌঁছতে চাও, তাহলে তোমরা দেখবে ও যেন আমার নির্দেশ মেনে চলে। আজ সকালে যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি যদি হয়, আবার যদি টম লীচ আমার কেবিনের বিশ গজের মধ্যে যায়, আমি ধরে নেব আমাদের চুক্তি ভেস্তে গেছে, সোনা তো দূরের কথা, একটা ফুটো পয়সাও জুটবে না তোমাদের কারও কপালে। আমার যদি চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে হয়, টম লীচকে আমার স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, তোমাদেরও দেখতে হবে যেন ও কোনভাবে তাকে অসম্মান করতে না পারে।'

ঘৃণা আর বিদ্বেষে জ্বলছে ক্যাপটেনের চোখ। টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি দাঁড়ানো দো বাখনির বেপরোয়া, সাহসী চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

ফ্রেঞ্চম্যানের ঔদ্ধত্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছে লীচের অনুচররা। বিড় বিড় করে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু ভাবলেশহীন বানড্রির বিশাল কাঁধটা দো বাখনির দিকে পিছন ফিরল, সরাসরি ক্যাপটেনের দিকে চেয়ে বলল, 'তার মানে, আমাদের সাবধানবাণী উপেক্ষা করেছ তুমি, ক্যাপটেন!'

কথাটা শোনাল শীতল হুমকির মত। মুহূর্তে অনেক কিছুই বুঝে নিল মশিয়ে

দো বাখনি। সবাই চেয়ে আছে ক্যাপটেনের দিকে তার উত্তর শুনবে বলে। বানড্রির এ রকম শাসানি হতভম্ব করে দিয়েছে লীচকে, কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছে না। এদের কারও সমর্থন পাবে তা কল্পনাও করেনি দো বাখনি। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল, এই নীরবতার সুযোগ নিয়ে লীচের ক্ষতটা আরও একটু গভীর করবে।

'আমার বাকি কথাটুকুও বলে দিয়ে যাই, টম। মন দিয়ে শুনে নাও, চিন্তা করো, তারপর কিভাবে চলবে স্থির করো। কথাটা হচ্ছে: স্প্যানিয়ার্ডদের সোনা দখল করতে হলে আমাকে দরকার আছে, তোমাকে নেই। তোমাকে ছাড়াও, এদের যে-কোনও একজনের নেতৃত্বে সোনা দখল করা সম্ভব। কিন্তু আমাকে ছাড়া এক কদম আগে বাড়াও সম্ভব নয়। এর বেশি আর কিছু আমি বলতে চাই না। যদি সামান্যতম বিচক্ষণতাও থাকে তোমার মধ্যে, তাহলে যেখান থেকে যতটুকু পার সুরুচি, ভদ্রতা, শ্লীলতা কাচিয়ে এনে নিজের আচরণে যোগ করো। আমার কথা শেষ। ঝগড়ার এখানেই পরিসমাপ্তি হতে পারে–যদি চাও, আবার তা আরও বাড়তে পারে–যদি চাও। সিদ্ধান্তটা তোমার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।'

লীচকে উত্তর দেয়ার সুযোগ না দিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি আচম্বিতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদায় নিল মশিয়ে দো বাখনি।

উঠে দাঁড়িয়েছে লীচ, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে থর-থর করে, ওকে কথা যুগিয়ে দেয়ার জন্যে মুখ খুলল উওগান, কিন্তু বানড্রির শান্ত কণ্ঠ তীক্ষ্ণ চাবুক হানল যেন ওদের দুজনের উপর।

'চুপ করো, উওগান, বুদ্ধু কোথাকার! অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হয়েছে, আরও কিছু যোগ করতে যেয়ো না এর সঙ্গে! আর, টম, গোস্যা ছেড়ে মাথাটা খাটাও, সবই শুনেছ তুমি, বুদ্ধি করে চলো!'

'দোজখে যাও তুমি, বানড্রি! কি ভেবেছ? ওই চালিয়াত বাঁদরের বেয়াদবি হজম করতে হবে আমাকে? তুমি কি মনে করেছ…'

'আমি মনে করছি, তোমার বোঝা উচিত, আমাদের কাছে তোমার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য ওই প্লেট ফ্লীটের!' এই প্রথম মেজাজ খারাপ করল বানড্রি, ধাঁই করে টেবিলে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

স্থির হয়ে গেল সবাই। জবান বন্ধ। তারপর নরম, ধূর্ত কণ্ঠে লীচ বলল, 'তাই নাকি, বানড্রি? **তাই?'** তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বানড্রির মুখোশের মত অভিব্যক্তিহীন মুখের দিকে, ডান হাতটা ধীর ভঙ্গিতে বেল্টের উপর দিয়ে এগোচ্ছে অস্ত্রের দিকে।

মনে হলো, মশিয়ে দো বাখনির কথাগুলোর বিষক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে, এখুনি রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যাবে খাবার টেবিলে, ছিঁড়ে ফেলবে একে অন্যের কণ্ঠনালী। কিন্তু হ্যালিওয়েল সামাল দিল ঘটনাটা। চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকে বিশাল দেহটা দিয়ে আড়াল সৃষ্টি করল সে দুজনের মধ্যে।

'খোদার দোহাই লাগে, টম, মাথা খারাপ কোরো না তো! ফর্সা এক ছেমরির জন্যে পাগল হয়ে কি ডোবাবে তুমি সবাইকে? সোনাগুলো হাতে এসে গেলেই যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারছ তুমি, বাধা দেয়ার কেউ থাকছে না–অত অস্থির

বইঘর.কম

হওয়ার কি আছে বলো তো?'

শুধু বকা নয়, মোটকুর কথায় প্রতিশ্রুতির আভাস আছে। কিছুটা সামলে নিল লীচ নিজেকে, তাকাল একে একে সবার মুখের দিকে। বানড্রির মনোভাব সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। এলিস যেভাবে ভুরু কুঁচকে দেখছে ওকে, বোঝা যাচ্ছে গোলমাল বাধলে ও-ও চলে যাবে বিপক্ষে। হ্যালিওয়েলও ওদের সঙ্গে যোগ দেবে, কোনও সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে, একমাত্র উওগানের ওপর কিছুটা ভরসা রাখা যায়, কিন্তু সে-ই বা কতক্ষণ দুর্বল পক্ষে থাকবে বলা মুশকিল।

হিসেব কষে পরাজয় দেখতে পেল ক্যাপটেন। টপগ্যাল্যান্ট চার্লি এমনই চাল দিয়েছে, ঝগড়াটা এখন সরে এসেছে লীচ আর তার অফিসারদের ভিতর। অনেক কষ্টে রাগ সামলে নিল ক্যাপটেন। বলল, 'ঠিকই বলেছ, নেড। হয়তো বোকামিই করে ফেলেছি। তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু বানড্রির কথায় রয়েছে বিষ!' কণ্ঠস্বরে অভিমান আর নালিশের ভাব আনার চেষ্টা করল সে। 'মুখের ওপর বলে দিল, তোমাদের কাছে আমার চেয়ে অনেক বেশি দামী ওই সোনা!' গলার স্বর বুজে এল ওর, যেন প্রিয় অনুচরের কাছ থেকে ব্যথা পেয়ে কান্না চাপছে।

'এভাবে বলা তোমার উচিত হয়নি, বানড্রি,' বলল উওগান। 'সত্যিই, আমার কানেও কথাটা খুব খারাপ শুনিয়েছে।' www.boighar.com

'এতই খারাপ, যে সন্তোষজনক উত্তর চাওয়ার অধিকার আছে আমার,' বলে বানড্রির মুখোশের দিকে চাইল লীচ।

বানড্রির জানা আছে লীচ কতখানি দুর্দান্ত তলোয়ারবাজ। ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত কলহে রূপ দিতে পারলে আজ ওর কি দশা করে ছাড়ত লীচ, তাও ওর জানা। কিন্তু ভয় যদি পেয়েও থাকে, তার কোন আভাস ফুটল না ওর মুখে।

'গোটা ব্যাপারটা তোমারই সৃষ্টি, ক্যাপটেন,' বলল বানড্রি। 'তবে তুমি যখন স্বীকার করছ যে কাজটা হয়তো বোকামিই হয়ে গেছে, তখন আমার আর কিছু বলার নেই, আমি আর কথা বাড়াতে চাই না।'

লীচ ধরে নিল, ভয় পেয়েছে বানড্রি। যদিও জানে, ওকে আক্রমণ করলে আরেকটা বোকামি হয়ে যাবে। বলল, 'কথাটা বলা সহজ, বানড্রি। কিন্তু এটা কোনও সন্তোষজনক উত্তর হলো না। বাখনির মত পিচ্ছিল এক পিশাচের কথার কী দাম? ও বলছে প্লেট ফ্লীটের কাছে নিয়ে যাবে আমাদের–কতটুকু ভরসা করা যায় ওর কথায়? গোপন তথ্যটা ও জানে, শুধু এজন্যেই চড় খেয়েও আরেক গাল পেতে দিতে হবে আমাদের? দুই পায়ের ফাঁকে লেজ দাবিয়ে রাখতে হবে, ও যতই বেয়াদবি করুক না কেন? টম লীচের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তোমাদের জেনে রাখা দরকার, যতক্ষণ পর্যন্ত ও ভদ্রতা বজায় রাখবে, আমি শান্তি ভঙ্গ করব না। কিন্তু তার বেশি কিছু না। প্লেট ফ্লীট দখল হোক বা না হোক পরোয়া করি না আমি। কারও কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো, সবার জানা হয়ে যাক কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।'

'এ তো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কথা,' সমর্থন দিল উওগান।

এলিস আর হ্যালিওয়েল মুখে কিছু না বললেও ভাবে ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল লীচের সঙ্গে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। বানড্রি

বুঝতে পারল এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে শত্রুতার সৃষ্টি হবে ক্যাপটেন লীচের সঙ্গে, তাই ফণা নামিয়ে ফেলল সে। বলল, 'এর বেশি কিছু কেউ আশা করছে না, ক্যাপটেন। তবে মনে রেখো, এটুকু অন্তত আশা করব আমরা তোমার কাছে।'

'বেশ। আমার কথা আমি রক্ষা করব।'

এইভাবে শান্তি ফিরে এলে আবার খাওয়ায় মন দিল ওরা।

১৬
প্রলোভন

সেই রাতে তারা জ্বলা আকাশের নিচে প্রিসিলার জন্যে মিছেই অপেক্ষা করল মশিয়ে দো বাখনি, কিন্তু পর্দা তুলে পাশে এসে বসল না কেউ। অনেক কথা বলার ছিল ওর, অনেক কিছু ব্যাখ্যা করার ছিল; কিন্তু মনে হলো মেয়েটির তরফ থেকে কোন ব্যাখ্যা শোনার কোন আগ্রহই নেই। রাত বেড়ে চলল, কিন্তু যেমন ছিল তেমনি থাকল পর্দা।

বহুক্ষণ অপেক্ষার পর অনেক ভেবে বুঝতে পারল মশিয়ে দো বাখনি, কোনভাবে মেয়েটার মনে আঘাত দিয়েছে সে; হয়তো ওর বাহুপাশে যখন ধরা দিয়েছিল প্রিসিলা ওর তরফ থেকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, তাই এই আচরণ। আজকের অনুপস্থিতি অনিচ্ছাকৃত কোন ব্যাপার নয়। এটা বোঝার পর ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন আরও বেশি করে অনুভব করল ফ্রেঞ্চম্যান। আস্তে করে ডাক দিল সে ওকে নাম ধরে।

তৃতীয়বার ডাকার পর নড়ে উঠল পর্দাটা। দো বাখনি বুঝল, জেগেই ছিল ও, ইচ্ছে করেই সাড়া দেয়নি এতক্ষণ।

'ডাকছেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'কিছু হয়েছে?'

'ঠিক এই কথাটাই জানার জন্যে ডেকেছি। কিছু হয়েছে? বসবেন না আপনি আজ?'

'কিছু বলবেন?'

হাসল দো বাখনি। 'কত কথাই তো বলছি রোজ! আজ কিন্তু বিশেষ কিছু ছিল।'

বসল প্রিসিলা। পাশে বসে দো বাখনি বলল, 'আজ এলেন না, আমি না ডাকলে আসতেনও না। সত্যি করে বলুন তো, কেন অসন্তুষ্ট হয়েছেন আমার ওপর?'

'অসন্তুষ্ট? আমি? কি করে তা সম্ভব?' বলল বটে, কিন্তু গলার স্বরের আড়ষ্টতা ধরা পড়ল দো বাখনির কানে। কিছু আড়াল করছে মেয়েটা।

'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিছু একটা ঘটেছে যেজন্যে আপনি রেগে গেছেন আমার ওপর। খুব সম্ভব আমাকে ভুল বুঝেছেন আপনি। আজ আমার আচরণে কিছুটা বাড়াবাড়ি ছিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার প্রতি…'

বইঘর.কম

'কৈফিয়ৎ দেয়ার কোনও দরকার নেই, মশিয়ে,' বাধা দিয়ে বলল প্রিসিলা। 'আপনাকে ভুল বোঝার প্রশ্নই ওঠে না। মেজর স্যাণ্ডসকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শুনেছি আমি–লীচকে দেখানোর জন্যে কৌতুকাভিনয় করছিলেন আপনি। আমি বুঝতে পেরেছি, এর প্রয়োজন ছিল।'

কথাগুলো মনে হলো বহুদূর থেকে ভেসে আসছে, যেন এসব কারও মনের কথা নয়।

'তাহলে আপনি এটাকে ক্ষমার চোখে দেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই। চমৎকার অভিনয় করেন আপনি, মশিয়ে দো বাখনি।'

'অ্যাঁ?'

'এতই ভাল যে, কিছুক্ষণের জন্যে আমি বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম আপনার রাগ, আমার জন্য দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ একটুও নকল নয়–বুঝি সত্যি।'

'বিশ্বাস করুন, ওতে কোনও খাদ ছিল না,' প্রতিবাদ করল দো বাখনি। 'খোদার কসম, এক বিন্দুও না।'

'তবে আমি বোকার মত যতটা ধরে নিয়েছিলাম, তার ধারে কাছেও না। এই তো?'

কথার ফাঁদে জড়িয়ে গেল সুন্দর মনের দুর্ধর্ষ মানুষটা। মিথ্যে অভিযোগ শুনে চটে গিয়ে বলল, 'কতটা বিচলিত হয়েছিলাম বলে আপনি ধরে নিয়েছিলেন আমি জানি না, তবে এটুকু জানি আসলের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি আপনার ধারণা! কোনদিন পারবে না।'

'তারপরেও আপনি কৌতুকাভিনয় করলেন লোক দেখানোর জন্যে।'

'আহ্, মন দিউ!' মাতৃভাষায় বলে উঠল দো বাখনি। হৃদয়ের গভীরে নাড়া পড়লে দেশী ভাষা বেরিয়ে যায় ওর মুখ দিয়ে। 'আপনি কি বলতে চান...' চট্ করে থেমে গেল সে। বলে ফেলতে যাচ্ছিল: হায়, খোদা! আপনি কি বলতে চান আমার আদরটা লোক দেখানো ছিল বলে রেগে গেছেন?

'কি বলতে যাচ্ছিলেন?' ওকে চুপ হয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'উচ্চারণ করা যায় না, এমন কিছু।'

গলার স্বর কিছুটা নরম হলো প্রিসিলার। 'আপনি যদি কথাটা বলে ফেলতেন, তাহলে হয়তো আমরা কোনও সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারতাম।'

'কিছু সত্য আছে, যার কাছে না পৌঁছানোই ভাল। এমন সত্য আছে যা কারও কারও কাছে নিষিদ্ধ গন্দম।'

'এটা তো স্বর্গ নয়, মশিয়ে দো বাখনি।'

'আমি অত নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না কথাটা। কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে, স্বর্গের এতটা কাছে জীবনে আর কখনও আসিনি।'

দুজনকেই থমকে দিল কথাটা। চুপ হয়ে গেল প্রিসিলা। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। দো বাখনি ভয় পেল এইবার হয়তো সত্যি সত্যিই রাগিয়ে দিয়েছে মেয়েটাকে। সামনে সৈকত, আকুলিবিকুলি করছে ঢেউ তীরে এসে, তার ওপাশে দুলছে নোঙর ফেলা সেন্টরের ছায়া–সেদিকে চোখ রেখে আস্তে করে জিজ্ঞেস

করল প্রিসিলা, 'আপনার স্বর্গে কি অভিনয় চলে, মশিয়ে দো বাখনি?'

এতক্ষণ সন্দেহের মধ্যে থাকলেও এবার পরিষ্কার বুঝে ফেলল দো বাখনি ঠিক কোন্ প্রশ্নের খোলাখুলি জবাব চায় মেয়েটা। বুকের ভিতর কাঁপন অনুভব করল ও। কপালে দেখা দিল চিকন ঘাম। অনেকক্ষণ পর কথা বলতে পারল সে।

'প্রিসিলা, আমার জন্যে কতটুকু কি শোভা পায়, রূঢ় বাস্তব কতটুকু অনুমোদন করে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে আমার। বামন আমি...'

'স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথাই ভাববেন?'

'সম্ভবত এটাই আমার একমাত্র নিঃস্বার্থপরতা।'

আবার চুপ। প্রিসিলার নিদারুণ হতাশা আর দো বাখনির চাপা দুঃখ আরও গাঢ় করে তুলেছে যেন আঁধারকে। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার সেই আগের প্রশ্নে ফিরে গেল মেয়েটা।

'তাহলে আজকের ব্যাপারটা পুরোপুরি অভিনয় ছিল না?'

'দেখুন, আপনি হচ্ছেন আপনি, আমি হচ্ছি যা আমি। দুজনের বাস দুই ভুবনে। নিয়তির লিখন: আমার সঙ্গে আপনার একমাত্র যোগসূত্র হতে পারে কাল্পনিক সেতুর মাধ্যমে।'

'নিয়তি হয়তো তাই চেয়েছে, কিন্তু আপনি নিজে? আপনি...আপনি কি সেতু গড়ে নিতে পারেন না?'

গলাটা ধরে এল মশিয়ে দো বাখনির। 'আমার ভার সইবার মত সেতু নেই, প্রিসিলা। অনেক দাগ পড়ে গেছে আমার গায়ে।'

'কিছুটা ভার ফেলে দিতে পারেন না?'

'অতীতকে তো আর খসানো যায় না! আমার অতীত, আমার স্বভাব, আমার পেশা—এত লজ্জার ভার আমি কোথায় ফেলব?'

ধীরে মাথা নাড়ল প্রিসিলা। নিজের অজান্তেই হেলান দিয়েছে দো বাখনির কাঁধে। 'আপনার স্বভাব সম্পর্কে কথাটা মোটেও খাটে না। আমি চিনি আপনাকে। সে ব্যাপারে সামান্য ত্রুটিও কেউ কোনদিন দেখাতে পারবে না। তবে অতীত অতীত কি?'

'আমাদের ইতিহাস।'

'ওই পাতাটা মুছে ফেলা যায় না?'

'নিজেরই তৈরি করা ইতিহাস আমি কিভাবে মুছি? আমি মুছে ফেললেই কি ভুলে যাবে মানুষ?'

লম্বা করে শ্বাস ফেলল প্রিসিলা। 'এটা আপনার গোঁয়ার্তুমি। এই বিনয় আপনার অহঙ্কারের প্রকাশ নয় তো?'

'অহঙ্কার?' কথাটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল দো বাখনি, তারপর বলল, 'হতে পারে। হয়তো নিজের হৃত সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্যে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি একে। আপনি যে আমাকে নিয়ে সাময়িক হলেও একটু ভেবেছেন, এভাবেই একদিন হয়তো আমি এটুকুর উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারব।'

'আমার তরফ থেকে ব্যাপারটা যদি সাময়িক না হয়?' নরম গলায় জানতে চাইল প্রিসিলা।

বইঘর.কম

'হতেই হবে।' যেন ভয় পেয়েছে, এমনি ভাবে একটু সরে বসল দো বাখনি। যদি মধুর স্পর্শটুকু ওকে দুর্বল করে তোলে–এই ভয়। 'শীঘ্রি একদিন নিজের পরিচিত জগতে পরিচিত মানুষের মাঝে ফিরে যাবেন আপনি, যেখানে আপনাকে মানায়, যে জীবনে আপনি অভ্যস্ত। ওখান থেকে যখন আজকের কথা মনে হবে, তখন মস্ত একটা হাঁপ ছাড়বেন, মনে হবে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখে ফিরে এসেছেন আনন্দময় বাস্তবে। এখানকার কিচ্ছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।'

'চার্লস!' দো বাখনির হাতের ওপর নিজের একটা হাত রাখল প্রিসিলা।

ওর হাতের নিচে ঘুরে গেল পেশীবহুল হাতটা, আঙুলের ফাঁকে আঙুল দিয়ে শক্ত করে ধরল, তারপর উঠে দাঁড়াল, সেই সঙ্গে টেনে তুলল প্রিসিলাকে।

'চিরকাল মনে রাখব, প্রিসিলা। যতদিন বাঁচি মনে রাখব তোমাকে। সেইসঙ্গে কথা দিচ্ছি, আমি ভাল হয়ে যাব। তোমার কাছে যা পেলাম সেটাই সাত রাজার ধন হিসেবে বুকের ভেতর নিয়ে বাঁচব আমি। এর বেশি আর কিচ্ছু দিতে যেয়ো না তুমি অযোগ্য একটা লোককে।'

'কিন্তু আমার দিতে ইচ্ছে করলে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল প্রিসিলা।

'আমার অহঙ্কার তোমার সে দান আমাকে নিতে দেবে না। তুমি হচ্ছ তুমি, আমি হচ্ছি আমি। ভেবে দেখো এর কী অর্থ। তুমি কী আর আমি কি। এসো এবার, লক্ষ্মী।' ওর হাতটা তুলে ঠোঁট ছোঁয়াল দো বাখনি, তারপর ওটা ছেড়ে দিয়ে পর্দা তুলে ধরল।

'মনে কোরো, অপূর্ব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখলাম আমরা আজ রাতে। কাল সকালে জেগে উঠে বুঝতে পারব, বাস্তবে এর কোন মূল্য নেই।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দো বাখনির দিকে তাকিয়ে থাকল প্রিসিলা। আবছা দেখাচ্ছে ওর ফর্সা মুখটা, তারার আলো পড়েছে চোখের তারায়, চিক্-চিক্ করছে। নীরবে ঘুরে দাঁড়াল, মাথাটা সামান্য নিচু করে চলে গেল কেবিনের ভিতর।

পরদিন সকালেও পিয়েখ নেই। প্রিসিলার প্রশ্নের উত্তরে আজ আর দো বাখনি বলতে পারল না কাজে পাঠিয়েছে। বলল, মানুষটা একটু ফাঁকিবাজই, দায়িত্বহীনও বলা যায়; কিছুটা বাচ্চা ছেলেদের মত–বকাঝকা দিয়ে কোন লাভ হয় না।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাচ্ছে দো বাখনি, বুঝতে পেরে ও-ও আর চাপাচাপি করল না।

নাস্তার পর আজ আর মেজরের সঙ্গে তলোয়ার অভ্যাসে গেল না দো বাখনি, গত কালকের ঘটনার পর ঠিক হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই দুজন একসঙ্গে যাবে না কোথাও; যে কোন একজন ওরা থাকবে কেবিনের ধারে কাছে।

মেজরকে ক্যাম্পে রেখে মশিয়ে দো বাখনি চলল উত্তর দিকে কাজের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিতে। জানা গেল আলকাতরা মাখানো শেষ হবে আজ, আগামীকাল থেকে শুরু হবে গ্রীজ লাগানোর কাজ। লোকজনের সঙ্গে হাসি-তামাশা-গল্প করছে, এমনি সময়ে এসে হাজির হলো ক্যাপটেন লীচ।

ওর চেহারা দেখেই বোঝা গেল মনে মনে কোন দুর্বুদ্ধি এঁটে তারপর এখানে

এসেছে। প্রথমেই সে লোকজনের ওপর তর্জন-গর্জন করল কাজ ফেলে গল্প করছে বলে। এমনিতেই অনেক পিছিয়ে গেছে কাজ, ওরা কি চায় বাকি জীবন সে এই মালদিতায় কাটিয়ে দিক? তারপর ঝট্ করে ফিরল দো বাখনির দিকে, ভুরু কুঁচকে ধমকের সুরে ওকে বলল এখানে কাজের লোককে ডিসটার্ব না করে যেন অন্য কোথাও কোনও কাজ খুঁজে নেয়।

লীচের পরিকল্পিত দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করবে বলে স্থির করল দো বাখনি। কোনও উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু লীচের আসল উদ্দেশ্য ঝগড়া বাধাবে, তাই সে তেড়ে গেল ওর দিকে।

'কাঁধের ঝাঁকি দেখাচ্ছ আমাকে, বাখনি?' সবাইকে শুনিয়ে খেঁকিয়ে উঠল সে।

চলার গতি না কমিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিল মশিয়ে দো বাখনি, 'আর কি করলে পছন্দ হতো তোমার?'

'আমি চাই, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে। আমি এখানে ক্যাপটেন, যখন কথা বলব তার জবাবও আশা করব।'

'আমি তোমার নির্দেশ মেনে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এর বেশি আর কি উত্তর চাও তুমি?' থেমে ঘুরে দাঁড়াল সে লীচের দিকে। দুজনেই বেশ কিছুদূর সরে এসেছে, ওদের কথা এখন আর কেউ শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে সবই। সবাই তাকিয়ে আছে এদিকে। ক্যাপটেনের আচরণে ঝগড়ার আভাস টের পেয়ে গেছে ওরা। মারপিট ওদের প্রিয় বিষয়, আশা করছে লেগে যাক, দেখি কে জেতে। এখন আর কাজের ভানও করছে না কেউ।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে চেয়ে আছে লীচ দো বাখনির দিকে।

'কাঁধ ঝাঁকানো আমি সহ্য করতে পারি না। আমি যখন হুকুম দিচ্ছি তখন তো একেবারেই না। বিশেষ করে কোনও চালিয়াতি সর্বস্ব ফ্রেঞ্চ কাপুরুষের কাছ থেকে তো নয়ই।'

লীচকে খুঁটিয়ে দেখল মশিয়ে দো বাখনি। ও নিজে সশস্ত্র, লীচও আজ তলোয়ার ঝুলিয়েছে কোমরে। ওর চোখে-মুখে প্রত্যাশা।

'দেখা যাচ্ছে, একটা ঝগড়া বাধাবার জন্যে মুখিয়ে রয়েছ,' বলল সে। 'কাজটা সবার সামনে করার সাহস নেই, কারণ তাহলে জবাবদিহি করতে হবে ওদের কাছে। কাজেই কিছুটা আড়ালে এনে আমাকে উস্কানি দেয়ার চেষ্টা করছ, যাতে রাগের মাথায় মেরে বসি। আর ওই যে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছ উওগানকে, যেন ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সবাইকে জানাতে পারে আমিই শুরু করেছিলাম আগে, আমাকে খুন না করে তোমার উপায় ছিল না। ঠিক ধরেছি ব্যাপারটা, টম?'

ক্যাপটেনের চেহারা বলে দিল ওর ধারণাই ঠিক।

'আমার ধারণাটাও শুনে রাখো, চার্লি। তুমি একটা কাপুরুষ, বেশ্যার দালাল; আস্ফালন করো তখনই, যখন বোঝো আক্রমণের কোনও ভয় নেই।'

ক্যাপটেনকে অবাক করে দিয়ে জোরে হেসে উঠল দো বাখনি। বেহায়ার মত বলল, 'হয়তো ঠিকই বলেছ। তবে সবকিছুরই একটা নির্ধারিত দিনক্ষণ থাকে,

বইঘর.কম

টম। আমার রক্তপানের জন্যে তোমার ভিতরটা হয়তো তড়পাচ্ছে, কিন্তু ভুল সময় বেছে নিয়েছ। আজ ওটা বিষপানের সমান হবে। বানড্রি আর অন্যরা নিশ্চয়ই তোমাকে সতর্ক করেছে? কি, করেনি?'

এসব লোকের কথা উল্লেখ করায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল লীচের। হাতে না হোক, মুখে হলেও অন্তরের ঘৃণা প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না। 'ব্যাটা চাপাবাজ, কাপুরুষ! থুঃ!' দো বাখনির দিকে থুতু দিল লীচ, তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে এদিকে অগ্রসরমান উওগানের দিকে। কিন্তু কান খাড়া রেখে প্রস্তুত রয়েছে সে পিছনে সামান্যতম শব্দ হলেই তলোয়ার বের করে রুখে দাঁড়াবে। তার ধারণা এতবড় অপমান সহ্য করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

কিন্তু তাকে আশাহত করল মশিয়ে দো বাখনি। টুঁ-শব্দ না করে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে লাল জামা পরা ক্যাপটেন লীচের গমন পথের দিকে। ছোট হয়ে গেছে চোখজোড়া, কিন্তু ঠোঁটের কোণে একটুকরো দুর্বোধ্য হাসি। ক্যাপটেন যখন উওগানের কাছে পৌঁছল তখন ঘুরে নিজের ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

রেগে গেছে উওগান ক্যাপটেনের বোকামি দেখে, মাথা নাড়ছে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে।

'ওহ্, ক্যাপটেন! আর একটু হলেই লেগে যাবে মনে হচ্ছিল। মেজাজটাকে একটুও সামলাতে পার না! আবার তো দিয়েছিলে সব ভজকট করে!'

ওর মুখের ওপর বাঁকা হাসি হাসল লীচ, কঠোর কণ্ঠে বলল, 'দেখো, ছোকরা! আমার ব্যাপার আমাকে আমার নিজের মত করে সামলাতে দাও, তোমরা মাতব্বরী মারতে এসো না।'

'এরই মধ্যে ভুলে গেলে যে এটা একা তোমার ব্যাপার নয়, আমাদের সবার ব্যাপার?'

'শোধ তুলে নেয়ার পর আবার কথাটা মনে পড়বে আমার।'

'কিন্তু ওকে যদি মেরে ফেল, তাহলে…'

'গাধা নাকি?' ধমক দিল লীচ। 'কে মেরে ফেলছে ওকে?' শুষ্ক হাসি হাসল লীচ খক্-খক্ করে। 'ভজকট পাকাবার মানুষ আমি না, বুঝলে? কতটুকু করতে হবে জানা আছে আমার।' গলা নামিয়ে শলা করার ভঙ্গিতে বলল, 'খালি একটু সুযোগ দিক, আমি ওকে দেখিয়ে দেব–শুধু ওকে না, তোমাদেরও দেখিয়ে দেব, উপযুক্ত লোকের হাতে একটা তলোয়ার কি খেলা দেখায়। কেটে ছেঁটে সাইজে নিয়ে আসব ওকে, কিন্তু খুন করব না। চিরতরে ধুলোয় মিশিয়ে দেব হারামজাদার অসহ্য বোলচাল, আস্ফালন আর ফালতু অহঙ্কার। আমার কাজ শেষ হলে দেখবে, লেজ নাড়ার ক্ষমতাও থাকবে না কুকুরটার।'

অসংখ্য যুদ্ধে নিজের আশ্চর্য দক্ষতা প্রমাণ করেছে লীচ, কাজেই বিনা প্রশ্নে মেনে নিল উওগান ওর দম্ভোক্তি। সবাই জানে টম লীচ তলোয়ারের জাদুকর।

কিন্তু তারপরেও অস্বস্তি গেল না আইরিশম্যানের। বলল, 'তা তুমি পার, একশোবার মানি, কিন্তু সে অবস্থাও তো তেমন সুবিধের হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'তাই বুঝি?' ধীরে একটা চোখ বন্ধ করল লীচ। 'আমার ওপর আস্থা নেই

তোমার, না? ওকে ভালমত জখম করে হাত-পা কেটে নেয়ার পর তোমার মনে হচ্ছে ওর কাছ থেকে গোপন তথ্যটা বের করার আর কোনও উপায় থাকবে না আমার হাতে? নির্যাতনে হয়তো সত্যিই ওর মুখ খোলানো যাবে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে ওর চোখের সামনে ওর ওই জানের জান কুত্তিটাকে কি করা হবে যখন বর্ণনা দেব একে একে, তারপর যখন করে দেখাব, তখন হারামজাদা মুখ না খুলে যাবে কোথায়?'

চোখ জোড়া গোল হয়ে গেল উওগানের। 'তুমি আস্ত একটা পিশাচ, টম! কসম খোদার!' ওর কণ্ঠস্বরে ঝরছে অকৃত্রিম প্রশংসা।

পাশাপাশি হেঁটে নিজেদের কেবিনের দিকে চলল দুজন।

মশিয়ে দো বাখনি ফিরে এসে দেখল আর কিছু করার না থাকায় সেলাইয়ে মন দিয়েছে প্রিসিলা। সামনে বসে অনর্গল বক্-বক্ করছে মেজর স্যাণ্ডস। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াল মেজর।

'চলুন না, মশিয়ে, একটু হেঁটে আসি?' প্রস্তাব দিল সে দো বাখনিকে। 'গা-টা ম্যাজ-ম্যাজ করছে, ব্যায়াম-ট্যায়াম হচ্ছে না তো! কয়েকটা কথাও ছিল আপনার সঙ্গে। কেবিন থেকে বেশি দূরে যাব না।'

মেজরের অতি মার্জিত, আন্তরিক ব্যবহারে অবাক হয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনি। এতদিন কথায় কথায় বুঝিয়ে দিতে ছাড়েনি ও আর দো বাখনি দুজন দুই জগতের মানুষ। ও একজন ভদ্র বংশীয়, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আর দো বাখনি একটা অতি জঘন্য, ছোট জাতের খুনে দস্যু—কপালদোষে যার সঙ্গে মেলামেশা করতে, বা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে।

'নিশ্চয়ই, চলুন,' বলল দো বাখনি।

সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বলে উঠল মেজর, 'খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি আমি, বিশ্বাস করুন। সত্যি বলছি, দারুণ উৎকণ্ঠায় আছি। দেখা যাচ্ছে আপনার সঙ্গে খটাখটি লেগে গেছে বোম্বেটে লীচ আর তার দলের। ভাবছি, এখন আপনার যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কি হবে? বিশেষ করে মিস্ প্রিসিলার কি হবে?'

'আপনার কি মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি না আমি?'

'ভাবছেন? অনেকটা আশ্বস্ত হচ্ছি কথাটা শুনে। তবে পুরোপুরি নয়।' মেজর গম্ভীর। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, এর আগেও এ ধরনের প্রশ্ন করে আপনার কাছে সদুত্তর পাইনি। আপনি বেশ বিরক্তও হয়েছিলেন। ওই যে, যেদিন আমি জানতে চেয়েছিলাম স্প্যানিশ জাহাজ আক্রমণ করতে যখন রওনা হবেন, আমাদের কি ব্যবস্থা হবে। এখন সময়টা আরও ঘনিয়ে এসেছে। আপনি নিশ্চয়ই প্রিসিলাকে সঙ্গে নিয়ে ওই রকম ভয়ঙ্কর এক অভিযানে যাওয়ার কথা ভাবছেন না?'

'এমন হতে পারে, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনারা হয়তো এখানেই রয়ে গেলেন,' বলল মশিয়ে দো বাখনি।

খুশি হয়ে উঠল মেজর। 'আমিও ভাবছিলাম, এটা হয়তো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু...' থেমে দাঁড়াল সে হঠাৎ, তারপর ঘুরল সঙ্গীর দিকে, 'যদি কোনদিন আর

বইঘর.কম

না ফেরেন? তাহলে কি হবে, মশিয়ে দো বাখনি?'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন?'

'বিপদের মধ্যে যাচ্ছেন, তাই না? স্প্যানিয়ার্ডদের তরফ থেকে হতে পারে বিপদ, আবার আপনার বন্ধু-বান্ধবের তরফ থেকেও হতে পারে। আপনাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেছে, আমাকে খুন করে ফেললেও বলব একথা। গতকাল এখানে যা ঘটল, আর ওই বোম্বেটে লীচের সঙ্গে আপনি যা ব্যবহার করলেন, আমার তো মনে হয়...'

'আপনার কি মনে হয় ওর সঙ্গে শিষ্টাচার করা উচিত ছিল আমার?'

'না, না। তা কেন? আপনার জায়গায় আমি হলেও এই একই ব্যবহার করতাম। দয়া করে ভুল বুঝবেন না আমাকে। আমি বলছি সম্পর্কের ব্যাপারে–লীচের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের ওখানেই পরিসমাপ্তি হয়েছে। এখন যদি বা সে চুপ করে থাকে, স্প্যানিশ গোল্ডের কাছে যখন ওকে পৌঁছে দিচ্ছেন, আপনার গোপন তথ্য যখন জানা হয়ে যাচ্ছে ওর, তখন কি ঘটতে পারে একবার ভেবে দেখেছেন? আস্ত রাখবে ও আপনাকে? কথাটা হয়তো ভেবে দেখেননি আগে?'

হাসল মশিয়ে দো বাখনি। বলল, 'আপনি দেখছি ধরেই নিয়েছেন, এত স্পষ্ট একটা ব্যাপার বোঝার মত বুদ্ধিও নেই আমার মাথায়। ভেবেছেন, কিচ্ছু না বুঝে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছি আমি এই এতগুলো বছর, চোখ বুজেই কাটিয়ে দিয়েছি ভয়ঙ্কর একটা বিপজ্জনক জীবন?'

বাঁকা কথা পছন্দ হলো না মেজরের। তবে রাগল না। 'অর্থাৎ, এ চিন্তাটা আপনার মাথাতেও এসেছে?'

'শুধু একটা সম্ভাবনা হিসেবে নয়। গতকালকের ঘটনার অনেক আগে থেকেই আমি জানি, চুক্তির শর্ত মানার ইচ্ছে লীচের নেই–বিশ্বাস ভঙ্গ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। নিশ্চিন্তে দিন গুনছে ও, সময় এলেই আমার গলাটা দু'ফাঁক করে দিয়ে কেড়ে নেবে মিস্ প্রিসিলাকে।'

'অ্যাঁ? হায়, খোদা!' আতঙ্কিত হয়ে দিশে হারিয়ে ফেলল সে। 'তাহলে... তাহলে...' আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে সে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে দো বাখনির মুখের দিকে। 'কিন্তু তা যদি হয়...' আবারও কথা হারিয়ে ফেলল সে। তার মোটা মাথাটা একেবারে গুলিয়ে গেছে। 'আমাকে খুন করে ফেললেও...'

মেজরের অবস্থা দেখে মায়া হলো মশিয়ে দো বাখনির। বলল, 'কাজেই সতর্ক হতে হয়েছে আমাকেও। টম লীচ যেমন চায়, ঘটনা তেমন ভাবে নাও ঘটতে পারে। সম্পূর্ণ অন্য কিছুও ঘটতে পারে। আমারও তো কিছু পরিকল্পনা থাকতে পারে। ওর ইচ্ছে যেন পূরণ না হয়, তার জন্যে কিছু ব্যবস্থা কি আমিও নিতে পারি না?'

হাঁ করে চেয়ে থাকল মেজর। বার দুই ঢোক গিলে বোঝার চেষ্টা করল কী হতে পারে সেই পরিকল্পনা। 'মনে হচ্ছে, আপনি ভাবছেন ওর অনুচরদের কারও ওপর নির্ভর করা যাবে?'

'আমি কি ভাবছি, তার কোন দাম নেই। দাম আছে আমি যা জানি, তার। আমি জানি, নিজের ওপর ছাড়া আর কারও ওপর নির্ভর করতে যাওয়া নেহায়েত

বোকামি। এ রকম বিপদ এটাই আমার জীবনে প্রথম নয়, মেজর স্যাণ্ডস।'

মশিয়ে দো বাখনির দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর দুর্দমনীয় মনোভাব দেখে প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে এল তার প্রতি মজরের ঘৃণা। একটু যেন ভালও লাগছে তার এখন জলদস্যুটাকে। মনে হলো, হ্যাঁ, বিপদে এই লোকের ওপর নির্ভর করা যায়।

'তাহলে কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হচ্ছে না আপনার, মশিয়ে?'

'হচ্ছে। জীবনে খুব কম ব্যাপারেই নিশ্চিত হওয়া যায়। যত বুদ্ধি খাটিয়েই পরিকল্পনা করুন না কেন, সেটা কেঁচে যেতে পারে যে-কোনও সামান্য কারণে। অতি আত্মবিশ্বাস মানুষকে অসাবধান করে দেয়। তবে একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মেজর, আমাকে যতই অপছন্দ করুন না কেন, মিস্ প্রিসিলার প্রতি আমার গভীর প্রীতি ও অনুরাগের কারণে যেমন করে পারি আমি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। আপনিও তার ফল ভোগ করবেন।' কথা বলতে বলতে কেবিনের দিকে চোখ গেল দো বাখনির। 'এই যে, পিয়েখ এসে পড়েছে,' বলেই মেজরকে ফেলে দ্রুতপায়ে এগোল তার দিকে।

মশিয়ে দো বাখনির শেষ কথাটা প্রবল ভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছে মেজর স্যাণ্ডসকে। আবার রাগ চড়ে যাচ্ছে মাথায়। কটমট করে তাকিয়ে রইল সে লোকটার পিঠের দিকে। বলে কি বদমাইশ! প্রিসিলার প্রতি তার "গভীর প্রীতি ও অনুরাগের কারণে"! সত্যি, বড় বেশি বেহায়া আর উদ্ধত এই লোক। সহ্য করা যায় না!

পিয়েখ তাঁবুতে ঢোকার আগেই লম্বা পা ফেলে ওর কাছে পৌঁছে গেল মশিয়ে দো বাখনি। কিন্তু প্রশ্ন করার আগেই মাথা নাড়ল পিয়েখ নিচের ঠোঁট সামনে ঠেলে দিয়ে।

হতাশ হলো দো বাখনি। ভ্রূজোড়া কুঁচকে বলল, 'অবস্থা বেশ খারাপের দিকেই চলেছে দেখা যায়!'

১৭
নাঙা তলোয়ার

পরদিন সকালে কেবিন থেকে সামান্য দূরে একটা পাথরের ওপর বিরস বদনে বসে আছে মশিয়ে দো বাখনি রোদ বিছানো লেগুনের দিকে মুখ করে, দেখছে নোঙর ফেলা সেণ্টরকে।

উত্তর থেকে বাতাস ছেড়েছে আজ, ঝিরঝির আওয়াজ করছে পাম গাছের পাতাগুলো। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসছে কর্মরত লোকজনের হাঁক-ডাক। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে ওরা, আর বড়জোর তিনদিন, তারপরই পানিতে ভাসবে ব্ল্যাক সোয়ান–শেষ হয়ে এল মালদিতার দিন, এরপর এ-দ্বীপ থাকবে শুধু স্মৃতিতে।

যথারীতি, পিয়েখ অনুপস্থিত। গত দুদিন শুধু সকাল নয়, বিকেলেও পাওয়া

বইঘর.কম

যাচ্ছে না ওকে। এটা লক্ষ করেছে প্রিসিলা, ভেবেছে, সত্যিই কি বিশেষ কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে লোকটা? তা নইলে এ প্রসঙ্গ তুললেই বারবার এড়িয়ে গেল কেন মশিয়ে দো বাখনি? এখন আর এ নিয়ে কোনও কথা তোলে না সে।

সাধারণত দুপুরের আগে ফেরে না পিয়েখ কখনও, কিন্তু আজ হঠাৎ করে ফিরে এল সে ন'টার দিকেই। মশিয়ে দো বাখনির পাশে দাঁড়িয়ে আছে এখন। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মশিয়ে দো বাখনি, গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে আছে পিয়েখের মুখের দিকে।

হাসল পিয়েখ। উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। ফরাসী ভাষায় কথা হলো দুজনে। তারপর শার্টের ভিতরের পকেট থেকে একটা দূরবীন বের করে দিল সে মশিয়ে দো বাখনির হাতে।

মশিয়ে দো বাখনি একবার কেবিনের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল প্রিসিলার পাহারায় মেজর স্যাণ্ডস আছে কি না। আছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পিয়েখের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলে।

আধঘণ্টার মধ্যেই দ্বীপের পশ্চিম তীরে পৌঁছে গেল ওরা। পিয়েখের আঙুল বরাবর দূরবীনটা তাক করল মশিয়ে দো বাখনি।

পাঁচ মাইলও হবে না, দেখা গেল তিনটে বিশাল জাহাজ আসছে এইদিকে। পতাকা নেই একটাতেও, কিন্তু তাই বলে চিনতে একটুও কষ্ট হলো না মশিয়ে দো বাখনির।

দূরবীন যখন নামাল, তখন ওর ঠোঁটে হাসির আভাস দেখা দিয়েছে। বলল, 'মনে হচ্ছে একঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবে। চলো, পিয়েখ, হাতে আর সময় নেই!'

প্রায় দৌড়ে ফিরে এল ওরা। জঙ্গল থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়াল মশিয়ে দো বাখনি, দূরবীনটা ফেরত দিল পিয়েখের হাতে। পিয়েখ ওটা নিয়ে ওর তাঁবুতে ফিরে গেল, আর মশিয়ে দো বাখনি এসে ঢুকল প্রিসিলার কেবিনে। ওখানে সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত রয়েছে প্রিসিলা, আর মেজর ঘুম ঘুম চোখে দেখছে ওকে। চমকে তাকাল ওরা, দেখল, একটা হুকে ঝুলিয়ে রাখা পরচুলা আর তলোয়ারটা নামাচ্ছে মশিয়ে দো বাখনি।

'ওগুলো কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল প্রিসিলা।

কাঁধ ঝাঁকাল মশিয়ে দো বাখনি। 'একটু ঘুরে আসি। সদা প্রস্তুত থাকাই তো ভাল।' পরচুলাটা মাথায় চাপিয়ে কাঁধের উপর সুন্দর করে বিছিয়ে দিল সে। 'এটা পরে নিলে নিজেকে মনে হয় ভদ্রলোক, লোকের চোখে সম্মান বাড়ে।'

ওর হাসিখুশি ভাব দেখে আর কোনও প্রশ্ন করল না কেউ। কেবিন থেকে বেরিয়েই একটু থামল ও। প্রিসিলার সঙ্গে শেষ একটু কথা বলে আসা কি উচিত ছিল? কিংবা মেজরকে শেষ কোন নির্দেশ? যা করতে চলেছে, খারাপ কিছু ঘটে যাওয়া তো খুবই সম্ভব।

একটু ভেবে স্থির করল, তার চেয়ে বরং পিয়েখের সঙ্গে কথা বলে চলে যাবে। সোজা গিয়ে ঢুকল সে পিয়েখের তাঁবুতে।

'পিয়েখ, আমার যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়, তুমি দেখবে মিস্ প্রিসিলাকে।

তুমি তো জানই কি করতে হবে, তেমন কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।'

পিয়েখের চোখে মনিবের জন্যে ভয় আর উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'মশিয়ে, আপনি লড়াই করতে চলেছেন! অপেক্ষা করলে হতো না? এছাড়া আর কোন পথ নেই?'

'না। আর কোন পথ নেই, পিয়েখ। এটা আমার পাওনা হয়েছে নিজেরই কাছে।'

মনিবের একটা হাত ধরল পিয়েখ, মাথা নিচু করে চুমু খেল সেই হাতের পিঠে। 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মশিয়ে দো বাখনি। 'নিশ্চিন্তে থাকো, পিয়েখ। কিচ্ছু ভেবো না।' বলেই দ্রুতপায়ে রওনা হয়ে গেল সে।

টম লীচের সঙ্গে দেখা করবে বলে চলেছিল, কপাল ভাল, ক্যাম্পের গজ পঞ্চাশেক আগেই পাওয়া গেল ওকে–উওগানের সঙ্গে পায়চারি করছে। ইচ্ছে করেই হাসিমুখে মাথা ঝুঁকিয়ে সহৃদয় সম্ভাষণ জানাল ওদের মশিয়ে দো বাখনি। বিরূপ দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ওর দিকে টম লীচ।

'তুমি কি চাও এখানে?'

'আমি কি চাই?' প্রশ্ন শুনে তাজ্জব হয়ে যাওয়ার ভান করল মশিয়ে দো বাখনি, মনে মনে খুশি–যেমনটা চেয়েছিল, ঠিক সেই মুডেই রয়েছে ক্যাপটেন। আবার বলল, 'আমি কি চাই?' ভুরুজোড়া কপালে উঠে গেছে, ঠোঁট বাঁকিয়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে মাতব্বরি চালে নাকের দু'পাশ দিয়ে তাকাল সে লীচের দিকে।

ওর বেয়াদবি দেখে আগুন ধরে গেল লীচের মাথায়। সেই সঙ্গে আশা জাগল মনে, সাবধানে খেলালে গতকাল যা সম্ভব হয়নি, আজ হয়তো তা সম্ভব হতে পারে। বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই জিজ্ঞেস করেছি আমি। মনের মধ্যে শয়তানী কিছু থাকলে মানে মানে কেটে পড়ো।'

দুই কোমরে মুঠো করা হাত রেখে এক পা এগিয়ে এল মশিয়ে দো বাখনি, 'ভদ্রতার লেশমাত্র দেখছি না তোমার ব্যবহারে, টম?'

হাঁ হয়ে গেল উওগান। ও টের পাচ্ছে ব্যাপার কোনদিকে গড়াচ্ছে, কিন্তু বোকা ফরাসীটা কিছুই বুঝতে পারছে না, নিজের অজান্তেই পা দিচ্ছে ক্যাপটেন লীচের ফাঁদে।

ভীতু কুকুরের মত গতকাল যে লেজ দাবিয়ে কেটে পড়েছিল, আজ তার মুখে এই কথা শুনে অবাকই হলো লীচ, কিন্তু নিজের ভূমিকা থেকে নড়ল না।

'ভদ্রতা?' ইচ্ছে করেই দো বাখনির পায়ের কাছে একগাদা থুতু ফেলল সে। 'তোর মত বেজন্মার সঙ্গে আবার কিসের ভদ্রতা?'

'এর মানে?' ভুরু নাচাল মশিয়ে দো বাখনি। 'আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছ মনে হচ্ছে? চাইছ, আমি কিছু একটা করে বসি?'

'তুই করে বসবি? হা-হা! আমার বিরুদ্ধে? হেসেই মরে যাব! বোলচাল মারা পর্যন্তই তো তোর দৌড়, তুই কী করে বসবি? তাহলে পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পালাবে কে?'

'তোমার কি আমার সম্পর্কে তাই ধারণা?'

'গত কালই প্রমাণ পেয়েছি তার।'

বইঘর.কম

উওগান বুঝল, এখন ঝগড়া থামাবার ভান করা দরকার। 'এই যে! কি শুরু করলে তোমরা? সামনে বড় একটা কাজ আছে, সেটা খেয়াল রাখো। এখন কি ঝগড়া করার সময়? না, না, মিটিয়ে ফেলো।'

'আমিও তাই চাই, উওগান,' মিথ্যে বলল মশিয়ে দো বাখনি। 'গতকাল আমাকে জঘন্য কিছু কথা বলেছে টম, যেগুলো আমার সম্মানে লেগেছে। ও যদি এখন কথাগুলো ফিরিয়ে নেয়, আমি ওসব ভুলে যেতে রাজি আছি।'

ও জানে লীচের পক্ষে কোন্টা সম্ভব আর কোন্টা নয়। ও চাইছে সবার চোখে যেন মনে হয়, লড়াইটা লীচই বাধিয়েছে আগ বাড়িয়ে, আপোসরফায় রাজি ছিল দো বাখনি। দেখা গেল লীচের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা ঠিকই আন্দাজ করেছিল ও। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল লীচের।

'কী? ভুলে যেতে রাজি আছিস? বেজন্মা কুকুর, তোর আবার সম্মান কি রে? কেবিনে ফিরে গিয়ে তোর ওই বেশ্যা–'

ব্যস, সময় উপস্থিত। উওগান বাধা দেয়ার আগেই এক-পা সামনে বেড়ে দড়াম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ও ক্যাপটেনের চোয়ালে।

ভারসাম্য হারিয়ে দু-তিন কদম পিছিয়ে গেল ক্যাপটেন লীচ। রাগে লাল হয়ে গেছে ওর চেহারা। থরথর করে কাঁপছে সারা দেহ। কোট খুলতে শুরু করল সে। 'খোদার কসম! তোর কলজে কেটে বের করে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াব আমি!'

'থামো, ক্যাপটেন! মা মেরির নামে বলছি, প্লীজ, শান্ত হও!' চেঁচিয়ে উঠল উওগান।

খানিকটা ঝাল ঝাড়ল লীচ উওগানের উপর। 'তুমি কি মনে করেছ কিল খেয়ে কিল হজম করার মানুষ টম লীচ? হ্যাঁ, শান্ত হব, তবে ওর কলজেটা কেটে নেয়ার পর।' এইটুকু কথা বলতে গিয়েই ফেণা বেরিয়ে এসেছে ওর ঠোঁটের দুই কোণে। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি।

দুই হাত এক করে ডলছে উওগান। বুঝতে পারছে না কি করবে। লীচকে ধরতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। অসহায় ভঙ্গিতে দো বাখনির দিকে ফিরল। 'বোকার মত কি করে বসেছ দেখো!'

ক্যাপটেনের দেখাদেখি বেগুনী টাফেটার তৈরি কোটটা খুলছে মশিয়ে দো বাখনি। বলল, 'আমার আর কি করার ছিল বলো? তুমি তো সাক্ষী, দেখলে সবই। শুধু আমাকে না, আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেসব কথা বের হলো ওই নোংরা কুকুরের বাচ্চার মুখ দিয়ে, তারপর আর সহ্য করা যায়?'

কাজ থামিয়ে শুনল লীচ কথাগুলো। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ। গত কয়েক বছরের মধ্যে ওরই সামনে ওর সম্পর্কে এই শব্দ উচ্চারণ করবার দুঃসাহস হয়নি কারও। বিশেষ করে এই লোকের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরোচ্ছে তা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। গতকালই যে ভীরু, কাপুরুষের মত সব অপমান হজম করল, সে আজ এসব বলে কোন সাহসে? সংবিৎ ফিরে পেয়ে রাজ্যের অশ্লীল গালির তুবড়ি ছুটাল সে, তারপর দো বাখনির কি অবস্থা করবে তার রক্ত হিম করা বর্ণনা দিল। একটানে তলোয়ার বের করে নিয়ে খাপ ও বেল্ট ফেলে দিল সে দূরে। হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'নে! বাঁচা নিজেকে, দেখি!' পরমুহূর্তে ঝাঁপ দিল

সামনে।

মশিয়ে দো বাখনি তখন অর্ধেকও বের করতে পারেনি তার অস্ত্র। ওই অবস্থাতে কোনমতে আধখানা তলোয়ার দিয়েই একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠেকাল সে প্রথম আক্রমণ। তারপর লাফিয়ে সরে গিয়ে বাম হাতে ধরা পরচুলা আর তলোয়ারের খাপটা ফেলে দিল বালির উপর। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল পরবর্তী আক্রমণ ঠেকাবে বলে।

পঞ্চাশ গজ দূর থেকে সবই দেখেছে ব্ল্যাক সোয়ানে কর্মরত দস্যুরা। যেই দুই তলোয়ারে ঠোকাঠুকি লেগে আটকে গেল, দুজনই প্রতিপক্ষের শক্তি বুঝে নিচ্ছে—কাজ ফেলে দৌড় দিল ওরা রণক্ষেত্রের দিকে। একটু দূরে যারা বিশ্রাম নিচ্ছিল, তারাও লাফিয়ে উঠে ছুটল। বাচ্চা ছেলেদের মত হৈ-হৈ করে চেঁচাচ্ছে ওরা। এর চেয়ে মজার আর কিছু নেই ওদের কাছে। সোনা আর প্লেট ফ্লীটের কথা যদি কারও মনে এসেও থাকে, ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়েছে। সোনার চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় এখন ওদের কাছে এই লড়াই।

হ্যালিওয়েল আর এলিসও দৌড়াচ্ছে, কিন্তু যেই দেখল বানড্রি যে-কোনও মূল্যে লড়াই থামানোর জন্যে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে, তখন ওকে ঠেকাবার জন্যে কথা বলার ছলে থামাল ওকে। ওরা তিনজন যখন পৌঁছল তখন আর কারও লড়াই বন্ধ করার সাধ্য নেই। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রিং তৈরি করে ফেলেছে দস্যুরা। বানড্রির উদ্দেশ্য টের পেয়ে কেউ আর ওকে ভিতরেই ঢুকতে দিল না। কোনও জাহাজ আক্রমণের সময় ছাড়া কারও হুকুম মানার পাত্র তারা নয়।

যেন ওদের আনন্দ দানের জন্যে একটা প্রীতি-ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে—হা-হা করে হাসছে, প্রশংসা করছে, কে কেমন খেলছে তাই নিয়ে মন্তব্য করছে সবাই।

ওদের মধ্যেও ভাল তলোয়ার-যোদ্ধা আছে, তারা বুঝে শুনেই প্রশংসা করছে। কারণ, আজ এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে যে-সব আশ্চর্য রণকৌশল দেখছে ওরা এমনটি আর কখনও দেখার সৌভাগ্য ওদের হয়নি।

তলোয়ারে টম লীচের খ্যাতি এমনি-এমনি হয়নি। বহুবার বহু যুদ্ধে সে প্রমাণ করেছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। চট্ করে কাউকে মেরে ফেলা ওর নীতির বাইরে। প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে, আক্রমণের বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে প্রথমে বুঝিয়ে দেয় সে ওর অসহায়ত্ব, তারপর মহানন্দে উপভোগ করে তার অক্ষমতা, মৃত্যুভীতি, অবশেষে মৃত্যু। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে হরেক রকম কৌশল রপ্ত করেছে সে, চর্চা করেছে নিরলস ভাবে।

যুদ্ধে নেমেই শান্ত হয়ে গেছে টম লীচ। জানে ওকে কি করতে হবে। কাজেই আত্মবিশ্বাসেরও কমতি নেই। বেপরোয়া এই ফরাসী লোকটাকে ও দেখতে পারে না প্রথম থেকেই। লোকটার অস্তিত্বই ওর কাছে অসহ্য। প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধিমত্তার চমক দিয়ে ছোট করছে লীচকে, আহত করছে ওর আত্মপ্রেমকে। আজ সুযোগ এসেছে। প্লেট ফ্লীটের খবর বের না করে ওকে খুন করবে না সে। তারপর দখল করবে ওর বউটাকে। কারও সাহস হবে না ওর বিরুদ্ধে যাওয়ার। যদি যায় তারও

বইঘর.কম

ব্যবস্থা আছে ওর কাছে।

গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে সারাক্ষণ শুধু এই স্বপ্নই দেখেছে সে। কৌশলে লোকটাকে আজ নামানো গেছে যুদ্ধে, ব্যস, আর চিন্তা নেই। এখন ওর তলোয়ারের আগায় ওরই করুণার ওপর নির্ভর করছে দাম্ভিক লোকটার ভাগ্য—জীবন, মরণ।

ওর নিজেরও। এখন ওর জয়ের ওপরই নির্ভর করছে ওর সমস্ত চাওয়া-পাওয়া। কোথায় যেন শুনেছিল, দো বাখনি ভাল তলোয়ার-যোদ্ধা। তাতে যদিও কিছুই এসে যায় না, এর আগে অনেক নামী-দামী যোদ্ধাকে ঘায়েল করেছে সে, তবু সাবধানে এগোনোই স্থির করেছে সে। বিড়ালের মত স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভঙ্গিতে ইটালিয়ানদের অনুকরণে ছোট ছোট লাফে সামনে বেড়ে, পিছিয়ে এসে; আক্রমণ করে বা আক্রমণের ভান করে প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষার জোর কতখানি বুঝে নিচ্ছে সে।

ওদিকে সর্বাধুনিক ফরাসী ভঙ্গিতে লড়ছে মশিয়ে দো বাখনি। লাফ-ঝাঁপ নেই, মনে হয় যেন এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রতিটা আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছে নিপুণ ভাবে। সেই সঙ্গে লীচের ভঙ্গি নকল করে কৌতুক করছে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে দর্শকরা এ ওর গায়ে।

'কি ব্যাপার, যুদ্ধ করছ, নাকি নাচ দেখাচ্ছ, ক্যাপটেন?'

এসব টিটকারীতে রেগে যাচ্ছে লীচ, বাড়িয়ে দিচ্ছে আক্রমণের তীব্রতা। কিন্তু সহজ ভঙ্গিতে কেবল কব্জির জোরে ঠেকিয়ে দিচ্ছে দো বাখনি সেসব আক্রমণ, কিছুতেই ওর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে পারছে না লীচ, তার পরপরই আসছে অভিনব কৌশলের প্রতি-আক্রমণ—লাফিয়ে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে সে। এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে লীচ, তার প্রতিপক্ষ সাধারণ কোন যোদ্ধা নয়, একে কাবু করতে হলে আরও অনেক সাবধান হতে হবে ওর।

তাই বলে আত্মবিশ্বাসে সামান্যতম চিড় ধরেনি তার। মনে মনে বলছে, 'রোসো, তোমার জোকারগিরি বের করছি আমি! তোমার মত বহু ধেড়ে শয়তানকে ধরাশায়ী করেছি আমি।'

আবার আক্রমণে গেল ও। ঝনাৎ আওয়াজ তুলল তলোয়ারের ফলা। হালকা ভাবে ঠেকাল ওটা দো বাখনি। মুহূর্তে বাম হাতের ধাক্কায় তলোয়ারটা একপাশে সরিয়ে দিয়েই সামনে বাড়াল ওটা লীচ, দো বাখনির কাঁধ লক্ষ্য করে। কিন্তু দেখল, একই ভঙ্গিতে ওর তলোয়ারও সরিয়ে দিয়েছে দো বাখনি। একেবারে সামনে থেকে দুই প্রতিপক্ষ চেয়ে আছে একে অপরের চোখের দিকে। একলাফে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল লীচ। কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত এগিয়ে এসেছে দো বাখনির তলোয়ারের আগাটা, সোজা লীচের বুক বরাবর। আঘাতটার দিক পরিবর্তন করতে পারল লীচ, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত নয়—ওর ডান গালে দীর্ঘ আঁচড় কাটল দো বাখনির তলোয়ার। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

প্রথম জখমেই বাস্তবে ফিরে এল লীচ, বুঝল, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ও এবার। আরও নিচু হয়ে গেছে এখন, ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ফেলছে।

ঘিরে থাকা লোকজনের কথাবার্তা কানে আসছে ওর। নিজের লোকের কাছে ছোট হয়ে গেছে ও। এই জখমের শোধ নিতে না পারলে শান্তি নেই। প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখার ফলেই ঘটেছে এটা, বুঝল, বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিত হয়নি। এখন সাবধানে এগোতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে দো বাখনির দুর্বলতা। এতক্ষণ নিজে আক্রমণ করতে গিয়ে হয়রান হয়েছে সে কেবল, স্থির করল, এবার প্রতিপক্ষকে সুযোগ দেবে আক্রমণের, নিজে অপেক্ষা করবে ওর দুর্বলতা খুঁজে বের করে নিয়ে উপযুক্ত সুযোগের।

যেন ওর মনের ইচ্ছে পূরণের জন্যেই আক্রমণভাগে এল এবার দো বাখনি। মনে হলো ফ্রেঞ্চম্যানের তলোয়ারের আগাটা নেচে বেড়াচ্ছে লীচের চারপাশে। আঘাত ঠেকাতে গিয়ে এবার পিছিয়ে যেতে হচ্ছে লীচকে, নইলে কোন্ আঘাতে যে মরণ হবে টেরও পাবে না। পরপর পাঁচ-ছয়বার লাফিয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার পর দম ফেলার ফুরসত পেল ক্যাপটেন। এইবার, এতদিনে পরিষ্কার বুঝতে পারল টম লীচ, আসলে সে অপ্রতিরোধ্য নয়; অসি-যুদ্ধে তার চেয়েও অনেক বড় ওস্তাদ রয়েছে দুনিয়ায়। বুঝল, এই ফ্রেঞ্চম্যানের তুলনায় ওর গতি অনেক ধীর। জয়ের গর্ব এবং চর্চার অভাব জং ফেলে দিয়েছে ওর বিদ্যায়।

এতদিন যাদের চোখে মৃত্যুভয় দেখে উল্লাস অনুভব করেছে সে নিজের ভিতর, ঠিক তাদেরই মত একই অনুভূতি হলো ক্যাপটেন লীচের। অবধারিত পরাজয় টের পেয়ে হাত-পা কুঁকড়ে ঢুকে যেতে চাইছে পেটের ভিতর। কিন্তু ওর চোখে পরাজয় টের পেয়ে গেল প্রতিপক্ষ। পাছে তলোয়ার ফেলে দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে সেই ভয়ে আর কোন সময় দিল না ওকে মশিয়ে দো বাখনি। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে বাধ্য করল ওকে। পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে লীচ আক্রমণের তোড়ে। ওকে রাগিয়ে তোলার জন্যে যা-তা বলছে, অপমান করছে দো বাখনি।

'কুত্তার বাচ্চা, তুই দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবি, না তোকে এই গরমে গোটা দ্বীপে দাবড়ে বেড়াতে হবে আমার? পালাচ্ছিস কেন? তুই না কত বড় তলোয়ার-যোদ্ধা! দাঁড়া না সোজা হয়ে, বাধা দেয়ার চেষ্টা কর্!'

ভয়কে জয় করল প্রচণ্ড ক্রোধ, শুধু দাঁড়ালই না, চিতাবাঘের মত ঝাঁপ দিল লীচ সামনে। কিন্তু কোথায় দো বাখনি? চট্ করে একপাশে সরে গেছে সে। তার মানে, লীচের মনে হলো, অপ্রতিরোধ্য নয় দো বাখনিও, এখনও হয়তো জেতার সম্ভাবনা আছে। এই ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষকে পঙ্গু হয়তো করতে পারবে না সে, বলা যায় না, খুন করে ফেলা সম্ভব হতেও পারে। এখনও কিছু কৌশল রয়েছে ওর পকেটে। অনেক যত্নে রপ্ত করেছে সে এসব। আজ দেখাবে সে ফরাসী লোকটাকে তলোয়ারের জাদু কাকে বলে।'

নব উদ্যমে রুখে দাঁড়াল ক্যাপটেন লীচ। মশিয়ে দো বাখনির প্রবল আক্রমণ ঠেকাতে ঠেকাতেই হঠাৎ এসে গেল সুযোগটা। ঠিক এই ভঙ্গিতেই চেয়েছিল সে প্রতিপক্ষকে। একটা আঘাত ঠেকিয়েই এমন ভঙ্গি করল যেন দো বাখনির কণ্ঠনালী ওর লক্ষ্য, কিন্তু প্রতিপক্ষের তলোয়ার ধরা হাতটা ওর আক্রমণ ঠেকাবার

বইঘর.কম

জন্যে ওপরে উঠতেই নিচু হয়ে চিতাবাঘের মত ঝাঁপ দিল সে, সামনে বাড়িয়ে ধরে আছে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলা। শরীরটা শূন্যে ভাসছে জমির সমান্তরালে, বাম হাতটা ঠেকে আছে মাটিতে। ইটালিয়ান কায়দায় এবার হাতটা পুরোপুরি লম্বা করে দিল দো বাখনির বুক সই করে। এই কৌশলে অতীতে অনেক বাঘা বাঘা যোদ্ধাকে ঘায়েল করেছে সে। এ-আক্রমণ ফেরাবার কোনও উপায় নেই।

কিন্তু কোথায় দো বাখনি? বিদ্যুদ্বেগে পাক খেয়ে শরীরটা বাম দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে সে, পরমুহূর্তে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে লাফ দিয়েছে পিছনে। সামনে তলোয়ার চালিয়ে কোন বাধা না পেয়ে থতমত খেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল লীচ, ঘাড় ফিরিয়ে প্রতিপক্ষকে অন্য জায়গায় দেখে আছাড় খেতে খেতেই ঘুরিয়ে আনার চেষ্টা করল তলোয়ারটা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। বাম দিক থেকে সড়াৎ করে ঢুকে গেল দো বাখনির তলোয়ার ওর পাঁজরে, হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেল ডান দিক দিয়ে।

শেষবারের মত আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল জলদস্যুর দল, তারপরেই সব চুপ। ক্যাপটেন লীচের বুকে পা বাধিয়ে একটানে তলোয়ারটা বের করে নিয়ে কপালের ঘাম মুছল দো বাখনি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

বালিতে শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে লীচ, ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। পা আছড়াল বার কয়েক, তারপর একবার কেশে উঠে স্থির হয়ে গেল।

'বড় আরামে গেলে, ক্যাপটেন,' বলল মশিয়ে দো বাখনি। মাথাটা দোলাল এপাশ-ওপাশ।

১৮
টম লীচের মাথা

চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে টম লীচ। দাঁতের উপর থেকে ঠোঁট সরে যাওয়ায় মনে হচ্ছে হাসছে। দলপতির আকস্মিক মৃত্যু থমকে দিয়েছে জলদস্যুদের। যুদ্ধ দেখেছে ওরা, মৃত্যু দেখেছে অনেক, কিন্তু টম লীচের মত এমন নিষ্ঠুর, দুর্দান্ত ক্ষমতাশালী, প্রাণবন্ত একজন লোক এভাবে মরে পড়ে থাকবে এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই চিন্তা এল ওদের মাথায়–এবার কি? ক্যাপটেনের মৃত্যুর পর ওদের কার কপালে কি আছে? সবাইকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বানড্রি, তার পিছন পিছন এলো এলিস আর হ্যালিওয়েল।

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মশিয়ে দো বাখনি। তার মনেও অনিশ্চয়তা, কিন্তু চেহারায় তার কোনও প্রকাশ নেই। চারপাশে চেয়ে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে। বিশ গজ পিছনে দেখতে পেল, উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে এই দিকে চেয়ে রয়েছে প্রিসিলা, মেজর স্যাণ্ডস আর পিয়েখ। মেয়েটার মনের মধ্যে কি চলছে বুঝতে

পারল ও। এখন যদি জলদস্যুরা ক্যাপটেনের মৃত্যুর বদলা নিতে ওকে আক্রমণ করে বসে, তাহলে ওর মৃত্যু অবধারিত। প্রিসিলাকে নিয়ে তারপর ছিনিমিনি খেলবে ওরা।

এখনও কেউ ওর দিকে এগোচ্ছে না। খুব সম্ভব সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। কেউ জানে না কি করা উচিত এখন। কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার পড়ল চার নেতার উপর। উওগানের ওপর চোখ পড়ল ওর। বানড্রি যখন এগিয়ে এসে জানতে চাইল কি করে ব্যাপারটা ঘটল, তখন উওগানকে দেখিয়ে দিল মশিয়ে দো বাখনি।

'ওকে জিজ্ঞেস করো। লড়াইটা আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছে ও সব।'

লীচের চেয়ে দো বাখনির প্রতি বিদ্বেষের পরিমাণ একবিন্দু কম ছিল না উওগানের, ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সে-ও একজন সক্রিয় অংশীদার ছিল। কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্ত পাল্টাল উওগান। লীচ মারা পড়েছে। এখন দো বাখনিও যদি মারা যায়, তাহলে স্প্যানিশ ফ্লীট আক্রমণ করা হবে না ওদের। কাজেই বানড্রি, হ্যালিওয়েল আর এলিস যখন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল ওর দিকে তখন স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল উওগান, 'হ্যাঁ। ঠিক বলছে ও। তোমরা তো জানই ওর ওপর কেমন খেপে ছিল ক্যাপটেন। আজ এখানে একা পেয়ে যা-তা বলে ওকে অপমান করেছে, গায়ে পড়ে বাধিয়েছে লড়াই—এমন কি ওকে অস্ত্র বের করার সুযোগ না দিয়েই তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর উপর। যদি চট্ করে তখন চার্লি সরে না যেত, তাহলে খুন হয়ে যেত ওর হাতে।'

'সেটা তোমাদের জন্যে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় হতো,' বলে উঠল মশিয়ে দো বাখনি। 'আমি খুন হলে তোমাদের স্প্যানিশ গোল্ডের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত চিরকাল। ও শুধু আমার সঙ্গেই নয়, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোমাদেরও সবার সঙ্গে।'

মনস্থির করে ফেলেছে বানড্রিও। মুখোশের মত অভিব্যক্তিহীন চেহারা নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। বলল, 'আমি ওকে বার বার সাবধান করেছি। কিন্তু কারও কথা শোনার পাত্র ছিল না ও, ওর যা খুশি সেটাই আর সবার জন্যে আইন বলে চালাবার চেষ্টা করত, বাধা পেলে ফুঁসে উঠত রক্ত-পিশাচের মত। যাক, যা হয়েছে আমার মনে হয় ন্যায্যই হয়েছে।'

বানড্রির বক্তব্য মন দিয়ে শুনল সবাই, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোট ছোট জটলা পাকিয়ে যা ঘটল তার বর্ণনা ও ফলাফল বিশ্লেষণে মত্ত হয়ে পড়ল, মাঝে মাঝে হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে—যেন ব্যাপারটার এখানেই ইতি।

মশিয়ে দো বাখনি জানত, স্প্যানিশ গোল্ড উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ও নিরাপদ, কিন্তু আবেগের বশে কেউ ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে মনে করে প্রস্তুত ছিল—এত সহজে মেনে নেবে ওরা ওদের নেতার মৃত্যু তা ভাবতেও পারেনি। দেখা যাচ্ছে ঠিকই বলেছিল ও লীচকে: তোমাকে না হলেও চলবে এদের, কিন্তু আমাকে না হলে চলবে না।

তলোয়ারটা ধীরে সুস্থে খাপে পুরল মশিয়ে দো বাখনি, পোশাক তুলে নিয়ে

বইঘর.কম

পরতে শুরু করল। উওগান এগিয়ে এসে কোট পরতে সাহায্য করল ওকে। সেই ফাঁকে সবার অলক্ষে নিচু গলায় বলল, 'তুমি আমাদের কেবিনে একটু এলে ভাল হতো, মশিয়ে। নতুন ক্যাপটেন নির্বাচন করা হবে এখন।' তারপর আরও আস্তে আরও নরম করে বলল, 'তোমার হয়ে কথা বলেছি আমি, চার্লি। নইলে হয়তো এতক্ষণে তোমারও লাশ পড়ে যেত। আমার সমর্থনে এ-যাত্রা বেঁচে গেলে, এটা মানো তো?'

'তাই নাকি? আমার তো ধারণা আমি বেঁচে আছি স্প্যানিশ প্লেট ফ্লীটের কারণে। যাই হোক, তোমার যদি ক্যাপটেন হওয়ার সাধ থাকে, সমর্থন জানাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তোমরা যাও, আমি আসছি একটু পরেই।'

ঘুরে উঁচু পাড়ে দাঁড়ানো তিনজনের দিকে হাঁটতে শুরু করল মশিয়ে দো বাখনি।

ওকে আসতে দেখছে প্রিসিলা। শান্ত, অবিচলিত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে লোকটা এদিকে, যেন দৈনন্দিন কোনও কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে। মানুষটা কি ইস্পাত দিয়ে তৈরি? এই যে একটু আগে একজন লোককে হত্যা করেছে, যেন সেটা কিছুই না; নিজে যে মারা পড়তে পারত, যেন তাতেও কিছুই এসে যায় না।

কাছে এসে যখন দাঁড়াল, ওর মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা চোখে পড়ল প্রিসিলার। কেন তা বলতে পারবে না, কিন্তু মানুষটার ভিতর আবেগ-অনুভূতি আছে টের পেয়ে ভাল লাগল ওর, কৃতজ্ঞ বোধ করল।

'আশা করি বেশি ভয় পাননি,' সহজ, সহৃদয় কণ্ঠে বলল ও। 'আপনাকে যাতে এসব দেখতে না হয়, সেজন্যেই কিছু বলে আসিনি।' মেজরের দিকে ফিরল এবার। হাঁ করে চেয়ে রয়েছে মেজর ওর দিকে, চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। 'দেখলেন, আমাদের চর্চাটা কাজে দিল। আমার মনটা আগাম দিচ্ছিল, মালদিতা ছাড়ার আগেই প্রয়োজন পড়বে এটা আমার।'

'আপনি কি ওকে···ও কি মা-ম্মারা গেছে?' তোতলাচ্ছে মেজর।

'অসম্পূর্ণ কাজ করি না আমি, মেজর।'

কথাটায় আরও কিছু আছে আঁচ করে চট্ করে ফিরল প্রিসিলা ওর দিকে। 'মানে, আপনি ওকে মারতেই চেয়েছিলেন? ওকে মারার জন্যেই গিয়েছিলেন ওখানে আপনি আজ?'

প্রিসিলা যে ধাক্কা খেয়েছে টের পেল মশিয়ে দো বাখনি। দু-হাত দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে মাথা ঝুঁকাল সে। 'উপায় ছিল না। এটা খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। খুব বাড় বেড়ে গিয়েছিল লোকটার। বিশেষ করে আপনার জন্যে খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ওর কপালে মরণ লেখা হয়ে গিয়েছে সেইদিনই। কিন্তু উপযুক্ত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে। অপেক্ষার সময়টুকু বড় কষ্টে ছিলাম, প্রিসিলা।'

'আমার জন্যে···' ঢোক গিলল ও, 'আমার জন্যে ওকে খুন করতে হলো?'

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে চেয়ে রইল মশিয়ে দো বাখনি ওর মুখের দিকে, তারপর বলল, 'কারণ হয়তো আরও থাকতে পারে, কিন্তু ইচ্ছেটা পুরোপুরিই সেইজন্যে। আপনার সঙ্গে ও যে বেয়াদবি করেছে, আপনাকে নিয়ে ও যা পরিকল্পনা করেছে

সেজন্যে ওকে হত্যা করে আমার বিন্দুমাত্র খারাপ লাগছে না।।'

মশিয়ে দো বাখনির বাহুতে হাত রাখল প্রিসিলা অনেকটা নিজেরই অজান্তে। মুহূর্তে ভুরু কুঁচকে উঠল মেজরের। কিন্তু তার দিকে কারও খেয়াল নেই।

'আমি ভয় পেয়েছিলাম–উহ্, এতো ভয় পেয়েছিলাম! আমি জানতাম, আমারই জন্যে···ইশ্‌শ্, আপনাকে যদি ও···' ঢোক গিলল প্রিসিলা। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তারপর আরও ভয় লাগল। মনে হলো, মস্ত বিপদে আছেন আপনি; ওরা সবাই মিলে আপনাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে।'

'সত্যিই বিপদে আছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল মশিয়ে দো বাখনি। 'কিন্তু না, ওখানে তেমন কোন বিপদ ছিল না; বিপদ আসলে আসছে সামনে।'

এমনি সময়ে লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল পিয়েখ।

'মশিয়ে!'

সাগরের দিকে মুখ ফিরাল মশিয়ে দো বাখনি। পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে ঘুরে এদিকে চলে এসেছে বিশাল তিনটে লাল জাহাজ। পাশাপাশি আসছে ওরা মস্ত সব মেঘের মত পাল তুলে। একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, নিচু গলায় বলল, 'এই যে, এসে পড়েছে বিপদ!'

www.boighar.com

সৈকতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে জলদস্যুরা জাহাজগুলোর দিকে, যেন জমে গেছে বরফ হয়ে। কারও মুখে টুঁ-শব্দ নেই। কয়েক মুহূর্ত পর জাহাজগুলো একটু ডানদিকে ফিরতেই পরিষ্কার দেখা গেল ওগুলোর মাথায় পতপত করে উড়ছে ইউনিয়ন ফ্ল্যাগ। সোজা এগিয়ে আসছে ওগুলো লেগুনের প্রবেশমুখের দিকে। এইবার মনে হলো নরক তার সবকটা পিশাচকে উগরে দিয়েছে মালদিতার সৈকতে। চিৎকার-চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা, শাপ-শাপান্ত শুরু হয়ে গেছে, জটলা ভেঙে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ছুটছে ওরা যে যেদিকে পারে। কেউ ছুটল জঙ্গলের দিকে, একদল উওগানের পিছন পিছন দৌড়ে গিয়ে লুকাল কাত হয়ে পড়ে থাকা ব্ল্যাক সোয়ানের খোলের আড়ালে।

ওরা ধরেই নিয়েছে মরগানের জামাইকা স্কোয়াড্রনের জাহাজ এগুলো, এতদিন সাগরে এদিক ওদিক খুঁজছিল টম লীচের জাহাজ, আজ পেয়ে গেছে ওদের। নিশ্চয়ই এখন গোলাগুলি শুরু করে দেবে সৈকতের সবার উপর।

একমাত্র বানড্রি মাথা ঠাণ্ডা রাখল, বকাঝকা দিয়ে থামাল কয়েকজনকে। চেঁচাচ্ছে সে, 'আরে! কী হয়েছে? ভীতু ইঁদুরের মত দৌড়াদৌড়ি করছ কেন তোমরা? ভয়টা কিসের শুনি? এরা যারাই হোক না কেন, আমাদের সম্পর্কে কি জানে? ওরা দেখতে পাচ্ছে, একটা জাহাজ মেরামত করা হচ্ছে, আরেকটা চুপচাপ ভেসে আছে পানিতে। এর মধ্যে দোষের কি আছে?'

কয়েকজন দৌড় থামিয়ে ফিরে এল ওর কথা শুনে।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো এখন। এরা কেন এসেছে জানি না আমরা–খাবার পানি নিতেও আসতে পারে। আমরা যে এখানে আছি তা কারও জানার কথা নয়। এরা যদি মরগানের লোকও হয়, কাত হয়ে শুয়ে থাকা ব্ল্যাক সোয়ানকে চিনবে কি করে? উওগান গাধাটার পিছনে ও-রকম দৌড় দিলে ওরা বুঝবে আমাদের মনে কোন পাপ আছে। শান্ত হও, দেখো ওরা কি চায়, তীরে আসে কি না; তারপর

বইঘর.কম

দেখা যাবে কি করা যায়।’

বানড্রির কথায় যুক্তি আছে বুঝতে পেরে এলিস আর হ্যালিওয়েল ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাইকে শান্ত করতে। চল্লিশ কামানের প্রথম জাহাজটা ঢুকে এল লেগুনে, তারপর পাশ ফিরে দাঁড়াল। দেখা গেল ওটার গান পোর্ট খোলা, ভয়ঙ্কর কামানগুলো যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। এতক্ষণ বানড্রির কথায় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে নিরুদ্বিগ্ন ভাব দেখিয়ে গল্প করার ভান করছিল যারা, পালাবার জন্যে এবার তাদের পিঠ সোজা হয়ে গেল।

এখন আর ধমক বা চোখ রাঙানিতে কাজ হবে বলে মনে হলো না। চঞ্চল হয়ে উঠেছে সবাই। ভয় পেয়েছে।

‘আরে, বোকারা! ও ওর দাঁত দেখাচ্ছে, কিন্তু তাতে কি? ওরা তো জানে না আমরা কারা, তাই জানিয়ে রাখছে প্রয়োজনে কামান দাগবে।’

কিন্তু ওর সান্ত্বনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে বড় জাহাজটা থেকে সাদা ধোঁয়া দেখা দিল, তার একমুহূর্ত পর ভেসে এল কামানের বিকট গর্জন, তারপর কেঁপে উঠল নিশ্চিন্তে ভাসমান সেণ্টর। বুলওয়ার্ক থেকে চারদিকে ছিটকে পড়ল কাঠের টুকরো।

ভয় পেয়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে একঝাঁক সী-গাল উঠল আকাশে, মিউ-মিউ আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ করছে ওদের শান্তিভঙ্গের জন্য। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বেশির ভাগ জলদস্যু, বানড্রির পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ শোনার আগ্রহ হারিয়েছে ওরা।

আবার দাগা হলো কামান, লক্ষ্য সেই একই–বুলওয়ার্ক। কিন্তু সেণ্টর থেকে কোন প্রত্যুত্তর এল না, গান পোর্টগুলো যেমন ছিল তেমনি বন্ধই থাকল, কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। কাজেই আপাতত কামান দাগা বন্ধ রাখল নবাগত যুদ্ধ-জাহাজ। পাল নামিয়ে নোঙর ফেলার কাজে ব্যস্ত এখন। বাকি দুটো জাহাজও নামিয়ে ফেলেছে পাল, নোঙর নামাচ্ছে।

কারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকল না, সেণ্টরের ওপর গোলা বর্ষণেই বোঝা গেছে জাহাজ তিনটে এদের সঙ্গে ভাব করতে আসেনি। ওরা শত্রুপক্ষ। এবং সম্ভবত এদের পরিচয় সম্পর্কে ওদের স্পষ্ট ধারণা আছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রয়েছে সবাই জাহাজ তিনটের দিকে। নোঙর ফেলা হলে ওরা কি করবে বোঝা যাচ্ছে না। এমন অসহায় অবস্থায় ফাঁদে পড়ে বোঝার চেষ্টা করছে ওরা দোষটা কার।

বেশি সময় লাগল না, দেখা গেল একদল ছুটে আসছে উঁচু পাড়ে দাঁড়ানো দো বাখনির দিকে। দো বাখনির বামে দাঁড়ানো প্রিসিলা, আর প্রিসিলার বামে মেজর স্যাণ্ডস। ওদের সবার পিছনে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিয়েখ।

ঘটনাবহুল জীবনে কখনও এমন সচকিত, সজাগ ও সতর্ক বোধ করেনি মশিয়ে দো বাখনি। এই মুহূর্তটির জন্যেই চিন্তায় ছিল সে এতক্ষণ। প্রিসিলার দিকে একটু সরে এল সে, মৃদু কণ্ঠে বলল, ‘এই সেই বিপদ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, ঘাবড়াবেন না।’

এই বলে বুক টান করে সামনে এগোল মশিয়ে দো বাখনি অগ্রসরমান

জটলার মোকাবিলা করতে। কয়েক পা এগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, বাম হাতটা তলোয়ারের বাঁটের কাছে এমনভাবে রাখা যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে ডানহাতে একটানে বের করে আনা যায় অস্ত্রটা।

ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের মত এল ওরা। প্রায় দুশো লোক। কেউ মুঠি পাকিয়ে ঝাঁকাচ্ছে ওর নাকের সামনে, কেউ অকথ্য গালাগাল দিচ্ছে, একজন একটা ম্যাশেটি হাতে ভঙ্গি করে দেখাচ্ছে ওটা দিয়ে কি করা হবে।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল মশিয়ে দো বাখনি। ওরা একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালে ঝনঝনে, জোরাল কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি হচ্ছে এখানে? গাধার দল! তোমরা কাকে আক্রমণ করতে এসেছো! একমাত্র যার পক্ষে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা বের করা সম্ভব তাকে? পারবে আর কেউ তোমাদের রক্ষা করতে?'

গোলমাল কমে এল। খুন করার আগে ওরা শুনতে চায় কি বলার আছে ফরাসী লোকটার। দো বাখনি দেখতে পেল, ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে বানড্রি। সামনে এসেই ঘুরে দাঁড়াল সে, দুই হাত তুলে ভিড় করে আসা লোকেদের পিছনে সরাচ্ছে। আবারও প্রমাণ করল সে, আবেগে আপ্লুত হয়ে কিছু করে বসার চেয়ে সে বিচার-বিবেচনাকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয়।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমরা!' কোনমতে বলল সে। গলা ভেঙে গেছে এতক্ষণ চেঁচিয়ে। 'সরে যাও। শুনতে দাও চার্লির কি বলার আছে।' তারপর সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জাহাজগুলো কার? তোমার জানা আছে, চার্লি?'

'কেন, তোমার জানা নেই? সামনেরটা রয়াল মেরি, মরগানের ফ্ল্যাগশিপ। জামাইকা স্কোয়াড্রনের জাহাজ এ তিনটে। মরগান আছে ওই জাহাজে। স্যার হেনরি মরগান। কিন্তু যা চায় তা পাবে না সে, দেরি করে ফেলেছে অনেক। টম লীচকে দরকার ছিল ওর।'

হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। শুধু কি টম লীচকেই চায়? তার অনুচরদের না? কি করে ভাবছে সে যে ওরা বেঁচে যাবে ওর হাত থেকে? আসলে কি ঘটবে ওদের কপালে?

'আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি,' তিক্ত হাসি হাসল সে। 'কোনও সন্দেহ নেই তাতে। তোমরা যদি আমাকে জবাই করে ফাঁসীতে ঝুলানোর আনন্দ থেকে মরগানকে বঞ্চিত করতে চাও, বিশ্বাস করো, আমি বরং খুশি হব তাতে। আমার জন্যে এটা অনেক সহজ মৃত্যু হবে।'

কথাটা মনে ধরল সবার। ঠিকই তো, যে লোক মরগানের লেফটেন্যান্ট ছিল, চাকরি ছেড়ে দেশে চলে যাওয়ার নাম করে আবার যে বোম্বেটেদের খাতায় নাম লিখিয়েছে, যোগ দিয়েছে ক্যাপটেন লীচের দলে, তাকে মরগানের কোনও রকম দয়ামায়া করার কথা নয়। ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে থমকে গেল সবাই। এটা তো ভাবেনি ওরা! দেখা যাচ্ছে, মস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে।

এমনি সময়ে ব্ল্যাক সোয়ানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এইদিকে ছুটে এল উওগান একদল লোক নিয়ে। ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বুঝে নিয়েছে

বইঘর.কম

এভাবে মরগানের হাতে ধরা পড়ার জন্য দায়ী আসলে দো বাখনি। ওদের নিজেদের যা হওয়ার হবে, এই বিশ্বাসঘাতক ফরাসীটাকে সবার আগে ঝোলাতে হবে ফাঁসীতে।

দীর্ঘ হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে উঠল উওগান, 'ওর যা খুশি বলুক, আজকের এই অবস্থার জন্যে আমাদের টপগ্যাল্যাণ্ট চার্লিকেই ধন্যবাদ জানাতে হবে। ও-ই আমাদের নিয়ে এসেছে এখানে। ওরই কথায় এরকম কাত হয়ে শুয়ে অসহায় অবস্থায় ধরা পড়েছি আমরা মরগানের হাতে।' হাত লম্বা করতেই ওর আঙুল চলে এল দো বাখনির নাকের কাছে। 'সব দোষ ওর!'

উওগানের এই বক্তৃতা অনেকের মনেই দো বাখনির প্রতি অন্ধ আক্রোশের সৃষ্টি করল। কিন্তু দো বাখনির দাবড়ি খেয়ে বোকা হয়ে গেল ওরা।

'তুমি কি নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতে আরেকজনের দিকে আঙুল তাক করে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ, গাধা কোথাকার?'

উওগানকে স্তম্ভিত করে দিল এই অভিযোগ। সবাই কান পাতল শুনবে বলে। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল দো বাখনি, 'আজ যদি আমরা অসহায় অবস্থায় ধরা পড়ে থাকি, এর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তোমার, উওগান, আর তোমার ওস্তাদ কসাই টম লীচের। তোমরা যদি সতর্ক হতে তাহলে আজ আমাদের কামান থাকত ওই পাহাড়ের মাথায়, মরগানের বাপেরও সাধ্য হত না এই লেগুনে ঢুকে কামান দাগে।'

ব্যাপারটা সবার বুঝে ওঠার জন্যে কিছুটা সময় দিল মশিয়ে দো বাখনি। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো, সেও যখন পাল্টা অভিযোগ করে তখন সবাইকে শুনতেই হয়।

'তুমি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে ছুটে এসেছ এখানে, ভাবতে অবাকই লাগছে। কিন্তু আর সবাই তো আর তোমার মত গাধা না। সবারই বিচার-বুদ্ধি বলে কিছু আছে। তুমি বা তোমার ওস্তাদ টম লীচ, দুজনের কেউই নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখোনি কোনদিনই, না জলে, না ডাঙায়। প্রমাণ তো এই মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। তুমি বলছ দোষ আমার। আমি এখানে লীচকে নিয়ে এসেছিলাম, তার কারণ এর চেয়ে ভাল জায়গা ছিল না আমার খোঁজে। কিন্তু আমি কি তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিতে-নিষেধ করেছিলাম? আমি কি তোমাদের বলেছিলাম ওগুলো ওখানে সাগর-তীরে ওভাবে ফেলে রাখতে?' হাত তুলে কামানগুলো দেখাল সে সবাইকে। 'তোমার কি ধারণা আমি সাবধান করিনি ওকে? আজ যদি আমাদের ষাটটা কামান তৈরি থাকত, মরগানের সাধ্য ছিল এই লেগুনে ঢোকে? কিন্তু আমার কথা শোনেনি ও।'

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল উওগান, 'ওর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না কেউ! মিথ্যে কথা! ও কোনও পরামর্শ দেয়নি লীচকে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা!'

'বেশ মেনে নিলাম, মিথ্যে কথা। কিন্তু দয়া করে বলবে, তুমি এই উপদেশটা ওকে দাওনি কেন? আমাদের সবার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলে তোমরা, বলো সবার সামনে, কতটুকু পালন করেছ তোমরা তোমাদের দায়িত্ব?' হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'তাহলে দোষটা আমার হচ্ছে কিভাবে? তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন

করোনি, সেজন্যে ছুটে এসেছ আমাকে দায়ী করতে, শুনি, কোন্ যুক্তিতে? উত্তর দাও, উওগান, সবাই শুনুক!'

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, বলো! বলো! জবাব দাও!'

'হায়, খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল উওগান। নিজের তোলা অভিযোগ ফিরে এসেছে নিজেরই উপর। 'তোমরা কি এই মিথ্যাবাদীর কথা শুনবে? টপগ্যাল্যান্ট চার্লির কথা জানা নেই তোমাদের? ওর মত ধূর্ত আর খল চরিত্রের লোকের কথায় ভুলবে তোমরা? চালবাজির সাহায্যে ও তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তা বুঝতে পারছ না? আমি বলছি, ও হচ্ছে...'

'বলো, প্রতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাওনি কেন? পাহাড়ের মাথায় কামান ফিট করনি কেন?' গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাল একজন।

'নিজের দোষের কৈফিয়ৎ দে আগে! প্রশ্নের জবাব দে, কুত্তির বাচ্চা!' দাবড়ি লাগাল আরেকজন।

কাঁপতে শুরু করেছে উওগান। মানসচোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে নিজের মার খেয়ে ভর্তা হয়ে যাওয়া মৃতদেহটা। এদিক ওদিক চেয়ে কারও কাছ থেকেই সাহায্যের আশ্বাস পেল না। তবে মশিয়ে দো বাখনি এগিয়ে এল দুই কদম, কিছু বলতে চায়। জনতার রোষ নিজের ওপর থেকে সরানো গেছে, এইবার এই ব্যাটাকে বাঁচিয়ে দেয়া হয়তো সম্ভব।

'এই গাধার কথা ছাড়ো!' বলল দো বাখনি সবার উদ্দেশে। টান দিয়ে ওকে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। 'এখন কার দোষ তা খুঁজে বের করলেই কি আমরা এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যাব? না। আমাদের ভাবতে হবে উদ্ধারের উপায় নিয়ে।'

উদ্ধারের কথায় মুহূর্তে সবার মনোযোগ চলে এল ওর দিকে। সব কজন দস্যুর চোখ এখন মশিয়ে দো বাখনির মুখের উপর। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল মোটা নেড হ্যালিওয়েল আর লাল চুলো এলিস–উৎকর্ণ। পাশ থেকে বিচক্ষণ বানড্রি বলল, 'ভেবে দেখেছি। কসম খোদার, কোনও পথ নেই!'

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল মশিয়ে দো বাখনি। 'বুকে সাহস রাখো, বানড্রি! হতাশ হওয়ার কোনও কারণ এখনও ঘটেনি।'

'সাহসের কমতি নেই আমার!' বলল বানড্রি। 'বিচার-বুদ্ধিরও কমতি আছে বলে মনে করি না আমি।'

'তারপরেও আরেকটা জিনিস থাকে, বানড্রি। সেটার নাম হলো উদ্ভাবনী ক্ষমতা।'

'তুমি যদি কিছু আবিষ্কার করতে পার যা আমাদের সাহায্যে আসবে, চার্লি,' বলল চাঁদমুখো হ্যালিওয়েল, 'তাহলে বাকি জীবন তোমার পিছনে হাঁটব।'

এই কথায় জোর সমর্থন জানাল সবাই একযোগে। তাকিয়ে আছে চিন্তারত দো বাখনির ভুরু কুঁচকানো মুখের দিকে। খানিক পরেই মৃদু হাসি দেখা দিল ওর মুখে। আশার আলো জ্বলে উঠল সবার চোখে।

'একটা কথা জেনে রাখো, আজই শেষ। আজকের পর আর কোনদিন টপগ্যাল্যান্ট চার্লি তোমাদের নেতৃত্ব দেবে না।' একটু চুপ করে থেকে বলল,

বইঘর.কম

'তবে এটাও জেনে রাখো, আমাদের রক্ষা পাওয়া সম্ভব; অন্তত তোমাদের যে বাঁচাতে পারব তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে গেল ওদের চোখ। দুর্বোধ্য আওয়াজ বের হলো অনেকের গলা দিয়ে। দো বাখনির এই আশ্বাস কিভাবে গ্রহণ করবে বুঝতে পারছে না। ঠিক এমনি সময়ে 'বুম্‌ম্‌!' আওয়াজে সবাই পিছন ফিরে চাইল। মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে ফ্ল্যাগশিপ থেকে। ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পামগাছে পড়ল গোলাটা।

দেখা গেল, জাহাজের ফোরটপসেইলটা উঠছে-নামছে। মনে মনে গুনছে দো বাখনি, গোনা শেষ হলে বলল, 'আমাদের নৌকা পাঠাতে বলছে।'

সবাই ফিরল ওর দিকে। সহজ ভঙ্গিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করল মশিয়ে দো বাখনি। বলল, 'হুকুম মানতে হবে, নইলে কামান থেকে ছররা মেরে আমাদেরকে বিছিয়ে দেবে বালির ওপর। তোমাদের কয়েকজন লং বোটটা পানিতে নামাও। তুমি এর তদারকি করো, হ্যালিওয়েল।'

'তুমি আমাকে পাঠাবে নাকি!' আত্মা চমকে গেল হ্যালিওয়েলের।

'না-না। বোট নামানোর কসরত করতে থাকো, প্রয়োজনে নামাও পানিতে। ওদের দেখাও, নির্দেশ মত কাজ করছি আমরা। তাতে গোলাগুলি বন্ধ রাখবে ওরা। ধীরে কাজ করাও, তাড়াহুড়ো কোরো না।'

ছয়-সাতজন লোক বাছাই করে নিয়ে থপ্‌-থপ্‌ পা ফেলে রওনা হয়ে গেল হ্যালিওয়েল। এই কয়জন যে গেল, এদেরকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিতে হলো। সবাইকে রক্ষা করার জন্যে কি অভিনব বুদ্ধি বের করেছে ফরাসী লোকটা, জানার জন্যে ওদের বুকের ভিতরটা আকুলি বিকুলি করছে।

এবার বানড্রির দিকে ফিরল মশিয়ে দো বাখনি। কিন্তু কথা বলল এমন স্বরে যেন উপস্থিত সবাই শুনতে পায়।

'আমি যতদূর জানি মরগান শুধু একটা জিনিস চায়। যেমন করে হোক। এটার জন্যেই এসেছে ও এখানে। এর জন্যে ইংলিশ ক্রাউনের নামে পাঁচশো পাউণ্ড পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। হ্যাঁ, পাঁচশো পাউণ্ড! আমি জানি, প্রয়োজনে এর চেয়ে অনেক বেশি খরচ করতে রাজি হবে সে ওই জিনিসটার জন্যে। আমরা দর কষাকষি করব। আমাদের সবার মুক্তির বিনিময়ে তুলে দেব ওর হাতে সেই জিনিসটা। কপাল ভাল, ওটা দিতে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। জিনিসটা হলো বিদ্রোহী টম লীচের মাথা।'

দম আটকে ফেলল বানড্রি অভিনব প্রস্তাব শুনে। বুঝতে পারছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু কথাটা শোনা মাত্র স্বস্তির শ্বাস ফেলল আর সবাই, দু-একজন হেসেও উঠল। কারণ মরগান জানে না মারা পড়েছে টম লীচ। এই তরফ থেকে জানানোও হবে না, ভাব দেখানো হবে, তাকে ধরতে গিয়ে খুন করতে হয়েছে।

কিন্তু এলিস একটা অসুবিধার কথা তুলল।

'তা ঠিক,' বলল সে। 'কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? কে যাবে মরগানের কাছে আমাদের প্রস্তাব নিয়ে? ফিরে আসতে পারবে সে? আমি ভাল

করে চিনি নেকড়েটাকে। যে যাবে তাকে ধরে প্রথমে পালের ডাণ্ডার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে, তারপর টম লীচের মাথাও চাইবে।'

'আসলে রাজিই হবে না,' বলল বানড্রি জোরের সঙ্গে। 'কেন রাজি হবে? ওর মুঠির মধ্যে রয়েছি আমরা; ওর করুণার ওপর নির্ভর করছে এখন আমাদের সবার বাঁচা-মরা। কোনও কথাই শুনবে না, ও চাইবে শর্তহীন আত্মসমর্পণ।' তাকাল দো বাখনির চোখের দিকে, 'তোমার তো এটা বোঝার কথা, দো বাখনি। এসব কী আবোলতাবোল বোঝাচ্ছ আমাদের?'

বানড্রির কথায় চমকে উঠল সবাই। মন দিয়ে শুনল মশিয়ে দো বাখনি ওর কথাগুলো। তারপর মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ। 'মানুষের মন ভেঙে দিতে তোমার কোন জুড়ি নেই, বানড্রি। কে বলেছে ওর মুঠির মধ্যে রয়েছি আমরা? আমরা জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলে ও কি করবে? আমাদের পিছনে সৈন্য পাঠালে ওরা মারা পড়বে বেশুমার, সে কথা জানে না মরগান? আর আমাদের খাবারের মজুদ কি পরিমাণ আছে, কতদিন পর আমরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হব তার ঠিক আছে?' চারপাশে চেয়ে দেখল আবার আলো ফিরে আসছে লোকের চোখে। 'আমার প্রস্তাব যে ও মানবেই তার কোন গ্যারান্টি নেই। সোজা নাকচ করে দিতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? ভেবে দেখো, টম লীচকে শেষ করা ওর জন্যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, লীচের কারণে সরকারের কাছে পদে পদে অপদস্থ হচ্ছে সে ইদানীং।'

জোর সমর্থন এল সবার কাছ থেকে। মেনে নিতে বাধ্য হলো বানড্রি। বলল, 'ঠিক আছে, মানলাম, চেষ্টা করায় দোষ নেই। কিন্তু একটু আগে এলিস যে প্রস্তাব তুলল: কে নিয়ে যাবে তোমার প্রস্তাব? কে গিয়ে দাঁড়াবে মরগানের সামনে? আমার তো মনে হচ্ছে উওগানেরই যাওয়া উচিত, কারণ আমাদের নিরাপত্তার দিকটা দেখা লীচের পর ওরই দায়িত্ব ছিল।'

'আমি? আমাকে?' ফোঁস করে উঠল উওগান। 'পচে মরো তুমি, শুয়োর কোথাকার! তোমারও দায়িত্ব ছিল সেটা।'

'আমি একজন শিপমাস্টার, নৌ-সেনা নই,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল বানড্রি।

'আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও! নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা ঠিক না। সমাধান আছে আমার কাছে।' পিছন ফিরে প্রিসিলাকে দেখল সে। 'ওই যে আমার স্ত্রী। কেউ বলতে পারবে না নারীর বিরুদ্ধে কোনদিন যুদ্ধ করেছে মরগান। আজ পর্যন্ত কখনও কোন নারীর বিরুদ্ধে একটি আঙুল তোলেনি সে। কোন মেয়েকে জলদস্যু বলতেও পারবে না সে। ওর তরফ থেকে আমার স্ত্রীর কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে নেই। আর নৌকাটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ওর ভাই আর আমার কাজের লোক পিয়েখ। আমাদের দূত হিসেবে মাদাম দো বাখনি মরগানকে গিয়ে বলবে, আমাদের জীবন, আমাদের মুক্তি এবং আমাদের এই জাহাজ দুটোয় উঠে যেখানে খুশি চলে যাওয়ার স্বাধীনতার বিনিময়ে আমরা জীবিত বা মৃত টম লীচকে তুলে দিতে পারি তার হাতে।'

'কি করে আশা করছ যে এই প্রস্তাবে ও রাজি হবে?' মশিয়ে দো বাখনির শান্ত মুখে স্থির হয়ে রয়েছে বানড্রির চোখের দৃষ্টি, প্রতারণার আভাস খুঁজছে।

বইঘর.কম

'কেন নয়?' হালকা সুরে বলল দো বাখনি। 'ও জানে লীচই তোমাদের চালিকা শক্তি। লীচ শেষ হয়ে গেলে তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে যাবে এদিক ওদিক। সবচেয়ে বড় কথা, ওর এখন যত শীঘ্রি সম্ভব সরকারকে জানাতে হবে যে ধ্বংস হয়ে গেছে টম লীচ, তা নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে ও নিজেই।'

এরপর কিছুক্ষণ গুজুর-গুজুর করল ওরা, বানড্রি আর এলিসের মধ্যে ছোটখাট বিতর্ক হলো, কেউ একজন মাদাম দো বাখনির নিরাপত্তা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলল–তবে সবার ধমক খেয়ে সে থেমে যেতে বাধ্য হলো। দো বাখনি নিজেই যখন প্রস্তাব দিয়েছে, তখন তার স্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব ওরই, এ নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আসল কথা, ওদের প্রস্তাবটা যাচ্ছে মরগ্যানের কাছে, কিন্তু ওদের কাউকে বিপদ ঘাড়ে নিতে হচ্ছে না।

আলোচনা শেষে কিছুটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দো বাখনিকে জানাল ওরা, রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা যখন রয়েছে, ওরা রাজি; প্ল্যান মাফিক কাজ করা যেতে পারে।

১৯
স্যার হেনরি মরগান

বেলাভূমির উপর দিয়ে হেঁটে নৌকার দিকে চলেছে প্রিসিলা। তার একপাশে মশিয়ে দো বাখনি আর অপরপাশে মেজর স্যাণ্ডস। এদের দুপাশ থেকে আঠার মত সেঁটে আছে বানড্রি আর এলিস। পিয়েখ হাঁটছে ওদের পিছনে। তার পিছনে আসছে জনা কয়েক জলদস্যু। প্রিসিলার মনে হচ্ছে চারপাশে যা ঘটছে সব অবাস্তব, স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছে বুঝি ও।

এই একটু আগে সিদ্ধান্ত হয়ে যেতেই প্রিসিলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মশিয়ে দো বাখনি। 'তুমি শুনেছ, প্রিসিলা, তোমাকে কি করতে হবে?'

মাথা ঝাঁকিয়েছে প্রিসিলা। 'শুনেছি।' বলে বোবা, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে ও ফ্রেঞ্চম্যানের মুখের দিকে। আরও কিছু যেন শুনতে চায়।

ওর কপালে এসে পড়া একগুচ্ছ চুল সরিয়ে দিয়েছে দো বাখনি। 'কোন ভয় নেই, লক্ষ্মী। স্যার হেনরি মরগান তোমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবেন।'

'আমি জানি। তা নইলে তুমি আমাকে ওখানে পাঠাতে না।' সোজা সাপটা জবাব দিয়েছে প্রিসিলা। তারপর ওর আসল ভয়টা বেরিয়ে এসেছে। 'আর তুমি?'

'আমি?' হাসল দো বাখনি। 'আমার কথা চিন্তা কোরো না। ভাগ্যদেবির হাতে ভালই থাকব আমি। সব নির্ভর করবে এখন তোমার ওপর।'

'আমার ওপর?'

'হ্যাঁ, আমাদের প্রস্তাবটা বয়ে নিয়ে গিয়ে ঠিকমত ওর কাছে পৌঁছে দিতে পারার ওপর।'

'তাই যদি হয়, তাহলে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পার তুমি আমার ওপর।'

'চলো তাহলে। হাতে সময় নেই। বোট তৈরি হয়ে গেছে। যেতে যেতে আমি

বলে দিচ্ছি ঠিক কি বলবে তুমি মরগানকে।'

একসাথে রওনা হয়েছে সবাই। মেজর হাঁটছে চুপচাপ। মনের খুশি যাতে প্রকাশ পেয়ে না যায় সেজন্যে মুখটা গোমড়া করে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছে। হঠাৎ করে এই দোজখের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তির পথ পেয়ে গিয়ে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে তার। এই তো, আর একটু গেলেই ইংল্যাণ্ডের জাহাজে উঠে পড়বে সে, তারপর আর তাকে পায় কে!

সবাইকে শুনিয়ে, প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করে বুঝিয়ে বলছে মশিয়ে দো বাখনি। মন দিয়ে শুনছে প্রিসিলা, কিন্তু মেজর তার নিজের চিন্তায় বিভোর। দুবার সতর্ক করেও তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি দো বাখনি।

ওদের কাজ হচ্ছে মরগানকে সোজাসুজি বলা, টম লীচকে সে পেতে পারে, তবে বিনিময়ে দ্বীপের সবাইকে তাদের নিজেদের জাহাজে করে যখন খুশি যেখানে খুশি চলে যাওয়ার অধিকার দিতে হবে। আরও কিছু যদি সে দাবি করে তাহলে এটুকু বলা যাবে: এরা ভবিষ্যতে দস্যুতা ছেড়ে দেবে, এমন কি তার নিদর্শন হিসেবে জাহাজ থেকে মরগানের চোখের সামনে কামানগুলো পানিতে ফেলে দিতেও রাজি আছে। ব্যস, এর বেশি আর কিছু না।

কিন্তু যদি এই শর্ত মানতে মরগান রাজি না হয়, তাহলে ওকে জানাতে হবে, অঢেল খাবার আর গোলাবারুদ আছে ওদের কাছে; তাই নিয়ে ওরা সরে যাবে জঙ্গলে। ওখানে দো বাখনির পরিচালনায় অনির্দিষ্টকাল টিকে থাকতে পারবে ওরা। মরগান যদি সৈন্য পাঠিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করতে চায়, তাহলে নির্বিচারে হত্যা করা হবে তাদের। লীচকে তো পাবেই না, ওদের কারও টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না আগামী কয়েক মাস।

গোটা প্রস্তাব আগাগোড়া মুখস্থ বলে মহড়া দিতে হলো প্রিসিলাকে, যাতে এর সঙ্গে একটি শব্দও যোগ না হয়, কিংবা বাদ না পড়ে। এলিস আর বানড্রি গম্ভীর মুখে মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

ভেজা বালিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ছয়জন লোক হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে স্থির রেখেছে নৌকাটা। হ্যালিওয়েল বলল মাদামকে সে তুলে দেবে, মেজর আর পিয়েখ নিজেরাই হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে উঠবে নৌকায়।

কাঁপছে প্রিসিলা, রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে মুখ। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল মশিয়ে দো বাখনির মুখোমুখি। দুই হাতে চেপে ধরল ওর দু'বাহু।

'চার্লস!' শুধু এইটুকুই বলতে পারল মেয়েটা। আবার বলল, 'চার্লস!' কণ্ঠে তীব্র বেদনা, দৃষ্টিতে গভীর আশঙ্কা।

মাথা নিচু করে চাইল দো বাখনি। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ল মমতা, রোদে পোড়া মুখে ঝিক্ করে উঠল মিষ্টি হাসি।

'কোনও ভয় নেই, প্রিসিলা। আমি আবার বলছি, কোনও ভয় নেই। কিচ্ছু না। মেয়েদের সঙ্গে মরগানের কোনও ঝগড়া নেই।'

প্রিসিলার চোখে মুহূর্তের জন্যে রাগের আভাস ফুটে উঠল। 'তুমি কি কোনদিন বুঝবে না, আমার নিজের জন্যে ভয় পাচ্ছি না আমি? আমাকে এতই নীচ ভাবতে পার?'

বইঘর.কম

হাসি মুছে গেল দো বাখনির মুখ থেকে। সেই জায়গায় দেখা দিল বেদনা। ছল ছল করছে চোখ দুটো। আর একটি কথাও বলতে পারল না। বানড্রির দিকে ফিরল সে। 'একটা মিনিট আমাদের একা কথা বলতে দেবে? বলা যায় না, হয়তো জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে না ওর সঙ্গে।'

মাথা নাড়ল বানড্রি। 'দুঃখিত, চার্লি। আমরা এখন জানি ঠিক কি মেসেজ নিয়ে যাচ্ছে মাদাম বাখনি, কিন্তু তোমাদের আলাদা কথা বলতে দিলে আমরা জানব না আরও কি যোগ-বিয়োগ হচ্ছে আমাদের শর্তের সঙ্গে।'

ওকে সমর্থন দিল এলিস।

'কাজেই...' কাঁধ ঝাঁকাল মশিয়ে দো বাখনি। আবার হাসি ফুটল ওর মুখে। বলল, 'কাজেই, বিদায়, প্রিসিলা, আর কিছু বলার নেই আমার।' নিচু হয়ে ওর গালে চুমু খেতে গেল সে, চট্ করে মুখ সরিয়ে ঠোঁটে নিল প্রিসিলা চুমুটা।

'চার্লস!' নিচু, ধরা গলায় আবার ডাকল ও। দুঃখে পুড়ছে ওর কলজেটা।

হঠাৎ কাঠিন্য হারিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনির মুখ। পিছিয়ে গেল এক পা, হাত নাড়ল হ্যালিওয়েলের উদ্দেশে। মোটকু শিপমাস্টার পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ওকে, হাঁটু পানি ভেঙে তুলে দিল নৌকার পাটাতনে। মেজর আর পিয়েখও গিয়ে উঠল এবার। দুটো দাঁড় তুলে নিল ওরা হাতে। জলদস্যু ছয়জন 'হেঁইও' বলে এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দিল নৌকাটা বেশি পানিতে। রওনা হয়ে গেল লং বোট, ছোট্ট একটা সাদা পতাকা পত্‌পত্ করে উড়ছে গলুইয়ে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল দো বাখনি নৌকাটাকে। ভেবেছিল ফিরে তাকাবে বুঝি প্রিসিলা, শেষবারের মত দেখতে পাবে ওকে – কিন্তু না, তাকাল না ও। পিছন ফিরল দো বাখনি, বানড্রি আর এলিসের সঙ্গে তীর বেয়ে উঠে গেল উপরে।

লং বোটে চুপচাপ বসে অঝোরে কাঁদছে প্রিসিলা। আর সহ্য করতে না পেরে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে পিয়েখ বলল, 'মাদামোয়াজেল, দয়া করে কাঁদবেন না। কান্নার কিছুই নেই। কোনও ক্ষতি হবে না মশিয়ে দো বাখনির। বিশ্বাস করুন, ভালোয় ভালোয় শেষ হবে সব।'

'তা যদি না-ও হয়,' বলল মেজর, 'তেমন তো কোনও ক্ষতি দেখছি না।'

দো বাখনির জন্যে প্রিসিলাকে কাঁদতে দেখে তেতো হয়ে গেছে মেজরের মন, পানির ধারে ছোট্ট নাটকটাও ওর চোখ এড়ায়নি। তিক্ততার সঙ্গে সে অনুভব করতে পারছে, ওই বোম্বেটে কসাইটার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে প্রিসিলা। সে অবশ্য জানে, এই ভ্রম কেটে যেতে খুব বেশি দেরি হবে না। ইংল্যাণ্ডে ভদ্র পরিবেশে সম্ভ্রান্ত লোকজনের সমাজে কদিন ওঠা-বসা করলেই কি ওকে মানায় আর কোনটা মানায় না, বুঝে নেবে ও অল্পদিনেই। কাজেই আশা ছাড়েনি সে, স্থির করেছে, এখন থেকেই ওকে ট্রেনিং দিয়ে ওর দৃষ্টিভঙ্গি শুধরে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে কঠোর কথা বলতেও সে ছাড়বে না। শেষ চুমুটা একেবারে আগুন জ্বেলে দিয়েছে ওর বুকে।

মেজরের মন্তব্যে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও কান্না থামল ওর। কান্না ভেজা

চোখে এখন আগুন ঝরছে। সোজা মেজরের চোখের দিকে চেয়ে কৈফিয়ৎ চাইল। 'এসব কী যা-তা কথা বলছেন?' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করল মেজর। 'একজন মানুষ, যে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিল, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কি এই নমুনা দেখাচ্ছেন আপনি, মেজর?'

'ও আমাদের উদ্ধার করল কখন? বরং আমরাই এখন ওর আর ওর খুনে বন্ধুদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করে দেখব।'

'ও, এই বুঝেছেন বুঝি আপনি! তাহলে বলতেই হয়, যতখানি ধারণা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বড় গর্দভ আপনি!'

'প্রিসিলা!' বৈঠা বাওয়া বন্ধ করে হাঁ করে চেয়ে রইল মেজর প্রিসিলার দিকে। এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ তো দূরের কথা, মেয়েটা ভাবতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। এই কথা বলে ফেলা মানে তো সব শেষ হয়ে যাওয়া। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ওর মনে হলো প্রিসিলার এখন মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলছে নিজেও জানে না। জোর করে মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ফুটাল সে, বলল, 'এভাবে বলতে নেই, প্রিসিলা। তাতে সম্পর্কের অবনতি হয়, সমাজে চলা যায় না। এখন তো তুমি আর ছোটলোকদের সঙ্গে থাকবে না, ভদ্র সমাজে ফিরে ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাস করতে হবে তোমাকে।'

কোনও জবাব দিল না প্রিসিলা, তাই ওর মনের মধ্যে কি চলছে টের পেল না মেজর স্যাণ্ডস। আবার বৈঠা চালাতে শুরু করেছে সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লং বোট ভিড়ল এসে ফ্ল্যাগশিপের গায়ে।

মেজরের বাড়ানো হাত উপেক্ষা করে পিয়েখের সাহায্য নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল প্রিসিলা সবার আগে। তারপর উঠল মেজর স্যাণ্ডস, সব শেষে পিয়েখ।

www.boighar.com

ওপরে উঠে প্রিসিলা দেখল অভ্যর্থনার জন্যে জমকাল বেমানান পোশাক পরা মোটাসোটা এক প্রৌঢ় লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর হলুদ মুখে একজোড়া ঝোলানো গোঁফ ছাড়া দেখার কিছুই নেই। জাহাজের মাঝ-ডেক পর্যন্ত পৌঁছে এক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তাঁর পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল সশস্ত্র নৌ-সেনা।

'খোদা, রক্ষে করো! ব্যাপারটা কি?' চেঁচিয়ে উঠলেন মোটা ভাদ্রলোক। 'কে তুমি, ম্যাডাম?'

'আমি প্রিসিলা হ্যারাডিন, স্যার জন হ্যারাডিনের মেয়ে। উনি লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ডসের ক্যাপটেন জেনারেল ছিলেন।' একটু থেমে বলল, 'আপনিই কি স্যার হেনরি মরগান?'

পরচুলার উপর থেকে পাখির পালক গোঁজা হ্যাটটা নামিয়ে এক পা ভাঁজ করে মহা আড়ম্বরে সৌজন্য প্রদর্শন করলেন মোটা মানুষটা।

'তোমার খেদমতের জন্যে প্রস্তুত, ম্যাডাম। কিন্তু টম লীচের জঘন্য লোকগুলোর সঙ্গে মিস প্রিসিলা হ্যারাডিন কি করছে? একজন ক্যাপটেন জেনারেলের মেয়ের জন্যে ব্যাপারটা একেবারেই বেঠিক, বেমানান হয়ে গেল না?'

বইঘর.কম

‘আমাকে দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছে, স্যার হেনরি।’

‘খুনে ডাকাতদের তরফ থেকে? রক্ষে করো, খোদা! ওদের মধ্যে তুমি গেলে কি করে, ম্যাডাম?’

এমনি সময়ে উঠে এল মেজর, একটু থেমে নেমে এল মাঝ ডেকে। ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল, ‘আমি মেজর স্যাণ্ডস। মেজর বার্থোলোমিউ স্যাণ্ডস, অ্যান্টিগুয়ায় পরলোকগত স্যার জন হ্যারাডিনের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড।’

মরগানের গাঢ় চোখের দৃষ্টি মেজরকে দ্বিধায় ফেলে দিল। কেমন যেন একটা বিদ্বেষ মাখা টিটকারীর ভাব রয়েছে লোকটার মধ্যে। বোঝা গেল, মেজরের নাম বা পদবী কোনই গুরুত্ব পায়নি তাঁর কাছে।

‘তাই যদি হয়, আপনার দায়িত্ব ফেলে কি করছেন আপনি এখানে? আপনারা কি অ্যান্টিগুয়াতে বন্দী হয়েছিলেন? কই, এমন কোনও খবর তো আসেনি আমার কানে?’

‘আমরা সেণ্টর নামের এক জাহাজে করে ইংল্যাণ্ডে ফিরছিলাম,’ পাশ ফিরে আঙুল তুলে দেখাল মেজর, ‘ওই যে ওটা ওখানে। আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিল দো বাখনি নামে এক ফ্রেঞ্চ ডাকাত। শুনেছি, এক সময় বদমাশটা আপনার লেফটেন্যান্ট ছিল।’

‘আচ্ছা!’ আগ্রহ ফুটে উঠল মরগানের হলুদ মুখে, কিন্তু বিতৃষ্ণার ছাপ তাতে বাড়ল বই কমল না। ‘ফ্রেঞ্চ ডাকাত, বদমাশ দো বাখনি, অ্যাঁ? বেশ, বেশ। বলে যান।’

মেজরকে থামিয়ে আসল কথায় আসার চেষ্টা করে দেখল প্রিসিলা, কিন্তু তাকে আটকানো গেল না। টম লীচের সেণ্টর আক্রমণ, দো বাখনির ওদের দলে যোগদান, প্রিসিলা ও তাকে স্ত্রী ও স্ত্রীর ভাই হিসেবে পরিচয় দেয়া–সব বলে গেল গড় গড় করে। প্রতিবার দো বাখনির নামটা উচ্চারণের আগে-পরে বিশ্রী কিছু বিশেষণ যোগ করতে ভুলল না। শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে কর্কশ ভঙ্গিতে মেজরকে থামিয়ে দিলেন স্যার হেনরি।

‘ব্যাপার কি? আপনার কথা যদি সত্যি হয়, দেখা যাচ্ছে দো বাখনি লোকটা শুধু আপনাদের প্রাণই বাঁচায়নি, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি করেছে।’

‘যদি আমার কথা সত্যি হয়?’ আত্মসম্মানে ঘা লেগে গেল তর্কবাগীশ মেজরের। ‘আপনি বলছেন, *যদি* আমার কথা সত্যি হয়! তার মানে কি, মিথ্যেও হতে পারত?’

‘ফালতু তর্ক না করে বলুন তারপর কি হলো। আপনি যদি মিথ্যুক না হন, স্যার, আমি বলব, আপনি গত কয়েক বছরে আমার দেখা সবচেয়ে নীচ মনের জঘন্য ইতর।’

সাদা হয়ে গেল মেজর, তারপর লাল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘স্যার হেনরি, আমি রাজার কমিশনপ্রাপ্ত একজন–’

‘তাতে কি? আমিও তো তাই। আরও হাজারটা পাজি-বদমাশ পাওয়া যাবে, তারাও হয়তো তাই। তাতে কি প্রমাণ হয়?’ থলথলে মোটা হাত নেড়ে মেজরকে বাতিল করে দিলেন তিনি। ‘অযথা সময় নষ্ট করছে ব্যাটা। আমি জানতে চাই,

আমার জাহাজে কিভাবে এলে তোমরা, এবং কেন?' প্রিসিলার দিকে ফিরে কর্কশ গলাটা সাধ্যমত নরম করে বললেন, 'তুমি বলো তো শুনি, ম্যাডাম।'

'আমরা মশিয়ে দো বাখনির তরফ থেকে আপনার জন্যে একটা বার্তা বয়ে এনেছি, স্যার হেনরি।'

'আচ্ছা!' স্যার হেনরির সম্পূর্ণ মনোযোগ এসে গেল প্রিসিলার মুখের উপর। খেয়ালই করলেন না, ক্রুদ্ধ মেজর পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

'আপনার সঙ্গে চুক্তির কয়েকটা শর্ত, স্যার হেনরি।'

'শর্ত? অ্যাঁ?' ফুঁ দিয়ে বাতাস ছাড়লেন মরগান। 'শর্ত!' অফিসারদের দিকে ফিরে বললেন, 'বুঝলে? শর্ত!' তারপর মোটা কর্কশ গলায় হা-হা করে হাসলেন খানিকক্ষণ। 'আস্পর্দা দেখো! আমার পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই শর্ত দেয়! রক্ষে করো, খোদা! বেশ, বেশ। শোনা যাক এবার শর্তগুলো।'

জলদস্যুরা জঙ্গলে ঢুকে ওখান থেকে বাধা দেবে, গোলাগুলি ও খাবারের অভাব নেই, ইত্যাদি সবই বলছিল প্রিসিলা, মাঝখান থেকে কর্কশ ভাবে বাধা দিলেন স্যার হেনরি। 'হয়েছে, থাক, ওসব বাদ দাও। শর্তগুলো শুনি।'

বলল প্রিসিলা। মশিয়ে দো বাখনি জীবিত বা মৃত টম লীচকে তাঁর হাতে তুলে দেবে, জাহাজ থেকে সমস্ত কামান ফেলে দেবে পানিতে যদি স্যার হেনরি কথা দেন জলদস্যুদের একটা জাহাজে করে যখন খুশি, যেদিকে খুশি চলে যাওয়ার স্বাধীনতা দেবেন। এমন সুরে শর্তগুলো উচ্চারণ করল প্রিসিলা, যেন মেনে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করছে দো বাখনির হয়ে।

স্যার হেনরির কৌতুক ভরা তীক্ষ্ণ চোখে সবই ধরা পড়ল, একবার পিছন ফিরে মেজরের বিরস মুখের দিকে চাইলেন তিনি, তারপর বিশাল মোটা গোঁফের আড়ালে হাসি চাপলেন।

'হুম্!' বললেন তিনি। 'এবার শোনা যাক শর্ত না মানলে আমার কি দশা করে ছাড়বে তোমার দো বাখনি।'

গড় গড় করে বলে গেল প্রিসিলা। ঠোঁটের কোণে একটুকরো বাঁকা হাসি নিয়ে মন দিয়ে শুনছেন এবার স্যার হেনরি। এই মোটা লোকটাকে প্রিসিলার মনে হলো দয়াহীন, মায়াহীন, অসম্ভব নিষ্ঠুর এক পাষাণ। তবু, কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর বাঁকা মন্তব্য শুনে মন খারাপ হয়ে গেলেও, মশিয়ে দো বাখনির হয়ে সাধ্যমত বোঝাবার চেষ্টা করল সে স্যার হেনরিকে তাঁর এখন কি করা উচিত।

'আচ্ছা!' সব শুনে বললেন স্যার হেনরি, 'তোমরা তো এখন সবরকম বিপদের ঊর্ধ্বে, তাই না? তোমাদের দুজনকেই অভিনন্দন। বুঝতে পারছি, ম্যাডাম, ওই বদমাশ দো বাখনির জন্যে তুমি এমন কাতর হয়ে তদ্বির করছ তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার কারণে বলতেই হবে ব্যাটার কপাল ভাল!'

'তাহলে আপনি মেনে নিচ্ছেন ওর শর্ত?' আগ্রহের আতিশয্যে এক পা এগিয়ে গেল প্রিসিলা স্যার হেনরির দিকে

এবার আর গোঁফের আড়ালে হাসি চাপার চেষ্টা করলেন না তিনি, নরম চোখে চাইলেন প্রিসিলার দিকে। হয়তো যৌবনের কোন কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর চট করে ফিরলেন মেজরের দিকে। 'কিন্তু আপনি বোধহয় ততটা কৃতজ্ঞ

বইঘর.কম

বোধ করতে পারছেন না, মেজর?'

'আমার সব কথা সবাই ভুল বোঝে,' বলল মেজর গম্ভীর কণ্ঠে, 'তবু আমি ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছি যে ওই লোকটার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবার কোন কারণ আমি দেখছি না। যেটা ঠিক, তা ঠিকই; যেটা ভুল, সেটা ভুল। আমার পরিষ্কার ধারণা রয়েছে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। আর কিছু না, দো বাখনি লোকটা আমাদেরকে তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ওদের গলাকাটা দস্যুদলে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস আছে এমন একজনকেও পাওয়া যায়নি, তাই...'

বিশাল দেহ কাঁপিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলেন স্যার হেনরি। 'হ্যাঁ, এই কথাটা আমি বিশ্বাস করি। আমার পালের ডাণ্ডার প্রতি ওদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রয়েছে। আপনার কথাই হয়তো ঠিক, মেজর। হয়তো আপনিই ঠিক।' হঠাৎ ঘুরল সে নৌ-সেনাদের তরুণ অফিসারের দিকে।

'বারোজন লোক নাও, শার্পল্স্। সাদা পতাকা নিয়ে তীরে যাও। ওই কুত্তার বাচ্চাদের গিয়ে বলো, শর্ত নিয়ে কথা বলার আগে আমি চাই পূর্ণ আত্মসমর্পণ—শুধু টম লীচেরই নয়, শয়তানের দোসর ওই বদমাশ বাখনিরও। ওই দুই বোম্বেটেকে এই জাহাজে পাওয়ার পর আমি ভেবে দেখব অন্যদের ব্যাপারে কি করা যায়। কিন্তু তার আগে নয়। ওদের আরও বোলো, আমার সবকটা কামান তাক করা রয়েছে সৈকতের দিকে। কাউকে জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে দেখলেই সব কটাকে ছররা মেরে শুইয়ে দেব। পরিষ্কার? যাও, ভাগো।'

খটাশ করে বুটের গোড়ালী ঠুকে স্যালিউট করল লেফটেন্যান্ট। ওর তরুণ কণ্ঠের তীক্ষ্ণ নির্দেশ পেয়ে, এনট্রান্স ল্যাডারের দিকে রওনা হয়ে গেল একদল নৌ-সেনা।

হাসি ফুটেছে মেজরের মুখে। মাফ করে দিয়েছে সে ব্লাডি মরগানকে। লোকটা কর্কশ স্বভাবের দস্যু হতে পারে, কিন্তু জানে কোন্ অবস্থা কিভাবে সামাল দিতে হয়।

সাদা হয়ে গেছে প্রিসিলার ঠোঁট, এক পা এগিয়ে এসে কাঁপা হাতে ধরল স্যার হেনরির মোটা বাহু।

'স্যার ... স্যার ...' ওর দুচোখে অনুনয়।

হাত নেড়ে অফিসারদের বিদায় দিয়ে ওর দিকে ফিরলেন স্যার হেনরি। 'তোমার সেবার জন্যে প্রস্তুত, ম্যাডাম।'

'স্যার, মেজর যা বললেন তা মোটেও সত্য নয়। আমি জানি, আমাদের এই কাজটা দিয়ে এখানে পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য বিপদ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়া। ওঁর কাছে আমি যে কী পরিমাণ ঋণী... এত ভদ্র, এত মহৎ...'

হো-হো করে হেসে উঠলেন স্যার হেনরি, তারপর গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকালেন—নাকের গোড়ায় কপালের কাছে দুটো ভাঁজ ভয়ঙ্কর অশুভ করে তুলেছে চেহারাটা।

'অ্যাঁ? হ্যাঁ। তা ঠিক। মহিলাদের প্রতি সৌজন্যে এই ফরাসী বদমাশগুলো খুবই পটু, আর দো বাখনির তো কোন তুলনাই হয় না।' কথাটা বলতে বলতে

মেজরের দিকে ফিরে চোখ টিপলেন স্যার হেনরি।

গা ঘিনঘিন করে উঠল মেজরের। এরকম একটা অমার্জিত, অসভ্য লোক কি করে নাইটহুড বা গভর্নরশিপ পায়, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না সে।

'আপনি ভুল বুঝেছেন, স্যার,' বলল প্রিসিলা। 'ওঁর মত সত্যিকার একজন ভদ্রলোক–'

'না, না, ম্যাডাম,' বাধা দিলেন স্যার হেনরি। 'ঠিকই বুঝেছি আমি। ওই ব্যাটা বদমাশ দো বাখনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানে বটে। ওর বয়সে আমি যা ছিলাম, তার চেয়ে ও অনেক-অনেক গুণ ওস্তাদ। ঠিকই বুঝতে পারছি আমি, নইলে আমার চামড়া ছিলে নিয়ো। বুড়ো হয়ে গেছি, মোটা হয়ে গেছি ঠিক, তবে এত চর্বির নিচে এখনও আমি একটা তরুণ হৃদয় বয়ে বেড়াচ্ছি, ম্যাডাম। বিশ্বাস করো।'

বীতশ্রদ্ধ বোধ করল প্রিসিলা লোকটার প্রতি। কিন্তু সেই ভাবটা চেপে রেখে বলল, 'আপনি আমার কথা শুনছেন না, স্যার হেনরি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার কথাগুলো একটু শুনুন।'

'এটুকু জেনে রাখো, ম্যাডাম, কোনও সুন্দরীর অনুরোধ হ্যারি মরগান আজ পর্যন্ত অবজ্ঞা করেনি।' মনে হলো স্মৃতিচারণ করছে লোকটা, আর হাসছে মনে মনে। 'বলো, ম্যাডাম, কি বলবে?'

'মশিয়ে দো বাখনি সম্পর্কে বলছিলাম, স্যার। আমার জীবন, আমার সম্মান বাঁচিয়েছেন উনি। উনি...'

'আ মরো জ্বালা! তাই তো বুঝেছিলাম আমি!' চোখ দুটো চকচক করছে তাঁর, মজা পাচ্ছেন মেয়েটাকে জ্বালাতন করে।

বাধা উপেক্ষা করে বলে চলল প্রিসিলা, 'আমার বাবা সৎ একজন রাজ কর্মচারী ছিলেন। সেই সৎ লোকের মেয়ের জন্য তিনি যা করেছেন, সেটা কি তাঁর বিচারের সময় বিবেচনায় রাখবেন দয়া করে?'

নকল গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথাটা নানান ভাবে কাত করে দেখলেন তিনি প্রিসিলাকে। তারপর মনে হলো বিশাল ধড়টা আবার কেঁপে উঠতে চাইছে হাসির দমকে। বললেন, 'এটা তোমার হৃদয়ের দাবি, বুঝতে পারছি। আহা রে! বয়স কালে কত মেয়েরই না জীবন ও সম্মান রক্ষা করেছি, কই কেউ তো কোনদিন আমার হয়ে ওকালতি করতে আসেনি। তোমার মত একজনকেও পাইনি আমি আসলে, ম্যাডাম। ঠিক আছে, ওকে ফাঁসী দিতে হলে আস্তে করে নরম দড়িতে ঝোলাব!'

কথাটা বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন স্যার হেনরি মরগান। হাতির পা ফেলে এগিয়ে গেলেন সামনে, চিৎকার করে ডাকছেন বোসান আর গানারদের, ডাইনে-বাঁয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন লোকেদের।

বইঘর.কম

২০
আত্মসমর্পণ

বিষণ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল প্রিসিলা পিয়েখকে নিয়ে তীরের দিকে রওনা হলো লেফটেন্যান্ট শার্পল্‌স্ ও তার লোকজন।

একজন অফিসার এসে জানতে চাইল মিস্ প্রিসিলা ও মেজর স্যাণ্ডস কি গ্রেট কেবিনে স্যার হেনরির অতিথি হবেন?

মেজর স্যাণ্ডস রাজি হয়ে গেল। বেশ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে এখন মেজাজ। বুঝে দেখেছে, অসন্তোষ পুষে রেখে লাভ নেই।

তাছাড়া, তার ধারণা, প্রিসিলার সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্কটা কিছুটা হলেও জোড়া লেগেছে, যেহেতু দুজনেই দস্যু নাইট স্যার হেনরি মরগানের অমার্জিত ব্যবহারের শিকার। তাছাড়া ভেবে-চিন্তে দেখে মেয়েটাকে ক্ষমা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেজর। একে মেয়ে, তার ওপর অল্পবয়স, অনভিজ্ঞ; হঠাৎ করে এমন ঘটনাচক্রের আবর্তে পড়ে মাথাটা যদি ঠিক রাখতে না পারে, তাহলে ওকে দোষ দেয়া যায় না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

'কেবিনে গেলে ভাল লাগবে তোমার, প্রিসিলা,' বলল সে।

'আপনাকে ধন্যবাদ,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল প্রিসিলা। 'এখানেই ভাল আছি।'

'যা ভাল মনে করেন, ম্যাডাম,' বলে চলে গেল অফিসার।

বুলওয়ার্কে দুহাত রেখে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছে প্রিসিলা, দ্রুতবেগে তীরের দিকে চলেছে লং বোট। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী মশিয়ে দো বাখনি। ধারে কাছেই রয়েছে বানড্রি, হ্যালিওয়েল আর এলিস। ওদের পিছনে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে জলদস্যুর দল।

মেজর স্যাণ্ডস এসে দাঁড়াল পাশে। বলল, 'এমনি হঠাৎ করে বিপদ কেটে যাবে কল্পনাও করা যায়নি! কৃতজ্ঞতা আসছে আমার মনের ভিতর থেকে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল প্রিসিলা। 'এজন্যে আমরা চার্লস দো বাখনির কাছে ঋণী।'

কথাটা মেনে নিতে না পারলেও প্রতিবাদ করে আরও অপ্রিয় না হওয়াই উচিত বলে মনে করল সে। বুঝল, অন্ধ, একগুঁয়ে হয়ে গেছে মেয়েটা, এখন উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে ওর সবকিছু। দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে। একমাস আগে ফোর্ট রয়াল বে-তে সেন্টরের অ্যাকোমডেশন ল্যাডার বেয়ে ওদের জীবনে অশুভ প্রভাব ফেলবার জন্যে এসে হাজির হয়েছিল যে সাক্ষাৎ শয়তান, দো বাখনি–তার খেলা শেষ। সমস্ত দুষ্কৃতির উপযুক্ত ফল পাবে সে এবার। ওরা চলে যাবে ইংল্যাণ্ডে। সেখানে পৌঁছলে পিছনে ফেলে আসা দুঃস্বপ্ন ভুলতে সময় লাগবে না। ও নিজেও মনে রাখবে না কিছু, তারুণ্যের সাময়িক মোহ ক্ষমা করে দেবে মন থেকে।

পৌঁছে গেল নৌকা, ঘ্যাশ্ করে থেমে গেল বালিতে ঘষা খেয়ে। সবাই বন্দুক হাতে প্রস্তুত থাকল, একা লেফটেন্যান্ট নেমে গেল পারে।

দস্যুরা এগিয়ে এল মরগানের বার্তা শোনার জন্যে। এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পেল প্রিসিলা, স্যার হেনরির বক্তব্য শুনে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হলো দস্যুদলে। কিন্তু নিরাসক্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মশিয়ে দো বাখনি, দেখছে তার ভাগ্য কিভাবে নির্ধারণ হয়। শুধু একবার কিছুটা উত্তেজনা দেখা গেল তার মধ্যে, কয়েকটা কথা বলে ফেলল সে যখন দো বাখনির আত্মসমর্পণের দাবি পেশ করল লেফটেন্যান্ট।

'যাও, মরগানকে গিয়ে বলো, এটাই যদি তার শেষ কথা হয়, তাহলে আমরা জঙ্গলে...'

হ্যালিওয়েলের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে থেমে যেতে হলো তাকে। এগিয়ে এল মোটা শিপমাস্টার। 'রাখো! কোনও লাভ হবে না তাতে। ওসব করতে গেলে সেন্টরকে ডুবিয়ে দেবে মরগান, ঝাঁঝরা করে দেবে ব্ল্যাক সোয়ানের খোল। না খেয়ে মরা পর্যন্ত আটকে থাকব আমরা এই দ্বীপে।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠল বানড্রি। 'এত সহজে কাবু করা যাবে না আমাদের। প্রয়োজনে জাহাজ বানিয়ে নেব আমরা আরেকটা।'

'আমি এটুকু বলতে পারি,' এবার কথা বলল লেফটেন্যান্ট, 'স্যার হেনরির সঙ্কল্প সহজে নড়ে না। তোমরা যদি তাঁর নির্দেশ অমান্য করো, জাহাজ দুটো তো যাবেই, একটা জাহাজ এখানে টহল দেয়ার জন্যে রেখে ফিরে যাবেন তিনি। এই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া তোমাদের আর কোনও আশা নেই। লীচ আর দো বাখনিকে আমাদের হাতে তুলে দাও, হয়তো স্যার হেনরির করুণা লাভ করতেও পার। ওই দুজনকে তাঁর চাই, বাধা দিলে সবাই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

তর্কের ঝড় উঠল। উওগান সমর্থন করল স্যার হেনরির দূতকে।

'আর কি করতে পারি আমরা এছাড়া? চার্লিকে ওদের হাতে তুলে দেয়া নীতিতে বাধছে আমাদের, কিন্তু ওকে বাঁচাতে গিয়ে যদি আমরা সবাই মরে যাই, কার কি লাভ তাতে?'

'দুঃখজনক হলেও কথাটা সত্যি,' বলল হ্যালিওয়েল।

কিন্তু বেঁকে বসল বানড্রি। স্প্যানিশ সোনার স্বপ্ন সে ভুলতে পারছে না। দো বাখনিকে রেখে দিতে পারলে এখনও হয়তো দখল করা যেতে পারে প্লেট ফ্লীট। উওগান আর হ্যালিওয়েলকে ভীতু, কাপুরুষ বলে গাল দিল সে, লেফটেন্যান্টকে বলল, কেবল লীচকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে মরগানকে। কিন্তু লেফটেন্যান্ট অনড়। তাগাদা দিল দ্রুত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার জন্যে, দর কষাকষির কোন সুযোগ নেই, জানাতে হবে হ্যাঁ অথবা না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সে ঘোষণা দিল, আর অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, জবাব না পেলে সে ফিরে যাবে এবার।

এতক্ষণে ভেঙে পড়ল ওদের মনোবল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বানড্রি বলল, 'তুমি তো দেখলে, চার্লি, চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমি।'

'দেখলাম,' গম্ভীর দো বাখনি। 'বুঝতে পারছি, আর কোন উপায় থাকলে

বইঘর.কম

আমাকে তোমরা ধরিয়ে দিতে না। বেশ, তাহলে বিদায়।' রূপোর কাজ করা পরচুলা আর খাপে ভরা তলোয়ার তুলে দিল সে লেফটেন্যান্টের হাতে।

মাথা ঝুঁকিয়ে সেগুলো গ্রহণ করল লেফটেন্যান্ট। অপর একজনের হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর বলল, 'এবার টম লীচ, প্লীজ।' বলেই সচকিত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। এতক্ষণে টের পেল দীর্ঘ আলোচনায় একবারও টম লীচকে দেখা যায়নি, তার মতামত জানা যায়নি।

'হ্যাঁ, এবার টম লীচ,' বলল বানড্রি। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে তাকাল লেফটেন্যান্টের চোখে। 'জীবিত বা মৃত–এই ছিল শর্তের অঙ্গীকার।'

'অ্যাঁ? বলো কি? মারা পড়েছে আগেই? এতক্ষণ লাশ নিয়ে দরদাম করছিলে! তবে হ্যাঁ, শর্ত তাই ছিল, জীবিত বা মৃত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বানড্রি রওনা হলো জটলার পিছনে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা লাশটার দিকে। মশিয়ে দো বাখনি ওর কাঁধে হাত রাখল, নিচু গলায় কিছু বলল। মুখোশের মত মুখে হাসির আভাস ফুটল, মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সে জটলার দিকে। ধীর পায়ে ফিরে এসে নৌকায় উঠল দো বাখনি।

রয়াল মেরির লাল বুলওয়ার্ক থেকে সবই দেখল প্রিসিলা, সবই বুঝল। কান্নার মত একটা আওয়াজ বের হলো ওর কণ্ঠ থেকে। কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'কাপুরুষের দল! বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ! নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্যে ওরা, ওরা...'

চেহারা থেকে সন্তুষ্টির চিহ্ন মুছে ফেলে, নীরস কণ্ঠে বলল মেজর, 'ওদের কাছ থেকে এর বেশি আর কি আশা করা যায়!' টলে পড়ে যাচ্ছে দেখে চট্ করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল সে প্রিসিলাকে। ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ওকে মেইন হ্যাচের কাছে, তারপর ওটার ঢাকনির উপর বসিয়ে দিয়ে পাশে বসে একহাতে জড়িয়ে ধরে রাখল ওর কাঁধ, যেন কাত হয়ে পড়ে না যায়। ওর এই গভীর শোকে নিজের ঈর্ষাটুকু চেপে রাখতে সমর্থ হলো মেজর, কিন্তু একটি সান্ত্বনার কথা বলতে পারল না মুখ ফুটে।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারবে না প্রিসিলা, হুঁশ ফিরল হাতির পা ফেলে পাশ দিয়ে অ্যাডমিরালকে যেতে দেখে। কে যেন কোথায় বলল শার্পল্স্ ফিরছে, শুনতে পেল প্রিসিলা যেন স্বপ্নের ঘোরে। জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাঁক ছাড়লেন স্যার হেনরি।

'লীচ গেল কোথায়? ওকে আনতে পারেনি শার্পল্স্? গাধা কোথাকার! নিচে ছুটে যাও, অ্যালডার্সলি, বেঞ্জামিনকে ওর গানারদের নিয়ে তৈরি থাকতে বলো। ব্যাটাদের ঝাঁঝরা করে নরকে পাঠাব আমি! উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব কুত্তাগুলোকে! হেনরি মরগানের সঙ্গে ইয়ার্কি...' বুলওয়ার্ক থেকে আর একটু ঝুঁকে ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন তিনি, 'এটা কি হলো, শার্পল্স্? টম লীচ কোথায়?'

'এক্ষুণি এসে জানাচ্ছি, স্যার হেনরি!' নিচ থেকে ভেসে এল লেফটেন্যান্টের গলা।

রয়াল মেরির গায়ে ঘষা খেয়ে থেমে গেল লং বোট। একটু পরেই ভীত, সন্ত্রস্ত চোখে দেখল প্রিসিলা উঠে আসছে মশিয়ে দো বাখনি–আসন্ন মৃত্যুর

মুখেও অবিচলিত, বরাবরের মতই শান্ত; ঠোঁটের কোণে ঝুলে আছে এক টুকরো হাসি।

নিচ থেকে ওকে দেখেই চোখ-মুখ পাকিয়ে চেহারা ভয়ঙ্কর করে তুললেন স্যার হেনরি।

'লীচ কোথায়?' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। 'এর মানে কি?'

পিছন ফিরে পিয়েখের দিকে বামহাত বাড়িয়ে দিল দো বাখনি। রক্তাক্ত সেইল ক্লথে মোড়া ছোটখাট কি একটা দিল পিয়েখ ওর হাতে। একটু দুলিয়ে ছেড়ে দিল সেটা মশিয়ে দো বাখনি, 'ধুপ্' আওয়াজ তুলে পড়ল সেটা স্যার হেনরির পায়ের কাছে। ওটার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন অ্যাডমিরাল, তারপর আবার দো বাখনির দিকে।

'ওর ঠিক যতটুকু আপনার দরকার ততটুকুই আছে ওখানে,' বলল মশিয়ে দো বাখনি। 'যেটা চেয়েছিলেন আর কি। মাথা। ওটার মূল্য ঘোষণা করেছিলেন আপনি পাঁচশো পাউণ্ড।'

'অ্যাঁ?' জোরে শ্বাস ছাড়লেন স্যার হেনরি। 'খোদা, রক্ষে করো!' আবার চাইলেন তিনি বাণ্ডিলটার দিকে। রক্ত বেরিয়ে এসে ডেক নষ্ট করছে। একটা পা বাড়িয়ে কাপড় সরিয়ে প্রথমে চেহারাটা দেখলেন তিনি, তারপর কষে একটা লাথি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ওটা আরেক দিকে। পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে আদেশ দিলেন, 'ওটা সরাও এখান থেকে।' তারপর আবার ফিরলেন দো বাখনির দিকে। নাকের গোড়ায় ভাঁজ।

'অক্ষরে অক্ষরে কাজ করতে কে বলেছে তোমাকে, চার্লস?'

হালকা পায়ে নেমে এল দো বাখনি।

'অর্থাৎ, স্বীকার করছেন, যা বলি তা করে দেখাতেও পারি?'

'হুম্!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন মেনে নিলেন স্যার হেনরি। ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। 'ওদের শর্ত নিয়ে ভাবতে হবে আমার। খুলে বলো দেখি?'

'সব ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন আপনি, তবে সবার আগে এক হাজার পাউণ্ড ছাড়ুন।'

'এই না বললে পাঁচশো!' চট্ করে মেজরকে সাক্ষী মানলেন তিনি। 'একটু আগে পাঁচশো পাউণ্ডের কথা বলল না এই ছোকরা?'

হাঁ করে চেয়ে রইল মেজর। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরলো না। প্রিসিলাও তাকিয়ে রয়েছে এদিকে, বোঝার চেষ্টা করছে ঘটনাটা কি।

'পাঁচশো আপনার ঘোষণা অনুযায়ী,' বলল দো বাখনি। 'বাকি পাঁচশো বাজি ধরেছেন আপনি আমার সঙ্গে, বলেছিলেন পারব না ওর মাথা কেটে আনতে।'

'বলেছিলাম নাকি? বাবারে! এই ছোঁড়া দেখছি ফতুর করে দেবে আমাকে! সারা জীবন যা কামিয়েছিলাম, সব যাবে এখন এই গাঁটকাটার পকেটে!'

'আরও বেশি দেয়া উচিত,' বলল দো বাখনি। 'শেষ তিনটে দিন দোজখে কাটাতে হয়েছে আমাকে। আপনি কথা মত পৌঁছতে পারেননি। এই তিনটে দিন ওই কুকুরটার অনেক অপমান আমার সহ্য করতে হয়েছে।'

বইঘর.কম

‘ওটা শোধবোধ হয়ে গেছে আজ,’ বললেন স্যার হেনরি। ‘দেখলে না, কি সুন্দর ওদের হাত থেকে তোমাকে নিরাপদে বের করে আনলাম! তা নইলে কি অবস্থা হতো চিন্তা করো।’ হাসলেন তিনি নিজের প্রশংসায় নিজেই। ‘তবে হ্যাঁ। এতদিনে সত্যিই খুশি করতে পেরেছ আমাকে, চার্লস। চলো, বাপ, নিচে গিয়ে সব শুনব।’

২১
পাগলামি

রয়াল মেরির গ্রেট কেবিনে বসে আছে প্রিসিলা, মেজর স্যাণ্ডস, স্যার হেনরি মরগান আর মশিয়ে দো বাখনি। ওদের সঙ্গে রয়াল মেরির কমাণ্ডার মাঝবয়সী ক্যাপটেন অলড্রিজও বসেছেন।

গোটা ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বিশদ বর্ণনা করছে মশিয়ে দো বাখনি। এখনও পাগল-পাগল লাগছে প্রিসিলার, সকাল থেকে এত রকম ধকলের পর ভাল করে বুঝতে পারছে না সব কিছু। মেজর স্যাণ্ডস ডুবে আছে গভীর বিষণ্নতায়। মনে মনে কপাল চাপড়াচ্ছে, হায়, এ কি হলো! এ কি শুনছে সে, এ কী দেখছে!

একমাত্র মরগান রয়েছেন তুঙ্গে। বাজিতে পাঁচশো পাউণ্ড হেরে যাওয়ার পরও। টম লীচের কারণে সরকারী চাপের মুখে বড়ই বেকায়দা অবস্থায় ছিলেন তিনি, এখন একেবারে মুক্ত বিহঙ্গের অবস্থা হয়েছে তাঁর, যখন-তখন দো বাখনির বয়ান থামিয়ে দিয়ে হা-হা করে হেসে নিচ্ছেন প্রাণ খুলে।

সেণ্টর বেদখল হয়ে যাওয়ার পর দো বাখনি কিভাবে লীচকে বাগে আনল শুনে ঢালাও মন্তব্য করলেন তিনি, ‘অনেক রকম পিশাচ দেখেছি, চার্লস। কিন্তু তোমার মত এত জঘন্য পিশাচ আর একটাও দেখিনি। হারা গেইম জিতে বসলে! মিথ্যার পর মিথ্যা সাজাতে তোমার জুড়ি নেই, এত বড় মিথ্যুক আর সৃষ্টি হয়নি খোদার দুনিয়ায়। ওদের কি দোষ দেব, গল্প শুনে আমারই ইচ্ছে করছে একদিনের পথ পেরিয়ে আক্রমণ করে বসি জাহাজ তিনটেকে, বিশ্বাস করো!’

‘স্প্যানিশ প্লেট ফ্লীটের কথা বলছেন তো? ওটা হুট করে আসেনি মাথায়, অনেকদিন ধরে একটু একটু করে সাজিয়েছি। তবে ওকে মালদিতায় এনে জাহাজ মেরামতে বাধ্য করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে।’

দো বাখনির বক্তব্য শেষ হতে চেয়ারে নড়েচড়ে বসে প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন অলড্রিজ। ‘সবই তো বুঝলাম, কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে। আমরা পৌঁছে যাওয়ার পরও আপনি কেন লীচের সঙ্গে লড়াইটা করলেন? আপনি ভাল করেই জানতেন, লীচ এবার শেষ; তার পরেও নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন কেন পড়ল?’

‘ঝুঁকি?’ মুখ বাঁকাল দো বাখনি। ‘কোথায়, কিসের ঝুঁকি? বোম্বেটেদের মধ্যে তলোয়ারে ও ছিল অপ্রতিরোধ্য, কিন্তু একজন তলোয়ার-যোদ্ধার কাছে ও তো

নিতান্তই একজন বোম্বেটে।'

'সদুত্তর দিচ্ছ না তুমি, চার্লস!' বকা দিলেন মরগান।

এতক্ষণে আত্মসচেতন হয়ে উঠল দো বাখনি। চট করে একবার প্রিসিলার দিকে চেয়ে নিয়ে ইতস্তত করল, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'কারণ অবশ্য ছিল। ও এমন কিছু করেছিল যা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হয়েছিল ব্যাপারটা। তাছাড়া ও জীবিত থাকলে এত সহজে ওর দলটাকে বাগে পাওয়া যেত না।'

'কি করতে পারত সে? একবার ফাঁদে আটকে গিয়ে...'

'এই ভদ্রলোক আর এই ভদ্রমহিলাকে জিম্মি করে নানান খেল্ দেখাত সে।'

প্রথমে মেজরের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন স্যার হেনরি এই লোকটাকে জিম্মি করলে কার কি ক্ষতি ছিল। পরমুহূর্তে দৃষ্টি গেল তাঁর প্রিসিলার দিকে। হঠাৎ বুঝতে পেরে বিশাল হাত দিয়ে চাপড় মারলেন তিনি টেবিলে।

'ওহ্-হো! তাই তো বলি! খোদা রক্ষে করো! এতক্ষণে বুঝেছি। ওর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে গিয়েছিলে তুমি!'

আবার মোটা, কর্কশ গলায় হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

মেজর এই অমার্জিত কর্কশ আচরণে ক্ষুব্ধ বোধ করল। প্রিসিলা লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। ক্যাপটেন অলড্রিজের ঠোঁটে ফুটে উঠল মলিন একটুকরো হাসি।

একমাত্র মশিয়ে দো বাখনি বসে থাকল অভিব্যক্তিহীন মুখ নিয়ে। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করল অ্যাডমিরালের আনন্দ কিছুটা কমে আসার জন্যে। তারপর শীতল কণ্ঠে বলল, 'রাজা আপনাকে নাইট করেছেন, জামাইকার গভর্নর করেছেন, কিন্তু তারপরেও, স্যার, খোদা আপনাকে যা করে পাঠিয়েছেন, সেই নিম্নরুচির জঘন্য জলদস্যুই রয়ে গেছেন আপনি। প্রিসিলা, আপনি দয়া করে এঁর কথায় মনে কিছু নেবেন না। এই কেবিনে বসলেও ওঁর আসল জায়গা হচ্ছে ফো'কাসল।'

'চুলোয় যাক তোর বিরূপ সমালোচনা!' গর্জে উঠলেন মরগান। কিন্তু হাসির দমকে কাঁপছে বিশাল ভুঁড়ি। গ্লাসটা তুললেন প্রিসিলার সম্মানে। 'রাগ কোরো না, ম্যা'ম। তোমাকে নিরাপদে উদ্ধার করা গেছে বলে বড় আনন্দ হচ্ছে আমার। ও, আর তোমাকেও, মেজর শোর।'

'মেজর স্যাণ্ডস, স্যার!' বলল মেজর ঘাড় শক্ত করে।

'ওই একই কথা, তীরেই তো থাকে ওসব,' বলে তিনি হাসতেই থাকলেন।

গলা খাঁকারি দিয়ে নড়েচড়ে বসলেন ক্যাপটেন অলড্রিজ।

'এবার কি আমরা কাজের কথায় আসতে পারি, স্যার হেনরি? মানে, তীরের ওই বদমাশগুলোর ব্যাপারে কি করা যায়?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' বলে দো বাখনির দিকে ফিরলেন তিনি। 'চার্লস, তোমার কি মনে হয়?'

www.boighar.com

মশিয়ে দো বাখনির উত্তর যেন তৈরিই ছিল। 'প্রথমে সেণ্টরে লোক পাঠিয়ে ক্ষতি যা করেছেন তা মেরামতের ব্যবস্থা করুন। ওটা আমাদের লাগবে। তারপর ব্ল্যাক সোয়ানের কামানগুলো টেনে নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে পানিতে ফেলার ব্যবস্থা করুন। সবশেষে ব্ল্যাক সোয়ানের খোলটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে

বইঘর.কম

আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারি।'

'বোম্বেটেগুলোকে কোন শাস্তি না দিয়েই?' অলড্রিজের কণ্ঠে বিস্ময়।

নানা ভাবে আঘাত পেয়ে বিতৃষ্ণার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে মেজর স্যাণ্ডস। আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'এ হচ্ছে আরেক বোম্বেটের পরামর্শ! মশিয়ে দো বাখনি আত্মার আত্মীয় মনে করছেন ওদের, এটা পরিষ্কার–দস্যুর প্রতি দস্যুর মমতা!'

গোটা কেবিন একেবারে চুপ হয়ে গেল। ধীরেসুস্থে মেজরের দিকে ঘুরলেন স্যার হেনরি মরগান। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন সোলজারের দিকে।

'তোমার মতামত চেয়েছে কেউ? তুমি আচমকা কথা বলে উঠছ কেন মাঝখান দিয়ে?'

চোর-ডাকাতের মুখে এরকম কড়া ধমক–লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেজর চেয়ার ছেড়ে। 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, স্যার, আমি রাজার কমিশন প্রাপ্ত–'

'যার কমিশন প্রাপ্তই হও না কেন,' গর্জে উঠলেন স্যার হেনরি। 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, আমাদের কথায় নাক গলাচ্ছ কেন?'

'যেহেতু আমি রাজার কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার–'

'হয়েছে। এবার বসে পড়ো। তুমি আমাদের কাজে বাধার সৃষ্টি করছ। বসো!'

কিন্তু মাথা বিগড়ে গেছে মেজরের। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে রাজার জাহাজে পৌঁছার পরও এসব লোকের ভুরু কোঁচকানি সহ্য করতে হবে তার? তাও প্রিসিলার সামনে? যেখানে একজন অফিসার হিসেবে উপযুক্ত সম্মান তার প্রাপ্য। বলল, 'আমার কথা আপনি শুনছেন না, স্যার!' স্যার হেনরির মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে টের পেয়েও তোয়াক্কা করল না সে। বলে চলল, 'আমার অধিকার আপনি হরণ করতে পারেন না। এমন একটা প্রস্তাব আমার সামনে উত্থাপন করা হয়েছে, যার প্রতিবাদ করা একজন রাজ কর্মচারী হিসেবে আমার পবিত্র দায়িত্ব। এখুনি দো বাখনি যে প্রস্তাব দিলেন সেটা রাজার জন্যে অবমাননাকর।'

চোখ-মুখ কুঁচকে গেছে, কিন্তু গলার স্বর শান্ত, স্যার হেনরি বললেন, 'তোমার কথা শেষ হয়েছে, অফিসার?'

'এখনও শুরুই হয়নি,' বলে কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে। আজ মনের সব কথা শুনিয়ে ছাড়বে সে।

'ওটা ছিল ভূমিকা,' বলল মশিয়ে দো বাখনি নিচু গলায়।

দড়াম করে প্রচণ্ড একটা কিল মারলেন স্যার হেনরি টেবিলের উপর। বললেন, 'তোমাকে কি কেউ আজ পর্যন্ত শেখায়নি যে একজন অ্যাডমিরালের আদেশ মানতে হবে একজন মেজরের? আমার সামনে কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে, নইলে একদম চুপ থাকবে।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, স্যার–'

'কিচ্ছু ভুলছি না আমি!' চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'আমি তোমাকে তর্ক না করে বসতে বলছি। বসো! বেয়াড়াপনা করলে পুরে দেব কয়েদখানায়।'

চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকল মেজর কিছুক্ষণ, কিন্তু স্যার হেনরির ভ্রূকুটির

কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। ঝপ্ করে বসে পড়ল সে টেবিল থেকে কিছুটা দূরে একটা চেয়ারে, বেয়াদবি প্রকাশ করতে তুলে দিল পায়ের ওপর পা।

স্যার হেনরি ফিরলেন দো বাখনির দিকে। 'হ্যাঁ, কি বলছিলে, চার্লস?'

'ক্যাপটেন অলড্রিজ মনে করছেন ব্ল্যাক সোয়ানের লোকগুলোকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। তবে আমার ধারণা, এতে ভয় বা বিপদের কিছু নেই। অস্ত্র, জাহাজ আর নেতা ছাড়া ওরা সাধারণ মানুষের মতই অসহায়। যতদিনে লোকালয়ে ফিরতে পারবে, ততদিনে উচিত শিক্ষা হয়ে যাবে ওদের।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বললেন স্যার হেনরি। একবার আড়চোখে মেজরকে দেখে নিয়ে যোগ করলেন, 'ওই মেজর বীচ যাই বলুক না কেন।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল মেজর, বলল, 'আপনাকে আগেও বলেছি, স্যার, আমার নাম স্যাণ্ডস।'

'অ্যাঁ? তফাৎ কি দুটোয়? বীচেই তো থাকে স্যাণ্ড, বীচের চেয়ে কোনদিক থেকে ভাল সেটা?' উঠে দাঁড়ালেন। 'চলো, অলড্রিজ, আমরা কাজ করি গিয়ে। চার্লসের পরামর্শই নিচ্ছি তাহলে। ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে হলে এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই।'

অলড্রিজ উঠে দাঁড়ালেন। স্যার হেনরি ঘুরতে গিয়েও থামলেন প্রিসিলার কাছ থেকে বিদায় নিতে। 'তোমার জন্যে কেবিন প্রস্তুত করার জন্যে আমি স্টুয়ার্ডকে পাঠাচ্ছি এখুনি। চার্লস, তোমার আর মেজর ডাস্টের জন্যেও।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল সবাই, মেজর সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করল, কিন্তু মনে হলো মশিয়ে দো বাখনি কিছু বলতে চায়।

'আপনি যদি অনুমতি দেন, স্যার হেনরি, অন্য জাহাজটায় করে আমি জামাইকায় ফিরতে চাই। যদি বলেন, আপনার হয়ে সেন্টরের চার্জ নিতে পারি আমি।'

চোখ বড় করে চেয়ে রইলেন মরগান ওর দিকে, তারপর তাকালেন অন্য দুজনের দিকে। চেহারায় খুশির ভাবটা চাপতে পারল না মেজর। কিন্তু চমকে তাকিয়েছে প্রিসিলা, চেহারায় একটা দিশেহারা ভাব ফুটে উঠেছে। বিশাল গোঁফ টানলেন তিনি, তারপর শুরু করতে যাচ্ছিলেন, 'তোমার আবার কি–' কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, চার্লস, তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো। চলো, অলড্রিজ।'

প্রায় গড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ক্যাপটেনকে নিয়ে। মশিয়ে দো বাখনি কি বলে বিদায় নেবে ভাবছে, এমনি সময়ে উঠে দাঁড়াল প্রিসিলা। একেবারে চুপ হয়ে গেছে মেয়েটা, রক্তশূন্য, সাদা হয়ে গেছে চেহারা।

'বার্ট, একটু ডেকে যাবেন কিছুক্ষণের জন্যে?' বলল সে ধরা গলায়।

গদগদ ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়াল মেজর প্রিসিলার দিকে। 'নিশ্চয়ই। চলো, প্রিসিলা।'

মাথা নাড়ল প্রিসিলা। 'না, না। আপনাকে বলছি যেতে। আমি মশিয়ে দো বাখনির সঙ্গে দুয়েকটা কথা বলতে চাই, একা।'

হাঁ হয়ে গেল মেজর। 'তুমি একা ওর সাথে কথা বলতে চাও? কি কথা?

বইঘর.কম

কিসের জন্যে? আমাকে খুন করলেও…'

'তাও কি জানতে হবে আপনার?'

'না, তা ঠিক নয়। কিন্তু তোমার কি মনে হয়… কিন্তু এমন কি কথা যা আমার সামনে বলা যায় না? তোমার…'

'আমি এমন কয়েকটা কথা বলতে চাই যার সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি যাবেন?'

'কিন্তু তোমার কি মনে হয় না…'

'আমার কিচ্ছু মনে হয় না। আপনি যান তো এখন। প্লীজ যান।'

দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে বলল মেজর, 'ঠিক আছে, তাই যদি তোমার ইচ্ছে, তাহলে যাচ্ছি। তবে কাছেই থাকছি আমি, তুমি ডাকলেই ছুটে চলে আসব।'

'আপনাকে ডাকার কোনও দরকার হবে না,' বলল প্রিসিলা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে গেল মেজর।

মশিয়ে দো বাখনির দিকে একবার চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল প্রিসিলা। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল দো বাখনি, মুখে কোন কথা নেই।

'চার্লস!' আস্তে করে ডাকল প্রিসিলা। 'সত্যি করে বলবে, কেন অন্য জাহাজে চলে যাচ্ছ?'

'পরিচয় হলো, দীর্ঘ একটা মাস কাছাকাছি আপদে বিপদে সুন্দর সময় কাটল–আর কি এটাকে টেনে লম্বা করা উচিত হতো? যেটা ঘটবেই, সেটা তাড়াতাড়ি ঘটে যাওয়াই ভাল।'

'দুজনের ব্যাপারে তুমি শুধু একাই সিদ্ধান্ত নেবে? যা মনে আসবে তাই?'

'সমাজ আছে না? মেজর স্যাণ্ডসকে জিজ্ঞেস করে দেখো…'

'আমার কাছে ওই লোকটা বা তার সমাজের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই।'

'কিন্তু গুরুত্ব দিতে হয়।' মৃদু হাসল দো বাখনি। 'তোমার মনে রাখা উচিত, মেজর স্যাণ্ডস যখন আমাকে বোম্বেটে, জলদস্যু, খুনে ডাকাত বলে, কথাটা মিথ্যে বলে না। আমি তো তাই-ই!'

'খুনে ডাকাত? তুমি?'

'তাই তো! আমার গায়ে মার্কা পড়ে গেছে।'

'কই? আমি তো কোন দাগ দেখি না? যদি দেখতাম, তাতেও কারও পরোয়া করার দরকার পড়ত না। তোমার মত ভদ্র, মহৎ, সাহসী, সত্যিকার পুরুষ আর তো চোখে পড়েনি আমার।'

'পড়বে। তোমার নিজের সমাজে ফিরে গেলে অনেক ভদ্র, অনেক মহৎ, অনেক সাহসী…'

'একটা কথা বুঝছ না কেন, চার্লস, ওদের কাউকে আমি চাই না।' দো বাখনির একটা হাত তুলে নিল সে নিজের হাতে। 'তোমার এই গোঁয়ার্তুমির কারণে দুটো জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছ তুমি, চার্লস।'

হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'আমার কথা তো আমি উচ্চারণ করিনি কোনদিন?'

'ভাবছ, তাই আর কেউ টের পায়নি?'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

'হঠাৎ করে হইনি। চিরকালই আমি তাই ছিলাম, চার্লস। যে সমাজের ভয়ে তুমি দুটো জীবন নষ্ট করতে চাইছ, কোনদিনই আমি তার তোয়াক্কা রাখিনি। বলো, সব জেনেও তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?'

'তুমি আমাকে লোভী করে তুলছ, প্রিসিলা। তুমি যে স্বর্গের স্বপ্ন আমাকে দেখাচ্ছ...'

'স্বপ্ন নয়, চার্লস! আমি তোমাকে গ্রহণ করলে আমার সমাজও তোমাকে গ্রহণ করবে। আর তা যদি না করে, আমরা দুজন মিলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেব সে সমাজকে।'

চোখে চোখে চেয়ে জানতে চাইল দো বাখনি, 'পরে পস্তাবে না তো, প্রিসিলা?'

ওর বাহুডোরে ধরা দিল প্রিসিলা। 'কোনদিন না! দেখো তুমি!'

***

বইঘর.কম

লাভ অ্যাট আর্মস

মূল: রাফায়েল সাবাতিনি

রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ:২০০১

এক

সন্ধ্যার ঝিরঝিরে বাতাসে নিচের উপত্যকা থেকে ভেসে আসছে গির্জার মৃদু ঘণ্টাধ্বনি। পাহাড়ের উপর মেষপালকদের বিশ্রামের জন্য তৈরি ছোট্ট একটা কুটিরে ছয়জন লোক টুপি খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে মন দিয়েছে প্রার্থনায়। তিন সলতের একটা বাতিদান ঝুলছে সীলিং থেকে, আলো যা দিচ্ছে তারচেয়ে বেশি ছড়াচ্ছে কটুগন্ধী ধোঁয়া। অত্যন্ত দামী পোশাক পরা মানুষগুলো এই জীর্ণ কুটিরে একেবারেই বেমানান।

ঘণ্টা থামতে বুকে ক্রুশ এঁকে ধীরেসুস্থে সবাই মাথায় পরে নিল যে-যার টুপি। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাচ্ছে একে অপরের দিকে। কিন্তু প্রশ্নটা উচ্চারিত হওয়ার আগেই টোকা পড়ল পচা কাঠের দরজায়।

'এসে গেছেন!' হাঁপ ছাড়লেন বৃদ্ধ ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে জমকালো পোশাক পরা এক তরুণ খুলে দিল দরজা।

ঘরে ঢুকল দীর্ঘদেহী এক যুবক। মাথায় চওড়া কার্নিসের পালকহীন হ্যাট। আলখেল্লাটা ঢিল দিতে দেখা গেল নিচে সাদাসিধে পোশাক, কোমরে স্টীলের পাত বসানো চামড়ার বেল্ট থেকে বামপাশে ঝুলছে লম্বা এক তলোয়ার, ডানপাশে বড়সড় একটা ছোরা। লাল প্যান্টের নিচের দিকটা হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুটের ভিতর গোঁজা। সাজপোশাক দেখলে যে-কেউ ধরে নেবে, লোকটা একজন পেশাদার ভাড়াটে সৈনিক। অথচ যুবককে দেখামাত্র কুটিরের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে টুপি খুলে সম্মান জানাল।

আলখেল্লাটা খুলতে সাহায্য করল ওকে তরুণ। টুপি খুলে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখল যুবক। দেখা গেল কুচকুচে কালো দীর্ঘ চুল সোনার তার বুনে তৈরি করা জাল দিয়ে ঢাকা। এটা দেখলে যে-কেউ বুঝে নেবে এ-লোক সাধারণ কেউ নয়, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত কোনও পরিবারের সন্তান।

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল যুবক, সবার মুখের উপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনাদের ডাক পেয়ে হাজির হয়ে গেছি। আমার ঘোড়াটা মাইল দুয়েক থাকতে খোঁড়া হয়ে যাওয়ায় হেঁটে আসতে হয়েছে বাকি পথ, একটু দেরি হয়ে গেল তাই।'

'তাহলে তো খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি,' বললেন ফ্যাব্রিৎসিও। 'এক পাত্র পুগলিয়া ওয়াইন দেব, মাই লর্ড? এই যে ফ্যানফুল্লা,' সম্ভ্রান্ত তরুণকে মদ পরিবেশন করতে বলতে যাবেন বৃদ্ধ, কিন্তু হাত তুলে বাধা

দিল যুবক।

'ওসব পরে, কেমন? হাতে সময় কম। আপনারা জানেন না, পায়ে হেঁটে না এলে এখানে আমি পৌঁছতেই পারতাম না।'

'বলেন কি!' চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ?'

'অসম্ভব নয়,' বলল যুবক। 'মেটরোর ওই ব্রিজটা পেরিয়ে এই রাস্তায় ওঠার পরপরই দেখলাম, ঝোপঝাড়ের আড়ালে কি যেন ঝিক করে উঠল। আড়চোখে চেয়ে বুঝলাম শেষ বিকেলের রোদ পড়েছে একটা ইস্পাতের হেলমেটের ওপর। কেউ একজন ওঁৎ পেতে বসে আছে কারও অপেক্ষায়। হ্যাটটা আর একটু টেনে মুখ আড়াল করলাম। আমাকে চিনতে পারেনি, কিন্তু আমি ঠিকই চিনলাম–বসে আছে বদমাশ মাসুচ্চিও টোরি।' নড়েচড়ে উঠল সবাই, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে নিরাপত্তার চিন্তায়। 'একটু ভাবতেই বুঝলাম, সম্ভবত আমারই অপেক্ষায় ছিল ও। কোনও ভাবে জানতে পেরেছে এ-রকম সময়ে আসব আমি এই পথে। কিন্তু এই পোশাকে, এভাবে পায়ে হেঁটে আমি আসতে পারি তা কল্পনাও করতে পারেনি; তাই বাধা না দিয়ে নির্বিঘ্নে যেতে দিয়েছে।'

'অসম্ভব!' বলে উঠলেন বৃদ্ধ ফ্যাব্রিৎসিও। 'আমি গসপেল হাতে নিয়ে বলতে পারি, আমরা এই ছয়জন কাউকে কিচ্ছু বলিনি। আমরা ছাড়া আর কেউ তো জানেই না আপনি আজ এখানে আসছেন।'

সবাই সমর্থন করল বৃদ্ধকে। একটা হাত তুলল যুবক, 'আমিও বলিনি কাউকে। তাহলে রাস্তার ধারে ওভাবে ঘাপটি মেরে বসেছিল কেন মাসুচ্চিও?' গলার স্বর একটু পাল্টে গেল যুবকের। 'যাই হোক, আমি জানি না, কেন আজ আপনারা এতজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে ডেকেছেন এখানে। যদি এটা ডিউকের বিরুদ্ধে কিছু হয়, আপনাদের এখনই সাবধান হওয়া দরকার। কোনও সন্দেহ নেই, সে আপনাদের মতলব জানে, বা না জানলেও আঁচ করেছে কোনভাবে। মাসুচ্চিও যদি আমার অপেক্ষায় না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, আজকের মীটিঙে কে কে উপস্থিত হয় ডিউকের কাছে তা রিপোর্ট করার জন্যেই ওকে বসানো হয়েছে।'

'করুক রিপোর্ট!' বেপরোয়া ভঙ্গি ফুটে উঠল ফ্যাব্রিৎসিওর পাশে বসা ফেরাব্রাচ্চিওর চেহারায়। 'খবর যখন পৌঁছবে তখন আর কিচ্ছু করার থাকবে না ডিউকের।'

অবাক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ যুবক, তারপর বলল, 'তাহলে এই ব্যাপার?' কঠোর শোনাল তার কণ্ঠ। 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা?'

'লর্ড অ্যাকুইলা,' জবাব দিলেন ফ্যাব্রিৎসিও। 'রাষ্ট্রের প্রতি সৎ থাকার জন্যেই আমরা একটা বাজে লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাচ্ছি।'

'বাজে লোক? কে সে?'

'ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক,' সোজাসাপ্টা উত্তর এল।

'রাজ্যকে ভালবেসেই রাজার বিরুদ্ধে যাচ্ছেন–এর কি অর্থ আমি জানি না। আর, তাছাড়া, এসবের মধ্যে আমাকে কেন?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল যুবক।

সবাই এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। হতভম্ব হয়ে গেছে। যেন ধরেই

বইঘর.কম

নিয়েছিল সমর্থন পাওয়া যাবে কাউন্ট অ্যাকুইলার। যুবকের কণ্ঠের কাঠিন্য থমকে দিয়েছে ওদের, ভাবছে আর এগোনো ঠিক হবে কিনা। মুখ খুললেন প্রবীণ ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি।

'লর্ড কাউন্ট, আমি একজন বুড়োমানুষ; উচ্চবংশীয়, সম্মানিত লোক। এই বয়সে নিজ পরিবারের নাম ডুবানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই, এটুকু অন্তত বিশ্বাস করতে পারেন। এই ছয়জনের একজনও আমরা বিশ্বাসঘাতক নই। আপনি আমার বক্তব্য শুনলেই সব বুঝতে পারবেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি। আমার অনুরোধ, সব শুনে তারপর বিচার করুন। এটুকু জানবেন, দেশটাকে বাঁচাবার জন্যেই আমরা মিলিত হয়েছি। আর, আমাদের ওপর এটুকু বিশ্বাস রাখবেন, আপনার অমতে একটা পাও ফেলব না আমরা।'

অ্যাকুইলার কাউন্ট ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোর দৃষ্টিটা কঠোরতা হারিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল। মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল, সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের বক্তব্য শুনবে সে।

কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন ফেরাব্রাচ্চিও, সব শোনার আগে কাউন্টকে কথা দিতে হবে, এখানে যা উচ্চারিত হবে বা যে প্রস্তাব উত্থাপিত হবে তা যদি তিনি সমর্থন নাও করেন, এ বিষয়ে কারও কাছে মুখ খুলবেন না। কথা দিল যুবক, সবাই বসল টেবিল ঘিরে, শুরু করলেন ওদের বৃদ্ধ মুখপাত্র।

সংক্ষেপে ব্যাব্বিয়ানোর বর্তমান শাসক ডিউক জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযার দুঃশাসন সম্পর্কে ধারণা দিলেন তিনি যুবককে। উচ্ছৃঙ্খল, আত্মপ্রেমী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেহিসেবি, রাষ্ট্র পরিচালনায় অমনোযোগী–এক কথায় অক্ষম এই ডিউক সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজেকে সংযত রাখতে হলো বৃদ্ধকে, কারণ, যার সম্পর্কে বলছেন, তিনি এই যুবকের আপন ফুফাত ভাই।

'প্রজা সাধারণ এই ডিউকের প্রতি কি পরিমাণ অসন্তুষ্ট, আমার বিশ্বাস, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে ইয়োর এক্সেলেন্সির। গত বছর ব্যাকোলিনোর ষড়যন্ত্র যদি সফল হতো, আজ আমরা ফ্লোরেন্সের পদানত থাকতাম। ওটা বিফল হয়েছে বলেই দ্বিতীয় আর একটা চক্রান্ত সফল হবে না তা বলা যায় না। আর যাই হোক, আমরা চাই না শাসকের অক্ষমতায় আমাদের এই স্বাধীন রাজ্য পরাধীন হোক। কিন্তু ঠিক তাই হতে চলেছে। সীজার বর্জিয়া যেভাবে চারদিকে তার প্রতিপত্তি বিস্তার শুরু করেছে, যেভাবে এক এক করে গ্রাস করছে আশপাশের রাজ্যগুলো, তাতে আমরা জানতাম, আমাদের দিকে হাত বাড়ানোর আর বেশি দেরি নেই। কিছুদিন হলো নিশ্চিত খবর পেয়েছি, আমাদের ওপর চোখ পড়েছে তার। দুর্বল সেনাবাহিনী নিয়ে ডিউক অভ ভ্যালেন্টিনোকে ঠেকাবার সাধ্য আমাদের নেই, একথা বহুবার আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছি আপনার ভাইকে, বিপদ এড়াবার পথ দেখিয়েছি–কিন্তু না, তিনি আমাদের কথা গ্রাহ্যই করছেন না; কিছু বলতে গেলে উল্টে মেজাজ দেখান। তিনি ব্যস্ত তাঁর রাতের অভিসার, নাচ-গান-মদ-লাম্পট্য, খানা-পিনা-শিকার এসব নিয়ে।'

বৃদ্ধ থামতেই তাঁর সমর্থনে গুঞ্জন উঠল ঘরে।

ভুরু কুঁচকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, বলল, 'আমি জানি। শুনেছি এসব

কথা। কিন্তু আমার কি করার আছে, বলুন? আমাকে নালিশ জানিয়ে কি লাভ? আমি তো আর রাজনীতিক নই।'

'রাজনীতিকের দরকার নেই আমাদের, লর্ড! এখন ব্যাব্বিয়ানোর প্রয়োজন একজন সত্যিকার বীর যোদ্ধার। এমন একজনের, যিনি সেনাদল গড়ে নিয়ে রুখে দিতে পারবেন সীজার বর্জিয়াকে। ওরা এই আসলো বলে! লর্ড কাউণ্ট, আমাদের দরকার আপনার মত একজন যোদ্ধাকে। গোটা ইটালীর আবালবৃদ্ধবণিতা কে না জানে আপনার নাম, কে না শুনেছে পিসা আর ফ্লোরেন্সের যুদ্ধে আপনার বীরত্বের কথা? ভেনিশিয়ানদের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে যে অসমসাহস...'

'রক্ষে করুন, মেসার ফ্যাব্রিৎসিও!' লজ্জা পেয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল যুবক, কিন্তু থামলেন না ডা লোডি।

'সত্যি কথাই বলছি। বাড়িয়ে কিছু বলছি না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি আপনার দক্ষতা, আপনার বীরত্ব, আপনার সাহস আপন জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় কাজে লাগাবেন না? আমরা জানি আপনি দেশপ্রেমিক, আপনি কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবেন না, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যাল্‌কো!'

'ঠিকই জানেন আপনারা,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল যুবক। 'প্রয়োজনের সময় আপনারা আমাকে ঠিকই পাশে পাবেন। কিন্তু এজন্যে প্রস্তুতি দরকার। আপনারা আমাকে না বলে এসব কথা হিজ হাইনেসকে বলছেন না কেন?'

'জিয়ান মারিয়াকে যুদ্ধ করে দেশরক্ষার কথা বলে কোন লাভ নেই। সেটা গোবরে আগরবাতি দেয়ার মত হাস্যকর ব্যাপার। ভ্যালেণ্টিনোর আক্রমণ থেকে ব্যাব্বিয়ানোকে রক্ষার জন্য তাকে আমরা ভিন্ন পথ দেখিয়েছি।'

'তাই?' প্রশ্ন করল কাউণ্ট, 'কি সেই পথ?'

'উরবিনোর সঙ্গে মৈত্রী,' বললেন লোডি। 'গুইডোব্যাল্ডোর দুই ভাইঝি আছে, সুন্দরী, বিবাহযোগ্যা। আমরা বাজিয়ে দেখেছি তাকে, জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে ওদের যে-কোন একজনের বিয়েতে তার আগ্রহ আছে। উরবিনোর সঙ্গে আত্মীয়তা করতে পারলে প্রয়োজনে বোলোনিয়া, পেরুজিয়া, ক্যামেরিনো ছাড়াও আরও কয়েকটা ছোট রাজ্যের লর্ডদের সাহায্য পাব আমরা। ফলে সীজার বর্জিয়ার সাহস হবে না আমাদের ওপর হামলা করার।'

'প্ল্যানটা ভাল ছিল,' বলল পাওলো। 'খুবই বিচক্ষণ বলতে হবে। কিন্তু, শুনেছি, ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে।'

'কেন ভেস্তে গেল?' গর্জে উঠল ফেরাব্রাচ্চিও, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক চাপড় মারল টেবিলে। 'কারণ, আমাদের জিয়ান মারিয়ার নাকি এখন বিয়ে করার মূড নেই! পরির মত সুন্দরী মেয়েটাকে বাদ দিয়ে ব্যাব্বিয়ানোর বাজে এক মেয়েলোক...'

'মাই লর্ড,' কথার মাঝখানে বাধা দিলেন ফ্যাব্রিৎসিও। 'ঠিকই বলেছে ফেরাব্রাচ্চিও। হিজ হাইনেস বিয়ে করবেন না। কাজেই আমরা আজ এই বৈঠকের আয়োজন করতে বাধ্য হলাম। ডাচি রক্ষার জন্যে কিছুই করবেন না তিনি, তাই আপনার শরণাপন্ন হতে হলো আমাদের। জনসাধারণ আমাদের পক্ষে। ঘরে ঘরে সবাই আপনার নাম উচ্চারণ করছে এখন, সবাই আশা করছে আপনি এই

বইঘর.কম

মহাবিপদে দেশটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেবেন। আমরা, গোটা দেশের সবার হয়ে, সবার সম্মতিক্রমে ব্যাব্বিয়ানোর মুকুট আপনার মাথায় পরাতে চাই, মাই লর্ড। ওই বদমাশ মাসুচ্চিও আর জনা পঞ্চাশেক ভাড়াটে সুইস সৈন্য ছাড়া জিয়ান মারিয়ার পক্ষে এ-রাজ্যে সত্যিই কেউ নেই। যে রাজা তার সিংহাসন রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না, কয়েকটা বিদেশী ভাড়াটে যোদ্ধার ওপর যার একমাত্র ভরসা, তাকে গদিচ্যুত করায় আমরা তো কোন অন্যায় দেখি না।'

লোডির বক্তব্য শেষ হতেই নীরবতা নেমে এল কুটিরে। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই কাউন্টের উত্তর শোনার জন্য। হঠাৎ এই প্রস্তাব পেয়ে থমকে গেছে কাউন্ট অ্যাকুইলা, গভীর চিন্তায় ভাঁজ পড়েছে কপালে, মাথা নিচু হয়ে চিবুক ঠেকেছে গিয়ে বুকে। মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখছে ব্যাব্বিয়ানোর লর্ড হতে তার কেমন লাগবে। মনের চোখে দেখতে পেল : অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ছোট রাজ্যটাকে ইটালীর প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করেছে সে, ভেনিস, মিলান ও ফ্লোরেন্সের সমকক্ষ হিসেবে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে ব্যাব্বিয়ানোকে। দেখতে পেল মাইলের পর মাইল দাবড়ে নিয়ে গিয়ে আগ্রাসী বর্জিয়াকে ভ্যাটিকানে তার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছে ব্যাব্বিয়ানোর সৈন্যদল। বড় বড় রিপাবলিক ফরাসী ও স্প্যানিয়ার্ডদের আগ্রাসন ঠেকাতে তার সাহায্য কামনা করছে।

এসব ভাবতে ভালই লাগছিল, কিন্তু যখনই মনে এল তার এই মুক্ত-স্বাধীন নাইটের জীবন ছেড়ে, খোলা আকাশের নিচে তার প্রিয় তাঁবু ছেড়ে তাকে বাস করতে হবে হাঁপ-ধরা প্রাসাদে, পারিষদ নিয়ে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতে হবে, বিচার করতে হবে, সারাক্ষণ রাজনৈতিক কূটচাল প্রস্তুতে ব্যস্ত থাকতে হবে, তখনই বিষিয়ে উঠল মনটা। অসম্ভব! এ-জীবন সে চায় না।

শেষে মনে হলো: যার কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে সে তার আপন ফুফাত ভাই, একই রক্ত বইছে দুজনের শরীরে। ব্যস, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। মাথা তুলে চাইল সবার মুখের দিকে।

'আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। কিন্তু আপনারা যে দুর্লভ সম্মান আমাকে দিতে চাইছেন, সম্ভবত আমি তার যোগ্য নই।' আপত্তি জানাবার জন্যে সবাইকে মুখ খুলতে দেখে যোগ করল, 'যদি যোগ্য হতাম, তবু এ সম্মান গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।'

'কেন, মাই লর্ড? কেন সম্ভব নয়?' প্রায় ককিয়ে উঠলেন ফ্যাব্রিৎসিও।

'প্রথম কারণ, যাকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে, তার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।'

'আমার ধারণা ছিল,' বলে উঠল তরুণ ফ্যানফুল্লা, 'জন্মভূমির দাবি রক্তের দাবির চেয়ে অনেক বেশি জোরাল ও গুরুত্বপূর্ণ।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে, ফ্যানফুল্লা। তবে আমার অনিচ্ছার দ্বিতীয় কারণ: রাজ্যশাসনের অভিজ্ঞতা আমার নেই, কি করে বুঝি আমি পারব কি না? বর্তমান সঙ্কট মোকাবিলার জন্য এখানে একজন যোদ্ধার নেতৃত্ব প্রয়োজন, মানি, কিন্তু শান্তির সময় কি করবে সে যোদ্ধা? প্রতিবেশীকে খুঁচিয়ে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করবে, অশান্তি সৃষ্টি করবে জনমনে।

'আর তৃতীয় কারণ: আমি স্বাধীনচেতা মানুষ, রাজসভার সুবাসিত, গুমোট পরিবেশ আমার একদম পছন্দ নয়। খোলা আকাশের নিচে, মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে, ডিউকাল মুকুটের জন্যে আমি আমার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজি নই।' সবাইকে আশাহত দেখে শেষ কথাটা বলল যুবক, 'তবে একটা কাজ আমি করতে পারি। আপনাদের সঙ্গে ব্যাব্বিয়ানোতে গিয়ে আমার ভাইকে বলতে পারি, কিছুদিনের জন্যে তার সেনাপতির দায়িত্ব আমাকে দিলে আমি এমন একটা বাহিনী গড়ে দেব, এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমন একটা প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করে দেব যে, হুট করে বাইরের কেউ আক্রমণ করে বসতে সাহস পাবে না।'

কিছুক্ষণ তর্ক করার পর যুবকের অনমনীয় ভাব টের পেয়ে এই কথাতেই রাজি হয়ে গেল সবাই। সবার হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালেন ডা লোডি। সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, এমনি সময়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তরুণ ফ্যানফুল্লা ডেলি আর্চিপ্রেটি। ভুরু কুঁচকে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে ছুটে চলে গেল দরজার কাছে। দরজা খুলে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে কান পেতে।

অবাক হয়ে যারা ওর কাণ্ড দেখছিল, এইবার তারাও শুনতে পেল শব্দটা। এই কুটিরের দিকে মার্চ করে এগিয়ে আসছে একদল সৈন্য।

দুই

'সোলজার!' চাপা গলায় বলল ফ্যানফুল্লা। 'জেনে গেছে ওরা!'

এ ওর দিকে চাইল সবাই, চোখে উৎকণ্ঠা। ধীরে উঠে দাঁড়াল অ্যাকুইলা। বাকি সবাই উঠল দেখাদেখি, অস্ত্রগুলোর উপর চোখ। মৃদুকণ্ঠে একটা নাম উচ্চারণ করল যুবক, 'মাসুচ্চিও টোরি।'

'ঠিক!' বললেন লোডি তিক্তকণ্ঠে। 'আপনার সতর্কবাণীতে যদি কান দিতাম তখন! পঞ্চাশজন মার্সেনারি নিয়ে ধেয়ে আসছে এখন মাসুচ্চিও।'

'পায়ের আওয়াজেই টের পাওয়া যাচ্ছে, তার কম নয়,' বলল ফেরাব্রাচ্চিও। 'আর আমরা মাত্র ছয়জন, বর্ম নেই কারও কাছেই।'

'সাতজন,' বলে হ্যাটটা মাথায় চড়াল কাউন্ট, খাপে পোরা তলোয়ারটা ঢিল করল।

'না, মাই লর্ড,' বললেন লোডি। একটা হাত রাখলেন কাউন্টের বাহুতে। 'আমাদের সঙ্গে আপনার থাকা চলবে না। আপনি আমাদের একমাত্র ভরসা, ব্যাব্বিয়ানোর ভবিষ্যৎ। কেউ জানে না আপনি এখানে আছেন, সামান্য সন্দেহ যদি করেও থাকে, একথা প্রমাণ করতে পারবে না জিয়ান মারিয়া। আপনি সরে যান এখান থেকে, আমরা মরণপণ যুঝবো ওদের সঙ্গে। শুধু মনে রাখবেন, আপনি কথা দিয়েছেন, সেনাপতির দায়িত্ব চাইবেন জিয়ান মারিয়ার কাছে।' মাথা নুইয়ে যুবকের হাতের পিঠে ভক্তির সঙ্গে চুম্বন করলেন বৃদ্ধ।

বইঘর.কম

কিন্তু এত সহজে নিরস্ত হওয়ার মানুষ নয় কাউন্ট অ্যাকুইলা। দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের ঘোড়াগুলো কোথায়?'

'বাঁধা আছে ঘরের পিছনে। কিন্তু এই রাতে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় বেয়ে নামবে–কার এত সাহস?'

'এই যেমন আমি,' জবাব দিল যুবক। 'আপনাদেরও সাহস করতে হবে, যেহেতু এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। চেষ্টা করতে গিয়ে বড়জোর ঘাড়টাই তো ভাঙবে, ওদের হাতে ধরা পড়লেও ওই একই পরিণতি–ব্যাব্বিয়ানোয় ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।'

'ঠিক বলেছেন,' বলল ফেরাব্রাচ্চিও, 'সবাই চলুন ঘোড়ার কাছে।'

'কিন্তু যাব কোন্ পথে?' জানতে চাইল তরুণ ফ্যানফুল্লা, 'ওরা যেদিক দিয়ে আসছে ওটাই একমাত্র রাস্তা, বাকি সব তো খাড়া পাহাড়।'

'চিন্তা কোরো না, আমরা ওদের দিকেই যাব,' বলল ফেরাব্রাচ্চিও সহজ গলায়। 'ওরা তো পায়ে হেঁটে আসছে। পাহাড়ি ঝরনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা ওদের ওপর। জলদি! এসে পড়ল বলে!'

'কিন্তু ঘোড়া যে মাত্র ছয়টা?' আপত্তি তুলল আরেকজন। 'মানুষ তো সাতজন।'

'হ্যাঁ, ঘোড়া নেই আমার,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'পায়ে হেঁটে আপনাদের পিছু পিছু যাব আমি।'

'বলেন কি!' নিজের অজান্তেই নেতৃত্ব নিয়ে ফেলেছে ফেরাব্রাচ্চিও। 'পায়ে হেঁটে যাওয়া তো হবে আত্মহত্যার সামিল। তারচেয়ে ডা লোডি, আপনি বয়স্ক মানুষ, আপনি থেকে যান পিছনে।'

প্রথমে আপত্তি করলেও, সমস্যাটা বুঝতে পেরে রাজি হয়ে গেলেন ফ্যাব্রিৎসিও।

'কিন্তু ওঁর কি হবে?' জানতে চাইল কাউন্ট অ্যাকুইলা। 'ধরা পড়লে...'

'সে সম্ভাবনা খুবই কম,' জবাব দিলেন বৃদ্ধ নিজেই। 'আপনারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করলে ওদের মাথাতেই আসবে না পেছনে আর কেউ থেকে যেতে পারে। ওদের ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলে দিশে হারিয়ে আপনাদের পিছনেই ছুট লাগাবে ওরা। রওনা হয়ে যান, নইলে সব কূল হারাতে হবে।'

ঘোড়ার বাঁধন খুলে লাফিয়ে পিঠে উঠল ওরা। শুরু হলো দুর্গম, পাহাড়ি পথে বিপজ্জনক যাত্রা। চাঁদ নেই, কিন্তু নির্মেঘ আকাশ থেকে অসংখ্য তারার খুদে প্রদীপ ম্লান আলো ছড়াচ্ছে, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে সামনে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত– যদিও উঁচু-নিচু পথে আলোর চেয়ে ঘন ছায়াই চোখে পড়ছে বেশি।

পথঘাট ফেরাব্রাচ্চিওর বেশি চেনা তাই সে থাকল সামনে, তার পাশে পাশে চলেছে কাউন্ট; তাদের পিছনে পাশাপাশি দুজন করে আসছে বাকি চারজন। কিছুদূর এগিয়ে বামদিকের উঁচু একটা খাড়া পাহাড়ের ছায়ায় ছোট্ট একটা তাক মত জায়গায় দাঁড়াল ওরা। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা। মার্চের আওয়াজ বেশ জোরাল ভাবেই শোনা যাচ্ছে এখন, কাছে এসে পড়েছে ওরা। সামনে একশো গজ মত ঢালু জায়গা, তারপরেই বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। ডানদিকে

বেশকিছুটা নিচে উঁচু-নিচু রাস্তার ছোট্ট একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সেখানেই ইস্পাতের ফলায় তারার আলোর প্রতিফলন দেখে ফেরাব্রাচ্চিওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফ্যানফুল্লা। সেই মুহূর্তে এগোবার নির্দেশ দিল সে। কিন্তু বাধা দিল কাউণ্ট ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'এখুনি রওনা হলে মোড়টা পেরিয়ে তারপর ওদেরকে মোকাবিলা করতে হবে আমাদের। মোড়ের কাছে গতি কমাতেই হবে, ফলে আক্রমণের তোড়টা কমে যাবে। তারচেয়ে আর একটু অপেক্ষা করুন, ওরা মোড় ঘুরে আমাদের দিকে এগোতে শুরু করলেই ছায়ার মধ্যে দিয়ে ঝড়ের বেগে নামব আমরা ঢাল বেয়ে; পূর্ণগতিতে ওদের ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাহলে।'

'ঠিক বলেছেন, লর্ড কাউণ্ট,' সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল ফেরাব্রাচ্চিও। অপেক্ষার সময়টুকু গজগজ করতে থাকল, 'কী একটা ফাঁদে পড়া গেছে! এমন জায়গায় মানুষে মীটিং করে? একটা ছাড়া আর কোনও পথ নেই!'

'পিছনের পাহাড় বেয়ে নিচে নামা যেত না?' জানতে চাইল কাউণ্ট।

'যেত,' জবাব এল তৎক্ষণাৎ, 'আমরা যদি চড়ুইপাখি বা পাহাড়ি ছাগল হতাম। কিন্তু মানুষ হওয়ায় ওদের চেয়েও তাড়াতাড়ি পৌঁছব নিচে, তবে চামড়ামোড়া ভাঙা হাড়গোড়ের বাণ্ডিল হিসেবে।'

'তৈরি হয়ে যান!' চাপা গলায় বলল কাউণ্ট, 'ওই যে, মোড় ঘুরে আসছে ওরা।'

সবাই দেখল, ইস্পাতের হেলমেট পরা একদল সশস্ত্র ভাড়াটে সৈন্য এগিয়ে আসছে জোরকদমে। কাঁধে রাখা বর্শার ফলাগুলো ঝকঝক করছে তারার আলোয়। কিছুদূর এগিয়েই থামল ওরা। বোঝা গেল, পিছিয়ে পড়া সৈন্যদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'এইবার!' বলল কাউণ্ট মৃদুকণ্ঠে। টুপিটা টেনে দিল ভুরুর উপর। তারপর মাথার উপর তলোয়ার তুলে রেকাবে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়ল, 'আগে বাড়ো!'

এমন বিকট হাঁক শুনে, আর সেই সাথে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে আত্মা চমকে গেল ভাড়াটে সৈন্যদের।

মাসুচ্চিওর গলা শোনা গেল, রুখে দাঁড়াতে বলছে সৈন্যদের, বর্শা বাগিয়ে ধরে নিচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বলছে, সাহস যোগানোর জন্যে বলছে–শত্রু মাত্র ছয়জন। কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে নেমে আসা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে গোটা এক রেজিমেণ্ট আসছে ধেয়ে। পালাবার জন্যে পিছন ফিরল সামনের সৈন্যরা। এমনি সময়ে জলপ্রপাতের মত পৌঁছে গেল অশ্বারোহীরা, ওদের ভিতর দিয়ে তেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে গেল সামনে।

দশ-বারোজন কুপোকাত হলো প্রথম ধাক্কাতেই। আরও বারো-চোদ্দজন দিশে হারিয়ে লাফ দেয়ায় এই মুহূর্তে পাশের খাদে পড়ে দ্রুত নামছে নিচের দিকে। বাকি সৈন্যরা এতক্ষণে শত্রুপক্ষের সংখ্যার স্বল্পতা টের পেয়ে অস্ত্র বাগিয়ে ধরে রুখে দাঁড়াল। অপ্রশস্ত রাস্তার উপর তুমুল যুদ্ধ হলো কিছুক্ষণ। ঘোড়া ও মানুষের পায়ের দাপাদাপি, অস্ত্রের ঝনঝনাৎ, আহতদের আর্তনাদ–সব মিলে যেন

বইঘর.কম

নরক গুলজার হচ্ছে। সবার আগে অ্যাকুইলার লর্ড, বীরদর্পে যুদ্ধ করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, মাঝে মাঝেই পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করাচ্ছে ঘোড়াটাকে, সেই সঙ্গে পাশ ফিরে বিদ্যুদ্বেগে চালাচ্ছে তলোয়ার, ঘোড়ার পা যখন নেমে আসছে ডাইনে বা বামে–প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে পদাতিক সেনারা।

এইভাবে পথ পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে সে, অনেকটা ভাগ্যের জোরেই মারাত্মক জখম এড়িয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে শত্রুর ঘের থেকে, এখন সামনে শুধু তিনজন। আবার নাক দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছে সামনের পা দুটো, এখুনি নামিয়ে আনবে ওগুলো ওদের উপর। তাই দেখে রণে ভঙ্গ দিল দুজন, ছিটকে সরে গেল সামনে থেকে, কিন্তু তৃতীয়জন চট্ করে এক হাঁটু গেড়ে বসে বর্শাটা তাক করল ঘোড়ার বুকের দিকে। ঘোড়াটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কিন্তু পারল না–বর্শার আগায় নেমে এল ওটা, তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল সামনের লোকটার উপর। বিশাল ঘোড়ার নিচে চাপা পড়ে মারা গেল লোকটা তৎক্ষণাৎ, ছিটকে গিয়ে পাথরের উপর আছাড় খেল কাউন্ট। চট্ করে উঠে দাঁড়াল সে, কিন্তু দিশেহারা। কাঁধটা কখন যে জখম হয়েছে টেরই পায়নি এতক্ষণ যুদ্ধের উত্তেজনায়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে কাউন্ট, টলমল করছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এই সুযোগ বুঝে এগিয়ে এল শেষ সৈনিক দুজন। ওদের সামাল দেয়ার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াল কাউন্ট অ্যাকুইলা, অন্তত একজনকে শেষ করে তারপর মরবে। কিন্তু তরুণ ফ্যানফুল্লা ডেলি আর্চিপ্রেটি ছিল ওর ঠিক পিছনেই, দ্রুত এগিয়ে এসে পিছন থেকে ঘায়েল করল শত্রু দুজনকে। তারপর কাউন্টের পাশে ঘোড়া থামিয়ে হাত বাড়াল।

'আমার পেছনে উঠে পড়ুন, ইয়োর এক্সেলেন্সি!' ডাকল সে।

'সময় নেই,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, দেখতে পেল ছয়-সাতজন তেড়ে আসছে ওদের দিকে। 'তোমার জিনের চামড়া ধরে ঝুলছি আমি, তুমি ছোটাও ঘোড়া!' কথাটা বলেই ফ্যানফুল্লার অপেক্ষায় না থেকে তলোয়ারের চ্যাপ্টা দিক দিয়ে চড়াৎ করে বাড়ি লাগিয়ে দিল ঘোড়ার পিছন দিকে। ছুটল ঘোড়া। যুদ্ধক্ষেত্র পিছনে ফেলে নেমে যাচ্ছে ওরা পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে। আধমাইল মত সরে গিয়ে থামল ফ্যানফুল্লা, ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল কাউন্ট। পরিষ্কার বোঝা গেল, ছয়জনের মধ্যে প্রাণে বেঁচেছে কেবল ওরা দুজন। আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই মারা গেছে শতাধিক যুদ্ধে বিজয়ী বীর দুর্ধর্ষ ফেরাব্রাচ্চিও। শুরুতেই ঘোড়াটা ঘাবড়ে গিয়ে ওকে নিয়ে কিনার থেকে পড়ে গিয়েছে খাদে–কিভাবে পিছনের পাহাড় বেয়ে খুব দ্রুত নামা যায়, রসিকতা করে তার যা বর্ণনা সে দিয়েছিল, ঠিক তাই ঘটেছে তার ভাগ্যে চামড়ামোড়া ভাঙা হাড়গোড়ের বাণ্ডিল হয়ে গেছে সে। আমেরিনিকে নিহত হতে দেখেছে ফ্যানফুল্লা নিজ চোখে। বাকি দুজন বন্দী হয়েছে। সান্ত অ্যাঞ্জেলো ছাড়িয়ে তিন মাইল সরে এল ওরা। মেটরোর একটা অগভীর ঝর্নায় ক্লান্ত ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল সামনে। অনেক রাতে উরবিনোর সীমানায় প্রবেশ করে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো, এখানে ওদের পিছু ধাওয়া করবে না কেউ।

তিন

আজও ঝগড়া বেধে গেছে কুঁজো ভাঁড়ের সঙ্গে মোটা পুরোহিতের। স্ত্রীজাতি নিয়ে ছিল তর্কটা। যুক্তিতে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে পা থেকে স্যাণ্ডেল খুলে তাড়া করল দৈত্যের মত ফ্রায়ার ছোটখাট, কুঁজো ভাঁড়কে ওটা দিয়ে পিটিয়ে ওর মাথায় নিজের যুক্তি প্রবেশ করাবে। অগ্নিমূর্তি ফ্রায়ারকে এগোতে দেখেই বাতাসের বেগে ছুটে নিমেষে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল ভাঁড়।

পিছনে তাকিয়ে দৌড়াচ্ছিল, তাই টেরও পেল না কিসের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ল সে মাটিতে। ককিয়ে উঠল সে, পরমুহূর্তে কলজে শুকিয়ে গেল তার ঝোপের আড়ালে শুয়ে থাকা এক লোককে উঠে বসে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাইতে দেখে।

'চোখের মাথা খেয়েছো?'

বাপরে! কী গম্ভীর গলা! তাড়াতাড়ি বলল, 'মাফ চাইছি, জনাব। সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাকে তাড়া করছিল তো...'

'তাড়া করছিল?' ভুরু কুঁচকে উঠল লোকটার, একটু যেন অস্বস্তি ফুটল চোখের দৃষ্টিতে। 'কে তাড়া করছে তোমাকে?'

'ডোমেনিকান ব্রাদারের চামড়ায় মোড়া আস্ত এক পিশাচ!'

'ইয়ার্কি মারছ আমার সঙ্গে?' রেগে উঠছে লোকটা।

'ওর স্যাণ্ডেলের এক-আধ ঘা যে খেয়েছে, সে আর যাই করুক ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবে না সেটা নিয়ে।'

'শোনো, একটা কথার সোজা জবাব দাও এদিকে কাছেপিঠে কোনও পুরোহিত আছে?'

'আছেই তো। তার ভয়েই তো পালাচ্ছিলাম। বেশি মোটা বলে পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু ব্যাটা খুবসম্ভব আসছে এইদিকেই।'

'যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এসো এখানে,' হুকুম দিল লোকটা।

'হা, যীশু!' ককিয়ে উঠল ভাঁড়। 'রাগ না কমা পর্যন্ত ওর ধারে কাছে তো যাওয়াই যাবে না। আমার অন্তত সে সাহস নেই।'

বিরক্ত হলো লোকটা। গলা কিছুটা চড়িয়ে ডাকল, 'ফ্যানফুল্লা! ও হে, ফ্যানফুল্লা!'

'এই তো আসছি, মাই লর্ড,' ডানদিকের একটা ঝোপের আড়াল থেকে জবাব এলো। পরমুহূর্তে ঝলমলে পোশাক পরা চমৎকার চেহারার এক যুবা এগিয়ে এসে কুঁজো ভাঁড়কে দেখে থমকে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে ওর সাজ-পোশাক দেখছে বেঁটে বামন, আর ভাবছে, এই রাজপুত্রের মত লোকটা ওই সাধারণ পোশাক পরা লোকটাকে এত সম্মান দেখাচ্ছে কি জন্যে! ব্যাপার কি? এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখেই চিনে ফেলল

বইঘর.কম

সে মাটিতে বসা লোকটাকে। চমকে উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'আপনি মাই লর্ড অভ অ্যাকুইলা!'

কথাটা শেষ হতে না হতেই একটা হাত চেপে ধরল জেসটারের কাঁধ, বিস্ফারিত চোখে দেখতে পেল সে, গলার কাছে ধরা রয়েছে ঝকঝকে একটা ছোরা। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল ওর।

কানের কাছে হিসহিস করে উঠল ফ্যানফুল্লার চাপা কণ্ঠস্বর, 'যদি বাঁচতে চাও, যীশুর নামে শপথ করো, হিজ এক্সেলেন্সির এখানে উপস্থিতির কথা কারও কাছে প্রকাশ করবে না! নইলে এখুনি দু'ফাঁক করে দেব গলাটা!'

'কিরে...কিরে...' তোতলাতে শুরু করল ভাঁড়, 'যী-যীশুর নামে কিরে কাটছি, কা-ক্কাউকে বলব না!'

'যাও, এবার ডেকে নিয়ে এসো পুরোহিতকে,' মৃদু হেসে বলল কাউন্ট। 'আমাদের তরফ থেকে আর কোন ভয় নেই তোমার।'

লোকটা বিদায় নিতেই সঙ্গীর দিকে ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'ভারি সাবধানী লোক তো তুমি, ফ্যানফুল্লা! কিন্তু এখানে আমাকে কেউ চিনে ফেললে কি ক্ষতি?'

'বলেন কি? সান্ত অ্যাঞ্জেলোর এত কাছে? আমরা যে ছয়জন গতকাল মীটিং করেছি, তাদের সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমি আর সম্ভবত লোডি ছাড়া ধরে নিতে পারেন, বাকি চারজনের আর কেউ বেঁচে নেই। পালাচ্ছি আমি, এখন এছাড়া আর কোন পথও নেই। জিয়ান মারিয়া যতদিন ডিউক থাকবে, ততদিন ব্যাব্বিয়ানো রাজ্যে পদার্পণ আমার জন্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু সপ্তমজন সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানে না। এখন যদি কোনভাবে হিজ হাইনেসের কানে যায় যে এই এলাকায় আমার সঙ্গে আপনাকে দেখা গেছে, তাহলে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেবে সে।'

'এবং তাহলে?'

'তাহলে?' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল ফ্যানফুল্লা কাউন্টের মুখের দিকে। 'তাহলে আমাদের সবার সব আশা-ভরসা শেষ হয়ে যাবে, মাই লর্ড; ব্যাব্বিয়ানোর ভাগ্যে নেমে আসবে পরাধীনতার গ্লানি। এই যে, আমাদের জোকার এসে পড়েছে, সঙ্গে একজন ফ্রায়ার।'

ধীর পায়ে ফ্যানফুল্লার সামনে এসে মস্ত কামানো মাথাটা নুইয়ে অভিবাদন করলেন ফ্রা ডোমেনিকো।

'আপনার কি চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান আছে?' জিজ্ঞেস করল ফ্যানফুল্লা।

'কিছু কিছু আছে, জনাব।'

'তাহলে এই ভদ্রলোকের জখমটা একটু দেখুন।'

'অ্যাঁ? ডিও মিও (মাই গড)! আপনি আহত হয়েছেন বুঝি?'

এরপরেই আসবে কিভাবে, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন টের পেয়ে চট করে পোশাক সরিয়ে কাঁধের জখমটা বের করে ফেলল কাউন্ট ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'এই যে, স্যার প্রীস্ট, এই দেখুন।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে জখমটা পরীক্ষা করে রায় দিলেন ফ্রায়ার, 'যদিও এসব জখম ভোগায় খুব, কষ্টও দেয়, কিন্তু আসলে মারাত্মক কিছু নয়।'

ক্ষতটা বেঁধে দিতে বলায় ফ্রা ডোমেনিকো জানালেন ওষুধ বা ব্যাণ্ডেজ কিছুই নেই তাঁর কাছে। ফ্যানফুল্লা বলল, 'আমার সঙ্গে চলুন, অ্যাকুয়াস্পার্টার কনভেণ্ট থেকে ওসব চেয়ে নিয়ে আসি।' পুরোহিত রাজি হতেই কুঁজো ভাঁড়কে কাউণ্টের কাছে রেখে রওনা হয়ে গেল ফ্যানফুল্লা।

'তোমার মনিব কে?' আলখেল্লার উপর গা এলিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল কাউণ্ট।

'একজন আছেন, আমাকে খাওয়ান পরান। কিন্তু আমার মনিব আসলে নিরেট নির্বুদ্ধিতা।'

www.boighar.com

'তাহলে তিনি তোমার ভরণপোষণ করেন কেন?'

'করেন এইজন্যে যে, আমি সবসময় এমন ভাব দেখাই যেন আমি তাঁর চেয়েও নির্বোধ, যাতে আমার সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে তাঁর ভীষণ চালাক আর মস্ত জ্ঞানী মনে হয়। তাছাড়া আমার মত কুৎসিত চেহারার কেউ একজন কাছে পিঠে থাকলে তার তুলনায় নিজেকে তিনি অপূর্ব সুন্দর বলে ভাবতে পারেন।'

'অদ্ভুত যুক্তি!'

'কিন্তু তারচেয়েও অনেক বেশি অদ্ভুত, মাই লর্ড, এমন সাদামাঠা পোশাক পরে, কাঁধে জখম নিয়ে অ্যাকুইলার লর্ডের এই মাটিতে শুয়ে আমার মত এক বুদ্ধুর সঙ্গে আলাপ করা।'

বুদ্ধিমান বুদ্ধুর দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'তোমার কপাল ভাল যে ধারে-কাছে ফ্যানফুল্লা নেই। থাকলে, এইমাত্র যা বললে এটাই তোমার জীবনের শেষ কথা হতো। দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, ওর মত নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু লোক আমি খুব কমই দেখেছি। আমার কথা আলাদা, তুমি হয়তো শুনেছ, আমি অতি শান্তশিষ্ট, নরম প্রকৃতির লোক। কিন্তু আমার নাম আর পদবী যদি এক্ষুণি ভুলে না যাও তোমার কপালে খারাবি আছে মেসার বাফুন।'

'ক্ষমা করে দিন, মাই লর্ড! আর ভুল হবে না!'

ঠিক এমনি সময় জঙ্গলের ভিতর মিষ্টি একটা সুরেলা নারীকণ্ঠ ডেকে উঠল, 'পেপ্পিনো! পেপ্পিনো!'

'ডাকছে আমাকে, আমার মনিব।' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বিচিত্র পোশাক পরা কুঁজো ভাঁড়।

হাসল কাউণ্ট বিদ্রূপের হাসি। 'এই না বললে তোমার মনিব নিরেট নির্বুদ্ধিতা? তোমার নির্বুদ্ধিতার চেহারাটা দেখতে পেলে মন্দ হত না!'

'পাশ ফিরে চাইলেই দেখতে পাবেন, মাই লর্ড!' ফিসফিস করে বলল পেপ্পিনো।

ধীরে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে ঘাড় ফিরাল অ্যাকুইলার লর্ড, পেপ্পিনো যেদিকে যাচ্ছে ঠোঁটে হাসি নিয়ে তাকাল সেদিকে। মুহূর্তে মুখ থেকে মুছে গেল বিদ্রূপের হাসি, সেই জায়গায় এখন রাজ্যের বিস্ময়।

জঙ্গলের ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী। দামী পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনার গহনা এসব কিছুই চোখে পড়ল না যুবকের, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর দিকে, কোমল একজোড়া

বইঘর.কম

মৃদুবিস্মিত চোখের দিকে। যেমন ছিল তেমনি কনুইয়ে ভর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ কাউন্ট চেয়ে থাকল নিষ্পাপ মুখটার দিকে, ওর মনে হলো স্বপ্ন দেখছে, স্বর্গের কোনও অ□রী হঠাৎ পথ ভুলে চলে এসেছে বুঝি এখানে!

ঘোরটা কেটে গেল পেপ্পিনো কথা বলে ওঠায়। জখমের কথা ভুলে এক লাফে উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, সামনে ঝুঁকে সসম্মানে বাউ করল, পরমুহূর্তে ব্যথায় ককিয়ে উঠে হাঁ করল শ্বাস নেবে বলে, টাল সামলানোর চেষ্টা করল, তারপর জ্ঞান হারিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

চার

প্রচুর রক্তক্ষরণে কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, টের পায়নি ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'লোকটা কে, পেপ্পি?' জানতে চাইল মেয়েটি।

শপথের কথা মনে পড়ায় মিথ্যে বলল পেপ্পিনো, ও চেনে না, এমনি এক আহত লোক।

'আহত?' মেয়েটির শান্ত চোখে উদ্বেগ ফুটল। 'সঙ্গে কেউ নেই?'

'ছিলেন, ম্যাডোনা। এক ভদ্রলোক ছিলেন এঁর সঙ্গে, ফ্রা ডোমেনিকোকে নিয়ে কনভেণ্টে গেছেন ওষুধ আর ব্যাণ্ডজের কাপড় আনতে।'

'আহা, কী দুর্ভাগ্য!' বলে এগিয়ে এল মেয়েটি। 'কি করে আহত হলো লোকটা?'

'তা তো জানি না, ম্যাডোনা।'

'এর বন্ধু ওষুধ নিয়ে ফিরে আসার আগে আমাদের কি কিছুই করার নেই?' বলতে বলতে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মাথার কাছে বসে পড়ল মেয়েটি। 'পেপ্পিনো, তুমি এক দৌড়ে ঝর্না থেকে খানিকটা পানি নিয়ে এসো তো।'

এদিক ওদিক চেয়ে পানি আনার পাত্র হিসেবে কাউন্টের প্রশস্ত হ্যাটটাই পছন্দ হলো জেসটারের, ছোঁ দিয়ে ওটা তুলে নিয়ে ছুটল সে ঝর্নার দিকে। ফিরে এসে দেখল কাউন্টের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে তার কর্ত্রী। এখন হ্যাটের পানিতে রুমাল ভিজিয়ে অজ্ঞান লোকটার কপাল ও ভুরু মুছে দিতে শুরু করল।

'দেখো, পেপ্পি, রক্তে চুপচুপে হয়ে গেছে ওর জামাটা। এখনও রক্ত পড়ছে। ইশ্‌শ্‌, দেখো, ক্ষতটা দেখো! ওদের ফিরতে দেরি হলে ঠিক মরে যাবে লোকটা। অথচ কী কম বয়স, আর কী সুন্দর চেহারা!'

নড়ে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল, তারপর চোখ মেলতেই মিলন হলো চার চোখের। পুরো জ্ঞান ফেরেনি এখনও, অনেকটা ঘোরের মধ্যে বিড় বিড় করে বলল, 'আশ্চর্য! সৌন্দর্যের দেবি!' কপালে ঠাণ্ডা রুমালের স্পর্শ অনুভব করে অভিভূত কণ্ঠে বলল, 'মঙ্গলের দেবি!'

এসবের কোন জবাব দিল না মেয়েটি, কিন্তু ওর মুখে রক্তিম ছোপ লাগতে দেখে বুঝে ফেলল জেসটার, জবাব পেয়ে গেছেন কাউণ্ট অভ অ্যাকুইলা, কথার

কোন প্রয়োজন নেই। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি, 'কষ্ট হচ্ছে খুব?'

'কষ্ট?' এতক্ষণে পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে আসছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। বলল, 'বলেন কি! কষ্ট? মাথা আমার দয়াময়ীর কোলে, স্বর্গের দেবি আমার পরিচর্যা করছেন! না, ম্যাডোনা, কোন কষ্ট নেই আর, বরং এত আনন্দ আমার জীবনে এই প্রথম।'

'আরি সব্বোনাশ!' পিছন থেকে খোঁচা দিল ভাঁড়, 'যীশুগো! কথার রাজা দেখছি!'

'তুমি এখনও আছ, মাস্টার বাফূন?' বাস্তবে ফিরে এল কাউণ্ট। 'আর ফ্যানফুল্লা? ফেরেনি ও? ও না ফ্রায়ারকে নিয়ে ওষুধ আনতে গেল?' কনুইয়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'না-না, নড়াচড়া করবেন না এখন,' বারণ করল মেয়েটি।

'আপনি বলছেন যখন, বেশ, নড়ব না।' বলল কাউণ্ট, তারপর কিছুক্ষণ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ নাম জানতে চাইল ওর।

'আমি ভ্যালেণ্টিনা ডেল্লা রোভেয়ার, উরবিনোর ডিউক গুইডোব্যালডোর ভাইঝি।'

'অ্যাঁ? আমি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি? নাকি কল্পনায় চলে গেছি অতীতে–যেখানে একজন আহত নাইটের পরিচর্যা করছেন এক অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা!'

'আপনি একজন নাইট?' মেয়েটির চোখে ফুটে উঠল নিখাদ বিস্ময়। কনভেন্টের শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু দুঃসাহসী যোদ্ধা নাইটদের অসমসাহসিক বীরত্বের নানান কাহিনী কানে এসেছে ওর।

'অন্তত আপনার নাইট তো বটেই, ম্যাডোনা। আজ থেকে যে-কোন আপদে-বিপদে আমি হাজির থাকব আপনার পাশে, যদি বুঝি আমাকে আপনার প্রয়োজন আছে।'

ভ্যালেণ্টিনার দুই গালে আবার গোলাপী আভা ফুটল। কিন্তু কেন জানি এমন সরাসরি ভাবে বলা হলেও কথাগুলো খারাপ লাগল না ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারল, লোকটার মনের কথা বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে, এখানে কোন ছল-চাতুরী নেই। পিছনে দাঁড়ানো পেপ্পিনোও টের পেয়েছে, কি যেন একটা ঘটে গেছে লর্ড অভ অ্যাকুইলার হৃদয়ের গভীরে। দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে।

'আপনার নামটা বলবেন, স্যার নাইট?'

এইবার বিপদে পড়ল কাউণ্ট, দেখতে পেল, দুই কানে গিয়ে ঠেকেছে পেপ্পিনোর হাসি। বলল, 'আমার নাম ফ্র্যাঞ্চেস্কো।' পরমুহূর্তে পরবর্তী প্রশ্নটা ঠেকাবার জন্যে বলল, 'কিন্তু, ম্যাডোনা, বলুন দেখি, আপনি এই জঙ্গলে একা কি করছেন?'

'একা নই,' বলল ভ্যালেণ্টিনা। 'আমার লোকজন জঙ্গলের ওইপাশে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি সান্তা সোফিয়ার কনভেণ্ট থেকে আমার কাকার প্রাসাদে যাচ্ছি। বিশজন সশস্ত্র সৈন্যসহ মেসার রোমিও গনৎসাগাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পেপ্পি আর ফ্রা ডোমেনিকোও চলেছেন আমার সঙ্গে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খুলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

বইঘর.কম

'আপনি কি হিজ হাইনেসের ভাইঝিদের মধ্যে ছোটজন?'
'না, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, আমিই বড়।'
কথাটা শুনে ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল কাউন্টের। জানতে চাইল, 'আচ্ছা, জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্যেই কি আপনাকে প্রাসাদে ডেকে নেয়া হচ্ছে?'
কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে জানতে চাইল মেয়েটা, 'কি বললেন?'
'কই, না, কিছু না,' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাউন্ট। এমনি সময়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল।
'ম্যাডোনা! ম্যাডোনা ভ্যালেন্টিনা!' একটা পুরুষকণ্ঠ ডাকছে।
গলার স্বর লক্ষ করে ঘাড় ফিরাল ওরা দুজনই। চমৎকার, দামী, সোনার কারুকাজ করা, ঝলমলে পোশাক পরা এক সুদর্শন তরুণ আসছে এদিকে। গুইডোব্যাল্ডোর ভাইঝিকে অচেনা এক লোকের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকতে দেখে দু'হাত শূন্যে তুলে থমকে দাঁড়াল যুবক। দু'চোখে ওর অবিশ্বাস। পরমুহূর্তে প্রায়-দৌড়ে চলে এল কাছে। 'ব্যাপারটা কি? কি করছ তুমি এখানে, ম্যাডোনা? আর এই কুৎসিত লোকটাই বা কে?'
'কুৎসিত?' বিস্মিত কণ্ঠে শুধু এইটুকুই উচ্চারণ করতে পারল মেয়েটি।
'কে ও?' ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে জানতে চাইল যুবক। 'কি করছ তোমরা? হিজ হাইনেস জানতে পারলে কী জবাব দেব আমি? কে এই লোক, ম্যাডোনা?'
'নিজেই দেখতে পাচ্ছ, গন্‌ৎসাগা, একজন আহত নাইট!' তেজের সঙ্গে জবাব দিল মেয়েটি।
'নাইট? এই লোকটা?' তাজ্জব বনে গেল গন্‌ৎসাগা। 'দেখে তো মনে হচ্ছে কোনও চোর-চোট্টা! অ্যাই, নাম কি তোমার?' জিজ্ঞেস করল সে কাউন্টকে।
ভ্যালেন্টিনার কোল থেকে মাথাটা সরিয়ে নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা রাখল হাতের তালুতে। অপর হাতের ইশারায় লোকটাকে আর কাছে আসতে বারণ করল।
'ম্যাডোনা,' বলল সে, 'দয়া করে আপনার কাজের ছেলেটাকে একটু দূরে থাকতে বলুন। এখনও মাথাটা ঘুরছে আমার, ওর গায়ে মাখা সুগন্ধী কটু লাগছে।'
রেগে গেল গন্‌ৎসাগা ওর কথা শুনে। 'আমি কারও চাকর না, বুদ্ধু কোথাকার!' বলে হাততালি দিয়ে গলা উঁচু করে হাঁক ছাড়ল, 'বেলট্রেম! এদিকে এসো তো!'
'কি করতে চাও?' উঠে দাঁড়াল ভ্যালেনটিনা।
'বদমাশটাকে বেঁধে নিয়ে যাব উরবিনোয়!' সাফ জবাব দিল রোমিও গন্‌ৎসাগা।
'জনাব, আমাকে বাঁধতে গেলে আপনার সুন্দর, কোমল হাতগুলো জখম হয়ে যেতে পারে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কাউন্ট, যেন একটা কথার কথা বলছে।
'কী বললি?' দুই পা পিছিয়ে গিয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল তরুণ। 'আমাকে হুমকি দিচ্ছিস! ছোটলোক কোথাকার! যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা! বেলট্রেম! কি হলো, এত দেরি কিসের?'

জঙ্গল থেকে জবাব এল, পরমুহূর্তে জনা ছয়েক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে মার্চ করে এগিয়ে এল বেলট্রেম। 'হুকুম করুন, স্যার,' বলল সে তরুণকে। মাটিতে শোয়া কাউন্টকে দেখছে কৌতূহলী চোখে।

'এই কুকুরটাকে বেঁধে ফেলো!' হুকুম দিল গন্‌ৎসাগা।

কিন্তু লোকটা একপা এগোতেই বাধা দিল ভ্যালেনটিনা। ধমকে উঠল, 'খবরদার, ওঁর গায়ে হাত দেবে না!' এতক্ষণের কোমল ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। মেয়েটিকে মুহূর্তে রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে দেখে চমকে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, হাঁ করে চেয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। 'আমার কাকার নামে আমি হুকুম দিচ্ছি, উনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। এই ভদ্রলোক আহত একজন নাইট। আমি তাঁর কিছুটা শুশ্রূষা করেছি, সম্ভবত মেসার গন্‌ৎসাগার ক্রোধের কারণ এবং ওঁর বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ এটাই।'

থমকে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একবার এর একবার ওর মুখের দিকে চাইছে বেলট্রেম।

'ম্যাডোনা,' অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল গন্‌ৎসাগা, 'তোমার মুখের কথাই আমাদের জন্যে আইন। তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তোমাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব, কাজটা করছি আমি হিজ হাইনেসের স্বার্থেই। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাশে ভরে গেছে এ-রাজ্য। এতদিন কনভেন্টের নিরাপদ আশ্রয়ে কাটিয়েছ বলে এসব কথা হয়তো তোমার কানে পৌঁছায়নি, তাছাড়া ওখানে অসৎ লোক চেনার শিক্ষাও তোমাকে দেয়া হয়নি, তাই ভাল-মন্দের তফাত বুঝতে পারছ না। বেলট্রেম, যা বলেছি করো।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে পা ঠুকল ভ্যালেণ্টিনা মাটিতে, ক্রোধ এসে ভর করেছে দুই চোখে, দেখতে অনেকটা তার দুঃসাহসী যোদ্ধা কাকার মতই লাগছে এখন। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই কথা বলে উঠল পেপ্পি।

'শোনো, বেলট্রেম, মেসার গন্‌ৎসাগার ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা কতটুকু হয়েছে জানি না, তবে আমার একটা ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাখো—ওঁর কথায় যদি এই ভদ্রলোককে বন্দী করো, অচিরেই বন্দী হবে তুমি নিজেই।'

ঘোড়ার চাবুক তুলে জেস্টারকে মারতে গেল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু লাফিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল সে। ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে কাউন্ট। হাসিমুখে চেয়ে দেখছে কে কি বলে বা করে, যেন তার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। এগোবে কি না ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বেলট্রেম, গন্‌ৎসাগাও কাউন্টের শরীরের কাঠামো ও উচ্চতা দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে মত গেছে। ঠিক এমনি সময়ে ওষুধ নিয়ে ফিরে এল ফ্রা ডোমেনিকো ও ফ্যানফুল্লা।

'ঠিক সময়েই এসেছ, ফ্যানফুল্লা,' বলল কাউন্ট। 'এই সুদর্শন, তরুণ ভদ্রলোক আমাকে বাঁধতে চায়।'

'অ্যাঁ? আপনাকে বাঁধতে চায়!' মুহূর্তে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল ফ্যানফুল্লা। গন্‌ৎসাগার দিকে ফিরে চিবিয়ে উচ্চারণ করল, 'কোন্ অপরাধে, জানতে পারি?'

ফ্যানফুল্লার ঝলমলে, অভিজাত পোশাকের জাঁকজমক দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল গন্‌ৎসাগা, মহূর্তে বিগলিত হয়ে উঠল বিনয়ে।

বইঘর.কম

'মনে হচ্ছে, এঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম আমি, স্যার। এঁর পদমর্যাদা বিচার...'

'বিচার!' খেপে উঠল ফ্যানফুল্লা। 'আপনাকে কে বিচার করতে বলেছে শুনি? দুধের দাঁত পড়েনি এখনও, নাবালক, আপনি এসেছেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোককে বিচার করতে! যান, বড়দের ব্যাপারে আর কখনও নাক গলাবেন না, তাহলে কোনও একদিন যে সাবালক হয়ে উঠবেন, সে সুযোগ পাবেন না।'

হাসি ফুটল ভ্যালেনটিনার মুখে। কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল পেপ্পিনো। বেলট্রেম ও তার সঙ্গীরাও মুচকি হেসে পিছন ফিরল।

শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে রোমিও গন্‌ৎসাগার মুখটা, তারই ফাঁকে নিজের মান বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল সে। 'ম্যাডোনা উপস্থিত, তাই নিজেকে সামলে রাখতে বাধ্য হলাম, স্যার!' বলল সে ফ্যানফুল্লার উদ্দেশে, 'আবার যদি কখনও দেখা হয় তাহলে টের পাবেন সাবালক কাকে বলে।'

'হয়তো–যদি ততদিনে ওটা অর্জন করতে পারেন,' বলেই পিছন ফিরে কাউন্টের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্যানফুল্লা।

গন্‌ৎসাগাকে এই বেকায়দা অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে সবাইকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে ও গাড়িঘোড়া তৈরি রাখতে বলার জন্য পাঠাল ওকে ভ্যালেণ্টিনা। ফ্রা ডোমেনিকোর কাজ শেষ হলেই রওনা হয়ে যাবে ওরা।

মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল তরুণ ভ্যালেনটিনাকে, বিদ্বেষ ভরা দৃষ্টিতে একবার চাইল অচেনা লোকদুটোর দিকে, তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হুকুম দিল বেলট্রেমকে, 'চলো আমার সঙ্গে!'

যতক্ষণ ক্ষতটা বাঁধা না হলো পেপ্পি আর ফ্যানফুল্লার সঙ্গে থাকল ভ্যালেনটিনা, তারপর নবাগতদের ওখানেই রেখে রওনা হয়ে গেল। বিদায়ের আগে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাল কাউন্ট, সামনে এক হাঁটু ভাঁজ করে বসে ভ্যালেণ্টিনার ফর্সা আঙুলে চুমো খেল।

লোকজনের উপস্থিতিতে অনেক কথাই বলা হলো না কাউন্টের, কিন্তু তারপরও বেশ কিছু কথা পড়ে নিয়েছে ভ্যালেনটিনা ওর চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে। সারাটা পথ চুপচাপ কি যেন ভাবল সে, ঠোঁটের কোণে মাঝে মাঝে ফুটে উঠছে দুর্বোধ্য একটুকরো হাসি। বারবার মনের চোখে ভেসে উঠছে সুপুরুষ নাইটের আকর্ষণীয় চেহারাটা।

পাঁচ

গুইডোব্যাল্ডোর ভাইঝির সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। কাঁধের ক্ষতটা প্রায় সেরে যাওয়ায়, সেদিনের মীটিঙে দেয়া কথাটা রাখতে এক সকালে ব্যাব্বিয়ানো শহরের প্রবেশ পথের বিশাল তোরণ দিয়ে ঢুকল কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা। গেটের ক্যাপটেন অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অভিবাদন করল তাকে। কিন্তু

কাউণ্ট সেটা দেখতেই পেল না, কারণ তার দৃষ্টি তোরণের শীর্ষে বর্শায় গাঁথা চারটি মানুষের মাথার উপর নিবদ্ধ। অনেকগুলো কাক উড়ছে চারপাশে, কা-কা করছে।

একটু কাছে আসতেই ওদের চিনতে পারল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে হাসছে মুণ্ডুগুলো, লম্বা চুল উড়ছে এপ্রিল-বাতাসে। বীর ফেরাব্রাচ্চিও আর অ্যামেরিনো অ্যামেরিনির পাশেই রয়েছে সেদিন বাকি যে দুজন বন্দী হয়েছিল তাদের কাটামাথা।

বোঝা গেল সেদিনের গোপন মীটিং শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি পেয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যে ইচ্ছে হলো ফিরে যায়। মনে হলো একা এই বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করা ঠিক হচ্ছে না। জিয়ান মারিও কতটা কি জানতে পেরেছে কে জানে! ও কি জানে, রাজ্যটা কাউণ্ট অভ অ্যাকুইলার হাতে তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যেই ডাকা হয়েছিল সেদিনের মীটিং? যা হয় হবে, এমনি একটা বেপরোয়া ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে গেল সে।

জিয়ান মারিয়ার অভ্যর্থনার নমুনা দেখে আশ্বস্ত হলো কাউণ্ট। লাল-গালিচা অভ্যর্থনা দিল ওকে হিজ হাইনেস। ওর বিচার-বিবেচনার উপর বরাবর আস্থা রাখে জিয়ান মারিয়া, মনে হলো এই মুহূর্তে ওর পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করছে সে।

www.boighar.com

লাল চামড়ামোড়া মস্ত এক চেয়ারে বসে রয়েছে জিয়ান মারিয়া। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি মোটা হয়ে গেছে সে। মুখটা গোল, ফ্যাকাসে, ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুরতা–যত দামী পোশাকই পরুক না কেন, এক নজরেই বোঝা যায়, মানুষটা সে দুষ্ট, নীচ এবং অকাট মূর্খ।

দু'জন পরিচারককে কাউণ্টের জন্য শীঘ্রি খাবার নিয়ে আসার জন্যে হুকুম দিল সে প্রথমেই। ফ্র্যাঞ্চেস্কো যখন জানাল সে খেয়ে এসেছে, তখন এক কাপ ম্যালভেসিয়া পান করার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। সোনার পাত্র থেকে এক কাপ মদ ঢেলে কাউণ্টের সামনে রাখা হতেই পরিচারকদের বিদায় দিয়ে আরাম করে বসল ডিউক জিয়ান মারিয়া।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর চক্রান্তের কথা তুলল অ্যাকুইলা।

'শুনলাম তোমার ডাচিতে কারা ষড়যন্ত্র করায় তুমি নাকি চারজন সম্ভ্রান্ত লোকের মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে রেখেছ?'

'শুনলে! শুনলে মানে? দেখোনি?' ছোট হয়ে গেল জিয়ান মারিয়ার চোখ।

'হ্যাঁ, দেখলামও। এই লোকগুলোকে আমি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতাম।'

'অথচ দেখো, নিজ কর্মদোষে কী অবস্থা এখন! কাকে ঠোকরাচ্ছে।' শিউরে উঠে বুকে ক্রুশ আঁকল জিয়ান মারিয়া। 'খাওয়ার টেবিলে মরা মানুষের কথা বলতে নেই, ফ্র্যাঞ্চেস্কো।'

'বেশ, তাহলে শুধু ওদের অপরাধের কথা শোনা যাক।' প্রসঙ্গ থেকে নড়ল না ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'কি করেছিল ওরা?'

'ষড়যন্ত্র করছিল আমার বিরুদ্ধে। টের পেয়ে যায় মাসুচ্চিও। ও এসে বলল ছয়জন বিশ্বাসঘাতক একত্র হয়েছে পাহাড়ের ওপর, আরও একজনের নাকি

বইঘর.কম

আসার কথা আছে। কিন্তু সে ব্যাটা বোধহয় আর আসেনি। পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে গেল ও ওদের গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু টের পেয়ে উল্টে আক্রমণ করে বসল বদমাশগুলোই। বললে বিশ্বাস করবে না, ভয়ঙ্কর লড়াই করেছে ওই ছয়জন। আমাদের নয়জনকে খুন তো করেইছে, মারাত্মকভাবে জখম করেছে আরও দশ-বারোজনকে। পঞ্চাশজন সুইস সৈন্য পাঠিয়েও ধরা যায়নি ওদের সবকটাকে। দু'জন ওদের ঘেরাও ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে, দুজন মারা পড়েছে আমার সৈন্যদের হাতে, আর বাকি দুজনকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল আমার কাছে—ওই যে, স্যান বাকোলোর গেটের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা।'

একটা জলপাই দু'আঙুলে ধরে মুখে পোরার আগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল এতক্ষণ হিজ হাইনেস, কথা শেষ করেই হাঁ করল। কিন্তু চট করে প্রশ্ন করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'কারা পালিয়েছে, এটা নিশ্চয়ই বলতে পেরেছে মাসুচ্চিও?'

ভোগী মানুষকে কথা দিয়ে ভুলানো যায় না। জলপাইটা মুখে পুরে আলতো করে কামড় দিল, টক-ঝাল-লবণের স্বাদ নিল, মুখ ভরে গেল রসে। একটা ঢোক গিলে জলপাইটা মুখে রেখেই জবাব দিল, 'কি করে বলবে? কুত্তাটা নিজেও তো মারা পড়েছে ওই লড়াইয়ে!'

'কিন্তু এই না বললে দুজন বন্দী হয়েছিল? বিচারের সময় ওরা নিশ্চয়ই…'

'কিসের বিচার?' জলপাইয়ের বিচিটা ফেলে দিল জিয়ান মারিয়া। 'বিচার-টিচার হয়নি। এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, আর হবোই বা না কেন—ভেবে দেখো, প্রজাদের ভালমন্দ দেখছি, ন্যায় বিচার করছি, দয়া-দাক্ষিণ্যে ভরিয়ে রেখেছি ওদের, সেই আমারই বিরুদ্ধে চক্রান্ত! হ্যাঁ, উত্তেজনার বশে আমার খেয়ালই ছিল না যে এই দুটোকে নির্যাতন করলে বেরিয়ে পড়বে বাকি সবার নাম। ধরে আনার আধঘণ্টার মধ্যেই ওদের কল্লা টাঙিয়ে দিয়েছি বর্শার আগায়।'

'কোনও বিচার ছাড়াই?' ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে আর কোন কথা বেরোল না কাউন্টের মুখ দিয়ে। তারপর নিচু গলায় বলল, 'মাথা খারাপ তোমার! এত বড় বড় পরিবারের দেশবরেণ্য প্রধানদের বিনা বিচারে খুন করে ফেললে! একবার ভাবলে না প্রজাদের মধ্যে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে?'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে হাঁ করে চেয়ে রইল জিয়ান মারিয়া তার মামাতো ভাইয়ের মুখের দিকে। ভারি স্পর্ধা হয়েছে তো! রাগে লাল হয়ে উঠল হিজ হাইনেসের গোল মুখটা।

'কার সঙ্গে কথা বলছ, ফ্র্যাঞ্চেস্কো?'

'বলছি একজন নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ডিউকের সঙ্গে; যে নিজেকে সুবিবেচক, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাঅন্তঃপ্রাণ বলে দাবি করে। অথচ যার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই যে, এটা স্রেফ হত্যাকাণ্ড; এর ফলে বিশৃঙ্খলা, আর তার থেকে শেষে গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত বেধে যেতে পারে।'

রেগে গেছে ডিউক, কিন্তু তার চেয়ে বেশি পেয়েছে ভয়। রাগ চেপে বলল, 'বিদ্রোহ ঠেকাবার ব্যবস্থা আছে আমার। ম্যাটিনো আর্মস্টাডকে আমি গার্ডদের কমাণ্ডার বানিয়েছি। ও পাঁচশো নতুন সুইস সৈন্য নিয়োগ করেছে।'

'ব্যস, তোমার ধারণা–এতেই নিরাপত্তা এসে গেল?' বিদ্রূপের হাসি হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'বিদেশী এক কমাণ্ডার বিদেশ থেকে সৈন্য ভাড়া করে এনে রক্ষা করবে তোমার সিংহাসন?'

'ঈশ্বরের কৃপা থাকলে কেন পারবে না?'

'বাহ্!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'মাথাটা একটু খাটাও, ইয়োর হাইনেস। প্রজাদের মন জয় করবার চেষ্টা করো, সেটাই হবে তোমার সত্যিকার প্রতিরক্ষা।'

'চুপ, চুপ!' ফিস্‌ফিস্ করল জিয়ান মারিয়া। 'তুমি রাজনিন্দা করছ, ফ্র্যাঞ্চেস্কো। প্রজাদের মঙ্গল চিন্তাই আমার সারাজীবনের একমাত্র চিন্তা, ওদের জন্যেই প্রাণ ধারণ করছি আমি। কিন্তু, ওদের জন্যে আমাকে মরতেও হবে, এতটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবে, তারপরও আমার দয়া-দাক্ষিণ্য বিলাতে হবে, এতটা পারব না আমি। ইশ্‌শ্, পালিয়ে গেল যে দুজন, ওদের যদি হাতের মুঠোয় পেতাম! আর ওইটাকে, আমার বদলে যাকে এই সিংহাসনে বসাবার প্ল্যান করেছিল ওরা! কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, কে হতে পারে লোকটা! তোমার কি মনে হয়, ফ্র্যাঞ্চেস্কিনো?'

'আমি কি করে জানব?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'অনেক জানো তুমি, ভাই। একটু ভেবে দেখো না। এসব ব্যাপারে তোমার মাথা খেলে ভাল। আচ্ছা, ডুকা ভ্যালেনটিনো হতে পারে?'

মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'এসব বাজে ছল-চাতুরির ধার ধারে না সীজার বর্জিয়া। ও এলে সামরিক শক্তি নিয়ে আসবে, বাহুবলে ছিনিয়ে নেবে এ-রাজ্য তোমার হাত থেকে।'

'খোদা রক্ষে করুন!' আঁৎকে উঠল ডিউক। 'এমন ভাবে বলছ, যেন ও রওনা হয়ে গেছে, এগিয়ে আসছে মার্চ করে, পৌছতে আর দেরি নেই!'

'কথাটা এভাবে যদি নাও, আমার মনে হয় না খুব একটা ভুল করবে তুমি। আসলেও খুব একটা দেরি নেই। শোনো, জিয়ান মারিয়া। তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাতে আসিনি আমি অ্যাকুইলা থেকে। ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি আর ফ্যানফুল্লা ডেল্লি আরচিপ্রেটির সঙ্গে ওখানে কথা হয়েছে আমার কদিন আগে।'

'তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে?' সরু হয়ে গেল ডিউকের চোখজোড়া। একদৃষ্টে দেখছে মামাতো ভাইকে। 'ওরা তোমার ওখানে?' দুই হাত শূন্যে তুলল ডিউক। 'অথচ আমি কি ভেবে বসে আছি! সেই ষড়যন্ত্রের পর থেকে ওরা কেউ আসছে না দেখে আমি মনে করেছি ওরাও বুঝি এর সঙ্গে জড়িত।'

'তোমার রাজ্যে ওদের দুজনের চেয়ে ব্যাব্বিয়ানোর প্রতি বিশ্বস্ত আর অনুরক্ত মানুষ খুঁজে পাবে না তুমি।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'তোমার বর্তমান বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করতেই এসেছিল ওরা আমার কাছে।'

'তাই নাকি?' আগ্রহী হয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া। 'তা কি বলল?'

সেদিন সান্ত অ্যাঞ্জেলোতে ডা লোডি ওকে যা যা বলেছিল, প্রায় সবই বলল কাউন্ট। বর্জিয়ার তরফ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা, প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির অভাব,

বইঘর.কম

ওদের পরামর্শ জিয়ান মারিয়ার কানে না তোলা, প্রজাদের অসন্তোষ–এসব সমস্যার প্রতিটি এখুনি জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করা দরকার। সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে প্লেটের দিকে চেয়ে বসে থাকল ডিউক, তারপর চোখ তুলল।

'এটা ভুল, ওটা ঠিক হচ্ছে না, এসব বলা খুবই সহজ, ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কিন্তু আমার হয়ে কে এসব ঠিক করবে বলো?'

'তুমি যদি বলো, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'তুমি?' মুহূর্তে কালো হয়ে গেল ডিউকের মুখটা। যে প্রস্তাব পেয়ে খুশি হয়ে ওঠার কথা, সেটা তার কাছে লাগছে বিষের মত। দৃষ্টিতে ক্রোধ আর সন্দেহ নিয়ে চাইল সে কাউন্টের চোখের দিকে। 'বেশ, মিষ্টি ভাইটি আমার, বলো শুনি কিভাবে তুমি আমার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে?'

'প্রথমে ট্যাক্স আরোপের ব্যাপারটা আমি মেসার ডেসপুল্লিওর হাতে ছেড়ে দেব এবং তোমার সমস্ত বেহিসেবি খরচ আগামী কয়েক মাসের জন্যে বন্ধ করে দিয়ে টাকাটা আমি এ-দেশী লোকদের নিয়ে একটা সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজে লাগাব। তোমার সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিসেবে আমি প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে তোমার হয়ে মৈত্রি-বন্ধনে আবদ্ধ হব। আমাদের শক্তি দেখলে ওরা নিজেদের স্বার্থেই এগিয়ে আসবে বন্ধুত্ব করতে। তখন যে-কোন রাজ্য একশো-এক বার চিন্তা করবে আমাদের বিরুদ্ধে জোর খাটাবার আগে। আমার ওপর যদি দায়িত্ব দাও, একমাসের মধ্যেই আমি তোমাকে জানাতে পারব তোমার ডাচি রক্ষা করতে পারব কি পারব না।'

ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বক্তব্য শুনতে শুনতে চোখদুটো সরু হয়ে গেল জিয়ান মারিয়ার। অশুভ, নীচ সন্দেহ প্রকাশ পাচ্ছে ওর দৃষ্টিতে। কাউন্ট থামতে টিটকারীর তিক্ত হাসি হাসল সে।

'তোমার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেব? ব্যাব্বিয়ানোকে রিপাবলিক বানাতে চাও নাকি? যাতে ওর চীফ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পার?'

'আমাকে যদি তুমি ভুল বোঝো...'

'তোমাকে ভুল বুঝব? না, না, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কিনো, বরং স্পষ্ট, পরিষ্কার বুঝতে পারছি তোমার উদ্দেশ্য!' খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিউক। 'গুজব আমার কানেও এসেছে। আমার প্রজারা নাকি আমার চেয়ে আমার ভাই অ্যাকুইলার কাউন্টের ওপর আজকাল ভরসা রাখছে বেশি। মাসুচ্চিও আমাকে সাবধান করেছিল, আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর কথা। কিন্তু এখন অনেক কিছুই যেন বুঝতে পারছি, হে। তোমার বংশমর্যাদা আমার চেয়ে কোনও দিক দিয়েই কম নয়, কাজেই তোমার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে আমি রাজ্য হারাতে রাজি নই। তোমার চোখটা কোথায়, টের পেতে আর বাকি নেই আমার, ফ্র্যাঞ্চেস্কিনো। আমাকে মূর্খ বা নির্বোধ মনে করার কোনই কারণ নেই, প্রিয় ভাইটি আমার, তোমার মতলব পূরণ হবে না।'

নীরব ভর্ৎসনা ঝরল কাউন্টের দৃষ্টিতে। ও বলতে পারত, ওর যদি সেই মতলবই থাকত, তাহলে জিয়ান মারিয়ার সেটা ঠেকানোর সাধ্য ছিল না, এতদিনে

বেদখল হয়ে যেত ব্যাব্বিয়ানোর সিংহাসন। কিংবা হয়তো চ্যালেঞ্জ দিতে পারত। কিন্তু শান্ত ভাবে শুধু বলল, 'বুঝলাম, আমাকে আজও চিনতে পারনি, জিয়ান মারিয়া। তোমার ভয়, তোমার এই অন্তসারশূন্য, ফাঁপা জাঁকজমকের মোহে পড়ে আমি এখন এই রাজ্যের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছি। আমি বহুবার বলেছি তোমাকে, রাজত্বের বাঁধন আমি কোনদিন চাইনি, এখনও চাই না। স্বাধীন, মুক্ত, খোলামাঠের জীবন আমার অনেক-অনেক বেশি প্রিয়। যাক, অযথা এসব বলা। তবে শীঘ্রি যখন ক্ষমতা, মুকুট, সম্মান সব হারাবে, বর্জিয়ার পদানত হবে প্রিয় ব্যাব্বিয়ানো সেদিন একটু স্মরণ কোরো, আমি তোমাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম, উদ্ধার করতে চেয়েছিলাম আসন্ন বিপদ থেকে–বিনিময়ে নোংরা সন্দেহ প্রকাশ করে অপমান করেছ তুমি আমাকে। শুধু আমাকেই নয়, বর্ষীয়ান উপদেষ্টাদের পরামর্শ পায়ে দলে তাদেরও অপমান করেছ।'

ভারি কাঁধ ঝাঁকাল জিয়ান মারিয়া।

'তবে একটা কথা জেনে তোমার দেশপ্রেমিক অন্তরটা হয়তো একটু শান্তি পাবে, ফ্র্যাঞ্চেস্কো,' বলল সে, 'সম্প্রতি তাদের একটা পরামর্শ আমি গ্রহণ করেছি। গুইডোব্যাল্ডোর সঙ্গে মৈত্রী করব বলে স্থির করেছি আমি, ওর ভাইঝিকে বিয়ে করছি।' খিকখিক করে হাসল জিয়ান মারিয়া। 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, পোপ আলেকজাণ্ডারের দুর্ধর্ষ পুত্রকে কেন ভয় করার দরকার নেই আর আমার? উরবিনো আর তার মিত্রদের সহায়তা পেলে সীজার বর্জিয়াকে থোড়াই পরোয়া করব আমি। সুন্দরী বউ নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাব আমি রাতে, কারণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে আমার কাকাশ্বশুর। কাজেই, দুঃসাহসী ভাইটি আমার, তোমার হাতে সেনাবাহিনীর ভার ছেড়ে দেয়ার কোন দরকারই পড়বে না।'

বিয়ের কথা শুনে কাউণ্ট অভ অ্যাকুইলার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাই দেখে জিয়ান মারিয়া ভাবল, ঠিকই সন্দেহ করেছিল, মতলব হাসিল করতে না পেরে কাহিল বোধ করছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'বেশ তো,' ম্লান কণ্ঠে বলল কাউণ্ট। 'আমার অভিনন্দন। বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি। খবরটা যদি জানতাম, তাহলে আর কষ্ট করে এখানে এসে নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলতাম না। তবে একটা প্রশ্ন, জিয়ান মারিয়া, এতদিন কারও কথা কানে তুললে না, হঠাৎ মত পরিবর্তন করে রাজি হয়ে গেলে কি মনে করে?'

'আর বোলো না। এতদিন কানের কাছে ভ্যানর ভ্যানর করেছে লোডিরা, পাত্তা দিইনি। তারপর দেখি আমার মার মুখেও ওই একই গায়েন। শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়ে উপায় থাকল না। মানুষকে তো বিয়ে একসময় করতেই হয়, ভাবলাম, ঠিক আছে, চোখ কান বুজে করেই ফেলি, চুকে যাক ল্যাঠা। রাজনৈতিক বিবাহ আর কি, বুঝলে না, দেশের শান্তি আর নিরাপত্তার খাতিরে।'

আমার তো খুশি হওয়া উচিত, ভাবছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো ওর জন্যে নির্ধারিত ঘরে ফিরে। ব্যাব্বিয়ানোর নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে চলেছে, মোন্না ভ্যালেনটিনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে জিয়ান মারিয়া, এ তো খুবই খুশির খবর। কিন্তু মনটা এমন খিঁচড়ে গেল কেন? এত ভাল একটা মেয়ে জিয়ান মারিয়ার মত নীচ এক লম্পটের হাতে পড়বে বলে? তাতে আমার দুঃখ পাওয়ার কি আছে?

বইঘর.কম

উত্তর পেল না ফ্র্যাঞ্চেস্কো। শুধু টের পেল, ফুফাত ভাইয়ের প্রতি ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠছে ওর। কেন যেন জ্বলছে বুকের ভিতরটা।

ছয়

ব্যাব্বিয়ানোর প্রাসাদের জানালা দিয়ে নিচের আঙিনার দিকে চেয়ে রয়েছে লর্ড অভ অ্যাকুইলা ও ফ্যানফুল্লা। তুমুল হৈ-হুলস্থূল চলছে সেখানে, সাজ সাজ রব। লোক-লস্কর ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জিয়ান মারিয়া চলেছে উরবিনো, লেডি ভ্যালেনটিনাকে প্রেম নিবেদন করে তার পাণিপ্রার্থনার নাটক করতে।

চিঠি পাঠিয়ে এদিকের খবর জানিয়ে পেরুজিয়া থেকে ডেকে এনেছে কাউণ্ট ফ্যানফুল্লাকে। মাসুচ্চিওর মৃত্যুর ফলে বিপদ কেটে গেছে জেনে এক সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফিরে এসেছে সে আর বৃদ্ধ লোডি। এখন ফ্র্যাঞ্চেস্কোর পাশে দাঁড়িয়ে খুশি মনে দেখছে বরযাত্রার আয়োজন।

'যাক সুমতি হয়েছে শেষ পর্যন্ত,' মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে বলল সে, 'দায়িত্বজ্ঞান ঢুকেছে এতদিনে হিজ হাইনেসের মোটা মাথায়!'

তিক্ত হাসি ফুটল কাউণ্টের ঠোঁটে। কোন জবাব দিল না। মনকে প্রবোধ দিল, প্রিন্স হয়ে না জন্মানোয় এই মুহূর্তে বুকের ভিতর খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, তবে কিছুদিন গেলেই ঠিক হয়ে যাবে আবার সব। অন্তত প্রেমহীন, ফাঁপা জাঁক-জমক, মিথ্যে গরিমা আর অহমিকার দুর্বিষহ জীবনের বন্ধন থেকে তো সে মুক্ত থাকতে পারবে।

'মেয়েটার দুর্ভাগ্যের কথা একটু ভেবে দেখো। এই বিয়েতে ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দের কোনই মূল্য নেই। জিয়ান মারিয়ার একটা আসবাবে পরিণত হতে চলেছে বেচারী।'

ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করল ফ্যানফুল্লা। 'মেয়েটার সঙ্গে সেদিন পরিচয় হয়ে যাওয়ায় আজ এসব কথা মনে আসছে আপনার, মাই লর্ড।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কাউণ্ট।

'কে জানে! অল্পক্ষণের দেখা, সামান্য কয়েকটা কথা—আমার জখমের শুশ্রূষা করতে গিয়ে আরও অনেক গভীর ক্ষত তৈরি করেছে হয়তো মেয়েটা আমার ভিতর।'

জিয়ান মারিয়া উরবিনো পৌঁছবার ঠিক তিনদিনের মধ্যেই কিন্তু কাউণ্টের কথা ভুল প্রমাণিত করে পছন্দ-অপছন্দের প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে ভাইঝির পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে গুইডোব্যাল্ডো চমৎকার এক ভূরিভোজের আয়োজন করলেন। ভ্যালেনটিনার অসামান্য সৌন্দর্য এমনই মুগ্ধ করল জিয়ান মারিয়াকে যে, এই মুহূর্তে তাকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল অসংযমী লোকটা। আর ঠিক উল্টোটি ঘটল মেয়েটির মধ্যেঃ ধুমসো মোটা, বেঁটে, কুৎসিত

লোকটাকে দেখা মাত্র খিঁচড়ে গেল তার মনটা। কাকার মুখে বিয়ের কথা শুনেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর, কিন্তু সামনাসামনি লোকটাকে দেখে বিগড়ে গেল সে বিলকুল। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কিছুতেই ব্যাব্বিয়ানোর ডাচেস হবে না সে, তারচেয়ে বরং সান্তা সোফিয়ার কনভেন্টে ফিরে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হবে।

খাওয়ার টেবিলে ওর ঠিক পাশেই বসেছে জিয়ান মারিয়া। হাপুস-হুপুস খাওয়ার ফাঁকে মুখভরা খাবার নিয়েই কানের কাছে ফিস্‌ফাস্ করে ওর রূপের প্রশংসা করছে। ব্যাপারটা এতই অরুচিকর ঠেকল ওর কাছে যে নিজের অজান্তেই বার কয়েক শিউরে উঠল। যতই সে চাটুকারিতার সাহায্যে ওর মন জয় করার চেষ্টা করল, ততই বেঁকে বসল মেয়েটা; একটু আধটু হুঁ-হাঁ করছিল প্রথম প্রথম, শেষদিকে একেবারে বোবা বনে থাকল।

এই নিস্পৃহতা নজর এড়াল না জিয়ান মারিয়ার, ব্যাঙ্কোয়েট শেষে নালিশের ভঙ্গিতে ব্যাপারটা গোচরে আনল হবু কাকাশ্বশুরের। শুনে উল্টে তাকেই বকা দিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'আমার ভাইঝিকে কি আপনি চাষাভুষোর মেয়ে পেয়েছেন নাকি যে আপনার প্রতিটা প্রশংসায় আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে? আপনাকে বিয়ে করবে ও, ব্যস, আর কি চান?'

'একটু ভালবাসা,' জবাব দিল জিয়ান মারিয়া বোকার মত।

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'ইয়োর হাইনেস যদি সুকৌশলে, শালীন ভাষায়, আন্তরিকতার সঙ্গে প্রেম নিবেদন করেন, আছে কোন মেয়ে যে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারবে?' হাসলেন। 'মেয়েরা একটু লাজুক তো হয়ই।'

গুইডোব্যাল্ডোর কথায় যুক্তি খুঁজে পেল জিয়ান মারিয়া। ধরে নিল, এই ঠাণ্ডা ভাবটা বাইরের একটা খোলস মাত্র। এই খোলসের আড়ালেই মেয়েরা লুকিয়ে রাখে তাদের হৃদয়ের কথা। এটা মাথায় আসতেই নবোদ্যমে মেয়েটার মন জয়ের চেষ্টায় লেগে গেল মোহাবিষ্ট ডিউক। মেয়েটা যতই তাকে এড়িয়ে যায়, ততই তার ধারণা হয় তার প্রেমে সাড়া দিচ্ছে বুঝি; যতই বিরক্তি প্রকাশ করে, ততই তার মনে হয়, আর কিছুই নয়, ওটা প্রেমের উষ্ণতা।

পুরো একটা সপ্তাহ নানান রকম আমোদ-প্রমোদ-হুল্লোড় চলল উরবিনোয়। পার্টি হলো জলে-স্থলে-জঙ্গলে, প্রাসাদে খানাপিনা, নাচ-গান। তারপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সব। খবর এসেছে, সীজার বর্জিয়ার কাছ থেকে এক দূত এসে হাজির হয়েছে ব্যাব্বিয়ানোতে—জরুরী সংবাদ আছে। জিয়ান মারিয়ার মনে হলো কেউ যেন বরফ-শীতল পানি ঢেলে দিয়েছে ওর গায়ে। ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি লিখেছেন, ডিউক অভ ভ্যালেনটিনোর দূতের সঙ্গে দেখা করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী, হিজ হাইনেস যেন অবিলম্বে ফিরে আসেন।

ভয় পেল জিয়ান মারিয়া। উরবিনোর সঙ্গে আত্মীয়তা ও মৈত্রীর আগেই কিছু করে বসার মতলব নেই তো যুদ্ধবাজ বর্জিয়ার? সঙ্গে করে আনা দুজন সম্ভ্রান্ত পারিষদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করল সে, তারা দুজনই সমর্থন করল লোডির পরামর্শ—দেরি না করে যত শীঘ্রি সম্ভব দেশে ফেরা উচিত এখন। তবে তার আগে গুইডোব্যাল্ডোর সঙ্গে বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেলা আরও জরুরী।

বইঘর.কম

সব শুনে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন উরবিনোর ডিউক। কারণ তাঁরও ভয় সীজার বর্জিয়াকে। এজন্যেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে এত আগ্রহ তাঁর। বললেন, 'ঠিক আছে, আজই বাগদানটা হয়ে যাক তাহলে। এটা ভ্যালেনটিনোর দূতের জন্যে একটা খবর হতে পারে। যাই হোক, দূতের বক্তব্য শোনার পর তাকে যাহোক কিছু বুঝ দিয়ে দশ দিনের মধ্যে ফিরে আসুন এখানে। আমরা ইতোমধ্যে বিয়ের সব আয়োজন সেরে রাখব। সবার আগে, যান, মোন্না ভ্যালেনটিনাকে বলে আসুন।'

মেয়েটির অ্যান্টি চেম্বার খুঁজে নিয়ে একজন পরিচারক পাঠিয়ে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল জিয়ান মারিয়া। চাকরটা ভিতরে অদৃশ্য হতেই আবছা ভাবে কানে এল একটা পুরুষকণ্ঠ লিউট বাজিয়ে প্রেমের গান গাইছে।

হঠাৎ থেমে গেল গান। মুচকি হাসল ডিউক, কানে পানি গেছে তাহলে! একটু পরেই দরজায় দেখা দিল ভৃত্য, নীলের উপর সোনালী কারুকাজ করা পর্দাটা তুলে ধরে ভিতরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল। আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে প্রবেশ করল ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক মহিলা মহলে।

ঘরটার আসবাবে শুধু ঐশ্বর্য নয়, প্রতিটি জিনিস সাজানো-গুছানোয় সুরুচির ছাপ সুস্পষ্ট। সীলিং থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি, দেয়ালে মণ্টেনার পেইন্টিং, শেল্‌ফে প্রচুর বই, ডানদিকের জানালায় ভাইঝির জন্য ভেনিস থেকে গুইডোব্যাল্ডোর কিনে আনা চমৎকার একটা হার্প।

ভ্যালেনটিনার চারপাশে তার বান্ধবীরা, একপাশে কুঁজো ভাঁড় পেপ্পি ও জনা দুয়েক পরিচারক, অন্যপাশে কাকার সভাসদদের ছয়জন। তাদের মধ্যে রয়েছে ভ্যালেনটিনাকে সান্তা সোফিয়ার কনভেন্ট থেকে আনতে যাওয়া সেই সুদর্শন তরুণ গনৎসাগা। সাদার উপর চমৎকার সোনাল্লী কাজ করা পোশাক পরে রয়েছে সে, একটা নিচু টুলে বসে কোলে রাখা লিউটের তারে আঙুল বুলাচ্ছে। জিয়ান মারিয়া বুঝতে পারল, এই ভদ্রলোকের গলার আওয়াজই পেয়েছিল সে একটু আগে।

ডিউক ঢুকতেই ভ্যালেনটিনা ছাড়া বাকি সবাই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। অস্বস্তি বোধ করছে জিয়ান মারিয়া, কোনও মতে আমতা আমতা করে বলল, ভ্যালেনটিনার সঙ্গে কিছু কথা আছে, একা বলতে চায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সভা ভেঙে দিল ভ্যালেনটিনা। সবাই বেরিয়ে যেতে দুই পা এগিয়ে এল ডিউক।

'লেডি,' ধরা গলায় শুরু করল সে, 'ব্যাব্বিয়ানো থেকে জরুরী খবর এসেছে, এখুনি ফিরতে হবে আমাকে।' আরও এক পা এগিয়ে এল সে সামনে।

বুদ্ধিমান লোক হলে টের পেয়ে যেত সে, খবরটা শোনামাত্র খুশি-খুশি একটা ভাব দেখা দিল মেয়েটার চোখে-মুখে। কিন্তু মোহগ্রস্ত হিজ হাইনেস মনে করল দুঃখে নিশ্চয়ই ফেটে যেতে চাইছে মেয়ের বুকটা, যখন শুনল নিচু কণ্ঠে বলছে সুন্দরী, 'আপনার অভাব আমাদের সবাইকে ব্যথিত করবে, মাই লর্ড।'

মেয়েটির প্রেমে একেবারে পাগলা হয়ে গেছে বোকা ডিউক, ভদ্র সমাজের ফাঁপা, অর্থহীন কথাকে মনের কথা ধরে নিল। মুহূর্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে ভ্যালেনটিনার সামনে, মাংসল হাতে তুলে নিল ওর সুন্দর আঙুলগুলো। বলল,

'সত্যি? সত্যিই ব্যথিত হবে তুমি?'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যালেনটিনা।

'দয়া করে উঠে দাঁড়ালে ভাল করবেন, হিজ হাইনেস!' শীতল কণ্ঠে বলল ও। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখল লোকটা আরও এঁটে ধরছে ওটা। বলল, 'মাই লর্ড, আমার অনুরোধ, ভুলে যাবেন না আপনি কে এবং কোথায় আছেন।'

কিন্তু জিয়ান মারিয়া মনে করল এসব কুমারীর ব্রীড়া। হাত ছাড়ল তো না-ই, কাছে টেনে আনার চেষ্টা করল ওকে জোর করে। কাব্য করে বলল, 'মহাপ্রলয় পর্যন্ত এখানেই থাকব আমি, যদি আমার কথা শুনতে রাজি না হও!'

'রাজি, কথা শুনতে আমি রাজি আছি, মাই লর্ড,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা। যদিও সেটা টের পেল না প্রেমান্ধ ডিউক। 'কিন্তু সেজন্যে হাঁটু গেড়ে বসার বা আমার হাত ধরার প্রয়োজন পড়ে না, দেখতেও ভাল দেখায় না সেটা, মোটেও মানায় না।'

'মানায় না?' অবাক হলো জিয়ান মারিয়া। 'কি বলো তুমি, লেডি? চাষার ছেলে হোক বা রাজপুত্র হোক, একসময় না একসময় সবাইকেই হাঁটু গাড়তে হয়।'

'হ্যাঁ, প্রার্থনার সময়ে, মাই লর্ড।'

'প্রেম প্রার্থনাও তো একরকম প্রার্থনাই, কি বলো? প্রেমিকার পদতল হচ্ছে…'

'হাত ছাড়ুন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা, এখনও হাত মোচড়াচ্ছে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে। 'ইয়োর হাইনেস মাঝে মাঝে সত্যিই বিরক্তিকর হয়ে ওঠেন।'

'বিরক্তিকর?'

হাঁ হয়ে গেল ডিউকের মুখটা, লাল হয়ে উঠল গাল, গাঢ় নীল চোখের কঠোর দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে নীচতা ও নিষ্ঠুরতা। উঠে দাঁড়াল সে, হাত ছেড়ে এবার মেয়েটির বাহু ধরল। 'ভ্যালেনটিনা,' কণ্ঠস্বরটা নরম রাখার চেষ্টা করল সে, কিন্তু সেটা কাঁপছে রাগে, 'কেন আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করো?'

'কই না তো!' ডিউকের মুখটা কাছে চলে আসছে দেখে ঘৃণার সঙ্গে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। 'আমি শুধু ইয়োর হাইনেসকে নির্বোধের মত আচরণ করতে বারণ করেছি। আপনার ধারণা নেই…'

'তোমার কি ধারণা আছে তোমাকে কত গভীর, কত আন্তরিক ভাবে ভালবাসি আমি?' আরও শক্ত করে চেপে ধরল সে মেয়েটির হাত।

'মাই লর্ড, আপনি আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন!'

'আর তুমি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ না? তোমার চোখ দুটো আমাকে যতখানি ব্যথা দিচ্ছে, সামান্য হাত মুচড়ে ধরা তো সেই তুলনায় কিছুই নয়। তুমি কি আমাকে…'

অনেক কষ্টে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল ভ্যালেনটিনা। কিন্তু পশুর মত ছোট্ট একটা হুঙ্কার ছেড়ে এক লাফে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল ডিউক, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল ঘরের ভিতর।

এইবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল মেয়েটির, ক্রোধ, ঘৃণা ও ধিক্কার এসে

বইঘর.কম

ছেয়ে ফেলল ওর কোমল মনটা। মনে মনে ঠিক করেছিল, এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রয়োজনে কাকার সঙ্গে ঝগড়া করবে সে। কিন্তু এই লোকের আচার-আচরণ এতই অভদ্রজনোচিত যে এখনি কিছুটা শিক্ষা না দিলেই নয়। উঁচু বংশের মেয়ের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাই যে শেখেনি, সে কিনা গায়ে হাত দিচ্ছে ওর, যেন ও ওর চাকরানী! ঠিক আছে, একই ভাষায় উত্তর দেবে সে। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চড়াৎ করে প্রচণ্ড জোরে চড় কষিয়ে দিল ডিউকের গালে। এতই জোরে যে, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার দশা হলো হিজ হাইনেসের।

'ম্যাডোনা!' ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলছে জিয়ান মারিয়া। 'আমাকে…এত বড় অপমান!'

'আপনিই বা কতটুকু সম্মান দেখিয়েছেন একজন ভদ্রমহিলাকে?' ফুঁসে উঠল ভ্যালেনটিনা। তারপর আচ্ছামত ঝেড়ে দিল মনের বিষ। প্রতিটি বাক্য যেন চাবুক হানল হিজ হাইনেসের রাজকীয় পৃষ্ঠদেশে। মেয়েটির জ্বলন্ত ভাষা আর তীব্র ভর্ৎসনা ভরা চোখ একেবারে কুঁকড়ে দিল ডিউককে। কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প নিল, যেমন করে পারে একে অধিকার করবেই সে, তারপর বাধ্য করবে তার বশ্যতা স্বীকার করতে।

লজ্জিত হওয়ার ভঙ্গি করে ক্ষমা চাইল ডিউক, বলল, প্রেমে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে…ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ততক্ষণে আবার দরজার কাছে চলে গেছে উরবিনোর ভাইঝি।

'ম্যাডোনা, দয়া করে আমার কথাটা শুনে যাও। আর একঘণ্টার মধ্যে ব্যাব্বিয়ানোর পথে রওনা হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'বাহ্, চমৎকার খবর। এখানে আসার পর এতদিনে একটা সত্যিকার সুখবর দিলেন।' বলেই উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে।

এক সেকেণ্ড কি করবে বুঝে উঠতে পারল না জিয়ান মারিয়া। অপমানিত হয়ে রাগে কাঁপছে সে। দরজার দিকে এগোতে গিয়ে দেখল পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এদের কুঁজো ভাঁড়টা, মুখে একগাল হাসি।

'দূর হও সামনে থেকে!' চাপা গর্জন ছাড়ল ডিউক। কিন্তু লাল-কালো বেমানান পোশাক পরা ক্লাউন যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

'ম্যাডোনা ভ্যালেনটিনাকে খুঁজছেন?' বলল ভাঁড়, 'ওই যে, ওই ওখানে দেখুন।'

পেপ্পির আঙুল বরাবর তাকিয়ে দেখল জিয়ান মারিয়া, সখীদের সঙ্গে বসে আছে ভ্যালেনটিনা, বুঝল, কোনও উপায় নেই আর কথা বলার। হতাশ ডিউক ফিরে যাচ্ছিল, জেস্টারের কথায় থমকে দাঁড়াল। ও বলছে, 'ম্যাডোনার হৃদয়ে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, তাই না, ইয়োর হাইনেস?'

কথাটা পেপ্পি না বললেও পারত, কিন্তু মনিবকে ও এতই ভালবাসে যে এই অপছন্দের লোকটাকে একটা খামচি দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পারেনি।

'কিছু তথ্য বিক্রি করতে চাও মনে হচ্ছে?' কঠোর কণ্ঠে জানতে চাইল জিয়ান মারিয়া।

'তথ্য আছে বটে, অনেক অনেক তথ্য, কিন্তু সেসব বিক্রির জন্য নয়,' বলল জেস্টার। 'তবে জানতে চাইলে কিছু তথ্য দিতে পারি বিনে পয়সায়।'

'বলে ফেলো,' আদেশ দিল ডিউক জিয়ান মারিয়া। গম্ভীর।

কুঁজো পিঠ আরও কুঁজো করে বাউ করল জেসটার।

'ম্যাডোনার ভালবাসা পাওয়া খুবই সহজ হতো, হিজ হাইনেস যদি...' নাটকীয় ভঙ্গিতে থামল সে।

'হ্যাঁ, যদি? যা বলার বলে ফেলো, বুদ্ধু! যদি...?' খেঁকিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া।

'শুধু যদি চেহারাটা আপনার একটু ভাল হতো, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ একটু মানানসই হতো, কথাবার্তা আর আচরণ সত্যিকার রাজপুত্রের মত হতো। মানে, আমি একজনকে চিনি, যদি ঠিক ওঁর মতো...'

'আমাকে ব্যঙ্গ করছিস, হারামজাদা?' নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না ডিউক।

'না, না, ইয়োর হাইনেস! আমি শুধু বলছি কি হলে আমার কর্ত্রী আপনাকে ভালবাসতে পারতেন। সম্প্রতি একজন নাইটের সঙ্গে ম্যাডোনার পরিচয় হয়েছে, ওই ভদ্রলোকের মত যদি দীর্ঘ, সুপুরুষ চেহারা, অভিজাত চালচলন আর মিষ্টি-মধুর কথাবার্তা হতো আপনার, খুব সহজেই মন জয় করতে পারতেন ওঁর। কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে এমনই বিদঘুটে চেহারা দিয়েছেন, অ্যায়সা মোটা আর বেধড়ক...'

বিকট এক গর্জন ছেড়ে তেড়ে গেল জিয়ান মারিয়া। কিন্তু জিভের মত পা দুটোও সমান চালু জেস্টারের, তিড়িং করে লাফিয়ে সরে গেল জায়গা থেকে, পরমুহূর্তে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে হাওয়া।

সাত

জিয়ান মারিয়ার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কতবড় ভুল করেছে মেসার পেপ্পি বুঝতে পারেনি মোটেও। কারণ তার মত নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ গোটা ইটালীতে বিরল।

ভাঁড়ের কথায় এটুকু বোঝা গেছে, মেয়েটার হৃদয় জয়ের সবচেয়ে বড় বাধা অন্য এক পুরুষ। বিফল হয়ে ঈর্ষায় জ্বলছে ওর অন্তর। যেমন করে হোক জানতে হবে লোকটার পরিচয়। তারপর দেখে নেবে সে ওকে।

ঘরে ফিরে গোপনে মার্টিন আর্মস্টাডকে ডেকে পাঠাল ডিউক। আদেশ দিল, 'চারজন বাছাই করা লোক নিয়ে থেকে যাবে তুমি উরবিনোয়, তীক্ষ্ণ নজর রাখবে পেপ্পিনোর গতিবিধির উপর। আমি চলে যাওয়ার পর প্রথম সুযোগেই পাকড়াও করে নিয়ে আসবে আমার কাছে। দেখো আবার, কাজটা যে তোমার, কেউ যেন তা ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।'

বইঘর.কম

এবার গুইডোব্যাল্ডোর কাছ থেকে বিদায় নিল ডিউক, খুব অল্পদিনেই বিয়ের জন্যে তৈরি হয়ে ফিরবে বলে কথা দিল, কিন্তু ভ্যালেনটিনার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে একটি কথাও বলল না, রওনা হয়ে গেল ব্যাব্বিয়ানোর পথে।

জিয়ান মারিয়া বিদায় নিতেই কাকার সঙ্গে গিয়ে দেখা করল ভ্যালেনটিনা। তিনি তখন নিজের ঘরে বসে পিচ্চিনিনোর একটা বই পড়ছিলেন। বয়স বেশি নয় হিজ হাইনেসের, বড় জোর ত্রিশ হবে, কিন্তু দুই গালে যন্ত্রণার দাগ দেখা যায় স্পষ্ট, বোঝা যায় কোন কঠিন রোগে ভুগছেন তিনি। বইটা পাশের টেবিলে রেখে চুপচাপ শুনলেন তিনি ভ্যালেনটিনার সব নালিশ। তারপর হাসলেন।

'চাষার মত আচরণ করেছে লোকটা, সন্দেহ নেই। কিন্তু ও যে ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক তাতেও তো কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া মার্জিত ভাবে প্রেম নিবেদন সবাই রপ্ত করতে পারে না। তবে যেহেতু ওর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তোমার খুব শীঘ্রিই, রাগ না দেখিয়ে ওকে মেনে নেয়াই তোমার উচিত ছিল।'

'অর্থাৎ, বৃথাই বকবক করলাম এতক্ষণ,' চটে গেল সে কাকার উপর। 'আমার কথা বুঝতে পারনি তুমি, কাকা। তোমার বাছাই করা ক্লাউনটিকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

ভুরুজোড়া কপালে উঠল গুইডোব্যাল্ডোর, চোখে বিস্ময়। সামান্য কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। তারপর শান্ত, শীতল কণ্ঠে বললেন, 'আমি শুধু তোমার কাকা নই, এদেশের শাসকও। এই দুই ক্ষমতার বলে আমি তোমাকে হুকুম দিয়েছি জিয়ান মারিয়াকে বিয়ে করতে। অতএব দ্বিগুণ দায়িত্ব-সচেতনতা আশা করি আমি তোমার কাছ থেকে।'

'কিন্তু ওকে তো আমার পছন্দ নয়, কাকা?'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন তিনি, 'তোমার কি মনে হয় আমি তোমার কাকীমাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছি? পছন্দটা এসেছে বিয়ের পর, ধীরে ধীরে। রাজা-বাদশাদের বিয়ে এভাবেই হয়।'

'তোমাদের কথা আলাদা। তোমরা দুজনেই ভালবাসা পাওয়ার উপযুক্ত। তোমার সঙ্গে জিয়ান মারিয়ার কিসের তুলনা? কেউ কি বলতে পারবে, তুমি ওর মত নির্বোধ, কুৎসিত আর নিষ্ঠুর?'

মাথা নাড়লেন গুইডোব্যাল্ডো। www.boighar.com

'এটা বিতর্কের বিষয় নয়, ভ্যালেনটিনা। রাজা-বাদশাদের ব্যাপার সাধারণ থেকে আলাদা।'

'কোন্ দিক দিয়ে আলাদা? তাদের কি সাধারণ মানুষের মত খিদে বা তেষ্টা পায় না? অসুখ-বিসুখে কষ্ট পায় না তারা? জন্মায় না, বা মরে না? কোনও তফাৎ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

দুই হাত মাথার উপর তুলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন গুইডোব্যাল্ডো, এবং সেটা করতে গিয়ে ককিয়ে উঠলেন ব্যথায়। অনেক কষ্টে ব্যথা সহ্য করে নিয়ে মুখ খুললেন তিনি।

'তারা আলাদা, তার কারণ নিজের জীবন নিয়ে তারা যা-খুশি-তাই করতে পারে না। যদিও তারাই শাসন করে রাজ্য, কিন্তু আসলে তারা জনসাধারণের

সম্পত্তি। বিশেষ করে বিয়ের ক্ষেত্রে হাত-পা তাদের বাঁধা। রাজ্য রক্ষার জন্যে জনসাধারণের স্বার্থেই তাদের মৈত্রী করতে হয় প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে। এই মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয় বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই। এটাই নিয়ম।' মাথা নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল ভ্যালেনটিনা, তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে চললেন তিনি, 'এই মুহূর্তে এক পরাক্রমশালী শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করছি আমরা—ব্যাব্বিয়ানো আর উরবিনো। আলাদা ভাবে আমরা কেউই ঠেকাতে পারব না তাকে, কিন্তু মিলিত ভাবে রুখে দাঁড়ালে হয়তো তা সম্ভব। এইজন্যে জিয়ান মারিয়া যতই মোটা বা যতই অভদ্র বা কুৎসিত হোক, দেশের স্বার্থে তারই সঙ্গে মৈত্রী করতে আমরা বাধ্য।'

'মৈত্রীর প্রয়োজন, বুঝতে পারছি। কিন্তু সেটা রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমেই হতে পারে, পেরুজিয়া বা ক্যামেরিনোর সঙ্গে যেমন মৈত্রী-চুক্তি আছে আমাদের। আমাকে এর মধ্যে টেনে আনার কি দরকার?'

'ইতিহাসের দিকে তাকাও,' বললেন গুইডোব্যাল্ডো, যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। 'রাজনৈতিক চুক্তির কি দাম? আজ যে আছে আমার সঙ্গে, কাল বেশি সুবিধে পেলেই ভিড়ে যাবে শত্রুপক্ষে। কিন্তু বৈবাহিক সূত্রে যে মৈত্রী বাঁধা, সেটা একসময় রক্তের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়, ভাঙে না সহজে। তাছাড়া আমার ছেলে নেই, এমন হওয়া খুবই সম্ভব, একদিন হয়তো তোমার ছেলে দুই রাজ্য ব্যাব্বিয়ানো আর উরবিনোকে একত্র করে ইটালীর প্রবল এক শক্তিতে পরিণত করবে। এবার যাও, মা। শরীরটা খারাপ করছে। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

মেঝের দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ভ্যালেনটিনা। অসুস্থ কাকার প্রতি ভালবাসা আর ওর নিজের নারী সত্ত্বার প্রতি কর্তব্য—এই দোটানায় দুলছে মনটা। ওর দিকে চেয়ে রয়েছেন ডিউক, বুঝতে পারছেন, তুমুল দ্বন্দ্ব চলছে ওর মনে। শেষ পর্যন্ত যখন মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখ তুলল, মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে কি বলবে ও এখন।

'কাকা, তুমি অসুস্থ। এই অবস্থায় তোমাকে দুঃখ দিতে খুবই কষ্ট হবে আমার। কিন্তু তোমার কিছুটা প্রশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার পরিকল্পনা হয়তো সঠিক এবং মহৎ, নইলে নিজের ভাইঝিকে তুমি এভাবে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে পানিতে ভাসিয়ে দিতে চাইতে না কিছুতেই। কিন্তু আমি এর মধ্যে থাকছি না। আমার আত্মা অত মহৎ নয়, এত বড় পরিবারে জন্ম নেয়া আমার উচিত হয়নি—যদিও এতে আমার নিজের কোনও হাত ছিল না। কাজেই, মাই লর্ড, ব্যাব্বিয়ানোর ডিউককে আমি বিয়ে করছি না—কোনও অবস্থাতেই না।'

'ভ্যালেনটিনা!' রেগে গেলেন গুইডোব্যাল্ডো, চড়ে গেল গলার স্বর, 'ভুলে গেছ, তুমি আমার ভাইয়ের মেয়ে?'

'তুমিও ভুলে গেছ, কাকা।'

'এইসব মেয়েমানুষী খামখেয়ালিপনা…'

কথায় বাধা দিল ও, 'এই তো, এতক্ষণে মনে পড়েছে তোমার, আমি একজন মেয়েমানুষ, নারী। আর নারী বলেই রাজনৈতিক কারণে অপছন্দের কোন লোককে

বইঘর.কম

বিয়ে আমি করব না।'

'ঘরে যাও!' হুকুম করলেন ডিউক। 'গিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসো, যেন ঈশ্বর তোমাকে কর্তব্যজ্ঞান দেন, উচিত-অনুচিত বুঝতে সাহায্য করেন।'

'বেশ তো,' বলল ভ্যালেনটিনা, 'এও প্রার্থনা করব, তিনি যেন তোমার মনে কিছুটা দয়া-মায়াও দেন।'

'যাও, মা,' গলার স্বর নামিয়ে নিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'গুরুজনের অবাধ্য হতে নেই। সব আয়োজন করা হয়ে গেছে। যৌতুক ঠিক হয়েছে পঞ্চাশ হাজার ডুকাট, ভেনিস থেকে আসবে গহনা, ফেরেরা তৈরি করবে তোমার পোশাক। সারা ইটালীর সমস্ত রাজকন্যা হিংসায় মরে যাবে বিয়ের জাঁকজমক দেখে। তোমার সৌভাগ্য...'

'তুমি কি শুনতে পাওনি যে বিয়ে আমি করছি না?' হাঁপাচ্ছে ভ্যালেনটিনা।

উঠলেন গুইডোব্যাল্ডো, সোনা দিয়ে মোড়ানো ছড়িটায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ভুরু জোড়া কোঁচকানো। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন, তারপর ঘোষণার ভঙ্গিতে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ের পাকা কথা দিয়েছি আমি। ও ফিরে এলেই বিয়ে হয়ে যাবে। ব্যস, এবার যাও, নাটুকেপনা বাদ দিয়ে ঘরে যাও। তোমাকে বলেছি, আমার শরীর খারাপ।'

'কিন্তু, ইয়োর হাইনেস,' কাতর কণ্ঠে শুরু করেছিল ভ্যালেনটিনা, কিন্তু মাটিতে পা ঠুকে ওকে বাধা দিলেন গুইডোব্যাল্ডো।

'যাও!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। তারপর নিজের সম্মান বাঁচাতে নিজেই ঘুরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কয়েক মুহূর্ত একা দাঁড়িয়ে থাকল ভ্যালেনটিনা, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর চোখ ফেটে বেরিয়ে আসা দুফোঁটা পানি মুছে নিয়ে বেরিয়ে গেল কাকার চেম্বার থেকে।

ছটফট করছে মনটা। ঘরে মন টিকল না, বাগানে ফোয়ারার ধারে গিয়ে বসল সে। বাতাসে ফুলের মিষ্টি সুবাস। কুলকুল শব্দ করছে ফোয়ারার পানি। অনেকক্ষণ বসে থেকে কিছুটা শান্ত হলো মন। উঠব উঠব করছে, এমনি সময় পায়ের আওয়াজে ঘাড় ফিরাল। হাসিমুখে এগিয়ে আসছে গন্‌ৎসাগা।

'একা যে, ম্যাডোনা?' অবাক হলো সে। লিউটের তারে আলতো টোকা দিল, মিষ্টি সুর বেজে উঠল রিমঝিমিয়ে।

'দেখতেই পাচ্ছ,' বলে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল ও। একটু পরে মনে হলো ভুলেই গেছে গন্‌ৎসাগার অস্তিত্ব।

কিন্তু নানান ঘাটের পানি খাওয়া রোমিও গন্‌ৎসাগা এত সহজে দমবার পাত্র নয়। এক পা এগিয়ে এল সে, একটু ঝুঁকে তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে।

'খুবই বিষণ্ন দেখাচ্ছে তোমাকে, ম্যাডোনা,' বলল সে মৃদু কণ্ঠে।

'তাহলে বক-বক না করে একটু একা থাকতে দিলেই তো পার।' নীরস কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা।

'তোমার মনখারাপ দেখে খারাপ লাগল, ম্যাডোনা,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'ভাবলাম এই অসময়ে আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়া দরকার।'

'তুমি আমাকে বন্ধু মনে করো, গন্‌ৎসাগা?' ওর দিকে না চেয়েই প্রশ্ন করল ভ্যালেনটিনা।

কেঁপে উঠল গন্‌ৎসাগা। ভাল-মন্দ নানান ছায়া খেলে গেল ওর চেহারায়। মাথাটা ঝুঁকিয়ে নিয়ে এল মেয়েটির মাথার কাছে।

'শুধু বন্ধু নয়, তার চেয়েও বেশি,' বলল ও। 'আমাকে তোমার ক্রীতদাস ধরে নিতে পার, ম্যাডোনা।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল এবার ভ্যালেনটিনা। লোকটার চেহারায় প্রবল আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখতে পেল সে। চট্ করে সরে বসল। গন্‌ৎসাগার মনে হলো, অতি আগ্রহ প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় বিরক্ত হয়েছে বুঝি, কিন্তু দেখল, সরে গিয়ে আসলে বসার জায়গা করে দিয়েছে ওকে মেয়েটা, ইঙ্গিতে বসতে বলছে পাশে।

নিজের সৌভাগ্যে অবাক হয়ে গেল গন্‌ৎসাগা, এদিক ওদিক চেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে পড়ল পাশে। অস্বস্তি ঢাকার জন্যে হাসল একটু, তারপর পায়ের ওপর পা তুলে মৃদু ঝংকার তুলল লিউটে।

'নতুন একটা গান বেঁধেছি, ম্যাডোনা। শোনাব?'

ওর বাহুতে একটা হাত রেখে নিরস্ত করল মেয়েটা। 'এখন না, গন্‌ৎসাগা। আজ গান শোনার মত মন নেই আমার।' লোকটাকে হতাশ হতে দেখে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, আজ আমার সত্যিই মন খারাপ। এঁরা আমার সর্বনাশ করতে চলেছে, বন্ধু। ইশ্‌শ্, সান্তা সোফিয়ার কনভেণ্টে কী শান্তিতেই না ছিলাম!' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভ্যালেনটিনা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল গন্‌ৎসাগা।

'ব্যাব্বিয়ানোর ওই পাষণ্ডটার সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে এরা আমাকে। আমি কাকাকে বলেছি, এ বিয়ে আমি করব না, কিন্তু আমার কথা সে কানেই তুলছে না।'

এই একটি ব্যাপারে কিছুই করার সাধ্য নেই গন্‌ৎসাগার, তাই মুখে কিছু না বলে সহানুভূতি প্রকাশের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিল ভ্যালেনটিনা।

'হ্যাঁ, লম্বা করে শ্বাস ছেড়েই তুমি খালাস! কিছু করার নেই তোমার আমার জন্যে। মুখেই শুধু বড় বড় কথা তোমার, গন্‌ৎসাগা–বন্ধুরও বেশি, ক্রীতদাস! অথচ যখন আমার সাহায্য দরকার তখন ফেলছ দীর্ঘশ্বাস!'

'আমার ওপর অবিচার করছ তুমি, ম্যাডোনা। এই ব্যাপারে তুমি আমার সাহায্য চাইতে পার, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি; সাহসই পাইনি ভাবতে। আমি ধরেই নিয়েছি, তোমার দরকার একটু সহানুভূতি। কিন্তু সত্যিই যদি তুমি এই বিষাক্ত আত্মীয়তার নিগড় থেকে উদ্ধার পেতে আমার সাহায্য চাও, নিশ্চয়ই আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব একটা কিছু পথ খুঁজে বের করতে। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সব করব আমি তোমার জন্যে।'

কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু পুরোপুরি ফুটল না তা। আসলে ভাবজগতের ভীরু মানুষ সে, বাস্তবের সঙ্গে

বইঘর.কম

তেমন কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তবে অত্যন্ত দক্ষ অভিনেতা সে, তাই মোটামুটি উতরে গেল। তাছাড়া, হাবুডুবু খাচ্ছে সে ভ্যালেনটিনার সৌন্দর্যসাগরে, কথাগুলো বলতে গিয়ে ওর নিজের কাছেই মনে হলো, প্রয়োজনে হয়তো সত্যিই মস্ত কোনও বীরত্বের কাজ করে বসতে পারবে সে।

ওর মনে হলো, ওর কাছে সাহায্য প্রত্যাশার কারণ, যদিও কোনদিন প্রকাশ করার সাহস হয়নি তার, মেয়েটা কোনভাবে ওর গভীর, আন্তরিক ভালবাসার কথা টের পেয়েছে। ধরেই নিল, অ্যাকুয়াস্পার্টায় সেই আহত নাইটের প্রতি অযথাই ঈর্ষা বোধ করেছিল সে, তার কাছে সাহায্য চাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, সেই লোকটার কথা ভুলেই গেছে মেয়েটা।

গন্‌ৎসাগার কথা শুনে ভ্যালেনটিনার মনে হলো সত্যিই হয়তো কিছু করতে পারবে এই মানুষটা। এতক্ষণ তার ধারণা ছিল, এ বিয়ে ঠেকানোর একমাত্র উপায় সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়া, এখন মনে হচ্ছে আরও হয়তো কোন পথ আছে। একরাশ আশা নিয়ে চাইল সে ওর চোখের দিকে।

'সত্যিই কি কোনও পথ আছে, গন্‌ৎসাগা?'

ওর কল্পনাপ্রবণ কবি মনটা ইতোমধ্যেই খুঁজতে শুরু করেছে উদ্ধারের পথ। যেন দৈববাণী—একের পর এক বুদ্ধি আসতে শুরু করল ওর মাথায়।

'আমার মনে হয়,' মাটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল গন্‌ৎসাগা, 'আমার মনে হয় একটা পথ আছে!'

'কী পথ?' আগ্রহে ঝুঁকে এল ভ্যালেনটিনা। কাঁপছে ওর ঠোঁট। দুই চোখে প্রত্যাশা।

লিউটটা বেঞ্চের উপর রেখে সভয়ে চারদিকে একবার দেখে নিল গন্‌ৎসাগা। তারপর চাপা গলায় বলল, 'এখানে না, উরবিনোর প্রাসাদে অনেক কান আছে। চলো, বাগানে হাঁটতে হাঁটতে বলব।'

উঠে দাঁড়াল দুজন একসাথে, পাশাপাশি হেঁটে চলে এল বাগানে। পড়ন্ত বিকেলে চুপচাপ খানিকক্ষণ হাঁটার পর মুখ খুলল গন্‌ৎসাগা।

'আমার পরামর্শ হচ্ছেঃ সরাসরি অবাধ্যতা।'

'আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু এর ফলে কোথায় গিয়ে ঠেকব শেষে?'

'মুখে মুখে প্রতিবাদের কথা বলছি না আমি, ম্যাডোনা। মন দিয়ে আগে শুনে নাও আমার পরিকল্পনা। আমি যতদূর জানি, রোক্কালিয়নের দুর্গটা তোমার নিজস্ব সম্পত্তি। গোটা ইটালীর সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ ওটা। সামান্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলেই এক বছর টিকে থাকা যাবে ওখানে।'

ঝট্ করে ওর দিকে ফিরল ভ্যালেনটিনা। বুঝে ফেলেছে ও কি বলতে চায়। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। বেপরোয়া, রোমাঞ্চকর প্ল্যান ওর মন কাড়ল, বিশেষ করে টানল ওকে এর অভিনবত্ব।

'সম্ভব?' জানতে চাইল ও।

'খুবই সম্ভব,' জবাব দিল গন্‌ৎসাগা। 'রোক্কালিয়নে আশ্রয় নিয়ে উরবিনো আর ব্যাব্বিয়ানোকে হুমকি দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পছন্দের মানুষকে বিয়ে

করার অনুমতি না দিচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না।'

'তুমি এতে সাহায্য করবে আমাকে?'

'হ্যাঁ। আমার সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল গন্‌ৎসাগা। 'এমন ব্যবস্থা করব যাতে পুরো একবছর টিকে থাকতে কোন অসুবিধা না হয়। দুর্গ রক্ষার জন্যেও জনা বিশেক ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে আমাদের।'

'একজন ক্যাপটেন দরকার হবে আমার।'

মাথা ঝুঁকিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল গন্‌ৎসাগা।

'আমাকে এই দায়িত্ব দিলে আমি আমার জীবন থাকতে তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না, ম্যাডোনা।'

হাসি এসে যাচ্ছিল, কিন্তু তরুণ সভাসদ সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই ও দুঃখ পাবে বলে নিজেকে সামলে নিল ভ্যালেনটিনা। কিন্তু গায়ে ফুরফুরে সুগন্ধ মেখে মেয়েদের মনোরঞ্জনে অভ্যস্ত এই ফুলবাবু একদল কঠোর চরিত্রের ভাড়াটে সৈনিককে কিভাবে হুকুম দেবে, প্রয়োজনে তাদের নিয়ে দুর্গ রক্ষার জন্য কেমন যুদ্ধ করবে, ভাবতে গিয়ে হাসিই পাচ্ছে ওর। চট্ করে ভেবে নিল, যদি ও না পারে, প্রয়োজনের সময় সে নিজেও নেতৃত্ব দিতে পারবে। কাজেই রাজি হয়ে গেল সে। কৃতজ্ঞতায় আরও নিচু হয়ে কুর্নিশ করল গন্‌ৎসাগা। আচম্বিতে বিরাট অঙ্কের খরচের কথা মনে আসতেই দমে গেল ভ্যালেনটিনা।

'কিন্তু এতসব আয়োজন করতে তো অনেক টাকা লাগবে!'

'বন্ধুত্বের খাতিরে এই ব্যাপারেও আমি...'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, বাধা দিল ভ্যালেনটিনা ওর কথায়।

'না, না!' বলে উঠল সে। গন্‌ৎসাগা একটু যেন হতাশ হলো। মেয়েটিকে সবরকমে সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ, এবং ওর উপর নির্ভরশীল করে ফেলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু প্রচুর মুক্তা বসানো একটা সোনার অলঙ্কার খুলল সে মাথা থেকে, তুলে দিল ওর হাতে। 'এটা বিক্রি করলে যথেষ্ট টাকা এসে যাবে হাতে।'

এরপরই ওর মনে হলো একগাদা ভাড়াটে সৈনিক আর রোমিও গন্‌ৎসাগার সঙ্গে ও একা কি করে যাবে ওই দুর্গে। চট করে সমাধান বের করে ফেলল গন্‌ৎসাগা।

'একা কেন যাবে?' বলল সে। 'রওনা হওয়ার সময় বিশ্বস্ত তিন-চারজন সখি তুমি সঙ্গে নেবে, তাছাড়া কয়েকজন চাকর-বাকরও নিতে হবে সাথে, এমন কি তোমার পুরোহিতকেও।'

এই পরিকল্পনায় ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে মনে করে যার-পর-নাই খুশি হয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা; কিন্তু ভাবতেও পারেনি, এমন হওয়া খুবই সম্ভব, শেষপর্যন্ত হয়তো মেসার রোমিও গন্‌ৎসাগার স্ত্রী না হয়ে উপায় থাকবে না ওর।

নানান অপকর্মের কারণে ইটালীর বিখ্যাত মানটুয়া পরিবার থেকে খেদিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের কুসন্তান রোমিও গন্‌ৎসাগাকে। বিদায়ের আগে স্নেহময়ী মায়ের দেয়া বেশ বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে বছর কয়েক আগে সে উরবিনোয় এসে

বইঘর.কম

জুটেছে। উরবিনোর ডাচেস মোন্না এলিজাবেট্টার সঙ্গে আত্মীয়তার সুবাদে বেশ দাপটের সঙ্গেই আছে সে রাজসভায়। টাকা ফুরিয়ে আসায় ইদানীং অবশ্য বেশ চিন্তায় পড়েছে সে, উপায় খুঁজছে উপার্জনের। বাবুগিরি ছাড়া কাজের কাজ কিছুই শেখেনি জীবনে। সাহসের অভাব, তাই কোনদিন ছুঁয়েও দেখেনি অস্ত্র। আশা করছে, অভাবিত কোনও সুযোগ হয়তো এসে যাবে অঢেল টাকা রোজগারের।

স্ত্রীর খাতিরে তাঁর আত্মীয়কে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে রেখেছেন প্রিন্স গুইডোব্যাল্ডো, সুনজরেই দেখেন তাকে। এটাকে সে ভুল ভাবে নিয়ে প্রায়ই উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছে–কল্পনার জাল বুনেছে প্রিন্সের দুই ভাইঝিকে ঘিরে। আশাটা তার আকাশ ছুঁয়েছিল যখন সুন্দরী ভ্যালেনটিনাকে সান্তা সোফিয়ার কনভেন্ট থেকে আনার জন্যে তাকেই বাছাই করলেন ডিউক। কিন্তু এখানে ফেরার পর সব জানতে পেরে সে-আশা মিলিয়ে গিয়েছিল কর্পূরের মত। এই মুহূর্তে আবার রঙীন পাখা মেলেছে তার আশা, মেয়েটা গিলে নিয়েছে তার টোপ, আর চিন্তা কি?

একটাই শুধু ভয়, গুইডোব্যাল্ডো তাকে যতই সুনজরে দেখুন না কেন, মানুষটা তিনি অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। কিন্তু যদি সে সফল হয়, যদি প্রেমের বা গায়ের জোরে, অথবা ভয় দেখিয়ে একবার মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেলতে পারে, তাহলে আর অতটা ভয় নেই। গুইডোব্যাল্ডো দেখবেন, ব্যাপার বহুদূর গড়িয়ে গেছে, ওকে এখন মেরেও কোন লাভ নেই–জিয়ান মারিয়া গন্‌ৎসাগার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। নিশ্চয়ই তিনি তখন গুটিয়ে নেবেন হাত; দ্বিতীয় ভাইঝিকে বিয়ে দেবেন জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে, দুই রাজ্য আবদ্ধ হবে মৈত্রী বন্ধনে, কোথাও কোন অসুবিধে থাকবে না।

আর যদি তিনি রোক্কালিয়ন দুর্গ আক্রমণ করে ওদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে চান–সে সম্ভাবনা যদিও খুবই ক্ষীণ–তাহলে মেয়েটাকে ভয় দেখিয়ে বিয়েতে রাজি করানো আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

অনেক রাত পর্যন্ত তারার আলোয় বাগানে হেঁটে বেড়াল রোমিও গন্‌ৎসাগা, বারবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবে দেখল সব। যতই ভাবল, ততই পছন্দ হলো ওর পরিকল্পনাটা। নাহ্, ভুল নেই কোথাও। হাসি ফুটল ওর মুখে, বুকের ভিতর নাচছে খুশি। ভাবল, ভাগ্যিস পুরোহিতটাকেও সঙ্গে নিতে বলেছি! দুর্গ পতনের আগেই আশাকরি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিয়ে পড়ানোর কাজ দিতে পারব ওকে।

আট

গুইডোব্যাল্ডোর হুকুমে গোটা উরবিনো যখন তাড়াহুড়ো করে ভ্যালেনটিনার বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত–পেইন্টার, খোদাইকার, স্বর্ণকার খাটছে দিনরাত; ভেনিস থেকে সোনার পাতা আর আল্ট্রামেরিন আনতে গেছে লোক; রোম থেকে আসছে বিয়ের খাট; ফেরারা থেকে আসছে বর-কনের গাড়ি; দামী-দামী পোশাক ও আসবাব

তৈরি হচ্ছে—ঠিক তখনই এই সমস্ত আয়োজন বানচাল করে দেয়ার কাজে ব্যস্ত আমাদের সুশ্রী রোমিও গন্‌ৎসাগা।

ও জানে, হুট করে দুর্গ আক্রমণ করবেন না গুইডোব্যাল্ডো। প্রথমে তাঁর কাছে খবর পৌঁছবে যে জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে বিয়ে ভেঙে না দিলে উরবিনোয় ফিরবে না ভ্যালেনটিনা। প্রথম কয়েকদিন কথা চালাচালি চলবে, ভাইঝিকে নরম-নরম কথা বলে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করবেন ডিউক। তারপর হুমকি দেবেন, আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গটা গোলা মেরে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু এটা কার্যকর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ, তাহলে আশপাশের সব রাজ্যের হাসির খোরাকে পরিণত হবেন তিনি। আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য দুর্গ অবরোধ করে রসদ বন্ধ করতে পারেন তিনি বড়জোর, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু ততদিনে বাজি মাত করে দেবে সে।

তাই যত্নের সঙ্গে প্রতিটা পদক্ষেপ হিসেব করে ফেলল গন্‌ৎসাগা। রসদ কি কি এবং কতখানি করে নেবে, অস্ত্র কি কি লাগবে, লোক লাগবে কয়জন—সব ভেবে বের করল। গোলা-বারুদ নিয়ে তেমন ভাবল না, কারণ প্রথম কথা, ওসবের প্রয়োজন পড়বে না; দ্বিতীয়ত:, ওসব দুর্গেই থাকবে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু লোক সে পাবে কোথায়? ডিউকের রোষের তোয়াক্কা না করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন বিশজন লোক কোথায় পাওয়া যেতে পারে তার ধারণা নেই। আসলে সে এই লাইনের লোকই না। পয়সা যতই ঢালুক না কেন, তার কথায় বিশজন লোক নিজেদের জীবন বিপন্ন করবে কেন?

এই জায়গাটায় এসে বারবার হোঁচট খেতে থাকল তরুণ প্রেমিক, কোনদিকে কোনও পথ দেখতে পেল না। শেষে তৃতীয় দিন সিদ্ধান্ত নিল ডুয়োমোর পিছনের রাস্তায় একটা শুঁড়িখানায় কয়েকজন সৈন্যকে ঢুকতে দেখেছিল একবার, সেইখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবে লোক পাওয়া যায় কি না।

ওখানে ঢুকতেই কাঁপন ধরে গেল ওর কলজেটায়। শেষ মাথায় খাসির মাংস রান্না হচ্ছে, সেই গন্ধের সঙ্গে মিশেছে সস্তা মদের ঝাঁঝাল গন্ধ, তাছাড়া গোটা শুঁড়িখানায় গরীবমানুষের ঘর্মাক্ত পোশাকের অসহ্য দুর্গন্ধ তো আছেই; গন্‌ৎসাগার ইচ্ছে হলো ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে চলে যায়। কিন্তু একটা লোকের উপর চোখ পড়ায় এগিয়ে গেল সামনে।

কপাল ভাল, ঢুকেই বিশাল চেহারার এক ভাড়াটে যোদ্ধা ক্যাপটেনকে পেয়ে গেছে সে। এককালে মোটামুটি ভাল যোদ্ধাই ছিল লোকটা, কিন্তু এখন মন্দ ভাগ্য আর সস্তা মদ তাকে প্রায় শেষ করে এনেছে।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করল দৈত্য গন্‌ৎসাগার প্রবেশ। কাছাকাছি একটা টেবিলে ওকে বসতে দেখে ইচ্ছাকৃত ভাবেই ওর উপর থেকে আগ্রহ হারাল। হুঙ্কার ছাড়ল সরাইমালিকের উদ্দেশে। 'কী হলো, শুয়োর! স্যাঙ্গু ডেল্লা ম্যাডোনা এক বোতল চেয়েছি কতক্ষণ আগে? খুন হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি, লুসিয়ানো?'

ভয়ে কেঁপে উঠে বুকে ক্রস আঁকতে যাচ্ছিল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে যখন দেখল, যদিও কথা বলছে শুঁড়িখানার মালিকের সঙ্গে, রক্তচক্ষু

বইঘর.কম

মেলে ওকেই দেখছে লোকটা।

'আসছি, ক্যাভেলিয়ার! এই এলাম বলে!' বলেই খাসির মাংস ফেলে তড়িঘড়ি করে মদ আনতে ছুটল সরাইমালিক লুসিয়ানো।

ক্যাভেলিয়ার? মানে অশ্বারোহী নাইট! তাহলে তো ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি! আগ্রহের সঙ্গে চাইল গন্‌ৎসাগা লোকটার দিকে। বুলেটাকৃতি মাথায় লেপ্টে আছে ঘামে ভেজা চুল, বিশাল এক নাকের দুপাশ দিয়ে চোখ তো নয়, চেয়ে রয়েছে যেন দুইটুকরো জ্বলন্ত কয়লা! তবে নাইটের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না পোশাক-আশাকে। হ্যাঁ, খাপে পোরা তলোয়ার আর ছোরা ঝুলছে বেল্টে, টেবিলের উপর একটা জং ধরা হেলমেটও আছে; কিন্তু সব মিলিয়ে ভাড়াটে খুনীর চেহারাই প্রকট। গন্‌ৎসাগার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সঙ্গী দুজনের সঙ্গে গল্পে মেতে গেল লোকটা। দশ বছর আগে কী প্রচণ্ড লড়াই করেছে সে সিসিলিতে, তারই বয়ান। কান পেতে সব শুনল গন্‌ৎসাগা। ওর মনে হলো ঠিক লোকটাকেই পেয়ে গেছে কপাল গুণে।

আধঘণ্টা পর উঠে পড়ল লোক দুটো, দৈত্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। স্তিমিত ভঙ্গিতে টেবিলের উপর মাথা রাখল দানব, মনে হলো চোখ খুলে ঘুমাচ্ছে।

অনেক চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গেল গন্‌ৎসাগা দৈত্যের দিকে। সভাসদের বেমানান ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার, আমার সঙ্গে এক বোতল ফ্ল্যাগন পান করে আমাকে সম্মানিত করবেন?' www.boighar.com

আধ-ঘুম অবস্থা থেকে চমকে বাস্তবে ফিরে এল দৈত্য।

'অ্যাঁ? কি বললেন?' মুহূর্তে বুঝে নিল সে, কোনও মতলব আছে ছোকরার ওর কাছে। কিন্তু সেসব শোনা যাবে পরে, আগে বোতল আসুক। বিকট হাসি ফুটিয়ে তুলল সে ওর ভয়ঙ্কর মুখে। বলল, 'আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে আপনার সঙ্গে শুয়োরের মাথা কাঁচা চিবিয়ে খেতেও রাজি আছি আমি।'

লোকটা কি বলতে চায় বুঝতে পারল না গন্‌ৎসাগা, ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইল, 'অর্থাৎ, আপনি পান করতে রাজি?'

'নিশ্চয়ই! যতক্ষণ আপনার পকেটে পয়সা আছে, আর এদের মদ ফুরিয়ে না যাচ্ছে, আমি আছি আপনার সঙ্গে।' হাসল দৈত্য। কিছুটা বিদ্রূপ আর কিছুটা সন্তুষ্টি প্রকাশ পেল ওর হাসিতে।

মদের অর্ডার দিল গন্‌ৎসাগা। অনভ্যস্ত বলে যা করছে তা এই পরিবেশে বেমানান হচ্ছে কি না ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কিভাবে কথা শুরু করবে তাও এক সমস্যা। বলল, 'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ, কি বলেন?'

'কই, রীতিমত গরম লাগছে। কে বলেছে ঠাণ্ডা?'

'আমি বলেছি,' এভাবে বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়েছে গন্‌ৎসাগা। এখনি নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে এর কথায় উঠতে-বসতে হবে। বলল, 'অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।'

'তাহলে বলব, মিথ্যা বলছেন আপনি!' সাফ-সাফ জানিয়ে দিল দৈত্য। 'আপনাকে বলেছি, রাতটা আজ গরম। ব্যস, গরম। কথার প্রতিবাদ আমি পছন্দ

করি না, জনাব। আমি যদি বলি রাতটা গরম, তাহলে আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াসের ওপর বরফ জমে গেলেও রাতটা গরমই থাকবে।'

লাল হয়ে গেল গন্‌ৎসাগা। তবে কিছু করে বসার আগেই এসে গেল মদের বোতল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেল দৈত্য। গেলাস ভর্তি করে নিয়ে টোস্ট করল: 'দীর্ঘ জীবন, অফুরন্ত পিপাসা, ভারি পকেট, আর দুর্বল স্মৃতিশক্তি!' বলেই ঢক-ঢক করে গ্লাস শেষ করে হাতের পিঠে মুছল ভেজা ঠোঁট। বলল, 'কার বদান্যতা উপভোগ করবার সৌভাগ্য হলো, দয়া করে জানাবেন, জনাব?'

'রোমিও গন্‌ৎসাগার নাম শুনেছেন কখনও?'

'গন্‌ৎসাগা, হ্যাঁ; কিন্তু রোমিও, কোনদিন না। যাই হোক, আপনিই কি তিনি?'

মাথা নোয়াল গন্‌ৎসাগা।

'মহৎ পরিবারে জন্ম আপনার,' এমন সুরে বলল দৈত্য যেন তারটাও কোনও দিক দিয়ে কম না। 'এবার তাহলে আমার পরিচয়টাও জেনে নিন। আমি এরকোল ফোর্টেমানি,' নিজের নামটা এমন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল যেন কোন সম্রাটের নাম ঘোষণা করছে।

'দারুণ নাম একখানা!' বলল গন্‌ৎসাগা। 'শুনে তো মনে হচ্ছে, ভাল পরিবার।'

মুহূর্তে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল লোকটা। 'অবাক হওয়ার তো কিছু দেখি না। আমি বলছি, আমার নামটা যেমন দারুণ, পরিবারও তেমনি মহান। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'আমি বলেছি তা?'

'বললে এতক্ষণে লাশ পড়ে যেত আপনার, মেসার গন্‌ৎসাগা! বলেননি বটে, কিন্তু ভেবেছেন আপনি। তাহলে শুনুন আমি, ক্যাপটেন এরকোল ফোর্টেমানি। পোপের আর্মিতে ছিলাম ওই পদে। পিসানদের কাজ করেছি, পেরুজিয়ার মহান ব্যাগলিয়নির চাকরি করেছি যোগ্যতার সঙ্গে। জিয়ান্নেনির বিখ্যাত ফ্রী কোম্পানীর একশো যোদ্ধার নেতৃত্ব দিয়েছি। ফরাসীদের হয়ে যুদ্ধ করেছি স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে, আবার স্প্যানিয়ার্ডদের হয়ে লড়েছি ফরাসীদের বিরুদ্ধে; আবার বর্জিয়ার হয়ে লড়াই করেছি এই দুই দেশের বিরুদ্ধে। নেপলসের রাজার আর্মিতেও ছিলাম আমি ক্যাপ্টেন হিসেবে। এবার, জনাব, বুঝুন, গোটা ইটালীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত আগুনের অক্ষরে আমার নাম যদি লেখা না থাকে, তাহলে কি বুঝতে হবে? এটাই কি বুঝতে হবে না যে আমার কীর্তির সমস্ত গৌরব চুরি করে নিয়েছে আমার নিয়োগ কর্তারা?'

'ঠিক।' লম্বা ফিরিস্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছে গন্‌ৎসাগা। 'গৌরবময়, মহৎ একটা অতীত, মানতেই হবে।'

'না!' ফুঁসে উঠল দৈত্য। কারও কথা মেনে নেয়া তার ধাতে নেই। 'ভাল অতীত, বড়জোর এইটুকু বলা যায়, কিন্তু ভাড়াটে লোকের কাজকর্মকে আপনি মহৎ বলতে পারেন না।'

বইঘর.কম

'ঠিক আছে, নাহয় না-ই বললাম,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'এ নিয়ে মতবিরোধ অর্থহীন।'

আরও রেগে উঠল দৈত্য। 'কে বলেছে অর্থহীন? কে ঠেকাবে আমাকে, যদি আমি বিরোধিতা করতে চাই? উত্তর দিন!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল সে, কিন্তু পরমুহূর্তে বসে পড়ল আবার। বলল, 'না, ধৈর্য ধরতে হবে। আপনি আমার নোংরা পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করেননি, নিজে থেকেই আলাপ করেছেন, আমাকে মদ খাইয়ে সম্মানিত করেছেন, মনে হচ্ছে আমাকে আপনার দরকার। কি, ঠিক বলেছি?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'বেশ, শুনুন তাহলে,' চোখ-মুখ পাকিয়ে গলা নিচু করে ফেলল দৈত্য। 'মন দিয়ে শুনুন, মেসার গন্‌ৎসাগা। আমার বর্তমান দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে আপনি যদি অসৎ উদ্দেশ্যে আমাকে ব্যবহারের কথা ভেবে থাকেন—এই ধরুন, কারও ভুঁড়িটা ফাঁসিয়ে দেয়া, কিংবা গলাটা দুফাঁক করে দেয়া; তাহলে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি নিজের চামড়ার প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া থাকে, কথাটা উচ্চারণ না করে স্রেফ কেটে পড়ুন।'

'আপনাকে এমন কোন প্রস্তাব আমি দেব তা ভাবতে পারলেন কি করে?' বলল গন্‌ৎসাগা। 'আসলে আমি আপনাকে একটা কাজ দিতে চাই, কিন্তু সেটা বেআইনী বা অবৈধ কিছু নয়। আমার ধারণা, এ কাজের যোগ্যতা আপনার আছে।'

'আরও একটু শুনলে সেটা বোঝা যাবে,' বলল এরকোল।

'তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে, যদি কাজটা আপনার পছন্দ বা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে এটা গোপন রাখবেন।''

'কী যে বলেন! একেবারে লাশের মত বোবা হয়ে যাব।'

'বেশ। কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমাকে জনা বিশেক শক্তপোক্ত লোক যোগাড় করে দিতে হবে। কাজটা হচ্ছে: কিছুটা দেহরক্ষীর, কিছুটা যোদ্ধার। সাধারণ ভাড়াটে সৈনিকের তুলনায় চারগুণ বেশি বেতন দেব। বিনিময়ে আমার হয়ে কিছুটা ঝুঁকি নেবে তারা, এমন কি ডিউকের সৈন্যদের সঙ্গে খানিকটা ধস্তাধস্তিরও প্রয়োজন হতে পারে।'

গাল ফুলিয়ে এত জোরে ফুঁ দিল এরকোল যে মনে হলো ঠাস করে ফাটবে গালদুটো। গলা নামিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলল সে, 'বোঝা যাচ্ছে, বেআইনী কাজ! নিশ্চয়ই কোন বেআইনী কাজ!'

'হ্যাঁ,' মেনে নিল গন্‌ৎসাগা। 'কিছুটা বেআইনী তো বটেই। তবে ঝুঁকি খুবই কম, এটুকু বলতে পারি।'

'এর বেশি আর কিছু বলা সম্ভব?'

'এখনই অন্তত নয়।'

এক ঢোকে মদের গ্লাসটা শেষ করল এরকোল, ওটা নামিয়ে রেখে ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। নাকি ঘুমিয়ে পড়ল ব্যাটা? অস্থির হয়ে বলে উঠল গন্‌ৎসাগা, 'কি হলো? পারবেন লোক যোগাড় করতে?'

'কাজের প্রকৃতিটা যদি একটু ভেঙে বলতে পারেন, তাহলে একশো লোক সংগ্রহ করতে পারব আমি অতি সহজে।'

'আপনাকে বলেছি, আমার দরকার বিশজন।'

ভয়ানক গম্ভীর হয়ে, গেল এরকোল, তর্জনী দিয়ে ডলছে লম্বা নাকটা।

'পারা যায়,' বলল সে শেষমেশ। 'তবে এমন বেপরোয়া লোক খুঁজে বের করতে হবে, যারা এমনিতেই কোন না কোন অপরাধে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, আরও খানিকটা বেআইনী কাজ করতে যাদের বাধবে না। কবে নাগাদ লাগবে আপনার গ্রুপটাকে?'

'আগামীকাল রাতেই।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল এরকোল। আঙুলের কড়া গুনতে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে নিঃশব্দে আউড়ে চলেছে স্যাঙাতদের নাম। 'দশ-বারোজনকে অবশ্য দুই ঘণ্টার মধ্যেই জড়ো করতে পারব। কিন্তু বিশজন...' আবার কিছুক্ষণ ভাবল চুপচাপ। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'যাই হোক, কত কি দেবেন সেটা শোনা যাক এবার। এতগুলো লোক যে অন্ধের মত ঝাঁপ দেবে অজানা একটা কাজে, তারা কি পাবে, আর দলনেতা হিসেবে আমিই বা পাচ্ছি কত?'

প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল গন্‌ৎসাগা, তারপর পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'নেতৃত্বে থাকছি আমি নিজে।'

'বলেন কি!' আঁৎকে উঠল দৈত্য। 'একদঙ্গল গুণ্ডা বদমাশের নেতৃত্ব দেবেন আপনি!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে এপাশ-ওপাশ। 'বেশ তো, তাই যদি হয়, আপনিই যোগাড় করে নিন ওদের। ফেলিসিস্‌সিমা নট্টে (গুড নাইট)।' হাত নেড়ে বিদায় জানাল সে গন্‌ৎসাগাকে।

খোলাখুলি জানাল গন্‌ৎসাগা, লোক যোগাড় করতে পারলে সে এরকোলের সাহায্য চাইতে এখানে আসত না।

'শুনুন, স্যার,' বলল এরকোল মৃদু হেসে। 'আমার কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমি যদি আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবকে বলি, টাকার বিনিময়ে একটা কাজ করতে হবে। কি কাজ, তা জানাতে পারছি না, কিন্তু আমি থাকছি তাদের নেতৃত্বে—অর্থাৎ, বিপদ আপদ যাই ঘটুক, আমিও সমান ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি ওদের সঙ্গে; তাহলে আগামীকাল এই সময় নাগাদ আমার বিশ্বাস এক কুড়ি জোয়ান আমি সংগ্রহ করতে পারব। এরকোল ফোর্টেমানির ওপর ওদের এতটুকু আস্থা আছে। কিন্তু যদি ওদের বলি, অজানা এক লোকের নেতৃত্বে অজানা এক কাজে হাত দিতে হবে, তাহলে? কেউ আসবে না। একজনও না।'

অকাট্য যুক্তি। এর বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। খানিক ভেবেচিন্তে এরকোলের হাতে চুক্তির সম্মানী হিসেবে পঞ্চাশটা সোনার ফ্লোরিন গুঁজে দিল গন্‌ৎসাগা। বলল, এখন থেকে যতদিন চাকরি আছে মাসে বিশ স্বর্ণ-ফ্লোরিন করে বেতন পাবে সে।

এত টাকা হাতে পেয়ে প্রথমে হতবাক হয়ে গেল দৈত্য। জীবনে কোনদিন এত বেতনের চাকরি করেনি সে। মনে হলো, এখুনি বুঝি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে সুদর্শন তরুণের উপর, দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মাথা রেখে হাউ-মাউ

বইঘর.কম

করে কেঁদে উঠবে খুশিতে।

এরপর ভারি একটা ব্যাগ ফেলল গন্‌ৎসাগা ফোর্টেমানির সামনে টেবিলের উপর। ঝনঝন শব্দটা মধুর শোনাল এরকোলের কানে।

'এখানে আরও একশো ফ্লোরিন আছে সবার জিনিসপত্র আর পোশাকের জন্যে। সাজসজ্জার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন, রেজিমেণ্টের সবাই যেন ফিটফাট জামা-জুতো পরে থাকে।'

'আর অস্ত্র?'

'হাতে বল্লম, কোমরে আরকুইবাস (পিস্তল) থাকতে পারে, আর কিছু লাগবে না। যেখানে যাচ্ছি সেখানে প্রচুর অস্ত্র আছে, তবে ওসবের প্রয়োজন হয়তো পড়বে না।'

'প্রয়োজন পড়বে না?' তাজ্জব হয়ে গেল দৈত্য। কী মজা! খাওয়াবে, পরাবে, এত টাকা বেতন দেবে–অথচ যুদ্ধ করতে হবে না! স্বপ্নেও সে কোনদিন ভাবতে পারেনি এত আনন্দের চাকরি আছে দুনিয়ায়।

লোক বাছাইয়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করল এরকোল ফোর্টেমানি। যতই হম্বিতম্বি করুক, বেয়াড়া কথাবার্তা বলুক, লোকটা সে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় মোটামুটি বিবেকবান। সন্দেহ নেই, ওর মত পাজির পা-ঝাড়া আর একটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল, টানাটানির সময় অস্ত্রের মুখে রাহাজানিতেও আপত্তি নেই, মাতাল অবস্থায় সামান্য প্ররোচনাতেই বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পিছ পা হয় না; তবে এটাও ঠিক–ভাল বংশে জন্ম ওর, এবং অনেক ভাল জায়গায় সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানজনক পদে কাজ করেছে সে কৃতিত্বের সঙ্গে। আসলে মদ্যাসক্তি ওকে অনেক নিচে টেনে এনেছে। সাধারণ জীবন যাপনে অসদাচরণ ও মিথ্যাচার ওর অভ্যাসে পরিণত হলেও কোনও কাজ নিলে আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করে সে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে।

নয়

উরবিনো থেকে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল জিয়ান মারিয়া, কিন্তু কাগলি পৌঁছে তার ভাড়াটে সেনাদের ক্যাপ্টেন আর্মস্টাডের জন্যে অপেক্ষা করবে বলে ভ্যালডিক্যাম্পো নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করল। তাকে জানাল, রাতটা এখানেই কাটাতে চায়।

খুবই সমাদর করল তাকে অভিজাত পরিবারটি। সাপারে কাগলির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হলো, যেন তারা টের পায় কতবড় একজন সম্মানিত ব্যক্তি আতিথ্য গ্রহণ করেছে তাদের বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন দ্বিধান্বিত পায়ে ঘরে ঢুকল মার্টিন আর্মস্টাড, এগিয়ে এসে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল জিয়ান মারিয়ার পাশে যাতে বোঝা যায় কোন খবর আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল জিয়ান মারিয়া, 'কি হলো, গর্দভ? খাবার সময়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এলে যে?'

আরও এক পা সামনে এগোল সুইস ক্যাপ্টেন, চাপা গলায় বলল, 'ওকে আনা হয়েছে, হাইনেস।'

www.boighar.com

'আরে! আমি কি সবজান্তা যে তোমার মনের কথা পড়ে ফেলব? কে এনেছে? কাকে?'

আরও কাছে এসে ফিসফিস করে বলল ক্যাপ্টেন, 'ওই জোকারটাকে...সার পেপ্পি!'

'অ্যাঁ? ও।' বুঝতে পেরেছে এবার। ভদ্রতা লঙ্ঘন করে জিয়ান মারিয়াও ক্যাপ্টেনের কানে ফিসফিস করে বলল, যেন লোকটাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, আর দুজন তার পাহারায় থাকে। 'তুমিও উপস্থিত থেকো, মার্টিনো, আমি আসছি।'

কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল মার্টিন। এতক্ষণে খেয়াল হলো জিয়ান মারিয়ার যে কাজটা ঠিক ভদ্রোচিত হয়নি। চট্ করে ক্ষমা চাইল গৃহকর্তার কাছে, বলল: জরুরী খবর জানাতে এসেছিল লোকটা। ডিউককে নিজ ছাদের নিচে পেয়ে সম্মানিত বোধ করছে মেসার ভ্যালডিক্যাম্পো, সামান্য বিচ্যুতিতে কিছুই মনে করল না। একটু পরেই উঠে পড়ল ডিউক, জানাল: দীর্ঘ যাত্রা করতে হবে আগামীকাল, তাই এখুনি শুয়ে পড়তে চায়।

ভ্যালডিক্যাম্পো নিজে ডিউককে শোবার ঘরে পৌঁছে দেবে বলে একটা বাতি তুলে নিয়ে পথ দেখাল। কিন্তু অ্যান্টিরূমে পৌঁছেই তাকে বাতিটা নামিয়ে রেখে বিদায় নিতে বলল হিজ হাইনেস।

পিছু পিছু আসছিল পার্শ্বচর আলভেরি ও সান্‌তি। একমুহূর্ত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল ডিউক, এখুনি ব্যাপারটা এদের গোচরে না আনাই ভাল—তাই বিদায় করে দিল তাদেরও।

সবাই চলে যাওয়ার পর শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল জিয়ান মারিয়া। জিজ্ঞাসা করল, 'ও আছে ভেতরে?'

'ইয়োর হাইনেসের জন্যে অপেক্ষা করছে,' বলে দরজা মেলে ধরল মার্টিন আর্মস্টাড।

চমৎকার সাজানো-গোছানো বিশাল শয়নকক্ষে প্রবেশ করল জিয়ান মারিয়া। প্রাসাদের সবচেয়ে ভাল ঘরটা বরাদ্দ করেছে ভ্যালডিক্যাম্পো ডিউকের জন্য। ঠিক মাঝখানে বসানো রয়েছে কারুকাজ করা বিশাল খাট।

জানালার কাছে দেখা গেল দুজন সেন্ট্রির মাঝখানে বন্দী, ভয়ে আধমরা কুঁজো ভাঁড় পেপ্পিকে। দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর আমোদপ্রিয় মুখটা। টের পেয়েছে কপালে খারাবি আছে আজ।

পেপ্পির কাছে কোন অস্ত্র নেই নিশ্চিত হয়ে সেন্ট্রি দুজনকে আর্মস্টাডের সঙ্গে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলল জিয়ান মারিয়া। ওরা বেরিয়ে গেলে ভুরু কুঁচকে চাইল সে পেপ্পির দিকে, আগুন জ্বলছে দুচোখে।

'সকালের সেই ঠাট্টা-তামাশা কোথায় গেল এখন?' ভুরু নাচাল ডিউক।

বইঘর.কম

ভয়ে শুকিয়ে গেছে জিভ, তবু অভ্যাসবশে একটু ত্যাড়া উত্তর দিল ভাঁড়। 'আমার জন্যে পরিস্থিতি আর ততটা অনুকূল নেই। তবে ইয়োর হাইনেসকে দেখে মনে হচ্ছে খুবই খোশমেজাজে আছেন।'

একটা কিছু চোখা উত্তর দিতে পারলে ভাল লাগত জিয়ান মারিয়ার, কিন্তু বেচারার মাথাটা চলে ধীরে, উত্তর খুঁজে না পেয়ে কিছুক্ষণ কড়া দৃষ্টিতে কুঁজো লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের ধারে।

'তামাশা করতে গিয়ে সকালে তোমার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছে, তার জন্যে তোমাকে যদি চাবুকপেটা করি, বুঝতে হবে আমার অপার করুণা।'

'আর ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিলে বুঝতে হবে অশেষ মহব্বত!' ফস্ করে বেরিয়ে গেল কথাটা ওর মুখ দিয়ে।

'হ্যাঁ, স্বীকার করছ তাহলে?' কথার বাঁকা দিকটা ধরতে পারল না জিয়ান মারিয়া, 'আসলেও আমি একজন দয়ালু প্রিন্স।'

'দয়ার সাগর,' বলল পেপ্পি। কিন্তু চেষ্টা করেও কণ্ঠ থেকে বিদ্রূপ দূর করতে পারল না।

'কী? আমাকে ব্যঙ্গ করছিস তুই, জানোয়ার? নিজের ভাল চাস তো জিভটা সামলে রাখ, নইলে এক্ষুণি কেটে নেব ওটা!'

জিভ না থাকলে ভাঁড়ের কি মূল্য? আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল ওর চেহারা। মুখে তালা মেরে বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ডিউকের দিকে। ওর মনে হলো, এই লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

ওর চেহারায় ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব দেখে খুশি হলো ডিউক। বলল, 'হ্যাঁ, ফাঁসী দিলেই তোর বেয়াদবির ঠিক উপযুক্ত শাস্তি হতো। কিন্তু আমি ছেড়ে দেব তোকে, যদি যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক ঠিক উত্তর দিস।'

লম্বা করে কুর্নিশ করল পেপ্পিনো। 'জিজ্ঞেস করুন, মাই লর্ড। আমি প্রস্তুত।'

'সকালে তুই বলেছিলি...' যে ভাষায় কথাগুলো বলা হয়েছিল মনে পড়ে যাওয়ায় রাগে লাল হয়ে উঠল ডিউকের মুখ। 'তুই বলেছিলি লেডি ভ্যালেনটিনার সঙ্গে একজন লোকের পরিচয় হয়েছে।'

আরও বিবর্ণ হয়ে গেল ভাঁড়ের ফ্যাকাসে মুখ। বুঝতে পারছে ব্যাপার কোনদিকে গড়াচ্ছে। কোন মতে উচ্চারণ করল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় এই নাইটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ম্যাডোনার?'

'অ্যাকুয়াস্পার্টার জঙ্গলে, মাই লর্ড। মেটরো নদী যেখানে একটা ঝর্নার মত বইছে। সান্ত অ্যাঞ্জেলোর দুই লীগ মত এদিকে।'

'সান্ত অ্যাঞ্জেলো!' চমকে উঠল জিয়ান মারিয়া। ওখানেই তো কদিন আগে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের গোপন শলা হয়েছিল। 'কবেকার ঘটনা?'

'এই তো, ঈস্টারের আগের বুধবার। মোন্না ভ্যালেনটিনা যেদিন সান্তা সোফিয়া থেকে উরবিনোয় আসছিলেন।'

স্থির দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে ভাবছে জিয়ান মারিয়া। মঙ্গলবার রাতে পাহাড়ের ওপর যুদ্ধে মারা গেল মাসুচ্চিও। কোনও প্রমাণ নেই, তবু ওর মন বলছে এই লোক ছিল চক্রান্তকারীদের সঙ্গে, নিশ্চয়ই পালিয়ে যাওয়া দুজনের

একজন। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মনিবের সঙ্গে এর কথাবার্তা হলো কি করে? চেনাজানা ছিল?'

'না, হাইনেস; লোকটাকে আহত দেখে দয়া পরবশ হয়ে তিনি তার শুশ্রূষা করেন।'

'অ্যাঁ? আহত লোক?' চেঁচিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া। 'ঠিক যা ভেবেছিলাম! আগের রাতে সান্তা মারিয়ায় জখম হয়েছিল ব্যাটা। নামটা কি ওর, বুদ্ধু? ওর নামটা বললেই তোমাকে ছেড়ে দেব আমি।'

এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা ফুটে উঠল কুঁজো ভাঁড়ের চেহারায়। জিয়ান মারিয়ার নিষ্ঠুরতার অনেক কাহিনী তার জানা আছে। কিন্তু শপথ ভঙ্গ করে ওই নাইটের নাম বলে দিলে আরও ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে তার—নরকের আগুনে জ্বলতে হবে অনন্তকাল।

'হায়রে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, 'নামটা বলতে পারলেই ছাড়া পেয়ে যেতাম! কিন্তু কি পোড়া কপাল আমার, জানা থাকলে তো বলব। ওই লোকের নাম জানা নেই আমার, মাই লর্ড।'

নির্বোধ হলে কি হবে, পেপ্পির মুহূর্তের দ্বিধা টের পেয়েছে সে। সন্দেহ হলো নামটা জানা আছে ওর, কিন্তু বলছে না। একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বেশ তো, চেহারা নিশ্চয়ই দেখেছ? বর্ণনা করো। কেমন চেহারা, কি পোশাক পরা ছিল, মুখের আদলটা কেমন?'

'ঠিক বলতে পারছি না, লর্ড ডিউক। পলকের জন্যে দেখেছি, মনে নেই আমার।'

রাগে লাল হয়ে গেল ডিউকের কুৎসিত মুখটা, শ্বদন্ত বেরিয়ে পড়েছে আক্রমণোদ্যত হিংস্র শ্বাপদের মত।

'এতই পলকের জন্যে দেখেছ যে কিছুই মনে নেই তোমার?'

'সত্যি, হাইনেস।'

'মিথ্যুক কোথাকার!' গর্জে উঠল জিয়ান মারিয়া। 'নোংরা নর্দমার কীট! আজই সকালে বলছিলি লম্বা, সুপুরুষ চেহারা, অভিজাত চালচলন, মিষ্টি-মধুর কথাবার্তা—আর এখন কিচ্ছু মনে আসছে না? দাঁড়া, তোর মনে আনার ব্যবস্থা করছি। এমনই ওষুধ দেব, যে নিজের বাপের নাম ভুলে যাবি, কিন্তু ওর নাম মনে এসে যাবে। বল্, হারামজাদা! নামটা বলবি?'

'যদি পারতাম তাহলে সত্যি বলতাম…'

বিরক্ত ভঙ্গিতে পিছনে ফিরে হাততালি দিল ডিউক। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে মুখ বাড়াল মার্টিন। তাকে একটা রশি আর সেন্ট্রি দুজনকে নিয়ে ভিতরে আসতে বলল জিয়ান মারিয়া।

ক্যাপটেন পিছন ফিরতেই ডিউকের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জোকার। 'দয়া করুন, ইয়োর হাইনেস! আমাকে ফাঁসী দেবেন না! আমি, আমাকে…'

'কে বলেছে তোকে ফাঁসী দিচ্ছি? মরে গেলে তো বেঁচেই গেলি! তোকে জ্যান্ত চাই আমি বজ্জাতের হাড়। কথা বলাতে চাই।'

বইঘর.কম

অনেক অনুনয় করল ভাঁড়, কিন্তু কোনও লাভ হলো না। মা মেরির কাছে নালিশ জানাল, সেখান থেকেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। খাটের উপর চাঁদোয়া টাঙাবার কাঠটা টেনে টুনে দেখছে মার্টিনো, বলল, 'এতেই ঝোলানো যাবে, হাইনেস।'

ভেলভেটগুলো সরাতে বলল জিয়ান মারিয়া। একজনকে পাঠাল অ্যান্টিরুমের দরজা বন্ধ আছে কি না দেখে আসতে। পেপ্পিনোর চিৎকার যেন কেউ শুনে না ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

টেনে দাঁড় করানো হলো প্রার্থনারত পেপ্পিনোকে। শেষবারের মত জানতে চাইল ডিউক, 'নামটা কি বলবে?'

'পারছি না, হাইনেস!' ককিয়ে উঠল পেপ্পিনো।

'অর্থাৎ, জানো, কিন্তু বলবে না। তাই না? তোলো ওকে মার্টিনো!'

মরিয়া হয়ে এক হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল কুঁজো ভাঁড়, কিন্তু সেন্ট্রিদের একজন খপ্ করে ওর ঘাড় চেপে ধরে ফিরিয়ে আনল।

একটা চেয়ারে বসে পড়েছে ডিউক। বলল, 'তুমি জানো কি ঘটতে যাচ্ছে। শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি, বলবে তুমি নামটা?'

'মাই লর্ড!' বলল পেপ্পিনো, আতঙ্কে কাঁপছে গলা, 'আপনি যদি খাঁটি খ্রিষ্টান হন, অনন্ত নরকে যদি আপনার বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন।'

'বুঝলাম না!' সাফ জবাব ডিউকের।

'আমি অ্যাকুয়াস্পার্টার সেই লোকটাকে ঈশ্বরের নামে শপথ করে কথা দিয়েছি, কিছুতেই তার পরিচয় প্রকাশ করব না। এখন কি করব আপনিই বলুন। শপথ ভাঙলে অনন্ত নরকে জ্বলতে হবে আমাকে। একটু দয়া করুন, মহান লর্ড; আমার দিকটা একটু বিবেচনা করুন।'

জিয়ান মারিয়ার হাসি চওড়া হলো, ফলে আরও নিষ্ঠুর, আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাকে এখন। আর কোনও সন্দেহ নেই তার মনে– এই বুদ্ধুর কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, গোপনীয়তার শপথ করিয়েছে যখন, ওই লোক নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রকারীদের একজন। হয়তো ওদের নেতাই হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ডিউক, নামটা তার জানতেই হবে যেমন করে হোক। বুদ্ধু যদি নির্যাতনে মারা পড়ে তাতেও কোন ক্ষতি নেই, জানতে হবে–কে দুশমনি করছে তার সঙ্গে; প্রথমে তাকে গদি থেকে নামানোর ষড়যন্ত্র, তারপর ভ্যালেণ্টিনার হৃদয় জয়!

'তোমার অনন্ত নরকের জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না,' বলল সে। 'এই লোক আমার চরম শত্রু। এর নাম আমার জানতেই হবে। তোমার হাড়-গোড় ভাঙলে আমার কিছুই করার নেই। কি, বলবে নামটা?'

নিজের দুর্দশা টের পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল পেপ্পি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মেঝের দিকে চেয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, টুঁ-শব্দ বের করল না মুখ দিয়ে। সেন্ট্রিদের ইঙ্গিত করল ডিউক। পিছনে বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে রশি গলিয়ে ক্যানোপির উপর দিয়ে এপাশে নিয়ে আসা হলো, তারপর দুজন মিলে রশি টেনে শূন্যে তুলে ফেলল পেপ্পিনোকে। মাটি থেকে ছয়ফুট উপরে ল্যাগব্যাগ করছে পা

দুটো, বেকায়দা ভঙ্গিতে হাতের উপর ঝুলছে কুঁজো লোকটা, শরীর মোচড়াচ্ছে, ব্যথায় বিকৃত মুখ। মধুর কণ্ঠে জানতে চাইল জিয়ান মারিয়া, 'কী, বলবে নামটা?'

জবাব না পেয়ে বিরক্ত কণ্ঠে আদেশ দিল, 'নামাও ওকে তিনফুট।'

রশি ছেড়ে দিল ওরা, ঠিক যখন পা দুটো মেঝে থেকে ফুট তিনেক উপরে আছে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ধরে ফেলল রশিটা আবার। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল জেস্‌টার, মনে হলো কাঁধ থেকে খুলে গেছে দুই বাহু। আবার শূন্যে তুলে ফেলা হলো ওকে।

'এবার বলবে?' অমায়িক কণ্ঠ ডিউকের।

জবাব নেই। নিচের ঠোঁটটা এত জোরে কামড়ে ধরেছে যে রক্ত গড়িয়ে নামছে চিবুক বেয়ে। আবার ইঙ্গিত করল ডিউক। এবার আরও একটু নামার পর হ্যাঁচকা টান মেরে থামানো হলো পড়ন্ত দেহটা।

আবার চিৎকার করে উঠল পেপ্পিনো। তারপর গোঙাতে শুরু করল। বিড় বিড় করে বলছে, 'ওহ্, খোদা! ওহ্, খোদা!' ডিউকের উদ্দেশে বলল, 'আপনি রাজা, মহান লর্ড! অসহায়, দুর্বল আমি, দয়া করুন! আপনার করুণা ভিক্ষা চাইছি।'

মহান লর্ডের মন ভিজল না, আবার ইঙ্গিত দিল সে সেণ্ট্রিদের। টেনে তোলা হলো ওকে উপরে।

মরিয়া হয়ে একনাগাড়ে গালাগাল আর অভিসম্পাত শুরু করল এবার পেপ্পিনো, আকুল মিনতি করল ঈশ্বরের কাছে যেন এই মুহূর্তে অত্যাচারী লোকগুলোকে খুন করে নরকে পাঠিয়ে দেয়।

আরও দু'বার ওকে তোলা ও নামানো হলো। চিৎকার দেয়ার শক্তিও নেই আর পেপ্পিনোর। মুখ রক্তাক্ত, চোখ উল্টে গেছে, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বের হচ্ছে। মার্টিন চাইল জিয়ান মারিয়ার দিকে, স্পষ্টতই বলতে চায় এখন থামা উচিত। কিন্তু রোখ চেপে গেছে ডিউকের। 'কি বুঝছ, বুদ্ধু? এবার বলবে, না আরও ওষুধ লাগবে?' জবাব না পেয়ে ইঙ্গিত দিল সে সেণ্ট্রিদের। আবার টেনে তোলা হলো ওকে উপরে।

পঞ্চম ঝাঁকির পর হঠাৎ বুঝে ফেলল জেসটার, এইভাবে ওকে খুন করে ফেলছে লোকটা, কোনভাবে এ থেকে নিস্তার নেই, নামটা না বলে পার পাবে না সে কিছুতেই। আর সহ্য করাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। অনন্ত নরক এর চেয়ে আর কত বেশি খারাপ হবে?

'ঠিক আছে, বলব!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বলব আমি, লর্ড ডিউক! নামান আমাকে।'

'আগে বলো, তারপর নামানো হবে,' কঠোর কণ্ঠে জবাব দিল জিয়ান মারিয়া।

রক্তাক্ত ঠোঁট চাটল একবার পেপ্পিনো, তারপর ভাঙা গলায় বলল, 'আপনার মামাতো ভাই, মাই লর্ড,' হাঁপাচ্ছে জেসটার। 'অ্যাকুইলার কাউণ্ট, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ডিউক কয়েক মুহূর্তের জন্যে, হাঁ হয়ে গেছে মুখ,

বইঘর.কম

দৃষ্টিতে বিস্ময়। তারপর বলল, 'সত্যি বলছিস, জানোয়ার? আহত কাউন্ট অভ অ্যাকুইলারই সেবা করেছিল মোন্না ভ্যালেন্টিনা?'

'শপথ করে বলছি, মাই লর্ড,' হাঁপাচ্ছে জোকার। 'এবার আমাকে নামাতে বলেন! আর পারছি না!'

তেমনি বিস্মিত দৃষ্টিতে পেপ্পিনোর দিকে চেয়ে রইল জিয়ান মারিয়া আরও কিছুক্ষণ। মনে মনে খতিয়ে দেখছে সংবাদটা। ভাবছে, সত্যিই তো, ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে ব্যাব্বিয়ানোর জনসাধারণ–ষড়যন্ত্রকারীরা তো ওকেই বসাতে চাইবে ক্ষমতায়। এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মাথায় আসেনি, ভেবে নিজেকে নরম দেখে দু-একটা গালি দিল সে।

'নামাও ওকে,' আদেশ দিল জিয়ান মারিয়া। 'কয়েক ঘা লাগিয়ে বিদায় করে দাও, যেখানে খুশি চলে যাক।'

নামানো হলো বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না জেসটার, হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়েছে।

আর্মস্টাডের ইঙ্গিতে টেনে তুলল ওকে সেন্ট্রি দুজন, বের করে নিয়ে গেল ঘর থেকে। শত্রু চিনিয়ে দেয়ায় হাজারো শোকর গোজার করল জিয়ান মারিয়া খোদার কাছে। তারপর উঠে পড়ল বিছানায়।

দশ

পরদিন রাত দশটায় রাজধানী ব্যাব্বিয়ানোয় পৌঁছল দোর্দণ্ডপ্রতাপ জিয়ান মারিয়া স্ফোর্যা। পৌঁছেই টের পেল প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধেছে প্রজাদের মধ্যে। সীজার বর্জিয়ার দূত কেন এসেছে জানে সবাই। জটলা পাকিয়ে আলাপ করছে ওরা এখানে ওখানে। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে দূর থেকে।

পোর্টা রোমানায় জিয়ান মারিয়াকে দেখে চুপ হয়ে গেল সবাই, অভিবাদন তো দূরে থাক, একটি শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ। রেগে ব্যোম হয়ে গেল ডিউক। ভুরু কুঁচকে কটমট করে চাইল এদিক ওদিক, কিন্তু কেউ পাত্তা দিল না ওকে।

বোর্গো ডেল অ্যান্নান্‌ৎসিয়াতায় পৌঁছে দেখল, ভিড় আরও বেশি। ঘোড়াগুলোকে এগিয়ে আসতে দেখেও সরছে না কেউ। বরং জটলার আড়াল থেকে ব্যঙ্গ করছে ডিউককে সিটি বাজিয়ে বা গাধার ডাক ডেকে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল জিয়ান মারিয়ার। অবস্থা টের পেয়ে বর্শা সমান্তরাল করার নির্দেশ দিল ক্যাপটেন আর্মস্টাড। সামনের কয়েকজন সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পিছনের চাপে নড়তে পারল না জায়গা থেকে। ধরাশায়ী হলো কয়েকজন, তাদেরকে মাড়িয়ে এগিয়ে চলল ঘোড়সওয়ারের দল।

চিৎকার করে নানারকম বিদ্রূপ বর্ষণ করছে ওরা অপ্রিয় শাসকের উদ্দেশে। কেউ জিজ্ঞাসা করছে শাদী হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে চাচা শ্বশুরের বাহিনী দেখা

যাচ্ছে না কেন, কে রক্ষা করবে এদেশটাকে বর্জিয়ার আক্রমণ থেকে? কেউ কেউ চিৎকার করছে নতুন চাপানো কর দিয়ে সেনাবাহিনী গড়ার কথা ছিল, কি কচুটা করা হয়েছে? ডিউকের হয়ে জটলার ভিতর থেকেই কয়েকজন জবাব দিল কোন্ কোন্ বাজে খাতে খরচ হয়েছে টাকাগুলো।

হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে চিৎকার উঠল, 'এই ব্যাটা খুনী! বীর ফেরাব্রাচ্চিও আর দুঃসাহসী আমেরিনিকে এ খুন করেছে! কসাই ব্যাটা, দে এখন ওদের জীবন ফিরিয়ে!' একটু পরেই ডিউকের অন্তর পুড়িয়ে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার নামে জয়ধ্বনি শুরু করল ওরা। কেউ কেউ 'ইল ডিউকা ফ্র্যাঞ্চেস্কো' বলেও হাঁক ছাড়ছে। রাগে অন্ধ হয়ে গেল জিয়ান মারিয়া, ভয়কে জয় করল ক্রোধ, রেকাবে উঠে দাঁড়িয়ে আদেশ দিল ক্যাপটেনকে, 'মার্টিনো! ওদের মধ্যে দিয়ে তলোয়ার হাতে ঘোড়া ছোটাতে বলো তোমার লোকদের, যাকে সামনে পাবে তাকেই কচুকাটা করবে!'

এই হুকুম পেয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল সুইস ক্যাপটেন। সাহসের কমতি নেই তার, কিন্তু এই নিরস্ত্র লোকদের কি করে খুন করবে বুঝে পাচ্ছে না। ওদিকে সভাসদ আলভারো ডি আলভারি আর জিসমণ্ডো সান্তিও আদেশ শুনে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইছে এ ওর দিকে। বৃদ্ধ সান্তি বলল, 'হাইনেস, আপনি নিশ্চয়ই চাইছেন না...'

'চাইছি না?' গর্জে উঠল জিয়ান মারিয়া। ফিরল দ্বিধান্বিত ক্যাপটেনের দিকে, 'কি রে, গর্দভ? জানোয়ারের অধম! দাঁড়িয়ে আছিস কি জন্যে? কি বলেছি আমি?'

আর দেরি না করে দলবল নিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাপটেন। যারা পিছনে ছিল তারা টের পায়নি কি ঘটতে চলেছে, তাই সামনের কয়েকজন পিছাবার চেষ্টা করেও তাদের চাপে নড়তে পারল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মারা পড়ল অনেক লোক, আহতদের আর্ত চিৎকারে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। জনতাকে ভেদ করে এগিয়ে গেল অশ্বারোহীর দল।

এবার পিছন থেকে শিলাবৃষ্টির মত পাথর ছুঁড়তে শুরু করল ক্ষিপ্ত জনতা। ঠুন-ঠান-ঠকাশ শব্দ করে পড়ছে সেসব সৈন্যদের হেলমেটে, বর্মে। দুটো লাগল ডিউকের গায়েও। বৃদ্ধ সান্তির মাথায় পড়ল একটা, রক্তে ভিজে গেল সাদা চুল।

এমনি অপদস্থ অবস্থায় পিছনে নিহতদের লাশ আর আহতদের আহাজারি ফেলে পৌঁছল ডিউক নিজের প্রাসাদে। সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল সে, দুঘণ্টার আগে আর বের হলো না। শেষে ভ্যালেন্টিনোর ডিউক সীজার বর্জিয়ার দূত দেখা করতে চায় শুনে উত্তেজিত অবস্থাতেই এসে বসল সভাকক্ষে।

প্রবল প্রতিপক্ষ, শক্তিশালী বর্জিয়ার দূতের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে-রকম বুদ্ধিমত্তা, ঠাণ্ডা মাথা আর সূক্ষ্ম কূটনীতির প্রয়োজন, এ-মুহূর্তে তার কোনওটাই নেই তারমধ্যে; টগবগ করে ফুটছে সে ভিতর ভিতর। তবে যথাসম্ভব ভদ্রতার সঙ্গেই বসতে বলল সে দূতকে। ডিউকের পরামর্শদাতাদের মধ্যে উপস্থিত আলভারি, সান্তি ও ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি। ডিউকের মা, ক্যাটেরিনা কোলোন্না বসেছেন লাল ভেলভেট মোড়া একটা আসনে—স্বর্ণের স্ফোর্ৎযা-সিংহ আঁটা রয়েছে তাতে।

বইঘর.কম

.সাক্ষাৎকার খুবই সংক্ষিপ্ত হলো। যতখানি সৌজন্যের সঙ্গে শুরু হয়েছিল, শেষদিকে তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকল না। বোঝা গেল একে পাঠানো হয়েছে ব্যাব্বিয়ানোর সঙ্গে যেভাবে হোক একটা ঝগড়া বাধানোর জন্যে, যাতে আক্রমণের ছুতো পাওয়া যায়। প্রথমে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বর্জিয়ার দাবি পেশ করল সে, কিন্তু জিয়ান মারিয়া যখন সেটা অস্বীকার করল, তখন উদ্ধত ভঙ্গিতে জানাল–ফরাসী আগ্রাসন ঠেকাবার জন্যে ডিউক অভ ভ্যালেণ্টিনয় যে উদযোগ গ্রহণ করেছেন তাতে পাঁচশো সশস্ত্র লোক সরবরাহের মাধ্যমে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে জিয়ান মারিয়াকে।

জিয়ান মারিয়ার কানে কানে মন্ত্রণা দিল লোডি, কিন্তু সে মন্ত্রণা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল ডিউক। এমন কি তার বুদ্ধিমতী মায়ের ভ্রূকুটিও তাকে দমাতে পারল না। অগ্রপশ্চাৎ কিচ্ছু না ভেবে বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিল।

www.boighar.com

'আমার তরফ থেকে ডিউকা ভ্যালেণ্টিনোকে জানাবে,' সবশেষে বলল জিয়ান মারিয়া, 'আমার সৈন্যদের আমার নিজেরই দরকার। বিশেষ করে ওর মত একজন তস্করের আগ্রাসন ঠেকাবার জন্যে আমাকে লোক তৈরি রাখতে হবে। মেসার ডা লোডি,' দূতকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফ্যাব্রিৎসিওকে বলল, 'এই ভদ্রলোককে তার ঘরে পৌঁছে দিন। আর নিরাপদে যাতে আমার এলাকা পেরোতে পারে সেজন্যে একটা ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন।'

লাল হয়ে গেছে মুখ, চোখে অগ্নিদৃষ্টি–লোডির পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল দূত। মোন্না ক্যাটেরিনা এবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছু কঠোর, তিক্ত, তির্যক বাক্য বর্ষণ করলেন পুত্রের উদ্দেশে।

'গর্দভ! গেল তোমার ডাচি ওই লোকটার হাতের মুঠোয়!' তিক্ত হেসে যোগ করলেন, 'আমি জানতাম, এভাবেই যাবে। কারণ, আর যাই হোক রাজ্য রক্ষার ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোনটাই নেই তোমার, কোনদিন ছিলও না।'

'মা, পুরুষের কাজে-কর্মে নাক না গলিয়ে তুমি বরং তোমার ঘর-সংসারের কাজে মন দাও গিয়ে।'

'পুরুষের কাজ!' ধিক্কার দিয়ে বললেন রাজমাতা। 'সেটা তুমি করছ বখাটে ছোকরা কিংবা বদমেজাজি, ঝগড়াটে মেয়েছেলের মত!'

'আমার মতো চালাচ্ছি আমি দেশটা, মা। ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক হিসেবে যেমন ভাল বুঝছি তেমনি ভাবে আমার কর্তব্য আমি পালন করছি। পোপের সন্তানকে আমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ দেখি না। উরবিনোর সঙ্গে মৈত্রী ধরতে গেলে প্রায় হয়েই গেছে। চুক্তিটা হয়ে যাক, তারপর ভ্যালেণ্টিনো যদি দাঁত দেখায়, আমরাও দেখিয়ে দেব আমাদেরগুলো।'

'হ্যাঁ, তবে দুটোয় তফাৎ আছে। ও দেখাবে নেকড়ের দাঁত, আর তুমি দেখাবে ভেড়ার। মৈত্রী যখন হয়নি এখনও, তোমার উচিত ছিল বর্জিয়ার এই দূতকে আপাতত কিছু অনির্দিষ্ট আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠানো। তাহলে সময় পেতে উরবিনোর সঙ্গে আত্মীয়তা পাকা করে নেয়ার। কিন্তু এখন আর সে সময় পাবে না, দিন ঘনিয়ে এসেছে তোমার, বাবা। কোনও সন্দেহ নেই, তোমার উত্তর

পৌঁছামাত্র ধেয়ে আসবে সীজার। এই নির্বুদ্ধিতার ফাঁদে আটকা পড়ার কোনও ইচ্ছে আমার অন্তত নেই। আমি চলে যাচ্ছি ব্যাব্বিয়ানো থেকে, ভাবছি নেপল্সে গিয়ে আশ্রয় নেব। আমার শেষ উপদেশ যদি জানতে চাও, তাহলে বলব তুমিও তাই করো।'

উঠে দাঁড়াল জিয়ান মারিয়া, নেমে এল মঞ্চ থেকে–বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মায়ের দিকে। তারপর সমর্থনের আশায় একে একে চাইল আলভারি, সান্‌তি আর সবশেষে সদ্য ফিরে আসা লোডির দিকে। কিন্তু কেউ একটি শব্দ উচ্চারণ করল না, গম্ভীর, চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ।

'ভীরুর দল!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল জিয়ান মারিয়া। তারপর তেজোদ্দীপ্ত, জোরাল কণ্ঠে বলল, 'কই, আমি তো ঘাবড়াচ্ছি না! অতীতে হয়তো আমাকে অন্যরকম দেখেছ তোমরা, কিন্তু জেনে রাখো, সেই আমি আর নেই। জেগে উঠেছি আমি। ব্যাব্বিয়ানোর পথে আজ এমন একটা কথা কানে এসেছে, এমন কিছু দেখেছি যে আগুন ধরে গেছে আমার রক্তে। তোমরা যে খোশমেজাজী, নরম, ক্ষমাসুন্দর ডিউককে চিনতে, সে বদলে গেছে। সিংহ জেগে উঠেছে তার ভেতর। এখন এমন সব ঘটনা দেখবে তোমরা যা স্বপ্নেও ভাবতে পারনি।'

নতুন দৃষ্টিতে দেখছে এখন সবাই ওকে। ভাবছে, চাপের মুখে মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি লোকটার? এসব মিথ্যে বড়াইয়ের কি অর্থ?

'কি? বোবা হয়ে গেলে নাকি সবাই?' পাগলাটে দৃষ্টিতে চোখ বুলাল সে সবার মুখের উপর। 'নাকি ভাবছ, যা বলছি তা করে দেখাবার মুরোদ নেই আমার? টের পাবে শীঘ্রিই। মা, কাল তুমি যখন দক্ষিণে যাত্রা করবে, আমি তখন রওনা হব উত্তরে–উরবিনোর পথে। একটা দিনও নষ্ট করবার উপায় নেই এখন। এই সপ্তাহের মধ্যেই সেরে নেব বিয়েটা। উরবিনো পক্ষে আসা মানে পেরুজিয়া, ক্যামেরিনো সব মিত্রশক্তির পক্ষে চলে আসা। শুধু তাই নয়, লেডি ভ্যালেনটিনার সঙ্গে বিরাট অঙ্কের যৌতুকও আসছে। এই টাকা কিসে ব্যয় করব আমি ভাবছ? সেনা বাহিনী তৈরির কাজে। বুঝেছ? এমন এক বাহিনী তৈরি করব যা কেউ কোনদিন দেখেনি। তারপর, বুঝলে, তারপর ওর অপেক্ষায় এখানে বসে না থেকে আমিই ধাওয়া দেব তোমাদের দুর্ধর্ষ ডিউকা ভ্যালেন্টিনোকে। ঝাঁপিয়ে পড়ব ওর ওপর বজ্রের মত। হ্যাঁ, মা,' হেসে উঠল সে পাগলাটে হাসি, 'তোমার ভেড়াই তাড়া করে কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলবে ওই নেকড়ের, যাতে আর কোন ভেড়াকে সে উত্যক্ত করতে না পারে। এমনই যুদ্ধ হবে সেটা যা স্মরণকালের মধ্যে কেউ দেখেনি।'

চোখ বড় করে চেয়ে রইল সবাই ওর দিকে। ভীতু, আরামপ্রিয়, বিলাসে আসক্ত রাজকুমার আজ হঠাৎ এমন যুদ্ধপাগল হয়ে উঠল কি কারণে বুঝতে পারছে না কেউ।

আসল কথা, মামাতো ভাই ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কারণে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছে ওর বুকে। শুধু ভ্যালেনটিনারই নয় ওর প্রজাদেরও হৃদয় কেড়ে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, ওকেই এখন প্রজারা ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক হিসেবে চাইছে। যৌতুকের টাকা দিয়ে সৈন্যদল গড়ে উরবিনোর সহায়তায় যদি বর্জিয়াকে একটা আচ্ছামত

বইঘর.কম

বাড়ি দেয়া যায় তাহলে সবার ভুল ভাঙবে, সবাই বুঝতে পারবে খ্যাতিমান ফ্র্যাঞ্চেস্কোর চেয়ে সে কোনও দিক থেকেই কম নয়। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে গুঁড়িয়ে দেবে একটু পরেই, আর কিছুদিনের মধ্যে তার স্মৃতিও মুছে দেবে সবার মন থেকে।

সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন মা, ক্যাটেরিনা। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন: উচ্চাশা ভাল, কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক না থাকলে পতন অনিবার্য। কিন্তু কারও কথায় কান দেয়ার মত মানসিক অবস্থায় নেই এখন জিয়ান মারিয়া।

একজন পরিচারক এসে ঢুকল সভাকক্ষে। তাকে দেখেই মায়ের দিকে ফিরল জিয়ান মারিয়া। 'মনস্থির করে ফেলেছি আমি, মা। যা করছি বুঝে শুনেই করছি। সঙ্কল্প থেকে কেউ আর টলাতে পারবে না এখন আমাকে। আর কয়েকটা মিনিট যদি অপেক্ষা করো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে নাটকের প্রথম পর্ব।' চাকরটার দিকে ফিরল সে, 'কি খবর, বলে ফেলো।'

'হিজ এক্সেলেন্সিকে নিয়ে ক্যাপটেন আর্মস্টাড অপেক্ষা করছেন, হাইনেস।'

'আরও বাতি নিয়ে এসো আগে, তারপর ওদের ঢুকতে বলো,' হুকুম দিল জিয়ান মারিয়া। তারপর ফিরল সভাসদ ও মায়ের দিকে। 'তোমরা যে-যার সীটে বসে পড়ো। এখুনি বিচারে বসব আমি।'

কি ঘটতে চলেছে বোঝা যাচ্ছে না, অবাক দৃষ্টিতে এ-ওর মুখের দিকে চাইল সবাই, তারপর বসে পড়ল যার যার আসনে। জিয়ান মারিয়াও মঞ্চে উঠে নিজের আসনে বসল। কয়েকটা সোনার বাতিদান এনে রাখল ভৃত্যরা। ওরা সরে যেতেই খুলে গেল দরজা। বাইরে থেকে বর্মের ধাতব শব্দ আসায় বিস্ময় বাড়ল আরও।

পরমুহূর্তে হতবাক হয়ে গেল যখন দেখল দুজন সেপাইয়ের মাঝখানে বন্দী অবস্থায় ঘরে ঢুকছে নিরস্ত্র কাউণ্ট অভ অ্যাকুইলা। দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে দেখে নিল সে সিংহাসনের আশেপাশে বসা সবাইকে, লোডিকে দেখেও বিন্দুমাত্র বিস্ময় ফুটল না তার দৃষ্টিতে; শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল ফুফাত ভাইয়ের কি বলার আছে শুনবে বলে।

বিলাসবর্জিত দামী পোশাক তার পরনে, সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় একনজরেই। চেহারা আর দাঁড়াবার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট বোঝা যায় অত্যন্ত উঁচু বংশের সন্তান। সামান্য বিরক্তি ছাড়া আর কোন ভাব নেই চেহারায়।

কয়েক মুহূর্তের নাটকীয় নীরবতা। জ্বলজুলে চোখে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে জিয়ান মারিয়া। অবশেষে কথা বলে উঠল ডিউক, উত্তেজনায় গলার স্বর উঠে গেছে কয়েক পর্দা।

'সান বাকোলোর তোরণের ওপর আর সবার সঙ্গে তোমার মাথাটাও কেন বর্শায় গেঁথে রাখা হবে না, তার উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারবে?'

কপালে উঠে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর ভুরু। বিস্মিত হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মৃদুহেসে বলল, 'একাধিক কারণ দর্শাতে পারব।'

ওর নিরুদ্বিগ্ন ভাব দেখে একটু ভড়কে গেল জিয়ান মারিয়া, তবে সেটা সামলে নিল মুহূর্তেই। 'দুই-একটা শোনা যাক,' বলল সে।

'তার আগে শোনা যাক আমার মাথাটা নিয়ে তোমার এমন নিষ্ঠুর অভিপ্রায়ের কি কারণ। কারও সঙ্গে যদি রূঢ় আচরণ করা হয়, যেমন আমার সঙ্গে করা হচ্ছে, নিয়ম হলো কাজটা যে করছে তাকেই কৈফিয়ত দিতে হয় কেন সে করছে এ কাজ।'

'জিভটা বরাবরই তোমার একেবারে পালিশ করা! বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!' বিদ্বেষে বিকৃত হয়ে গেল ডিউকের চেহারা। কাউন্টের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন হাবভাব মাথার ভিতর আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তার। 'তুমি জানো না কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে তোমাকে? জানতে চাও? তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব দাও ঈস্টারের আগের বুধবার সকালে কি করছিলে তুমি অ্যাকুয়াস্পার্টায়?'

কাউন্টের মুখটা নির্বিকার থাকলেও, কেউ লক্ষ করলেই দেখতে পেত নিজের অজান্তেই হাত দুটো মুঠো হয়ে গেছে তার। ডিউকের পিছনে দাঁড়ানো ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডির মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

'সেখানে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করেছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না,' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'জঙ্গলে স্নিগ্ধ বসন্তের বাতাস বুক ভরে নিয়েছি, এটা মনে আছে।'

'আর কিছুই না?' তিক্ত হাসি ডিউকের মুখে।

'গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছুই না। ও-হ্যাঁ, এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কয়েকটা কথাও হয়েছিল; একজন ফ্রায়ার ছিলেন, কোর্ট জেসটার ছিল, একজন এসকর্ট আর কিছু সৈন্যও ছিল। কিন্তু–' হঠাৎ গলার স্বর চড়ে গেল কাউন্টের, 'যাই করে থাকি, যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি, তার জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কেন বুঝতে পারছি না। তুমি এখনও আমাকে জানাওনি, স্যার, কোন্ অধিকারে আমাকে বন্দী করেছ।'

'জানাইনি, না? ঐদিন সান্ত অ্যাঞ্জেলোর অত কাছে থাকাটা কোন অপরাধ বলে মনে হচ্ছে না তোমার?'

'বুঝতে পারছি না, এভাবে অপমানজনক অবস্থায় আমাকে ধরে এনে আমার কাছে কিছু ধাঁধার উত্তর চেয়ে কি মজা পাচ্ছ তুমি। তবে আশাকরি তোমার জানা আছে, আমি কারও রাজসভার পেশাদার জেসটার নই।'

'কথা আর কথা!' গর্জন ছাড়ল ডিউক। 'ও দিয়ে আর আমাকে ভোলাতে পারবে না।' কাশির মত শব্দে হেসে উঠল সে, ফিরল সভাসদদের দিকে। 'আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন–মা, তুমিও নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ, ভাবছ কোন্ কারণে গ্রেপ্তার করেছি আমি এই বিশ্বাসঘাতককে। শুনে নাও তোমরা: ঈস্টারের আগের মঙ্গলবার রাতে সাতজন বিশ্বাসঘাতক মিলিত হয়েছিল সান্ত অ্যাঞ্জেলোয় আমাকে উৎখাত করবে বলে। ওই সাতজনের মধ্যে চারজনের মাথা বর্শায় গেঁথে সাজিয়ে রাখা আছে ব্যাবিয়ানোর দেয়ালের উপর। বাকি তিনজন পালিয়ে গিয়েছিল। সেই তিনজনের একজন এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। আমাকে হত্যা করে একেই এই সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র চলছিল।'

সবার দৃষ্টি এখন তরুণ কাউন্টের উপর। নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক চাইছে সে। লোডির ফ্যাকাসে চেহারার উপর চোখ পড়তেই বুঝতে পারল, ডিউকের

বইঘর.কম

মনোযোগ এখন নিজের দিকে ধরে রাখতে হবে, নইলে একবার পাশ ফিরে চাইলেই বুঝে ফেলবে জিয়ান মারিয়া, ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিল এই বৃদ্ধ। নীরবতা নেমে এসেছে ঘরে, টুঁ-শব্দ করবার সাহস নেই কারও। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর উত্তরের আশায় রয়েছে ডিউক, কিন্তু নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে ডিউকের মুখের দিকে, কথা বলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া।

'কি হলো? জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'স্বীকার করছি,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'পাগলের কিছু প্রলাপ আমার কানে গেছে, প্রমাণ ছাড়া কতগুলো কাল্পনিক অভিযোগ শুনতে পেয়েছি বিকৃতমস্তিষ্ক কোন উন্মাদের; কিন্তু কই, কোনও প্রশ্ন তো শুনতে পাইনি!' সবার মুখের দিকে চাইল সে, 'আপনারা, বা ম্যাডোনা, আপনি কি হিজ হাইনেসকে কোন প্রশ্ন করতে শুনেছেন, যার উত্তর দেয়া প্রয়োজন?'

'প্রমাণ চাও তুমি?' তেজের সঙ্গে বলতে চাইল জিয়ান মারিয়া, কিন্তু গলাটা কেমন অনিশ্চিত শোনাল। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর শান্ত, নির্বিকার হাবভাব দেখে দ্বিধায় পড়ে গেছে সে। ওর মামাত ভাইয়ের কথায় ও আচরণে অপরাধের সামান্যতম ছাপও নেই, যেন ও নিশ্চিত ভাবে জানে, কিছুই হবে না ওর। কথাটা জোরাল করার জন্যে আবার বলল, 'চাও তুমি প্রমাণ?' তারপর যেন অকাট্য প্রমাণ হাজির করছে এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'বলো, জখমটা কিসের তাহলে? কিভাবে আহত হয়েছিলে তুমি সেদিন?'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মুখে, তারপর মিলিয়ে গেল।

'প্রমাণ চেয়েছি আমি, ইয়োর হাইনেস, প্রশ্ন নয়!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাইল সে জিয়ান মারিয়ার মুখের দিকে। 'আমার শরীরে যদি হাজারটা জখমও থাকে, তাতে কি প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ?' অবিশ্বাস দ্রুত কমছে ডিউকের। ঘাবড়ে গেল সে। ভাবছে, নিছক সন্দেহের বশে হয়তো বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে, অমর্যাদা করে বসেছে আপন মামাত ভাই শুধু নয়, একজন নামজাদা, সম্মানিত কাউন্টের। তবু বলল, 'এটাই প্রমাণ করে যে, আগের রাতের লড়াইয়ে ছিলে তুমি!'

প্রথমে বিস্মিত হলো, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সবশেষে যেন অর্বাচীন ভাইয়ের অবাস্তব অভিযোগ শুনে মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো মৃদু হেসে। তারপর আদেশের ভঙ্গিতে বলল, 'এদের বিদায় করো,' গার্ড দুজনকে ইঙ্গিতে দেখাল সে, 'তারপর দেখো, কিভাবে ধূলিসাৎ করি তোমার অমূলক, বিশ্রী সন্দেহ।'

তাজ্জব হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল জিয়ান মারিয়া। কাউন্টের কথাবার্তা একেবারে হতভম্ব করে দিয়েছে ওকে। অবিশ্বাস বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই আর তার, অসহায় বোধ করছে ভিতর ভিতর। হাতের ইশারায় বিদায় করে দিল সে গার্ডদের।

লোকগুলো বিদায় নিতেই শুরু করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'এবার, ইয়োর হাইনেস, তোমার অভিযোগ খণ্ডন করবার আগে সবটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝে নিতে দাও আমাকে। তোমার কথা থেকে যতটুকু বুঝতে পারলাম: সান্ত অ্যাঞ্জেলোতে কদিন

আগে একটা চক্রান্ত হয়েছিল তোমাকে উৎখাত করে আমাকে ব্যাব্বিয়ানোর শাসক হিসেবে নিয়োগ করবার জন্যে। তোমার ধারণা, তোমার বিরুদ্ধে এই চক্রান্তে আমিও জড়িয়ে আছি আষ্টেপৃষ্ঠে। এই তো?'

মাথা ঝাঁকাল জিয়ান মারিয়া।

'পরিষ্কার ধরতে পেরেছ,' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল জিয়ান মারিয়া। 'যদি এমনি পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ দেখাতে পার যে তুমি নির্দোষ, তাহলে মেনে নেব যে আমার অন্যায় হয়েছে।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত যে হচ্ছিল তা প্রমাণিত সত্য। যদিও ব্যাব্বিয়ানোর জনগণের সামনে কোনও প্রমাণ হাজির করা হয়নি। তারা যেটুকু জেনেছে, একজন লোক ইয়োর হাইনেসকে জানিয়েছে যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কোথায় সে লোক? না, মারা পড়েছে। তার কান-কথাতে নিশ্চয়ই চার-চারজন বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে খুন করে বর্শায় গেঁথে দেয়ালের ওপর তাদের মাথা টাঙিয়ে দেয়া হয়নি? নিশ্চয়ই আরও কোনও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে তোমার হাতে। কিন্তু তুমি সে প্রমাণ হাজির করতে পারনি, আমরা কেউ এখনও জানি না ঠিক কোন্ অপরাধে তারা এই চরম শাস্তি পেল।'

কথা শুনে ভিতর ভিতর ঘেমে উঠল জিয়ান মারিয়া। সত্যিই তো, একজন লোকের কথা শুনেই এই কাজটা করে বসা মোটেও উচিত হয়নি। প্রমাণ চাইলে কিছুই দেখাতে পারবে না সে। কিন্তু কথার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরে গেল দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।

'ধরে নিচ্ছি তোমার হাতে প্রমাণ আছে। নিশ্চিত না হয়ে কাউকে শাস্তি দেয়ার বিধান নেই। কিন্তু তোমার কথাবার্তায় আমার ধারণা হচ্ছে তোমার দ্বারা তাও সম্ভব। আমার বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারছ না তুমি, কিছু আবছা অনুমান আর অনিশ্চিত সন্দেহের কথা বলছ কেবল। আমাকেই বলছ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে।' কঠোর দৃষ্টিতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো জিয়ান মারিয়ার চোখের দিকে। 'যদি একান্তই শুনতে চাও, তাহলে বলি শোনো: ব্যাব্বিয়ানোর রাস্তায় আজ কিছুই কি টের পাওনি তুমি? এখনও বুঝতে পারনি, তোমাকে গদিচ্যুত করতে চাইলে চক্রান্ত করার প্রয়োজন পড়ে না আমার। আমি যদি চাইতাম, তোমার অভিযোগ যদি সত্য হতো, আজ আমি ওই সিংহাসনে থাকতাম, তুমি হেঁট মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে আমার জায়গায়। কিন্তু চাইনি। আমার নির্দোষিতার এরচেয়ে বড় আর কি প্রমাণ চাও তুমি?'

ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে জিয়ান মারিয়ার চোখ। পাগলাটে ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কোনও প্রমাণ হলো না!'

'তাহলে প্রমাণটা তুমিই দাও না কেন? উন্মাদের প্রলাপ নয়, কল্পনা বা অনুমান নয়, অকাট্য প্রমাণ! শুনি?'

হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল জিয়ান মারিয়া ওর মুখের দিকে, লাল হয়ে গেছে চেহারা, সারা শরীর কাঁপছে থর-থর করে। তার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তারই মুখের ওপর এতবড় কথা বলার সাহস একজন লোক কি করে পায় বুঝে উঠতে পারছে না। কোন মতে বলল, 'সান্তি, যাও, গার্ডদের ডেকে আনো।'

বইঘর.কম

সবাই চেয়ে আছে জিয়ান মারিয়ার মুখের দিকে। ছাদের দিকে চেয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে মামাতো ভাইকে দেখাল সে, হুকুম দিল, 'ওকে নিয়ে যাও! অ্যান্টিরুমে অপেক্ষা করো পরবর্তী আদেশের জন্যে।'

'এটাই যদি শেষ বিদায় হয়, আমি আশা করব একজন ধর্মযাজক পাঠানো হবে আমার কাছে। খ্রিস্টান হয়ে জন্মেছি, খ্রিস্টান হিসেবেই মরতে চাই।'

কোনও উত্তর দিল না জিয়ান মারিয়া, মার্টিনোর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে চট্ করে একটা হাত রাখল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বাহুতে। একে একে উপস্থিত সবার মুখের দিকে চাইল বন্দী ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছন ফিরল, মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে ঋজু ভঙ্গিতে।

কাউন্ট বেরিয়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর হেসে উঠলেন ক্যাটেরিনা কোলোন্না। জিয়ান মারিয়ার মনে হলো ছুরি দিয়ে কাটছে কেউ তার স্নায়ুগুলো।

'কই, সিংহ নাকি জেগে উঠেছে? এতক্ষণ তো মনে হলো গাধার ডাক শুনলাম!'

এগারো

চমকে চাইল জিয়ান মারিয়া মায়ের মুখের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়াল মঞ্চের উপর। আর সবার মনোভাব বোঝার জন্যে একে একে সবার মুখ পর্যবেক্ষণ করল। কারও মুখে হাসি নেই, গম্ভীর।

'সবাই তো শুনলে, তোমাদের কি মত; কি শাস্তি দেয়া যায় এই বিশ্বাসঘাতকটাকে?' টুঁ-শব্দ নেই কারও মুখে। রেগে গেল ডিউক। 'কি? কথা নেই কেন, কারও কোনও মন্ত্রণা নেই তোমাদের?'

'এ বিষয়ে হিজ হাইনেস কারও পরামর্শ আশা করছেন, তাই তো আমি বুঝতে পারিনি,' বললেন বৃদ্ধ লোডি। 'শুরু থেকে আপনি ধরেই নিয়েছেন অ্যাকুইলার লর্ড বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু আমরা যা শুনলাম তাতে মনে হলো এতক্ষণে ইয়োর হাইনেসের ভুল ভেঙে যাওয়ার কথা।'

'তাই নাকি? আমার ভুল?' সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি ডিউকের চোখে। 'মেসার ডা লোডি, কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছি আপনার আনুগত্য নড়ে গেছে। এখনও সাবধান না হলে পস্তাবেন পরে। আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে। হাজার হোক, মানুষ তো আমি!'

অপর সভাসদদের বিচলিত মুখের দিকে চাইল এবার ডিউক।

'আপনাদের নীরবতাকে আমার বিচার-বুদ্ধির প্রতি সমর্থন বলেই ধরে নিচ্ছি। জ্ঞানী মাত্রেই বুঝবে, এইমাত্র আমার মামাতো ভাইয়ের মুখ দিয়ে এমন কিছু কথা বেরিয়েছে, যা কোনও ডিউকের সামনে উচ্চারণ করে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি। লর্ড অ্যাকুইলার শিরশ্ছেদ না করে এখন আর কোন উপায় দেখছি না।'

'বলো কি, বাছা!' চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাটেরিনা।

'যা বলার বলে দিয়েছি,' দাঁতে দাঁত চাপল জিয়ান মারিয়া, 'ও না মরা পর্যন্ত দুচোখের পাতা এক করতে পারব না আমি!'

'তারপর আর পাতা দুটো খুলতেও পারবে না, এটুকু জেনে রেখো!' তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি, এ-কাজ করলে, কোনও সন্দেহ নেই, বিদ্রোহ করবে জনসাধারণ, প্রথম সুযোগেই খুন করবে জিয়ান মারিয়াকে।

'এই তো আসল কথায় এসেছ,' বলল জিয়ান মারিয়া। 'আমার ডাচিতে এমন লোককে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারি না, যাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে আমারই লোকেরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।'

'তাহলে তাড়িয়ে দাও ওকে তোমার রাজত্ব থেকে। নির্বাসন দাও, তাহলেই তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু ওকে হত্যা করলে যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যু ঘটবে তোমার।'

কথাটা মনে ধরলেও রাজি হতে সময় নিল জিয়ান মারিয়া। মা বোঝাল অনেক, ভয় দেখাল; পারিষদরা কাকুতি-মিনতি করল, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো সে তার প্রাণের শত্রু ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে প্রাণ ভিক্ষা দিতে। মার্টিনোকে ডেকে হুকুম দিল, কাউন্টকে যেন তার তলোয়ার ফেরত দিয়ে দেয়। ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডিকে হুকুম দিল, যেন ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে জানিয়ে দেয় তার নির্বাসনের কথা, বলে দেয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযার রাজ্য ছেড়ে দূর হয়ে যেতে হবে তাকে।

খুশি মনে লোডি গেলেন আদেশ পৌঁছাতে। সেই সঙ্গে আরও কিছু বললেন, যেটা জিয়ান মারিয়ার কানে গেলে তাঁর কল্লা যেত। 'সময় উপস্থিত,' বললেন তিনি কাউন্টকে। 'প্রজারা আপনাকে ভালবাসে, আপনাকে চায়, আপনার কাছে তাদের অনেক দাবি। তাদের স্বার্থে হলেও আপনার এই সুযোগটা গ্রহণ করা উচিত।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, ক্ষমতার লোভ নয়, প্রজাদের আস্থা ও ভালবাসার কথা ভেবে; তারপর মাথা নাড়ল।

'ধৈর্য ধরুন, বন্ধু,' বলল সে। 'আপনারা যাই মনে করুন না কেন, আমি জানি, রাজ্য শাসন করার মন-মানসিকতা আমার নেই। এই বাঁধনে জড়াব না আমি, মুক্ত-স্বাধীন জীবনই আমার পছন্দ।'

লম্বা করে শ্বাস ছাড়লেন ফ্যাব্রিৎসিও। বেশি কথা বলার উপায় নেই, জিয়ান মারিয়া আবার কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে বললেন, 'এর ফলে ব্যাব্বিয়ানোর জনসাধারণ তো বাঁচতই, আপনিও নির্বাসনের হাত থেকে বাঁচতেন।'

হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'এই নির্বাসন আমার জন্যে শাপে বর হয়েছে। অনেকদিন কাটল আলস্যে, এখন আবার রক্তে নাচন অনুভব করছি। ভবঘুরে মানুষ আমি, ঘুরে বেড়াব দুনিয়াময়। যখন ক্লান্তি আসবে অ্যাকুইলায় ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেব। ছোট্ট এলাকা, কোনও দিগ্বিজয়ীর চোখ পড়বে না ওর ওপর। ব্যাব্বিয়ানোয় আর

বইঘর.কম

আসব না আমি কোনদিন। একদিন এখানকার মানুষ ভুলে যাবে আমাকে, ওদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।' হাত বাড়িয়ে ডিউকাল চেম্বারে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল সে বৃদ্ধকে। তারপর ক্যাপ্টেন আর্মস্টাডের ফিরিয়ে দেয়া তলোয়ার আর ছোরা নিয়ে প্রাসাদের উত্তরে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্যুইটে ফিরে গেল।

ওর দেখাশোনার জন্যে ডিউকের নিযুক্ত লোকজনদের বিদায় দিয়ে নিজের দুই টুস্কান অনুচর জাক্কারিয়া ও ল্যাঞ্চিওট্টোকে এক ঘণ্টার মধ্যে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিল।

নিজের শোবার ঘরে গিয়ে সাজ-পোশাক পরে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে কামরায় ঢুকল তার সুদর্শন বন্ধু ফ্যানফুল্লা ডেল্লি আর্চিপ্রেটি। ওকে দেখে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

করমর্দন করে বিছানার উপর বসে পড়ল ফ্যানফুল্লা, বৃদ্ধ লোডি যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে শুরু করল যুক্তিতর্ক—বলল, এই অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ব্যাব্বিয়ানো থেকে বিদায় নেয়া চলবে না। দেশের মানুষ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাসিমুখে সরস ভঙ্গিতে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তবে কণ্ঠের দৃঢ়তা ফ্যানফুল্লাকে বুঝিয়ে দিল নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকবে সে।

'আমি একজন ভ্রাম্যমাণ নাইট, রাজ্যশাসন আমার কাজ নয়, ভাই। তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু হলে এ নিয়ে আর চাপাচাপি কোরো না। শুধু এটুকু জেনো, নির্বাসিত হওয়ায় একটুও দুঃখিত হইনি আমি। বরং যে কর্তব্যবোধ আমাকে এখানে তাড়িয়ে এনেছিল, তা থেকে মুক্ত হয়ে খুশি মনে দূর হয়ে যাচ্ছি। কোনও কিছুর বিনিময়েই নিজের ভাইয়ের রক্ত ঝরাতে পারব না আমি, প্রজাদের শত ভালবাসা পেলেও না।'

'বুঝলাম, মাই লর্ড,' বলল ফ্যানফুল্লা। 'মুক্ত বিহঙ্গ আপনি, খাঁচার ভিতর গান গাইবার পাত্র নন। তবে ভ্রাম্যমাণ নাইটদের সেইদিন কি আর আছে? কোথায় ড্রাগন, কোথায় সেই ভয়ঙ্কর দৈত্য যে রাজকুমারীকে বন্দী করে রেখেছে?'

'সত্যি!' প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'থাকলে কিন্তু মন্দ হতো না। যাই হোক, যুদ্ধ তো আছে! ভেনিশিয়ানরা প্রস্তুতি নিচ্ছে যুদ্ধের, আমাকে পেলে লুফে নেবে।'

'হায়রে! ব্যাব্বিয়ানোর এই দুর্দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতটাকে হারাতে হচ্ছে আমাদের এক অর্বাচীন ডিউকের ধৃষ্টতায়। সত্যি বলছি, সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এখানে আর কোন আকর্ষণ থাকল না আমার, আপনার সঙ্গে আমারও চলে যেতে ইচ্ছে করছে এদেশ ছেড়ে।'

'সত্যি? তাহলে চলো না। তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

কাউন্টের ডাক পেয়ে রক্ত নেচে উঠল ফ্যানফুল্লার বুকের মধ্যে। সত্যিই তো, লর্ড অভ অ্যাকুইলার সঙ্গে দেশান্তরী হলে মন্দ হয় না। চট্ করে তৈরি হয়ে নিল সে। মে মাসের শেষ রাতে চার জন ঘোড়সওয়ার দুটো মালবাহী খচ্চর নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্যাব্বিয়ানো থেকে। ভিনামেয়ারের রাস্তা ধরল ওরা, ওখান থেকে

যাবে উরবিনো।

ঝলমলে তারার নিচ দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা সামনে, ফ্যাব্রিয়ানো যখন আর বেশি দূরে নেই একটা ঝর্না পেরিয়ে থামল ওরা বিশ্রামের জন্যে। সাদামাঠা খাবার পরিবেশন করল জাক্কারিয়া—রুটি, মুরগির রোস্ট আর ওয়াইন। খিদের সময় তাই অমৃত মনে হলো ওদের কাছে। তারপর জলপাই গাছের নিচে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দিল ওরা।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই ঝর্নার ধারে একটা দীঘিতে নেমে মনের আনন্দে স্নান সারল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর পোশাক পরে তৈরি হলো রওনা হবে বলে। ফ্যানফুল্লাকে বলল, 'এই মুক্ত জীবনের কোনও তুলনা হয়, বলো?'

মনে মনে স্বীকার করল ফ্যানফুল্লা এই কথার যথার্থতা।

অগভীর নদী, বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তায় উঠল ওরা, রওনা হয়ে গেল কাগলির দিকে। সন্ধের দিকে পৌঁছল ওরা ভ্যালডিক্যাম্পোর প্রাসাদে। দুদিন আগেই জিয়ান মারিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেছিল এখানে।

জনপ্রিয়, স্বনামধন্য বীর অ্যাকুইলার কাউন্টকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো মেসার ভ্যালডিক্যাম্পো, সাদর অভ্যর্থনা জানাল তার সঙ্গীদের। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সম্মানে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করল সে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে জানার পরেও খাতির-যত্নে সামান্যতম কমতি হলো না।

খাওয়ার সময় ওয়াইনে চুমুক দিয়ে মন্তব্য করল সে, জিয়ান মারিয়ার আচার-আচরণ সত্যিই ভদ্রজনোচিত নয়। 'জানেন, আমার এখানে কি কাণ্ড করে গেছেন উনি? আমার অজান্তে আমারই বাড়িতে দুর্ভাগা এক লোককে ধরে এনে এমনই ভয়ঙ্কর নির্যাতন আর জখম করেছেন যে, আজও শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে পড়ে ধুঁকছে লোকটা।'

ব্যাপারটা খুলে বলার অনুরোধ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। উরবিনোর কোর্ট জেসটার পেপ্পিকে ধরে এনে কি করেছে ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক, সব খুলে বলল ভ্যালডিক্যাম্পো।

এতক্ষণে বুঝল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, জিয়ান মারিয়া কি করে জানল ষড়যন্ত্রের সময় সে ছিল কাছেপিঠে। পেপ্পির উপর নির্যাতনের কারণটা পরিষ্কার বলতে পারল না ভ্যালডিক্যাম্পো, তবে ওর মুখে যেটুকু শুনেছে, লোকটার কাছ থেকে কিছু তথ্য আদায় করেছে ডিউক নির্যাতনের মাধ্যমে। শপথ থাকা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হয়েছে জেসটার একজন লোকের নাম-ধাম।

আর কোনও সন্দেহ রইল না। জিজ্ঞেস করল, 'বেচারা বুদ্ধুটার কি হলো তারপর? কোথায় গেল?'

'এখানে, আমার আশ্রয়েই আছে। চিকিৎসা চলছে। এমনিতেই দুর্বল, বিকলাঙ্গ মানুষ...এখনও সেরে ওঠেনি বেচারা। আরও বেশ কিছুদিন হাত নাড়তে পারবে না পেপ্পি। কাঁধের কাছ থেকে হাত দুটো খসে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল!'

খাওয়া শেষ হলে পেপ্পিনোর সঙ্গে দেখা করতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ফ্যানফুল্লাকে মহিলাদের সঙ্গে গল্প করার জন্যে রেখে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে অসুস্থ ভাঁড়ের ঘরে নিয়ে গেল ভ্যালডিক্যাম্পো।

বইঘর.কম

'এই দেখো, সার পেপ্পি, কে এসেছে তোমাকে দেখতে,' মোমবাতিটা বিছানার পাশে একটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল গৃহকর্তা।

আগন্তুককে দেখেই ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠল জেসটারের চোখে-মুখে। একলাফে উঠে বসল বিছানায়। বলল, 'মাই লর্ড, মহান, দয়ালু লর্ড, কৃপা ভিক্ষা চাই! আমাকে দয়া করে ক্ষমা করুন। ওরা কী নির্যাতন করেছে আপনি ভাবতেও পারবেন না, মাই লর্ড। আমার শপথ আমি রাখতে পারিনি, অবিশ্বাসের কাজ করে ফেলেছি, শাস্তি আমার প্রাপ্য। কিন্তু আমি আপনার করুণা ভিক্ষা করছি, মাই লর্ড!'

'এবং পেয়েও গেছো,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো মৃদু হেসে। 'আগে যদি জানতাম এই পরিণতি হবে তোমার, তাহলে কিছুতেই তোমাকে দিয়ে শপথ করাতাম না।'

পানি বেরিয়ে এলো পেপ্পির দুচোখে। বলল, 'সত্যি আমাকে ক্ষমা করছেন, মাই লর্ড? তাহলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরও মাফ করে দেবেন আমাকে? সেই থেকে মনোকষ্টে মরে যাচ্ছি এই ভেবে যে, না জানি কি ক্ষতি করে ফেলেছি আপনার।'

'কিচ্ছু না,' আশ্বস্ত করল ওকে ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ভুলে যাও ওকথা। শাস্তি যদি কেউ পায়, তুমি না, পাবে জিয়ান মারিয়া। ঈশ্বর তো দেখেছেন সবই, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন, প্রভু! ওহ্, মনে হচ্ছে সেরে গেছে সব ব্যথা!' বলেই দুই হাতে মুখ ঢেকে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল পেপ্পি।

দুর্বল মানুষটার দুইহাতের কব্জিতে ক্ষতচিহ্ন দেখে জিয়ান মারিয়ার উপর ভয়ানক রাগ হলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। নিজেকে সামলে নিয়ে পেপ্পির শরীরের এখন কি অবস্থা জানতে চাইল সে।

'এখন তো মনে হচ্ছে এক্কেবারে সেরে গেছি, মাই লর্ড। কাল সকালেই রওনা হয়ে যাব আমি উরবিনোর পথে। আমার মনিব খুবই নরম মনের মিষ্টি মহিলা, আমার অনুপস্থিতিতে না জানি কত কি ভাবনায় পড়ে গেছেন তিনি!'

'বেশ তো, আমার সঙ্গেই চলো তাহলে,' বলল কাউণ্ট। 'আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি।'

খুশিমনে রাজি হয়ে গেল কুঁজো ভাঁড়।

বারো

সকালে উঠে রওনা হলো ওরা। তাড়া নেই, তাই মেটরোর নয়নাভিরাম সবুজ উপত্যকা পেরিয়ে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে করতে ধীরেসুস্থে চলেছে ওরা উরবিনোর দিকে। রাত যখন নামল, তখনও চলছে ওরা, শহর এখনও দুই লীগ দূরে।

চাঁদের নরম আলোয় পথ দেখে আরও এক লীগ এগোলো ওরা পেপ্পিনোর মুখে বোক্কাচ্চিওর একটা গল্প শুনতে শুনতে। হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে গেল জেসটার।

'কি হলো?' জানতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'শরীর খারাপ করছে?'
'না,' বলল জেসটার। 'মনে হলো মার্চের আওয়াজ পেলাম!'
'পাতার মর্মর,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।
'উঁহুঁ! আমি স্পষ্ট শুনলাম...' থেমে কান পাতল পেপ্পি। এক ঝলক দমকা হাওয়া ভেসে আসায় এবার সবাই শুনতে পেল শব্দটা।
'ঠিক বলেছ,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'মার্চেরই শব্দ। কিন্তু তাতে কি, পেপ্পি? কয়েকজন মার্চ করছে তো কি হয়েছে? তুমি বরং গল্পটা শেষ করো।'
'কিন্তু উরবিনোয় মার্চ করে কারা, এই রাতে?'
'আমি জানি, না পরোয়া করি?' বলল কাউন্ট। 'ধরো, ধরো, গল্পটা ধরো। তারপর কি হলো?'
কয়েক লাইন বলার পর আবার থামল পেপ্পিনো। 'ব্যাপারটা আমার মোটেও ভাল লাগছে না, মাই লর্ড। এই রাতে এতলোকের মার্চ করে আসা! আমার মনে হয় একটু আড়াল নেয়া দরকার! ওরা অনেক লোক, এসে পড়ল প্রায়–ডাকাতও হতে পারে, মাই লর্ড!'
'তাতে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না,' কঠোর কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।
'ভয় না, মাই লর্ড! সাবধানতা। খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা এটা, বিশেষ করে উরবিনোয়। আমাদের দেখা উচিত ব্যাপারটা কি।'
এই পর্যায়ে ফ্যানফুল্লা ও দুই অনুচর সমর্থন করল পেপ্পিকে। ফলে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর গাছের ছায়ায় সরে দাঁড়াল দলটা। মোড় ঘুরে এগিয়ে এলো একদল সৈন্য। জনা বিশেক লোকের একটা কোম্পানী, কোমরে তলোয়ার, কাঁধে বর্শা–এগিয়ে আসছে কুচকাওয়াজ করে। তাদের নেতা, বিশাল চেহারার এক লোক খাড়া হয়ে বসে আছে মস্ত এক ঘোড়ার পিঠে। লোকটাকে দেখেই বিড়বিড় করে কি যেন বলল জেসটার। সৈন্যদলের মাঝখানে খচ্চর-টানা চারটে গাড়ি চলেছে হাঁটার গতিতে। একটা গাড়ির পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে আসছে সুবেশী, সুশ্রী এক তরুণ। আবার বিস্ময়ধ্বনি বেরোল পেপ্পিনোর কণ্ঠ থেকে। তৃতীয়বার প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ও কালো পোশাক পরা মোটা এক লোককে দেখে, কিন্তু সামলে নিল কোনমতে। লোকটা তখন তুমুল ঝগড়া করছে এক সৈনিকের সঙ্গে।
'আমার সঙ্গে বাঁদরামি! দাঁড়া, রোক্কালিয়নে পৌঁছে নিই। তোদের ওই ডাকাত-চেহারার কমাণ্ডারকে দিয়েই তোকে ফাঁসীতে ঝোলাব আমি! দেখে নিস, তোর...'
হেসে উঠল সোলজার, তলোয়ারের বাঁট দিয়ে আবার গুঁতো মারল মোটা লোকটার খচ্চরের পাছায়। চমকে সামনে বাড়ল খচ্চর, পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল মোটা, তারপর মুখটা অপবিত্র করে ফেলল গালাগালের তুবড়ি ছুটিয়ে।
মোটা ফ্রায়ার এগিয়ে যেতে দেখা গেল ছয়টা গরুর গাড়িতে করে যাচ্ছে মালপত্র, তার পিছনে একপাল ভেড়া তাড়িয়ে আনছে কয়েকজন পরিচারক। চলে

বইঘর.কম

গেল ওরা সামনে দিয়ে, মিলিয়ে গেল অন্ধকার ছায়ায়।

'আমার যতদূর বিশ্বাস,' বলল ফ্যানফুল্লা, 'এই সন্ন্যাসীটাকে আগেও দেখেছি আমি কোথাও।'

'দেখেছেন,' বলল পেপ্পি। 'এ সেই মোটা গর্দভ, যাকে নিয়ে আপনি অ্যাকুয়াস্পার্টার কনভেণ্টে গিয়েছিলেন হিজ এক্সেলেন্সির জন্যে ওষুধ আর ব্যাণ্ডেজ আনতে। ফ্রা ডোমেনিকো।'

www.boighar.com

'এদের সঙ্গে কি করছে ওই ফ্রায়ার? আর এই লোকগুলোই বা কারা?' জানতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল জেসটার। 'আন্দাজও করতে পারছি না। ওই মোটা ফ্রায়ার ছাড়া আরও এক-আধজনকে চিনতে পেরেছি আমি। প্রথমেই যে দৈত্যের মত লোকটা গেল ঘোড়ায় চেপে, ও হচ্ছে এরকোল ফোর্টেমানি। নোংরা এক মস্তান। এককালে হয়তো ভাড়াটে যোদ্ধা ছিল, কিন্তু এখন ভিখারী, সারাক্ষণ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ঝগড়া বাধানোর ওস্তাদ। মুখে বড়বড় বোলচাল আর কেবল নিজের বড়াই। বর্তমান পেশা হচ্ছে, সুযোগ পেলেই পথে-ঘাটে রাহাজানি, ছিনতাই। কিন্তু আজ ওর সাজ-পোশাকের বাহার দেখেছেন? এ ছাড়াও আরও একজনকে চিনতে পারলাম আমি–রোমিও গনৎসাগা। ভীতুর ডিম, রাত-বিরেতে বাইরে বেরোতে ওকে এই প্রথম দেখলাম। কিছু একটা ঘটেছে উরবিনোয় সন্দেহ নেই।'

'আর গাড়িগুলো? ধারণা করতে পার, কারা গেল ওতে চড়ে?'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল ভাঁড় এপাশ ওপাশ। 'মেসার গনৎসাগা যাচ্ছে যখন, ধরে নেয়া যায় গাড়িতে মহিলা আছে। মোটা ফ্রায়ারের কথা থেকে বোঝা গেল রোক্কালিয়নে যাচ্ছে ওরা। উরবিনোয় পৌঁছলেই আশা করি বিস্তারিত জানা যাবে সব।'

সেই রাতে আর শহরে ঢোকা গেল না, গেট লাগিয়ে দিয়েছে ক্যাপটেন। তাই নদীর ধারের একটা বাড়িতে রাতটা কাটাল ওরা। কিন্তু সকালে গেটে পৌঁছেই গেট-ক্যাপটেনকে ছেঁকে ধরল কোর্ট-জেসটার, খবরের জন্য।

'আচ্ছা, সার ক্যাপিটান কি বলতে পারেন, গতরাতে কারা গেল রোক্কালিয়নের দিকে?'

'কই,' কয়েক মুহূর্ত পেপ্পিনোর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'না তো! এরকম কিছু দেখিনি, শুনিওনি। নিশ্চয়ই উরবিনোর কেউ না।'

'বাহ্, চমৎকার ডিউটি করছেন দেখছি!' শুকনো গলায় বলল জেসটার। 'আমি দেখেছি। জেনে রাখুন, বিশজন যোদ্ধার একটা দল কাল রাতে উরবিনো থেকে গেছে রোক্কালিয়নে।'

'অ্যাঁ? রোক্কালিয়ন?' একটু যেন থমকে গেল ক্যাপটেন। 'ওটা মোন্না ভ্যালেণ্টিনার দুর্গ না?'

'ঠিক। কিন্তু কথা হচ্ছে, এক কোম্পানী যোদ্ধা কেন চলেছে ওদিকে? বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে?'

'তুমি কি করে জানলে ওরা উরবিনো থেকে রওনা হয়েছে?' উৎকণ্ঠায় ঢোক গিলল ক্যাপটেন।

'জানলাম, দলের আগে আগে চলেছে ঝগড়াটে ক্যাপটেন এরকোল ফোর্টেমানি; মাঝখানে একটা ঘোড়ায় রয়েছে সভাসদ রোমিও গন্‌ৎসাগা, আর পিছনে একটা খচ্চরের ওপর ছিল ফ্রা ডোমেনিকো, ম্যাডোনার পুরুত–সবাই উরবিনোর।'

খবর শুনে বেগুনী হয়ে গেল অফিসারের মুখের রঙ। আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কোনও মেয়েমানুষ ছিল ওদের সঙ্গে?'

'না, মেয়েলোক দেখিনি,' বলল জেসটার। ক্যাপটেনের চেহারা দেখে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে সে।

'চারটে গাড়ি অবশ্য ছিল,' পেপ্পিনো সাবধান করার আগেই ফস্‌ করে বলে বসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'হায়, হায়! তাহলে তো উনিই!' ককিয়ে উঠল ক্যাপটেন। 'এই কোম্পানি, আপনারা বলছেন, চলেছে রোক্কালিয়নের দিকে··সবই মিলে যাচ্ছে! কোথায় যাচ্ছে আপনারা জানলেন কি করে?'

'ফ্রায়ারকে বলতে শুনেছি আমরা,' ঝটিতি জবাব দিল কাউণ্ট।

'তার মানে পালিয়েছে!' কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল ক্যাপটেনের চেহারা। 'এই, তোমরা কোথায়?' বলেই ঘুরে ছুট লাগাল গেট হাউজের দিকে। পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে ছয়জন গার্ড সহ বেরিয়ে এলো আবার। গার্ডরা ঘিরে ধরল নবাগতদের। 'চলো প্রাসাদে!' ঘাড় ফিরিয়ে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে চেয়ে বলল, 'চলুন, স্যার, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। যা জানেন নিজের মুখে বলবেন ডিউককে।'

'জোরাজুরি কোরো না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্যাপটেন। 'অবশ্য উরবিনোয় এসেও দেখা না করে চলে গেলে দুঃখ পাবেন ডিউক গুইডোব্যাল্ডো। ঠিক আছে, চলো যাই। আমি কাউণ্ট অভ অ্যাকুইলা।'

মুহূর্তে বদলে গেল ক্যাপটেনের ব্যবহার। বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করল সে, গার্ডদের পিছনে সরে যেতে বলল। একটা ঘোড়ায় চেপে কাউণ্টের পাশে পাশে চলল সে, শোনাল এদিকের কাহিনী। উরবিনো থেকে তিনজন সঙ্গিনী নিয়ে পালিয়ে গেছে লেডি ভ্যালেনটিনা। ফ্রা ডোমেনিকো আর রোমিও গন্‌ৎসাগাকেও পাওয়া যাচ্ছে না কাল সন্ধে থেকে।

তাজ্জব হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আরও তথ্যের জন্যে কৌশলে চাপ দিল ক্যাপটেনকে। খুব বেশি কিছু জানা নেই তার, তবে তার ধারণা ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের সঙ্গে বিয়েটা এড়াবার জন্যেই একাজ করেছে ভ্যালেনটিনা। এই বিব্রতকর ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন ডিউক গুইডোব্যাল্ডো, জিয়ান মারিয়ার কানে খবরটা যাওয়ার আগেই অবাধ্য ভাইঝিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মনিবের জন্যে চিন্তায় পড়ে গেল পেপ্পিনো। ভাবছে বেশি কৌতূহল দেখাতে গিয়ে শেষে তাকে বিপদেই ফেলে দিল কি না। লেডি ভ্যালেণ্টিনার জন্যে সে প্রাণ

বইঘর.কম

পর্যন্ত দিতে পারে, অথচ সে-ই কিনা ফাঁস করে দিল কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে বেচারি। সব জানার পর ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে হেসে উঠতে দেখে রেগে গেল সে। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চেস্কো হাসছে ভ্যালেনটিনার সাহস দেখে, প্রতিবাদের ধরন দেখে।

ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এই যে সশস্ত্র লোক-লস্কর, দেহরক্ষী—এসবের কি অর্থ?'

'বুঝতে পারলেন না?' অবাক হয়ে তাকাল ক্যাপটেন ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মুখের দিকে। 'ওহ্, রোক্কালিয়ন দুর্গ সম্পর্কে বোধহয় আপনার জানা নেই।'

'শুধু এইটুকু জানি, ইটালীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ ওটা,' বলল কাউন্ট।

'ঠিকই জানেন। ওই সশস্ত্র লোকগুলোকে নেয়া হয়েছে দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্যে। কাকার আদেশ মানবেন না তিনি, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, হিজ হাইনেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চলেছেন তাঁর ভাইঝি।'

এবার রাস্তার লোকজনকে চমকে দিয়ে হো-হো করে প্রাণ খুলে হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কোনমতে হাসি সামলে নিয়ে ফ্যানফুল্লাকে বলল, 'দেখো, মেয়ে বটে একটা! কাকার আদেশ মানে জিয়ান মারিয়াকে বিয়ে করার আদেশ—বুঝতে পেরেছ? বিয়ে ঠেকাতে প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে সে! বোঝো অবস্থা! এর পরেও যদি ওকে বিয়ে করার জন্যে গুইডোব্যাল্ডো জোরাজুরি করে, তাহলে বলতে হবে হৃদয়ে তার অনুভূতি বলতে কিছু নেই। আমার তো মনে হয় এই মেয়ের জন্যে প্রিন্সের গর্ব হওয়া উচিত। যেমন কাকা, তেমনি ভাইঝি—মনে হচ্ছে সমান যুদ্ধবাজ। সাধে আর উরবিনো আক্রমণের কথা স্বপ্নেও ভাবে না বর্জিয়া।' আবার হেসে উঠল সে। ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে ক্যাপটেনের, থমথম করছে পেপ্পিনোর গোমড়া মুখ।

'অবাধ্য, পাজি মেয়ে!' ফস্ করে বলে বসল ক্যাপটেন।

মুহূর্তে হাসি মুছে গেল কাউন্টের মুখ থেকে।

'জিভটা সামলাও, সার ক্যাপিটানো, নইলে বিপদে পড়বে। যদি নাইট বা তার কাছাকাছি পদমর্যাদার কেউ হতে, তাহলে এই কথার জন্যে তোমাকে আমি ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করতাম। ওঁর সম্পর্কে রায় দেয়া তোমাকে সাজে না। আমার পরিবারের সঙ্গে শুধু মিত্রতা নয়, অন্তরঙ্গতা আছে ওই মেয়ের পরিবারের।'

চুপ হয়ে গেল অফিসার বকা খেয়ে।

কিছুক্ষণ পরেই ডিউকের অ্যান্টিরূমে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে অপেক্ষারত কাউন্ট চুপ হয়ে গেল পেপ্পিনোর বকা খেয়ে। সরাসরি ওকে দায়ী করল জেসটার বেশি বেশি কথা বলে ওর মনিবের বিপদ ডেকে আনায়। পেপ্পির অভিযোগে কিছু মনে করল না ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কারণ ওর মনিবের প্রতি গভীর ভালবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে ওর প্রতিটি কথায়। সব শুনে বলল, 'বিপদটাকে কল্পনায় অনেক বড় করে দেখছ, পেপ্পি। আমরা যা বলেছি, ডিউক হয়তো ইতিমধ্যেই অন্য সূত্র থেকে অনেক বেশি জেনে ফেলেছেন তার চেয়ে। বা শীঘ্রি জেনে যাবেন। কি আর হবে তাতে? বড়জোর দুর্গের পরিখার ধারে দাঁড়িয়ে তাঁর মান রক্ষা করার অনুরোধ করবেন ডিউক ভাইঝিকে।'

'কিংবা দুর্গ আক্রমণ করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবেন তাকে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় আপন ভাইঝির দুর্গ আক্রমণ করে গোটা ইটালীর হাসির পাত্র কিছুতেই হবেন না ডিউক গুইডোব্যাল্ডো। নির্বোধ জিয়ান মারিয়া হলে এক কথা ছিল, কিন্তু প্রিন্স এই বোকামি করতে যাবেন না।'

ডিউকের চেম্বারে ডাক পড়ল ওদের। গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট ডিউক প্রথা অনুযায়ী আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে। তারপর গত রাতে কি দেখেছে জানতে চাইলেন। সব শুনে ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান পরিচারককে নির্দেশ দিলেন যেন অতিথিদের খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত করা হয়।

বাইরে বেরিয়ে পেপ্পিনোকে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'দেখলে, কি রকম শান্ত ভাবে নিলেন ডিউক সংবাদটা? তুমি শুধু-শুধুই ভয় পাচ্ছ, কেউ তোমার মনিবের দুর্গ আক্রমণ করবে না।'

'আপনি চেনেন না ওঁকে,' বলল শুধু জেসটার।

তেরো

কথাটা ঠিকই বলেছিল পেপ্পিনো। গুইডোব্যাল্ডো নিজে আক্রমণ না করলেও, দুদিন পর ব্যাব্বিয়ানোর ক্রুদ্ধ ডিউক যখন দুর্গাক্রমণের প্রস্তাব দিল, একটু আঁইগুঁই করে সম্মতি দিলেন তিনি।

জিয়ান মারিয়া যে রাজকুমারীর প্রেমে উন্মাদ হয়ে এমন একটা কাণ্ড করতে চাইছে, তা ঠিক বলা যাবে না–তার ক্রোধের প্রধান কারণ: যৌতুকের টাকাটা মার যেতে বসেছে। মাকে ও সভাসদদের বড় মুখ করে অনেক আকাশ-কুসুম পরিকল্পনা শুনিয়ে এসেছে সে, এখন খালি হাতে ফিরে গেলে সব কুল যাবে তার। বর্জিয়াকে ঠেকোবার আর কোন উপায়ই থাকবে না। ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক, ভ্যালেনটিনাকে বিয়ে করতেই হবে তার। পাকা কথা হয়ে গেছে, এখন এমন কি জোর খাটানোরও অধিকার আছে তার।

'ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'মানি,' বললেন ডিউক গুইডোব্যাল্ডো। 'কিন্তু জানি না কিভাবে আনা যায়।'

'কেন, অসুবিধেটা কোথায়?'

'অসুবিধে নেই,' বাঁকা করে জবাব দিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'ইটালীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গে গিয়ে উঠেছে ও, জানিয়ে দিয়েছে বিয়ের ব্যাপারে ওর সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিতে রাজি না হলে বেরোবে না ওখান থেকে। আমি তাতে রাজি থাকলে কোনও অসুবিধে নেই।'

রাগে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জিয়ান মারিয়ার।

'আপনি অনুমতি দিলে আমি একবার আমার মত করে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

বইঘর.কম

'কোনও কৌশলে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে যদি রোক্কালিয়ন থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা করতে পারেন, কেবল সমর্থন নয়, আমার সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতাও পাবেন।'

'তাহলে আর দেরি নয়, আজই রওনা হতে চাই আমি। আপনার ভাইঝি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাকে বিদ্রোহী হিসেবেই দেখতে হবে আমাদের। দেশের শাসকের আদেশ অমান্য করে একটা দুর্গে সৈন্য মোতায়েন করে প্রতিরোধের হুমকি দেয়া মানে যুদ্ধ ঘোষণা, লর্ড ডিউক। যুদ্ধই করতে হবে আমাদের।'

'আপনি কি শক্তি প্রয়োগের কথা ভাবছেন?' অসন্তোষ ফুটে উঠল গুইডোব্যাল্ডোর কণ্ঠে।

'নিশ্চয়ই। প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করব আমরা, ইয়োর হাইনেস। কামান দেগে একটা একটা করে পাথর খসিয়ে আনব আমি ওই দুর্গের। নরম সুরে প্রেম নিবেদন করতে রাজি ছিলাম, কিন্তু ও যখন অবাধ্যতা করছে, তখন কামানের ভাষায় প্রেম নিবেদন করব, অনাহারে রেখে বাধ্য করব আত্মসমর্পণে। আর এই আপনাকে বলে রাখছি, ওই দুর্গে প্রবেশ করার আগে আমি আর দাড়ি শেভ করব না।'

কথা শুনে গম্ভীর হলো গুইডোব্যাল্ডোর চেহারা।

'আমার মনে হয় আরও নরম ব্যবস্থা নেয়া আপনার উচিত হবে। বল প্রয়োগ করুন, কিন্তু চরম কোন ব্যবস্থা নিতে যাবেন না। ওদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে নতি স্বীকার করাবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা, এটা করতে গেলেও গোটা ইটালী হাসাহাসি করবে আপনাকে নিয়ে।'

'করুক, আমি কেয়ার করি না!' বলল জিয়ান মারিয়া। 'হাসতে ইচ্ছে করলে হেসে মরুক না ওরা, আমার কি? প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা নিয়েছে ওরা দুর্গে?'

ভুরু কুঁচকে গেল গুইডোব্যাল্ডোর। বললেন, 'শুনলাম জনা বিশেক লোক নিয়োগ করেছে ফোর্টেমানি নামে এক কুখ্যাত গুণ্ডা, আর এই গুণ্ডাকে নিয়োগ করেছে আমারই কোর্টের এক লোক, আমার স্ত্রীর আত্মীয় মেসার রোমিও গন্ৎসাগা।'

'ওই লোকও কি এখন ওখানে?' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' জবাব দিলেন উরবিনোর ডিউক।

'বলেন কি! আপনি বলছেন ওরা দুজন যুক্তি করে পালিয়েছে?'

'মাই লর্ড!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন গুইডোব্যাল্ডো, 'মনে রাখবেন, আপনি আমার ভাইঝি সম্পর্কে কথা বলছেন। কয়েকজন মহিলা, ব্যক্তিগত ফ্রায়ার ও দুয়েকজন চাকরের সঙ্গে এই লোককেও সাথে রেখেছে আমার ভাইঝি। এর সঙ্গে পালাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

নিজের কামরায় ফিরে গেল জিয়ান মারিয়া। দুই ভুরু কুঁচকে আছে, ঠোঁট জোড়া চেপে বসেছে পরস্পরের সঙ্গে। অনেকক্ষণ পায়চারী করল সে ঘরের ভিতর।

ডিউকের কথায় সে আশ্বস্ত হতে পারেনি। হাসুক ইটালীর সবাই যার যত খুশি! মেয়েটা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে কেটে ছেঁটে নত করে সাইজে আনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সে ভেতর ভেতর; কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, রোক্কালিয়ন দুর্গ জয় করার পরমুহূর্তেই ওই গন্‌ৎসাগা ব্যাটাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেবে সে দুর্গের সবচেয়ে উঁচু কড়িকাঠ থেকে।

সেইদিনই রোক্কালিয়ন দুর্গ আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল জিয়ান মারিয়া। ফ্যানফুল্লার মাধ্যমে সব খবর পৌঁছে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কাছে।

'তোমার কি মনে হয় এই গন্‌ৎসাগা লোকটা মেয়েটার প্রেমিক?'

'তা আমি কি করে বলব বলুন?' জবাব দিল ফ্যানফুল্লা। 'তবে পেপ্পিকে জিজ্ঞেস করায় প্রথমে ও খুব হেসেছে, তারপর বলেছে: ভ্যালেন্টিনার ওকে ভালবাসার প্রশ্নই ওঠে না। তবে, একটু থেমে নিচু গলায় বলেছে ও, কোনও সন্দেহ নেই ওই লোকটা ভালবাসে ম্যাডোনাকে। লোকটা মতলববাজ, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।'

'কী বিচ্ছিরি ব্যাপার!' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'মেয়েটা দেখছি মহা দুর্ভাগ্যের শিকার। কাকার জেদ থেকে বাঁচতে গিয়ে পড়ে গেছে আর এক পাল্লায়। তুমি এক কাজ করো, পেপ্পিকে ডেকে আনো, ওর মাধ্যমে এসো দুর্গে জিয়ান মারিয়ার আক্রমণের খবরটা পাঠাই, সেই সঙ্গে সাবধান করে দিই মানচুয়ার ওই লোকটা সম্পর্কে।'

'দেরি হয়ে গেছে,' বলল ফ্যানফুল্লা। 'ও তো আজ সকালেই রওনা হয়ে গেছে রোক্কালিয়নের উদ্দেশে।'

'আহা!' বিমর্ষ কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'বেচারি যাঁতাকলের মাঝখানে পড়ে গেছে। সাহসী এক তরুণী, পরিণত হয়েছে লোভাতুর দুই শিকারীর তীরের লক্ষ্যে।'

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কিন্তু বাইরের কোনও দৃশ্য নয়, চোখের সামনে ভেসে উঠল অ্যাকুয়াস্পার্টার সেই জঙ্গল, যেখানে শুয়ে আছে এক আহত যুবক, আর তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে স্বর্গের এক অপ্সরী। তার দুই চোখে মায়ার জাদু। বার বার ঘুরে ফিরে আসে ইদানীং এ দৃশ্যটা, কখনও মৃদুহাসি ফুটে ওঠে ওর ঠোঁটে, কখনও আসে দীর্ঘশ্বাস; কখনও বা একসঙ্গে দুটোই।

হঠাৎ ঘুরে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ফ্যানফুল্লার দিকে। 'ঠিক আছে, আমি নিজেই যাব।'

'আপনি!' অবাক হয়ে গেল ফ্যানফুল্লা। 'তাহলে ভেনিশিয়ানদের কি হবে?'

হাত নেড়ে এমন ভঙ্গি করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, যার অর্থ এই মহিলার গুরুত্ব তার কাছে ভেনিশিয়ানদের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি।

'আমি চললাম রোক্কালিয়নে,' আবার বলল সে, 'এখন, এই মুহূর্তে রওনা হচ্ছি আমি।' দরজার কাছে গিয়ে হাততালি দিয়ে ডাকল ল্যাঞ্চিওট্টোকে।

'এই সেদিন তুমি বলছিলে, ফ্যানফুল্লা, এখন আর দৈত্য-ড্রাগনের হাতে বন্দী

বইঘর.কম

হয় না রাজকুমারী, ভ্রাম্যমাণ নাইটরা সব বেকার হয়ে গেছে। কিন্তু দেখো, সত্যিই কি মোন্না ভ্যালেনটিনা বন্দী রাজকুমারী নয়? জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে মন-মানসিকতা আর চেহারায় মিল পাওয়া যায় না কুৎসিত দৈত্যের? কুচক্রী ড্রাগনটা হলো ব্যাটা গন্‌ৎসাগা। আর উদ্ধারকারী হিরো নাইটটা কে তা নিশ্চয়ই না বললেও বুঝতে পারছ?'

'জিয়ান মারিয়ার হাত থেকে রক্ষা করবেন আপনি ওকে?' বিস্ময় চাপতে পারছে না ফ্যানফুল্লা।

'চেষ্টা করব।' পরিচারক এসে ঢুকতে তার দিকে ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'শোনো, ল্যাঞ্চিওট্টো, পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি আমরা। তুমি আর আমি। যাও, ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তৈরি হয়ে নাও। জাক্কারিয়া থাকবে মেসার ডেল্লি আরচিপ্রেটির সঙ্গে। ফ্যানফুল্লা, ওর দিকে খেয়াল রেখো, খুবই বিশ্বাসী আর ভাল ছেলে ও।'

'কিন্তু আমি? আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না?'

'যেতে চাইলে আমার আপত্তি নেই,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তবে আমার মনে হয় তুমি ব্যাব্বিয়ানোতে ফিরে গিয়ে চোখ-কান খোলা রাখলে সব দিক দিয়ে ভাল হয়। ওখানে কি ঘটছে যদি আমাকে জানাতে পার, তাহলে আমার খুবই উপকার হবে। আমার ধারণা, জিয়ান মারিয়া এখানে সময় নষ্ট করলে বেকায়দায় পড়ে যাবে, কারণ বর্জিয়ার আক্রমণ আসতে আর বেশি দেরি নেই।'

'কিন্তু খবরটা আপনাকে কোথায় দেব? রোক্কালিয়নে?'

একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আমার কোনও সংবাদ না পেলে তুমি যোগাযোগ করবে রোক্কালিয়নে। ওখানে যদি আটকা পড়ে যাই তাহলে তোমাকে কোনও সংবাদ দেয়া সম্ভব হবে না। আর যদি অ্যাকুইলায় ফিরে যাই, তাহলে খবর পাবে তুমি।'

'অ্যাকুইলায় যাচ্ছেন?'

'বলা যায় না, যেতেও পারি। তবে কথাটা কাউকে বোলো না। এই দুই ডিউকের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে হয়তো এটাই প্রচার করতে হবে আমাকে। আবার হয়তো যেতেও হতে পারে, কে জানে!'

আধঘণ্টা পর তরতাজা এক ক্যালাব্রিয়ান ঘোড়ায় চেপে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ধীরে-সুস্থে রওনা হয়ে গেল অ্যাকুইলার কাউন্ট রোক্কালিয়নের পথে। পিছন পিছন খচ্চরের পিঠে চেপে চলেছে বিশ্বস্ত অনুচর ল্যাঞ্চিওট্টো।

কিছুদূর যাওয়ার পর পশ্চিমে অ্যাপেনাইনের পথ ধরল ওরা। বেশ অনেক রাতে একটা সরাইখানায় থেমে বিশ্রাম নিল ভোর-রাত পর্যন্ত। সূর্য ওঠার আগেই রওনা হয়ে গেল আবার।

প্রাচীন পাহাড়গুলোর মাথায় যখন প্রথম সূর্যের ছটা দেখা দিল, তখন পৌঁছল ওরা রোক্কালিয়ন দুর্গের পায়ের কাছে। উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় নির্ভীক প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে দুর্গটা।

ধীরে ধীরে পাহাড় ডিঙিয়ে নেমে এলো আলো। প্রথমে স্পষ্ট হলো দুর্গশীর্ষের

চৌকোণ টাওয়ার, তারপর পাথুরে দেয়াল বেয়ে আলো নেমে এলো গরাদ দেয়া জানালাগুলোর উপর, ওখান থেকে জল নিষ্কাশনের পাইপ বেয়ে নামলো কামান দাগার ফোকর পর্যন্ত, তারপর খুব দ্রুত নেমে এলো পরিখার জলে। ক্রমে উপত্যকার ঘাসগুলো সবুজ হয়ে উঠছে।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে দুর্গের পশ্চিম পাশ ঘুরে উত্তরে চলে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কো, একটা সরু সাঁকো পেরিয়ে গিয়ে থামল দুর্গের প্রবেশ-দুয়ারের সামনে।

কাউন্টের ইঙ্গিত পেয়ে গলা ছেড়ে হাঁক দিল ল্যাঞ্চিওট্টো। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা। ভয় পেয়ে উড়ে পালাল কয়েকটা পাখি। কিন্তু দুর্গবাসীদের কোনও সাড়া নেই।

'খুবই সজাগ পাহারা দিচ্ছে দেখা যায়!' হেসে উঠল কাউন্ট। 'হ্যাঁ, ল্যাঞ্চিওট্টো, আবার ছাড়ো দেখি তোমার হেঁড়ে গলাটা।'

অন্তত বিশটা ডাক দেয়ার পর একটা মাথা দেখা দিল টাওয়ারে। এলোমেলো চুল দেখে বোঝা গেল মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। ধরা গলায় জানতে চাইল সে এত হৈ-চৈ কিসের।

পেপ্পিনোকে চিনতে পেরে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'কি খবর, বুদ্ধু?'

'আরে! আপনি, মাই লর্ড?' বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল জেসটার। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল।

'তাই তো মনে হয়,' হাসল কাউন্ট। 'আচ্ছা ঘুম তো তোমাদের! যাও, তোমাদের অলস যোদ্ধাগুলোকে ঘুম থেকে তুলে ব্রিজটা নামাতে বলো। মোন্না ভ্যালেনটিনার জন্যে সংবাদ এনেছি।'

'এক্ষুণি যাচ্ছি, এক্সেলেন্সি,' বলেই রওনা হচ্ছিল পেপ্পি, আবার ডাক দিল ওকে কাউন্ট।

'বলবে, একজন নাইট এসেছেন। যাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর অ্যাকুয়াস্পার্টায়। আমার নামটা গোপন রেখো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুট দিল পেপ্পি। একটু পরেই ফোর্টেমানির দুই বদমাশ অনুচরকে সাথে নিয়ে ব্যাটলমেন্টে দেখা দিল গন্‌ৎসাগা। ঘুম জড়ানো বেজার মুখে জানতে চাইল কি চায় ওরা, কি দরকার।

'মোন্না ভ্যালেনটিনাকে দরকার,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো গলা চড়িয়ে।

চিনতে পারল ওকে গন্‌ৎসাগা, মুহূর্তে বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। ভ্রূকুটি করে বলল, 'আমি মোন্না ভ্যালেনটিনার ক্যাপটেন। আমাকে বলতে পার যা জানাতে এসেছ।'

কিন্তু ওকে বলবে না ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ও-ও এই ভোরে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে না ভ্যালেনটিনাকে, ব্রিজ নামিয়ে ওকে ভেতরে আসতেও দেবে না। দু'পক্ষেরই মেজাজ চড়ছে, ভাষা কর্কশ হয়ে উঠছে ক্রমে—এমনি সময়ে পেপ্পিনোর সঙ্গে এসে হাজির হলো স্বয়ং ভ্যালেনটিনা।

'কি ব্যাপার, গন্‌ৎসাগা?' জিজ্ঞেস করল ভ্যালেনটিনা। 'কে বলে এসেছে?'

কে এসেছে তা জানিয়েছে তাকে পেপ্পিনো। বলেছে : ফ্র্যাঞ্চেস্কো নামের সেই

বইঘর.কম

নাইট এসেছেন, দুর্গে প্রবেশ করতে চাইছেন। নামটা শোনা মাত্র প্রথমে রাঙা হয়ে উঠেছে রাজকুমারীর গাল, তারপর ফ্যাকাসে। পরমুহূর্তে পড়ি-মরি করে ছুটেছে ব্যাটলমেন্টের দিকে।

'কেন?' বলল সে, 'ঢুকতে দিচ্ছ না কেন ওঁকে? শুনলাম আমার জন্যে নাকি সংবাদ আছে?' সুদর্শন কাউন্টের দিকে চাইল মেয়েটা—ওই তো দাঁড়িয়ে ওর ত্রাণকর্তা নাইট, ওর স্বপ্নের রাজকুমার! মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে সম্মান জানাচ্ছে তাকে। কী অপূর্ব, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান সুপুরুষ! অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ফিরল সে গন্‌ৎসাগার দিকে।

'কি হলো? কি বললাম শুনতে পাওনি? দেরি করছ কি জন্যে? ব্রিজ নামাতে বলো।'

'ভেবে দেখো, ম্যাডোনা,' ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে গন্‌ৎসাগার, 'এ-লোককে তুমি চেনো না। ও জিয়ান মারিয়ার চর কিনা কে জানে! হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা...'

'বোকা!' বকা দিল ভ্যালেনটিনা। 'দেখতে পাচ্ছ না, এ সেই আহত নাইট, উরবিনোয় যাওয়ার পথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের।'

'তাতে কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল গন্‌ৎসাগা। 'ওটা কি ওর সততার বা তোমার প্রতি বিশ্বস্ততার কোন প্রমাণ হলো? ও ওখান থেকেই ওর যা বলার বলুক না। ওর বাইরে থাকাটাই আমাদের জন্যে নিরাপদ।'

গন্‌ৎসাগার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার নজর বুলাল মেয়েটা। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'মেসার গন্‌ৎসাগা, ব্রিজ নামাতে বলো ওদের!'

'কিন্তু, ম্যাডোনা,' তর্ক চালিয়ে গেল লোকটা, 'তুমি বিপদের কথাটা একেবারেই ভাবছ না।'

'বিপদ!' তাজ্জব হয়ে গেল ভ্যালেনটিনা। 'কী বলছ পাগলের মত? তুমি কাপুরুষ নাকি? দুজন লোক কি বিপদ ঘটাবে আমাদের বিশজনের গ্যারিসনের বিরুদ্ধে? নামাও ব্রিজ!'

'কিন্তু যদি...'

'তর্ক করতেই থাকবে তুমি? আমার নির্দেশ কানে যাচ্ছে না তোমার? এখানে মালিকটা কে শুনি—তুমি, না আমি? তুমি ব্রিজ নামানোর হুকুম দেবে, না কি আমার নিজেকেই দিতে হবে?'

অসন্তোষের সঙ্গে ঘুরল গন্‌ৎসাগা, সঙ্গের একজনকে পাঠাল হুকুম দিয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘড়-ঘড় শব্দে নেমে গেল ড্র-ব্রিজ। ঘোড়া হাঁকিয়ে উঠে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কো তক্তার উপর, পিছনে ল্যাঞ্চিওট্টো। দুর্গে প্রবেশ করে দাঁড়াল প্রশস্ত প্রথম আঙিনায়।

রাশটা ঢিল দেয়ার আগেই হৈ-হৈ আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। তলোয়ার হাতে ছুটে আসছে অর্ধনগ্ন, বিশালদেহী ফোর্টেমানি, চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে।

'অ্যাই, অ্যাই! তুমি এখানে এলে কি করে? কোন্ হারামজাদা ঢুকতে দিয়েছে

তোমাকে? কার হুকুমে নামানো হয়েছে ব্রিজ, অ্যাঁ?'

'মোন্না ভ্যালেনটিনার ক্যাপটেনের হুকুমে,' শান্ত গলায় জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ভাবছে, লোকটা পাগল নাকি?

'ক্যাপটেন!' থমকে দাঁড়াল লোকটা, লাল হয়ে উঠল মুখটা। 'ভূতের কেচ্ছা নাকি? কোন্ ক্যাপটেন? আমিই এখানে ক্যাপটেন!'

অবাক হয়ে আপাদমস্তক দেখল ওকে কাউন্ট।

'তাহলে তো প্রশংসাটা তোমারই প্রাপ্য দেখছি!' হাসি মুখে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'মেসার ক্যাপিটানো, তোমার সতর্ক প্রহরা এবং দুর্গ রক্ষার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার প্রশংসা না করে পারা যাচ্ছে না। ইচ্ছে করলেই দেয়াল বেয়ে উঠে ভিতরে চলে আসতে পারতাম আমি, টেরটি পেত না তোমার ঘুমন্ত প্রহরীদের একজনও।'

ভুরু কুঁচকে বাঁকা চোখে ওর দিকে চাইল ফোর্টেমানি। গত চারদিনের সর্দারি তাকে আরও উদ্ধত করে তুলেছে। বলল, 'নিজের চরকায় তেল দাও, আগন্তুক! এত বড় আস্পর্দা, তুমি আমাকে কাজ শেখাতে আসো! বেশি বাড় বেড়ে গেছ, মিয়া। এমন মার খাবে, জীবনে ভুলবে না!'

'মার খাব...আমি?' চেহারা কালো হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর।

'হ্যাঁ, খাবে! আমারই হাতে। চেনো আমাকে? আমার নাম এরকোল ফোর্টেমানি।'

'তোমার নাম শুনেছি আমি,' বলল কাউন্ট। 'তবে ভাল কিছু নয়। শুনেছি, তোমার মত ভীরু, মাতাল, অকর্মা লোক গোটা ইটালীতে আর নেই। মার দেয়ার হুমকি তোমার মুখে অন্তত সাজে না, বেআদব, জানোয়ার কোথাকার! আর একবার ওকথা উচ্চারণ করলে ওই চৌবাচ্চার নোংরা পানিতে চুবিয়ে তুলব। সেটা তোমার জন্যে অবশ্য শাপে বর হবে–স্নানটা হয়ে যাবে। গা থেকে যে রকম বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে, মনে হয় জন্মের পর থেকে গোসল কাকে বলে জান না।'

প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল দৈত্য। 'কি বললি? আয়, নেমে আয় ঘোড়া থেকে, দেখাচ্ছি মজা!' খপ্ করে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর পা ধরে ফেলল ও টেনে নিচে নামাবে বলে।

এক ঝটকায় পাটা ছাড়িয়ে নিল কাউন্ট, রেগে গেছে ও। ইচ্ছে করেই স্পারের খোঁচা লাগিয়ে দিল দৈত্যের হাতে; সেইসঙ্গে চাবুক তুলল ওর বিশাল, নগ্ন পিঠে মারবে বলে। ঠিক তখনই তীক্ষ্ণ এক নারীকণ্ঠ ধমকে উঠল।

থমকে দাঁড়িয়ে নিজের হাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফোর্টেমানি, বিড়বিড় করে গাল বকছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, ব্যাটলমেন্ট থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে ভ্যালেনটিনা। তার পিছু পিছু আসছে গন্‌ৎসাগা, পেপ্পি আর দুজন সেন্ট্রি।

গন্‌ৎসাগার দু'একটা কথা কানে এলো কাউন্টের। ভ্যালেনটিনাকে বলছে, 'দেখলে? আমি তোমাকে বলেছিলাম একে ঢুকতে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। এখন দেখতেই পাচ্ছ কী পদের মানুষ লোকটা।'

নেমে এলো ভ্যালেনটিনা। কঠোর গলায় বলল, 'ব্যাপারটা কি, স্যার? দুর্গে

বইঘর.কম

ঢুকেই ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন আমার গ্যারিসনের সঙ্গে?'

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ঘোড়া থেকে নেমে রাশটা ধরিয়ে দিল ল্যাঞ্চিওট্টোর হাতে। হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিয়ে হাঁটু মুড়ে সম্মান জানাল ভ্যালেনটিনাকে, তারপর শান্তকণ্ঠে বলল, 'ম্যাডোনা, এই বদমাশটা আমার সঙ্গে বেয়াদবি করছিল।'

'নিশ্চয়ই তার কারণ সৃষ্টি করেছ তুমি!' বলল গন্‌ৎসাগা।

'বদমাশ?' তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা ঝরল ভ্যালেনটিনার কণ্ঠে। 'আর একটু সতর্কতার সঙ্গে শব্দ চয়ন করতে হবে আপনাকে, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কাকে বদমাশ বলছেন আপনি? ও আমার গ্যারিসনের ক্যাপটেন।'

মৃদু হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। নরম কণ্ঠে বলল, 'এই "ক্যাপটেন" শব্দটা নিয়েই তো কথা কাটাকাটির শুরু। এই ভদ্রলোক,' গন্‌ৎসাগার দিকে ইঙ্গিত করল ও, 'আমাকে জানিয়েছেন তিনিই ক্যাপটেন। অথচ...'

'উনি আমার এই দুর্গের ক্যাপটেন,' বলল ভ্যালেনটিনা।

'দেখতেই পাচ্ছেন, সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এখানে ক্যাপটেনের অভাব নেই। ফ্রা ডোমেনিকো আমাদের আত্মার ক্যাপটেন—রান্নাঘরেরও। আমিও এক ক্যাপটেন...'

কথার মাঝখানে ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল গন্‌ৎসাগা, তারপর ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে।

'আমাদের জন্যে কিছু বার্তা আছে বলছিলেন, স্যার।'

লোকটার উদ্ধত চাল এবং 'আমাদের' শব্দটার সাহায্যে নিজেকে ভ্যালেনটিনার সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। মাথাটা সামান্য ঝোঁকাল রাজকুমারীর দিকে। 'কিছুটা গোপনীয়তার দরকার আছে। এতটা খোলামেলা জায়গায় কথাটা বলতে চাই না।' বলে চারদিকে চোখ বুলাল কাউণ্ট। ফোর্টেমানির গোটা কোম্পানী হাজির। ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু কথাটার যৌক্তিকতা টের পেয়ে ওদের দুজনকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করে রওনা হয়ে গেল ভ্যালেনটিনা।

আঙিনা পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডাইনিং হলের দিকে চলল ওরা। ভাড়া করা সৈনিকদের ভ্রূকুটিতে অশুভ ইঙ্গিত টের পেল কাউণ্ট, হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওরা ওর দিকে। যেন কিছুই টের পায়নি এমনি ভঙ্গিতে প্রত্যেককে মেপে নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো অভিজ্ঞ চোখে, বুঝে নিল কার কি ওজন। হলে ঢোকার মুহূর্তে গন্‌ৎসাগাকে দাঁড় করাল ও।

'দেখুন, ওই গুণ্ডাগুলোর মাঝে আমার চাকরটাকে রেখে যেতে ভয় হচ্ছে আমার। আপনি কি দয়া করে ওদের বলবেন যেন ওর কোন ক্ষতি না করে?'

'গুণ্ডা!' কথার জবাব দিল ভ্যালেনটিনা। রেগে গেছে সে। 'আপনি জানেন, ওরা আমার সোলজার।'

মাথা ঝুঁকাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, শান্ত স্বরে বলল, 'বেশ তো। আপনার লোক বাছাইয়ের প্রশংসা করতে পারব না, তবে এ বিষয়ে আর কোন কথাও বলব না আমি।'

এবার আঁতে ঘা লাগল গন্‌ৎসাগার, কারণ বাছাইয়ের দায়িত্ব ছিল তারই। বলল, 'ফালতু বোলচাল অনেক কষ্টে সহ্য করেছি, এবার লোকটার বার্তাটা ফালতু না হলেই বাঁচা যায়।'

রেগে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এবং তা গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না সে, অগ্নিদৃষ্টিতে বিদ্ধ করল মেয়েলি চেহারার তরুণটিকে—বুঝিয়ে দিল তার বৈরী মনোভাব। কথা যখন বলল, সেটা শোনাল মিছরির ছুরির মত।

'তা ঠিক, তা ঠিক। এখন মনে হচ্ছে আমার ফিরে যাওয়াই উচিত। মনে হচ্ছে, সবাই মুখিয়ে আছে এখানে ঝগড়া বাধাবার জন্যে। দুর্গে প্রবেশ করতে না করতেই তেড়ে এসে ক্যাপটেন ফোর্টেমানি যা ব্যবহার করল, তাতে উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্য ছিল ওর। আপনি, ম্যাডোনা, রেগে যাচ্ছেন আমার লোকের নিরাপত্তার কথা তোলায়—অথচ ওদের চোখেমুখে আমি দেখেছি শয়তানীর ছাপ। আমার দশ বছরের অভিজ্ঞতার বলে চিনে নিয়েছি আমি এদের, পোশাক পরিয়ে যতই এদের আসল চেহারা ঢাকার চেষ্টা করা হোক না কেন। অথচ এদের গুণ্ডা-বদমাশ বললে আপনার রাগ হচ্ছে। আর সবশেষে, এই মিষ্টি চেহারার বীরপুরুষ বলছেন আমার ফালতু বোলচাল তিনি সহ্য করেছেন অনেক কষ্টে!'

'ম্যাডোনা!' রাগে কাঁপছে গন্‌ৎসাগার গলা, 'অনুমতি দাও, উচিত শায়েস্তা করে ছেড়ে দিই ব্যাটাকে!'

ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কঠোর বাক্যে রেগে উঠতে যাচ্ছিল ম্যাডোনা, কিন্তু এই সুঠামদেহী নাইটকে গন্‌ৎসাগা শায়েস্তা করতে চায় শুনে চট করে বাস্তবে ফিরে এলো সে। দুজনের চেহারার বৈপরীত্যই বলে দেয় কি ঘটবে তাহলে। কিন্তু হাসল না সে। একে একে দেখল দুজনকে। আগন্তুকের দৃষ্টিতে প্রথমে বিস্ময়, তারপর কৌতুক ফুটে উঠতে দেখল সে। বুঝে ফেলল, নাইটের বক্তব্যে সত্যতা আছে, তার প্রাপ্য সম্মান তাকে দেয়া হয়নি, বলা যায় রীতিমত দুর্ব্যবহারই করা হয়েছে তার সঙ্গে। অল্প দু'চার কথায় সুকৌশলে দুজনকেই শান্ত করে ফেলল ম্যাডোনা।

'এইবার, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো,' বলল সে, 'যা ঘটেছে ভুলে আসুন আমরা পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি। কোথাও বসে শোনা যাক আপনার সংবাদ। আসুন, প্লিজ।'

চমৎকার সাজানো গোছানো ব্যাঙ্কোয়েট হলে ঢুকল ওরা। চামড়া-মোড়া একটা উঁচু আর্মচেয়ারে বসল মোন্না ভ্যালেনটিনা। তার কনুইয়ের পাশে দাঁড়াল গন্‌ৎসাগা, সামনে একটা টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'কথা আমার অল্পই,' বলল কাউন্ট। 'খুশি হতাম যদি এটা সুসংবাদ হতো। আপনার পাণিপ্রার্থী জিয়ান মারিয়া ফিরেছেন উরবিনোয়। পাকা কথা দেয়া হয়েছিল তাঁকে, এবার যত দ্রুত সম্ভব বিয়ের অনুষ্ঠানটা সেরে ফেলতে চান। আপনার পালিয়ে এসে রোক্কালিয়নে আশ্রয় নেয়ার কথা জানতে পেরে একদল সৈন্য নিয়ে আসছেন দুর্গ আক্রমণ করে আপনাদের ধরে নিয়ে যেতে।'

www.boighar.com

দুধের মত সাদা হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার মুখ। ভয় পেয়েছে। জানে,

বইঘর.কম

ভ্যালেনটিনাকে অবাধ্য হওয়ার পরামর্শ দেয়ায় ধরা পড়লে কি ঘটবে তার কপালে। গোটা প্ল্যান কেঁচে যাওয়ায় গলা থেকে অদ্ভুত একটা গোঙানির মত শব্দ বেরলো ওর। মেয়েটাকে ফুসলে, ভালবাসার কথা বলে যে বিয়ে করে ফেলবে সে সময় পাওয়া যাবে না আর। শীঘ্রিই যুদ্ধ বেধে যাবে এখানে, রক্তপাত হবে–ভাবতেই শিরশির করে উঠল ওর গা। গুইডোব্যাল্ডো বা জিয়ান মারিয়া ওদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সত্যি-সত্যিই দুর্গ আক্রমণ করে বসবে, এটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

শান্তিপ্রিয়, নিরীহ সভাসদের চেহারায় ভীতির চিহ্ন দেখে মৃদুহাসি ফুটল কাউন্টের ঠোঁটে। চোখ ফিরিয়ে তাকাল ভ্যালেনটিনার দিকে। ভয়ের লেশমাত্র নেই তার মুখে। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আসুক না, গর্দভ ডিউকটার জন্যে প্রস্তুত থাকব আমরা। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নেই আমাদের, খাবার যা আছে অনায়াসে চলে যাবে অন্তত ছয়মাস। আসুক জিয়ান মারিয়া, এলেই টের পাবে ভ্যালেনটিনাকে বন্দী করা অত সহজ হবে না। যাক, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার ওপর আমার কোনও অধিকার নেই, কিন্তু তারপরও এতদূর কষ্ট করে এসে আমাকে আগাম সাবধান করে দেয়ায় আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

হাসল কাউন্ট।

'আমি কেবল সাবধান করতেই আসিনি, ম্যাডোনা। প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য করতেও প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার ওই লোকগুলোকে দেখে যার-পর-নাই হতাশ হয়েছি আমি। মনে মনে যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম, তার প্রধান শর্তই ছিল আপনার সৈনিকদের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেসব এদের নেই।'

'তবু,' যেন এই কথায় খড়-কুটো পেয়েছে ডুবন্ত গনৎসাগা, হাঁসফাঁস করে উঠে বলল, 'দয়া করে আপনার প্ল্যানটা বলবেন?'

'বলুন না শুনি?' অনুরোধ করল ম্যাডোনাও।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আচ্ছা, ব্যাব্বিয়ানোর রাজনীতি সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে আপনাদের?'

'কিছুটা জানা আছে আমার,' বলল ভ্যালেনটিনা।

'আমি পরিষ্কার একটা ধারণা দিচ্ছি, ম্যাডোনা,' বলে অল্প কথায় সীজার বর্জিয়ার আক্রমণের হুমকি; জিয়ান মারিয়ার জনপ্রিয়তার অভাব, মৈত্রীর জরুরী প্রয়োজনীয়তা, ও হাতে সময়ের স্বল্পতা–সবই বুঝিয়ে বলল। শেষে যোগ করল, 'এখানে বেশি সময় দিতে পারবে না ও। কয়েকটা দিন ঠেকিয়ে দিতে পারলেই নিজের রাজ্য বাঁচাতে ছুটতে হবে ওকে ব্যাব্বিয়ানোয়। এবং এই একই কারণে তীব্র, বেপরোয়া আক্রমণ করে দুর্গ জয় করতে চাইবে ও। এই সময়টাতে এখানে আপনার না থাকলেও চলে, ম্যাডোনা।'

'না থাকলেও চলে!' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল ভ্যালেনটিনার।

'না থাকলেও চলে মানে?' আশার আলো জ্বলে উঠল গনৎসাগার চোখে।

'এই প্রস্তাবই দেব ভেবেছিলাম। অন্য কোথাও সরিয়ে দেব আপনাকে।

অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পর যদি দুর্গের পতন হয়, ভিতরে ঢুকে কিছুই পাবে না জিয়ান মারিয়া, দেখবে খাঁচা খালি।'

'আপনি আমাকে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে চেয়েছিলেন?'

'তাই চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনার লোকদের দেখার পর মত পাল্টেছি। এদের ওপর মোটেই নির্ভর করা যায় না। প্রথম সুযোগেই আত্মসমর্পণ করবে এরা, দু'একটা গোলা পড়লেই ব্রিজ নামিয়ে খুলে দেবে দুর্গ-তোরণ। আপনার সরে যাওয়ার কথা জেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পিছু ধাওয়া করবে জিয়ান মারিয়া।'

ম্যাডোনা কি বলবে ভেবে স্থির করার আগেই যুক্তি-তর্ক দেখাতে শুরু করে দিল গনৎসাগা। তার মতে এর চেয়ে ভাল পরামর্শ আর হয় না। ভ্যালেনটিনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে এই মুহূর্তে পালানো দরকার এখান থেকে। ম্যাডোনা সরাসরি ওর দিকে চাইতেই থেমে গেল তার বকবকানি।

'কি ব্যাপার, গনৎসাগা? ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ—আমি···আমি তোমার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি, ম্যাডোনা।'

'আমার জন্যে তোমাকে ভয় পেতে হবে না, গনৎসাগা। আমি এখানে থাকি বা না থাকি, জিয়ান মারিয়া কোনদিন ধরতে পারবে না আমাকে!' ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরল সে, 'আমার তো মনে হচ্ছে এখানে থেকেই ওই বাজে লোকটাকে প্রাণপণে বাধা দেয়া উচিত। পালানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তার পরেও বুঝতে পারছি, আপনার পরামর্শে ভেবে দেখার মত যুক্তি আছে। ভেবে দেখব আমি।'

এরপর খবর বয়ে আনার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে। সবশেষে নারীসুলভ কৌতূহল দমন করতে না পেরে জানতে চাইল, এত কষ্ট স্বীকার করে স্যার নাইটের এখানে আসা এবং সাহায্যের প্রস্তাব দেয়ার পিছনে উদ্দেশ্য বা কারণটা কি।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কাউন্টের মুখটা। বলল, 'অতি সহজ, ম্যাডোনা। কোনও নাইটের পক্ষেই নারীর বিপদে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে, সে নাইট যদি আহত অবস্থায় অ্যাকুয়াস্পার্টায় আপনার সহানুভূতি ও সেবা পেয়ে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই।'

চট্ করে চাইল ম্যাডোনা ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে, কয়েকটা মুহূর্ত স্থির হয়ে কি যেন খুঁজল সুপুরুষ লোকটার চোখে, তারপর নামিয়ে নিল দৃষ্টি। দুজনেই বুঝল, কি যেন ঘটে গেল ওদের বুকের ভিতর।

সামলে নিয়ে ম্যাডোনা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যে রোক্কালিয়ন দুর্গে আশ্রয় নিয়েছি, এত তাড়াতাড়ি সেটা জানাজানি হলো কি করে?'

'আপনি জানেন না?' অবাক হলো ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'পেপ্পিনো বলেনি কিছু?'

'ওর সঙ্গে কথা হয়নি আমার,' বলল ভ্যালেনটিনা। 'গত রাতে এসেছে শুনেছি, আজ সকালে দেখা করে আপনার আসার সংবাদ দিল।'

ম্যাডোনার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাইরে থেকে হৈ-হল্লার শব্দ ভেসে এলো, পরমুহূর্তে দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল পেপ্পি।

বইঘর.কম

'সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো,' রক্তশূন্য চেহারা পেপ্পির, 'জলদি আসুন, মেরে ফেলল আপনার লোককে!'

চোদ্দ

নানা ভাবে ল্যাঞ্চিওট্টোকে খেপানোর চেষ্টা করেছে দুর্গরক্ষীরা, কিন্তু শান্ত থেকেছে ও। এটাকে ওরা ধরে নিয়েছে কাপুরুষতা। ফলে তাদের টিটকারি ক্রমেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। শেষে একজন এগিয়ে এসে ওর পা ধরে টেনে খচ্চর থেকে নামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে লাথি খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়তেই চারপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই ল্যাঞ্চিওট্টোর উপর।

প্রভুর তলোয়ারটা বের করার চেষ্টা করল ল্যাঞ্চিওট্টো, কিন্তু সময় পাওয়া গেল না; চারপাশ থেকে দশ-বারোটা হাত চেপে ধরল ওকে। ধস্তাধস্তি করছে ছুটবার জন্যে, চিৎকার দেবে বলে মুখ খুলল ও। চট্ করে একজন ওর মুখ চেপে ধরল, আরেকজন পেঁচিয়ে ধরল গলা।

আঙিনার পশ্চিমে একটা বড়সড় চৌবাচ্চা রয়েছে, একটা সিংহমূর্তির মুখ দিয়ে একসময় পানি এসে পড়ত ওতে। এখন বহুদিন হলো অব্যবহৃত পড়ে আছে। বুক-সমান নোংরা পানি জমে আছে এখনও—ভয়ানক দুর্গন্ধ, নাড়া পড়ে না বলে কারও দৃষ্টি পড়েনি এদিকে। ফোর্টেমানির পরামর্শে কিল-ঘুসি মারতে মারতে উল্লসিত লোকগুলো ল্যাঞ্চিওট্টোকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওদিকে—ময়লা পানিতে চুবিয়ে মারবে।

প্রাণপণে লড়ছে রক্তাক্ত ল্যাঞ্চিওট্টো। কিন্তু এতগুলো বলবান লোকের সঙ্গে একা সে পারবে কেন, হিড়হিড় করে টেনে আনল ওরা ওকে চৌবাচ্চার কিনারায়।

এমনি সময়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ ব্যথায় চিৎকার করে উঠল একজন, পরমুহূর্তে আরও কয়েকজন ককিয়ে উঠল চাবুকের আঘাতে। ওদের হট্টগোল আর হাসি-তামাশা তীক্ষ্ণ চিৎকারে পর্যবসিত হয়েছে। কে যেন গরুর চামড়ার ফিতে বেঁধে তৈরি করা চাবুক দিয়ে বুকে-পিঠে-মুখে মেরে চলেছে ওদের।

'সর্, সরে যা, জানোয়ারের দল! দূর হ এখান থেকে!' গর্জে উঠল একটা গম্ভীর, জোরাল কণ্ঠ।

ল্যাঞ্চিওট্টো বুঝল, আর ভয় নেই, এসে গেছে তার প্রভু। ধমক শুনে কেঁপে গেছে ওদের বুক, তার উপর যেখানে সেখানে সপাসপ্ ছোবল হানছে চাবুকটা—বাধ্য হলো ওরা পিছিয়ে যেতে। ছাড়া পেয়ে ল্যাঞ্চিওট্টো দেখল চারদিকে চাবুক চালাতে চালাতে এগিয়ে আসছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, একা। ওই একজনের ভয়েই কে কোনদিকে পালাবে দিশে পাচ্ছে না ওরা।

কিন্তু রুখে দাঁড়াল বিশাল চেহারার এরকোল ফোর্টেমানি, জোরে শ্বাস টেনে বুক ফুলাল। হাত থেকে চাবুকটা ফেলে একহাতে লোকটার বেল্ট ধরল

ফ্র্যাঞ্চেস্কো, অপর হাতে চেপে ধরল ঘাড়; তারপর এক ঝাঁকিতে ওকে মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে দিল চৌবাচ্চার দুর্গন্ধময়, নোংরা পানিতে।

বিকট এক চিৎকার দিয়ে উড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পানিতে পড়ল ফোর্টেমানি, তলিয়ে গেল নিচে। বিশ্রী দুর্গন্ধ ছুটল চারদিকে। সেদিকে লক্ষ না দিয়ে ল্যাঞ্চিওট্টোর পাশে বসে পড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, জিজ্ঞেস করল, 'লেগেছে কোথাও? জখম হয়েছে?'

ল্যাঞ্চিওট্টো উত্তর দেয়ার আগেই ছোরা হাতে একলাফে এগিয়ে এলো এরকুলের একজন অনুচর, উবু হয়ে বসা ফ্র্যাঞ্চেস্কোর পিঠ লক্ষ্য করে চালাল ওটা প্রাণপণ শক্তিতে।

নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে এলো। চেঁচিয়ে ওকে সাবধান করতে চেয়েছে ভ্যালেনটিনা। এতক্ষণ হলঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল সে আর গন্‌ৎসাগা।

ছোরাটা ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বিশেষভাবে তৈরি পোশাক ভেদ করতে পারল না। চোখের পলকে লোকটার কব্জি চেপে ধরে মোচড় দিয়ে ছোরাটা ঘুরিয়ে দিল কাউন্ট আক্রমণকারীরই বুকের দিকে, হাতের চাপে ওকে বসতে বাধ্য করল হাঁটু মুড়ে। ছোরাটা এখন ঠেকে আছে ওরই বুকের ওপর হৃৎপিণ্ড বরাবর। দম আটকে পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন সবাই। আক্রমণকারীর দুচোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর ছোরার আগাটা অন্যদিকে সরিয়ে প্রচণ্ড এক থাবড়া লাগাল ওর নাকে-মুখে। জ্ঞান হারিয়ে একপাশে ঢলে পড়ল লোকটা। পায়ের কাছে পড়ে থাকা চাবুকটা তুলে নিয়ে বাকি সবার মোকাবিলা করবে বলে উঠে দাঁড়াল কাউন্ট। কিন্তু কেউ নড়ল না ওরা।

ওদিকে দুর্গন্ধময়, দূষিত পানিতে ডুব দিয়ে উঠে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর উদ্দেশে একনাগাড়ে ওই পানির চেয়েও নোংরা বিচ্ছিরি সব গালাগালি বর্ষণ করছে এখন এরকোল ফোর্টেমানি। ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে খুন না করে সে আর অন্ন স্পর্শ করবে না, কিন্তু সামনে আসার কোন লক্ষণ নেই। কাউন্টের প্রচণ্ড শক্তির নমুনা সে টের পেয়েছে, তাই নিরাপদ দূরত্বে থেকে সে মুখ চালাচ্ছে সমানে। অনুচরদের নির্দেশ দিচ্ছে ওই অহঙ্কারী লোকটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে। কিন্তু এক পা এগোবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওদের কারও মধ্যে, বরং বোঝা যাচ্ছে ওরা পালাবার জন্যে একপায়ে খাড়া। পাথুরে গ্যালারিতে দাঁড়ানো পেপ্পির গা জ্বালানো বিদ্রূপও ওদেরকে একবিন্দু স্পর্শ করছে না।

কিছু একটা করার জন্য গন্‌ৎসাগাকে বলে যখন কাজ হলো না, ভ্যালেনটিনা নিজেই এগিয়ে এলো। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সাহসের, তারপর পাশ ফিরে চিৎকাররত এরকোলকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল, শেষে সৈনিকদের দশ হাতের মধ্যে গিয়ে এরকোলকে দেখিয়ে হুকুম দিল, 'গ্রেপ্তার করো ওকে!'

হুকুম শুনে মুহূর্তে চমকে চুপ হয়ে গেল এরকোল। ওর অনুচররা অনিশ্চিত

বইঘর.কম

ভঙ্গিতে এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু অনিশ্চয়তা দূর হয়ে গেল ম্যাডোনার পরবর্তী নির্দেশে।

'ওকে বন্দী করে গার্ডরুমে নিয়ে যাও! তা নইলে ওকে সহ তোমাদের সবাইকে দূর করে দেব আমি আমার দুর্গ থেকে!' কথাটা সে এমন ভঙ্গিতে বলল, যেন একশো সশস্ত্র লোক রয়েছে ওর ইঙ্গিতের অপেক্ষায়, আঙুল নাড়ালেই বের করে দেবে ওদের সবাইকে।

ভ্যালেনটিনার পিছনে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে গন্ৎসাগা, ঠোঁট কামড়াচ্ছে। তার পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো দীর্ঘ, সুপুরুষ ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো। তার পাশে ল্যাঞ্চিওট্টো। যেন এই কজনই ওদের সবাইকে দুর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। www.boighar.com

সৈন্যদের দ্বিধা করতে দেখে ভ্যালেনটিনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। গমগমে গলায় বলল, 'তোমরা লেডি ভ্যালেনটিনার নির্দেশ শুনেছ। এবার তোমাদের সিদ্ধান্ত শোনা যাক। এ আদেশ তোমরা পালন করবে, না কি অমান্য করবে? এখনই না নিলে পরে আর সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পাবে না। যদি ওঁর আদেশ মানতে না চাও, ওই দেখো, ব্রিজটা নামানো আছে এখনও, সোজা বিদায় হয়ে যাও ওই পথে।'

গন্ৎসাগার গাটা জ্বলে গেল কাউন্টের বক্তব্য শুনে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, যেমন করে হোক আজই এই লোকটাকে দুর্গ থেকে বিদায় করতে হবে। এই লোকটা আসার পর একেবারে ম্লান হয়ে গেছে তার ব্যক্তিত্ব। সবাই পদে পদে টের পাচ্ছে ওর অক্ষমতা। মনে মনে চাইছে সে সৈন্যরা এই লোকটিকে পাত্তা না দিক।

কিন্তু সৈন্যরা এর হাতে মার খেলেও বুঝতে পেরেছে সিংহের সাহস রয়েছে এর বুকে, সত্যিকারের বীর একজন, একে উপেক্ষা করা যায় না। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ গুজুর গুজুর করল ওরা, তারপর ওদের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিল:

'মাননীয় স্যার, নিজেদের ক্যাপটেনকে গ্রেপ্তার করতে বলা হচ্ছে আমাদের।'

'তা ঠিক, তবে তোমাদের ক্যাপটেন তোমাদের মতই এই ভদ্রমহিলার বেতনভুক কর্মচারী। তোমাদের সর্বাধিনায়ক তিনিই। তাঁর আদেশ পেলে ক্যাপটেনকে গ্রেপ্তার করায় কোনও বাধা নেই।' এই কথাতেও ওদের দ্বিধা কাটছে না দেখে টোপ দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আজকের ঘটনায় দেখা যাচ্ছে দায়িত্ব পালনের কোনও যোগ্যতা নেই ওই লোকটার। বিচারে যদি তাই সাব্যস্ত হয়, তাহলে ওর শূন্য স্থান পূরণের জন্যে তোমাদের কাউকে হয়তো দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।'

আর দ্বিধা থাকল না কারও। এরকোলের পদ ও বেতনের টোপ ওদের কাছে খুবই লোভনীয়। চৌবাচ্চার ধারে গিয়ে দাঁড়াল ওরা, উঠে আসতে বলল ভিজে চুপসে যাওয়া এরকোলকে।

অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তনে ভড়কে গেছে এরকোল। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে, নড়ল না একচুলও। সহজ ভঙ্গিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। এগিয়ে গিয়ে একজনকে আদেশ দিল সে, 'যাও, তীর-ধনুক নিয়ে এসো। উঠে না

এলে এঁফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে বদমাশটাকে। তারপর তুলে আনা যাবে লাশ।'

মুহূর্তে ভাবের পরিবর্তন এসে গেল এরকোলের মধ্যে। দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি প্রার্থনা করছে এখন। কিনারার দিকে আসতে আসতে অভিযোগ করছে, ডুবে যদিও মরেনি, পচা পানির বিষক্রিয়ায় ভয়ানক কোনও রোগ হয়ে গেছে ওর।

এই ঘটনাতেই চোখ খুলে গেল ভ্যালেনটিনার। বুঝে নিল কাদেরকে সংগ্রহ করেছে গন্‌ৎসাগা, কাদের ওপর ভরসা করেছে সে দুর্গরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে। যাই হোক, ফ্র্যাঞ্চেস্কোর জন্যে একটা ঘর ঠিক-ঠাক করার নির্দেশ দিল সে, অনুরোধ করল তাকে কয়েকটা দিন এই দুর্গে কাটিয়ে যাবার জন্যে। বলল, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে কিছুটা সময় তার দরকার। আজই প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের উপদেশ কামনা করবে সে: পালিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে, না কি এখানে থেকেই মোকাবিলা করবে জিয়ান মারিয়ার।

দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় লায়ন'স টাওয়ারের নিচে চমৎকার একটা ঘর দেয়া হলো কাউন্টকে।

পনেরো

দুপুরে এত রকম সুস্বাদু খাবার পরিবেশিত হলো যে অবাক হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ফ্রা ডোমেনিকোর রান্নার হাত চমৎকার। তাছাড়া সময় পেলেই সে তাজা মাছ ধরে আনে নদী থেকে, ফাঁদ পেতে ধরে আনে খরগোশ। এদের আচরণ দেখে মনেই হয় না কাকার সিদ্ধান্ত অমান্য করে পালিয়ে এসেছে এখানে, মনে হচ্ছে পিকনিকে এসেছে। খেতে খেতে হাসি-গল্পে মেতে উঠেছে সবাই।

খাওয়া শেষ হলে গন্‌ৎসাগার অনুরোধে হল রুমে শুরু হলো বিচার অনুষ্ঠান। ফ্র্যাঞ্চেস্কো নিজের কোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু ভ্যালেনটিনা অনুরোধ করল ওকে, যেন বিচারের সময় পাশে থেকে তাকে অভিজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে। লোক পাঠানো হলো বন্দী ফোর্টেমানিকে হাজির করার জন্যে।

দুর্গে পৌঁছানোর পর থেকে বেয়াড়া লোকটা ড্যাম কেয়ার ভাব দেখিয়ে, আদেশ অমান্য করে এবং আরও নানান ভাবে বিরক্ত করেছে গন্‌ৎসাগাকে। এই সুযোগে তার শোধ তুলবে বলে মনে মনে স্থির করেছে গন্‌ৎসাগা। সোজাসাপ্টা নিজের মত প্রকাশ করল সে, 'বিচার আবার কি? এক্ষুণি ঝুলিয়ে দেয়া উচিত বদমাশটাকে। আমরা সবাই নিজ চোখে দেখেছি ওর অবাধ্যতা। একটাই শাস্তি হতে পারে এর–ফাঁসী।'

'কিন্তু বিচারের কথাটা তো তুমিই তুলেছ,' বলল ভ্যালেনটিনা।

'না, ম্যাডোনা, আমি রায় ঘোষণার কথা বলেছি। তুমি মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে এর মধ্যে টেনে আনায় ব্যাপারটাকে বিচারের মত দেখাচ্ছে।'

'তুমি দেখছি রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছ, গন্‌ৎসাগা!' ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরে

বইঘর.কম

বলল, 'আপনারও কি এই মত, স্যার? ক্যাপিটানের বক্তব্য না শুনেই, বিনা বিচারে ওকে ফাঁসী দিয়ে দেয়া উচিত? অবশ্য আপনি সায় দিলে আমি খুব অবাক হব না, আপনার যে রুদ্র মূর্তি দেখেছি তখন! ও যা করেছে তারপর ওর প্রতি নরম মনোভাব আপনার না থাকারই কথা।'

ফ্র্যাঞ্চেস্কোর উত্তর অবাক করল ওদের দুজনকেই।

'ঠিকই ধরেছেন। তবে, তারপরেও, আমার ধারণা সুপরামর্শ দেননি মেসার গন্‌ৎসাগা। ফোর্টেমানি জানে কঠিন শাস্তি হতে চলেছে ওর। এখন যদি ওর প্রতি দয়া দেখান, ভবিষ্যতে ওকে একান্ত অনুগত ভৃত্য হিসেবে পাবেন। ওর ধরনটা আমার জানা আছে।'

'আমরা যা জানি, সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো তা জানেন না বলেই এ কথা বলছেন,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'এখুনি একটা দৃষ্টান্তমূলক কিছু না করলে ওদের আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না, কেউ আর একটা কথাও শুনবে না আমাদের।'

'দৃষ্টান্ত, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ক্ষমা ও দয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন।'

এই কথার পিঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল গন্‌ৎসাগা, বাধা দিল ভ্যালেন্‌টিনা।

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে,' বলল সে। 'আগে ওর কথা শোনা যাক। আপনার পরামর্শ আমার পছন্দ হচ্ছে, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো। গন্‌ৎসাগার কথাতেও যুক্তি আছে। তবে এ ধরনের অপরাধে কারও মৃত্যুর দায় কাঁধে না নিয়ে আমি ক্ষমার দিকেই ঝুঁকব বলে মনে হচ্ছে। এই যে, আসছে, বিচার করে দেখা যাক। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে কাজটা করে এখন অনুশোচনায় ভুগছে লোকটা।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল গন্‌ৎসাগা, ভ্যালেনটিনার ডান পাশে একটা চেয়ারে বসল। ফ্র্যাঞ্চেস্কো দাঁড়িয়ে থাকল ভ্যালেনটিনার বাম পাশে।

পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় দুজন সেন্ট্রির মাঝখানে শ্লথ পায়ে হেঁটে আসছে ফোর্টেমানি। মুখ-চোখ মলিন। বিচার সভায় ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখে বুঝে নিয়েছে সে, আজ তার আর নিস্তার নেই, সামান্যতম ছাড় পাবে না সে এই লোকের কাছে।

ভ্যালেনটিনার ইঙ্গিতে শুরু করল গন্‌ৎসাগা।

'কি দোষ করেছ ভাল করেই জানা আছে তোমার,' বলল সে। 'কেন তোমাকে ফাঁসীতে ঝোলানো হবে না, তার কোনও কারণ দেখাতে পার, বদমাশ?'

চমকে তাকাল ফোর্টেমানি। গন্‌ৎসাগার মত দুর্বল চরিত্রের, মেয়েলি স্বভাবের মানুষ যে এত প্রবল উষ্মা প্রকাশ করতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি। ঘৃণা ফুটে উঠল ওর দুচোখে, পরমুহূর্তে বেপরোয়া একটুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। তাই দেখে লাল হয়ে উঠল গন্‌ৎসাগার ফর্সা গাল।

'একে নিয়ে গিয়ে এক্ষুণি...'

'না, না, গন্‌ৎসাগা, ভুল করছ তুমি,' বাধা দিল ভ্যালেনটিনা। 'রায় আমি দেব। তার আগে অবশ্যই প্রশ্ন করব ওকে। মেসার ফোর্টেমানি, তোমাকে ক্যাপটেনের সম্মানজনক ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়েছিল; আশা করা গিয়েছিল তুমি ও তোমার লোকজন নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব

পালন করবে। তা না করে আজ সকালে আমার মেহমানের অনুচরের উপর দলবল নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছ তুমি, আর একটু হলেই খুন করে ফেলতে। এ সম্পর্কে কি বলার আছে তোমার?'

মাথা নিচু করে গোমড়া মুখে জবাব দিল ও: 'আমি তো একা করিনি।'

'তা ঠিক, আরও বিশজনকে সঙ্গে নিয়েছিলে। যেখানে তোমার দায়িত্ব ছিল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না দেয়া, সেখানে তুমি আরও উস্কে দিয়েছ সবাইকে। নেতৃত্বে কে ছিল, মেসার ফোর্টেমানি? তুমি, না ওরা? ক্যাপটেন হিসেবে দায় দায়িত্ব এড়াতে পার না তুমি।'

'ওরা বুনো লোক, মাই লেডি।'

'এবং তোমারই নির্বাচিত ও নিযুক্ত। দেখো, এরই মধ্যে দুই-দুইবার মেসার গন্‌ৎসাগা সাবধান করেছে তোমাকে, মদ খেয়ে রাত-বিরেতে হৈ-হল্লা করতে বারণ করেছে, পাশা খেলতে গিয়ে মারপিট করা থেকে ওদের বিরত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কান দাওনি তুমি, বরং আজ বিনা উস্কানিতে নিরীহ এক লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ সবাইকে নিয়ে।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল দৈত্য। অনেকক্ষণ পর মিন-মিন করে বলল, 'ম্যাডোনা, এই রকম একটা দলের কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারেন? মেসার গন্‌ৎসাগা আমাকে বলেছেন, জনা কুড়ি লোক সংগ্রহ করতে হবে প্রায়-অবৈধ একটা কাজের জন্যে। আমি এদের জড়ো করেছি। বলতে পারেন, কোন্ সৈন্যদলে হৈ-হল্লা নেই? তাছাড়া মদের কথা বলছেন, আমি কি করব, সেটা তো সরবরাহ করছেন স্বয়ং মেসার গন্‌ৎসাগা।'

'মিথ্যুক, কুকুর কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা। 'তোদের জন্যে এনেছি আমি মদ? না ম্যাডোনার ডিনার টেবিলে পরিবেশনের জন্যে আনা হয়েছে ওগুলো?'

'কিন্তু পৌঁছে গেছে ওদের হাতে,' বলল দৈত্য। ভ্যালেনটিনার দিকে ফিরল আবার, 'মাই লেডি, এটা আমি দোষের বলে মনে করি না। একটু-আধটু মদ খেলে কি হয়? কাজের সময় দেখবেন আপনার জন্যে একশোবার প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবে না এদের কেউ।'

'কিন্তু একশোটা তো নেই,' টিটকারির সুরে বলল গন্‌ৎসাগা, 'একটাই মাত্র প্রাণ। তাই ওটা ব্যয় করতে রাজি নয় কেউ!'

'না, এইখানে অন্যায় হচ্ছে আপনার,' গম্ভীর কণ্ঠে প্রতিবাদ করল ফোর্টেমানি। 'আমি এটুকু বলতে পারি: শক্ত একজন নেতা দিন, যে উৎসাহ যেমন দেবে তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করবে ওদের–এমন একজনের নির্দেশে সবকিছুই করবে ওরা।'

'এই তো, ফিরে এসেছ আগের প্রসঙ্গে। তুমি প্রমাণ করেছ, সে রকম নেতা তুমি নও। নিজেও অবাধ্যতা করেছ তুমি, অধীনস্থ লোকদেরও অশোভন আচরণ থেকে বিরত রাখতে পারনি। আমার মতে এর একমাত্র শাস্তি ফাঁসী। এর পেছনে আর সময় নষ্ট কোরো না, ম্যাডোনা,' ভ্যালেনটিনার দিকে ফিরল সে। 'এখনই

বইঘর.কম

দৃষ্টান্ত স্থাপনের উপযুক্ত সময়।'

'কিন্তু, ম্যাডোনা–' কিছু বলতে যাচ্ছিল ফোর্টেমানি, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর কর্কশ চেহারা, কিন্তু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল তাকে গন্‌ৎসাগা।

'কাকুতি-মিনতি করে কোনও লাভ নেই। অবাধ্যতার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

তর্ক করা বৃথা বুঝতে পেরে মাথাটা নিচু হয়ে গেল দৈত্যের, হাল ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক এমনি সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'ম্যাডোনা, মস্ত ভুল করছেন আপনার উপদেষ্টা। এই লোকের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ করছেন সেটা মোটেও ঠিক নয়। এ কোনও অবাধ্যতা করেনি।'

চোখ বড় করে চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে এরকোল ফোর্টেমানি, এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না কি বলতে চায় নবাগত লোকটা। ভ্যালেনটিনাও ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ওর দিকে।

'কি বললেন? অবাধ্যতা করেনি?'

'ইশ্‌শ্‌! সলোমন উঠে এসেছে কবর থেকে! ম্যাডোনা, ওর সঙ্গে কথা বলা বৃথা। আমরা ফোর্টেমানির বিচার করছি।'

'দাঁড়াও, গন্‌ৎসাগা। হয়তো ঠিকই বলছেন উনি।'

'এত নরম মন নিয়ে–' কথা শেষ না করে থেমে গেল রোমিও গন্‌ৎসাগা, কারণ ভ্যালেনটিনা ততক্ষণে ঘুরে বসেছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে।

'বলুন। আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলুন, প্লিজ।'

'ও কি আপনার বা মেসার গন্‌ৎসাগার বিরুদ্ধে একটা আঙুল তুলেছে কখনও, বা আপনাদের কারও আদেশ অমান্য করেছে? যদি করত, তাহলেই কেবল অবাধ্যতার প্রশ্ন উঠত। কিন্তু ও তা করেনি। ওর দোষ হয়েছে আমার চাকরের গায়ে হাত তোলা, তা মানি; কিন্তু এর জন্যে অবাধ্যতার দায় ওর ঘাড়ে চাপানো যায় না–কারণ ল্যাঞ্চিওট্টোর কাছে ও কোনরকম বাধ্যতার দায়ে আবদ্ধ নয়।'

হাঁ হয়ে গেছে দৈত্যের মুখ, গন্‌ৎসাগাকে মনে হচ্ছে কোর্তা হারানো উকিল, ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে মাথা দোলাচ্ছে ভ্যালেনটিনা–ফ্র্যাঞ্চেস্কোর অকাট্য যুক্তি ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে ওদের চিন্তাধারায়। এরপরেও বেশ কিছুক্ষণ তর্ক চলল, ফোর্টেমানি ও ফ্র্যাঞ্চেস্কো–দুজনের বিরুদ্ধেই বিষোদ্গার করল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু নিজের মত থেকে একচুল নড়ল না কাউন্ট। সবার কথা শেষ হলে কাঁধ ঝাঁকাল ভ্যালেনটিনা, মন স্থির করে ফেলেছে সে, ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে অনুরোধ করল বিচারের রায় ঘোষণা করতে।

'আপনি কি সত্যিই তাই চান, ম্যাডোনা?' অপরিচিত এক লোকের ওপর ভ্যালেনটিনা এত বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছে দেখে অবাক হয়েছে সে।

'হ্যাঁ, তাই চাই। আপনি যা ভাল বোঝেন, যেটা উচিত মনে করেন, নিশ্চিন্তে সেই রায় দিন–আমি সেটা সমর্থন করব।'

সেন্ট্রি দুজনের দিকে ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।'

'পাগল হয়ে গেছে লোকটা!' বলল গন্‌ৎসাগা। হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা করল সে, 'ম্যাডোনা, ওর কথা শুনো না!'

'চুপচাপ দেখে যাও, কি হয়,' বলল ভ্যালেনটিনা।

'ও থাক, তোমরা এবার যাও,' হুকুম দিল কাউন্ট। ওরা চলে গেল, বোকাবোকা চেহারা নিয়ে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকল বাঁধনমুক্ত ফোর্টেমানি।

'আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো, মেসার ফোর্টেমানি,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ধমকের সুরে। 'কাপুরুষের মত একটা কাজ করে বসেছ তুমি। বিশ্বাসই হতে চায় না একজন সত্যিকারের সোলজার এই কাজ করতে পারে। যাক, আমার হাতে যা শাস্তি পেয়েছ, আমার ধারণা সেটাই তোমার জন্যে যথেষ্ট, ওতেই তোমার লজ্জা আসা উচিত। নিজের লোকেদের কাছেই তোমার সম্মান এখন ধুলোয় মিশে গেছে। যাও, সে সম্মান আবার অর্জন করে নেয়ার চেষ্টা করো গিয়ে। লক্ষ রাখবে ভবিষ্যতে যেন আবার কখনও মাথা হেঁট করতে না হয়। ফাঁসী হতে হতেও বেঁচে যাচ্ছ–এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে তোমার। দেখলে তো, বিপদের সময় তোমার অনুচর কেউ তোমার পাশে থাকল না। কারণটা কি? ওদের চোখে তোমার কোনও সম্মান নেই, সেটা অর্জন করতে পারনি তুমি। ওদের সঙ্গে ইয়ার-দোস্তের মত মদ খেয়েছ, আর বড় বড় বোলচাল মেরেছ এতদিন; নিজেকে একটু সরিয়ে রেখে সম্মানের আসনে তোলার চেষ্টা করনি।'

'মাই লর্ড, বুঝতে পেরেছি আমি,' মিন মিন করে বলল দৈত্য।

'তাহলে যাও, নেতৃত্ব ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে তোমাকে। ওদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা আর আনুগত্য ফিরিয়ে আনাই তোমার প্রথম কাজ। আমার বিশ্বাস তোমার অপরাধ এবারের মত নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন ম্যাডোনা ও মেসার গন্‌ৎসাগা। তাই না, ম্যাডোনা? তাই না, মেসার গন্‌ৎসাগা?'

অন্তর থেকে স্পষ্ট অনুভব করছে ভ্যালেনটিনা, আগন্তুক নাইট যা করছে সেটাই ঠিক, তাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আশ্বস্ত করল ফোর্টেমানিকে যে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। গন্‌ৎসাগাও কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়ে প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুসরণ করল ম্যাডোনাকে।

আবেগে কাঁপছে ফোর্টেমানি। নিচু হয়ে ঝুঁকে অভিবাদন করল বিচারকমণ্ডলীকে। তারপর এগিয়ে এসে ভ্যালেনটিনার সামনে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে সবিনয়ে চুম্বন করল তার গাউনের হেম।

'কথা দিচ্ছি, প্রাণ দিয়ে হলেও আপনার এই ক্ষমার মর্যাদা আমি রক্ষা করব, ম্যাডোনা। আর আপনারও, মাই লর্ড,' চোখ তুলে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর শান্ত মুখের দিকে চাইল সে। 'দেখবেন, এজন্যে কোনদিন আপনাদের পস্তাতে হবে না।' অসন্তুষ্ট গন্‌ৎসাগার দিকে পলকের জন্য তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল সে। উঠে দাঁড়িয়ে আবার একবার বাউ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনার তুবড়ি ছুটাল গন্‌ৎসাগা, আক্রমণের লক্ষ্য ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কিন্তু মাঝপথে থামিয়ে দিল ওকে ভ্যালেনটিনা।

'বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ তুমি, গন্‌ৎসাগা। কেন ভুলে যাচ্ছ, যা করা

বইঘর.কম

হয়েছে সেটা আমার সমর্থন ও অনুমোদন নিয়েই হয়েছে। আর এটাই যে ঠিক তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'সন্দেহ নেই? নিঃসন্দেহ, নিশ্চিন্ত...বাহ্! তুমি বুঝতে পারছ না, প্রথম সুযোগেই ও প্রতিশোধ নেবে আমাদের উপর।'

'মেসার গন্‌ৎসাগা,' অত্যন্ত নরম, বিনীত কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আমি বয়সে আপনার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়, অনেক যুদ্ধ দেখেছি, এই ধরনের মানুষও দেখেছি অনেক। এসব লোকের গাল-গল্প, বড়াই, আত্মপ্রশংসা আর ঝগড়া-ফ্যাসাদের আড়ালে একজন সাহসী বীরও থাকে। আজ ক্ষমা পেল লোকটা, আমি জানি এই মুহূর্ত থেকে মোন্না ভ্যালেনটিনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে সে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আমি জানি, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁটে কামড় দিল গন্‌ৎসাগা। তারপর বলল, 'হয়তো। হয়তো আমার ধারণা ভুল। ভুল হলেই ভাল।'

ষোলো

দুপুরে ব্যারাকে ফিরে প্রচুর টিটকারির সম্মুখীন হয়েছিল ফোর্টেমানি, কিন্তু গায়ে মাখেনি। কোন কিছুই মনের মধ্যে বেশিক্ষণ পুষে রাখা ওর স্বভাব নয়। বিপদ কেটে যেতেই খুবই দ্রুত হালকা হয়ে গেছে মন। বন্দী হওয়ার অসম্মানও তাকে তেমন স্পর্শ করেনি, দিব্যি মহিলাদের মন জয়ের চেষ্টায় হাসি-তামাশা করছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু মানুষটা যে ভিতরে ভিতরে বদলে গেছে, তা টের পাওয়া গেল সাপারের পর খাবার টেবিলে বসে যখন ভ্যালেনটিনা, গন্‌ৎসাগা আর ফ্র্যাঞ্চেস্কো দুর্গত্যাগের বিষয় নিয়ে আলাপ করছে তখন তাকে ধেয়ে আসতে দেখে।

দুপুরে কিল-ঘুসি মেরে জবাব দিয়েছে সে বিদ্রূপের, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে দলের, সারাদিন পালা করে পাহারা দিয়েছে ওরা, টহল দিয়েছে দুর্গের চারপাশে। কিন্তু রাতে মদ্যপান করে টাল-মাটাল অবস্থায় হৈ-হল্লা করছে সবাই, কেউ আর বিছানায় যেতে রাজি হচ্ছে না। ধমক-ধামকে কাজ না হওয়ায় ছুটে এসেছে সে নালিশ জানাতে।

ব্যাপারটা সামাল দেয়ার জন্যে গন্‌ৎসাগাকে অনুরোধ করল ভ্যালেনটিনা। এরকোলকে নিয়ে ছুটল গন্‌ৎসাগা। মোন্না ভ্যালেনটিনা যে ভাবছে এসব পুরুষালি ঝামেলা সামলানোর ক্ষমতা তার আছে, তাতেই সে খুশি। কিন্তু ব্যারাকে গিয়েই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল বেচারা।

কেউ তো তার কথা শুনলই না, ফ্র্যাঞ্চেস্কোর অনুকরণে সে যখন কড়া কথা

বলার চেষ্টা করল তখন হেসেই খুন হয়ে গেল সবাই—এরকোলও আড়ালে না হেসে পারল না। ওর চিকন গানের গলা নকল করে ভেঙালো ওরা, দু-চারটে নরম-গরম গালিও বর্ষিত হলো, তারপর যখন দুই-একজন উঠে দাঁড়াল, তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে ফোর্টেমানিকে পাশ কাটিয়ে প্রায় দৌড়ে ফিরে এলো সে খাবার ঘরে।

ওর মুখে সব শুনে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরল ভ্যালেনটিনা। ও তখন চুপচাপ জানালা দিয়ে নিচে চন্দ্রালোকিত বাগান দেখছে।

'আপনি কি...' অনুরোধ করতে গিয়েও গন্‌ৎসাগার অসম্মান হবে ভেবে থেমে গেল ভ্যালেনটিনা।

www.boighar.com

পিছন ফিরে হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি, ম্যাডোনা। মেসার গন্‌ৎসাগা যখন সফল হননি, আমারও পারার সম্ভাবনা কম। তবে মনে হচ্ছে ওঁর ধমকে নিশ্চয়ই ওরা কিছুটা ভয় পেয়েছে, আমার কাজ হয়তো ততটা কঠিন না-ও হতে পারে। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ফ্র্যাঞ্চেস্কো বেরিয়ে যেতেই গন্‌ৎসাগাকে ভ্যালেনটিনা বলল, 'দেখো, ও ঠিকই পারবে। যোদ্ধা লোক, ওদের হাড়ে হাড়ে চেনে। এমন কিছু করবে যাতে ওরা ওর হুকুম না মেনে পারবে না।'

'পারলে তো ভালই,' বিমর্ষবদনে বলল গন্‌ৎসাগা। 'তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ও কেন, কেউই এখন মাতালগুলোকে সামলাতে পারবে না।'

মিনিট দশেক পর ধীর পায়ে ফিরে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ওরা দুজনই খেয়াল করল, আর কোন হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে না ব্যারাক থেকে।

'কি করে?' জানতে চাইল ভ্যালেনটিনা। 'কি করে থামালেন ওদের?'

'প্রথমে কিছুটা অসুবিধে হয়েছে, তারপর মেনে নিয়েছে ওরা,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। পশুদের কাবু করতে পশুশক্তি প্রয়োগ করতে হয়,' গন্‌ৎসাগার দিকে ফিরে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ওরা জানে আপনি ভদ্র, নিরীহ সভাসদ, ওদের গায়ে হাত তুলবেন না, তাই অত সাহস দেখিয়েছিল।'

'আপনি ওদের গায়ে হাত তুলেছেন?' জিজ্ঞেস করল গন্‌ৎসাগা।

'সে এক দেখার মত ব্যাপার,' বলে উঠল পেপ্পিনো। 'কিছুতেই কথা শুনবে না, বদ্ধ মাতাল হয়ে আছে ওরা। একজন তো তেড়ে এসেছিল মারবে বলে। সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো ওকে মাথার ওপর তুলে একটা আছাড় দিতেই ঠাণ্ডা। যখন ফোর্টেমানিকে হুকুম দিলেন ওকে পাতাল-ঘরে আটকে রাখতে, তখন সুড়সুড় করে সবাই বিছানায় গিয়ে উঠেছে।'

প্রশংসা ফুটে উঠল ভ্যালেনটিনার দৃষ্টিতে। 'আপনি অনেক যুদ্ধ করেছেন, স্যার!' প্রশ্ন ও মন্তব্যের মাঝামাঝি সুরে বলল সে

'তা করেছি, ম্যাডোনা।'

সুযোগ বুঝে চট্ করে প্রশ্ন করল গন্‌ৎসাগা, 'কিন্তু আপনার নামটা কোথাও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না?'

চট করে বুঝে ফেলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, নিজের পরিচয় দেয়াটা এখন বুদ্ধিমানের

বইঘর.কম

কাজ হবে না। ভ্যালেনটিনা যদি জানতে পারে ও জিয়ান মারিয়ার আপন মামাতো ভাই; তাহলে নানান সন্দেহ এসে ভিড় করবে তার মনে। তা যদি না-ও করে তার কান ভারি করার জন্যে তো সদাপ্রস্তুত হয়েই আছে রোমিও গন্‌ৎসাগা। সবাই জানে, কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা জিয়ান মারিয়ার প্রিয়পাত্র, তাকে যে নির্বাসন দেয়া হয়েছে সে-সংবাদ উরবিনোতে পৌঁছানোর আগেই ভ্যালেনটিনা পালিয়েছে ওখান থেকে। এখন ওসব কথা বলতে গেলে ওকে স্পাই বলে ধরে নেয়া হবে, নির্বাসনের গল্প মনে হবে বানোয়াট।

'আমার নাম তো মনে হয় বলেছি আপনাকে—যাক, আবারও বলছি, আমার নাম ফ্র্যাঞ্চেস্কো।'

'নামের বাকি অংশটা?' কৌতূহল চিকচিক করছে ভ্যালেনটিনার চোখের তারায়।

'তা আছে, তবে প্রথমটার এত কাছাকাছি যে ওটা আর উচ্চারণ করি না। আমি ফ্র্যাঞ্চেস্কো ফ্র্যাঞ্চেস্কি, একজন ভ্রাম্যমাণ নাইট।'

'এবং একজন সত্যিকার নাইট,' মিষ্টি হেসে বলল ভ্যালেনটিনা, 'আমি যতদূর জানি।'

গা-টা জ্বলে গেল গন্‌ৎসাগার। বলল, 'এই নাম শুনিনি কোনদিন। আপনার বাবা···?'

'টুসকানির সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোক।'

'তবে রাজসভার কেউ নন, তাই না?' আঁটি ভেঙে শাঁস খেতে চাইছে গন্‌ৎসাগা। কিন্তু নিরাশ হলো।

'না-না, উনি রাজসভাতেই আছেন,' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

এবার অন্য দিক থেকে খোঁচাবার চেষ্টা করল সে। 'আর আপনার মা···?'

রক্ত সরে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মুখ থেকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আপনার মায়ের চেয়ে অনেক-অনেক উঁচু ঘরে জন্মেছেন তিনি।' কথা শুনে খিক-খিক করে হেসে উঠল পেপ্পিনো।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গন্‌ৎসাগা, জ্বলন্ত দুই চোখ ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে। স্থির, তির্যক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে ফ্র্যাঞ্চেস্কো। এসব কিছুই খেয়াল করেনি ভ্যালেনটিনা, আপন মনে ছিল; হঠাৎ বুঝতে পারল কি যেন ঘটে গেছে।

'আরে! কি হলো? কে কি বললেন যে চোখে-চোখে যুদ্ধ বেধে গেল আপনাদের?'

'সামান্য কথাতেই রেগে উঠছেন উনি,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'মনে হচ্ছে অনেক কিছুই আছে ওঁর গোপন করার। ওঁর পরিচয় সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করলেই কেউটে সাপের মত ফোঁস করে ওঠেন।'

'ছি, গন্‌ৎসাগা! এসব কি বলছ তুমি? বোধ-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে তোমার? আসুন, স্যার, আপনারা দুজনেই আমার বন্ধু, আপনারা পরস্পরের বন্ধু হতে পারলে আমি খুব খুশি হবো। দয়া করে আমাদের গন্‌ৎসাগার কথায় কিছু মনে

করবেন না। মেজাজ যেমনই হোক, মনটা ওর খুবই ভাল।'

'বেশ তো, আপনি যখন বলছেন,' মুহূর্তে ভুরু জোড়া সোজা হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। 'উনি যদি বলেন যে ওঁর কথার পিছনে কোন বিদ্বেষ ছিল না আমিও বলব সেকথা।'

বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে টের পেয়েছে গন্‌ৎসাগা, ঝটপট আপোষ করে নিল সে। কিন্তু বিতৃষ্ণা তার বাড়ল বই কমল না। ফ্র্যাঞ্চেস্কো বিদায় নেয়ার পর ভ্যালেনটিনার কাছে বিদায় চাইতে গিয়ে বেরিয়ে এলো ওর মনের কথা।

'ম্যাডোনা, লোকটাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করো না!' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল ভ্যালেনটিনার। 'কেন বলো তো?'

'জানি না কেন, কিন্তু অন্তর থেকে টের পাচ্ছি!' নিজের হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রাখল সে। 'ও যদি স্পাই না হয়, আমার নাম বদলে রেখো।'

'তোমার মাথাটা বিগড়ে গেছে আজ,' বলল ভ্যালেনটিনা। 'যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে, গন্‌ৎসাগা। সেঁটে এক ঘুম দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। পেপ্পিনো, আমার বান্ধবীদের ডাকো।'

ঘরে একা হয়ে যেতেই কাছে চলে এলো গন্‌ৎসাগা। সারাটা দিন ঈর্ষার দংশনে সত্যিই পাগল-দশা হয়েছে ওর। রক্তশূন্য মুখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে, 'যা ভাল বোঝো করো, ম্যাডোনা। কিন্তু আগামী কাল আমরা দুর্গ ছেড়ে চলে যাই, বা এখানেই থাকি–ওই লোক আমাদের সঙ্গে থাকছে না!'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ভ্যালেনটিনা। বিরক্ত। বলল, 'সেটা নির্ভর করে আমার বা ওঁর ওপর, তোমার ওপর নয়, গন্‌ৎসাগা।'

শ্বাস টানল গন্‌ৎসাগা, আরও কাছে সরে এলো, তারপর ফ্যাঁসফেঁসে, কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'সাবধান, ম্যাডোনা! এই অজানা, অচেনা, পরিচয়হীন লোকটা যদি তোমার-আমার মাঝে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, কসম খোদার, খুন করব আমি ওকে। সাবধান! কথাটা জানিয়ে রাখলাম তোমাকে!'

দরজা খুলে যেতেই সরে গেল গন্‌ৎসাগা, মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করে মহিলাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চট করে বসে পড়ল ভ্যালেনটিনা একটা জানালার গোবরাটে। রাগে কাঁপছে বুকের ভিতরটা। এই প্রথম নিজের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে জানাল গন্‌ৎসাগা। অথচ ওকে চাকরবাকরদের একজনের বেশি কখনও ভাবেনি ও। পরিষ্কার বুঝতে পারছে এখন, লোকটাকে এত বেশি পাত্তা দেয়া ঠিক হয়নি, দূরত্ব বজায় রাখা উচিত ছিল।

বইঘর.কম

সতেরো

'উঠে পড়ুন, মাই লর্ড! জলদি উঠুন! ঘিরে ফেলেছে আমাদের!'

ল্যাঞ্চিওট্টোর চিৎকারে ঘুম ভাঙলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। লাফিয়ে উঠে দরজা খুলল ও। জানা গেল, রাতেই পৌঁছে গেছে জিয়ান মারিয়া, রোক্কালিয়ন দুর্গের সামনের মাঠে তাঁবু ফেলেছে।

সব শোনার আগেই দৌড়ে এলো একজন পরিচারক, এক্ষুণি তার সঙ্গে দেখা করতে চায় মোন্না ভ্যালেনটিনা, গ্রেট হলে অপেক্ষা করছে সে তার জন্য। দ্রুত পোশাক পরে নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, ল্যাঞ্চিওট্টোকে সঙ্গে আসতে বলে রওনা হলো গ্রেট হলের দিকে।

অনুচরকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। দেখল, ফোর্টেমানির সঙ্গে কথা বলছে ভ্যালেনটিনা। পায়চারি করছে, উত্তেজনার এইটুকুই প্রকাশ পাচ্ছে; চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখে হাসল সে, যেন ও তার কতদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু। পরমুহূর্তে অনুশোচনার মত দেখাল হাসিটা।

'আপনিও আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন, স্যার। আমার বোধহয় গতকালই আপনাকে ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল। শুনেছেন নিশ্চয়ই, ঘেরাও হয়ে গেছি। এখন জিয়ান মারিয়া সরে না যাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় নেই। কাজেই একটাই পথ আমার সামনে, এখানে থেকেই আক্রমণ প্রতিহত করা, যুদ্ধ করা।'

'একজন সত্যিকার সাহসী মহিলা হিসেবে সবার শ্রদ্ধা আপনার প্রাপ্য। অনেকে আপনার এ সিদ্ধান্তকে হয়তো পাগলামি বলবে, তবে আমার ধারণা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি। আপনার এ পাগলামিতে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।'

'কিন্তু আপনার ওপর তো আমার কোনও অধিকার নেই। কোন্ অধিকারে আপনাকে আমি…'

'একজন সত্যিকার নাইটের ওপর যে-কোনও বিপদগ্রস্ত মহিলার অধিকার আছে, ম্যাডোনা। তাছাড়া ডিউক জিয়ান মারিয়ার বিরুদ্ধে আপনাকে রক্ষার কাজে অস্ত্র ধরতে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করব। খুশি মনেই আপনাকে সাহায্য করব আমি। আমাকে সঙ্গে নিলে এ লড়াইয়ে দেখবেন আপনার অনেক উপকার হবে।'

'ওঁকে রোক্কালিয়নের প্রোভোস্ট করুন, ম্যাডোনা,' অনুরোধ করল ফোর্টেমানি। ওর ধারণা, কথার জাদু দিয়ে যে-লোক সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে কাউকে ছিনিয়ে আনতে পারে, তার অসাধ্য কিছুই নেই।

'শুনলেন ওর কথা?' আগ্রহ ভরে ওর মুখের দিকে চাইল ভ্যালেনটিনা। 'আপনি দায়িত্বটা নেবেন?'

'এটা মস্ত এক সম্মানজনক দায়িত্ব, ম্যাডোনা। আপনি যদি আস্থার সঙ্গে আমার হাতে এ-দায়িত্ব অর্পণ করেন, সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি যাতে আপনার মুখ রক্ষা হয়।'

এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করল গন্‌ৎসাগা। তাড়াহুড়োয় উল্টোপাল্টা পোশাক পরে ছুটে এসেছে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে একবার ভুরু কুঁচকে চেয়ে লম্বা করে কুর্নিশ করল ভ্যালেনটিনাকে।

'সর্বনাশ হয়েছে, ম্যাডোনা! উৎকণ্ঠায় আমার...'

ওকে থামিয়ে দিল ভ্যালেনটিনা। বলল, 'অত ঘাবড়ে যাওয়ার কি আছে? আমরা তো এ সম্ভাবনার কথা জানতামই, তাই না?'

'কিন্তু আমি তো ভাবতেও পারিনি, নিজেকে এভাবে হাস্যাস্পদ করবে জিয়ান মারিয়া। বিয়ে করার জন্যে দুর্গ আক্রমণ...'

'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো সংবাদ আনার পরও তুমি ভাবছিলে কিছুই হবে না?' পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বুলিয়ে নতুন দৃষ্টিতে দেখল ওকে ভ্যালেনটিনা। 'অথচ উরবিনো থেকে পালাবার সময় তো খুব যুদ্ধংদেহী ভাব দেখিয়েছিলে। মস্তবড় বীর! এখন সত্যিকার বিপদ দেখে জান উড়ে গেল?'

কথাগুলো গন্‌ৎসাগার কলজেয় গিয়ে আঘাত করল। আঘাত দেয়ার জন্যেই বলেছে ভ্যালেনটিনা। গতরাতের বাড়াবাড়ি সে ক্ষমা করতে পারেনি। স্থির করেছিল সুযোগ পেলেই শায়েস্তা করবে, চোখে আঙুল দিয়ে ওকে দেখিয়ে দেবে ওর অযোগ্যতা। লোকটার নতুন রূপ দেখে গোটা পরিকল্পনার পিছনে ওর দুষ্টবুদ্ধির আভাস টের পেয়েছে সে, ফলে প্রচণ্ড রাগে টগবগ করে ফুটছে ওর ভেতরটা, দোষ দিচ্ছে নিজেকে ওর ফাঁদে পা দেয়ায়।

ভ্যালেনটিনার জ্বলন্ত চোখের সামনে মাথা নিচু হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার, লজ্জায় লাল হয়ে গেছে মুখটা। ফোর্টেমানি আর এই কর্কশ, বেয়াড়া লোকটার সামনে এরকম ধাতানি খেয়ে থমকে গেল সে কিছুক্ষণের জন্যে, তারপর মাথা তুলে বলল, 'ম্যাডোনা, আমি বলতে এসেছিলাম, দূত পাঠিয়েছে জিয়ান মারিয়া, কিছু বলতে চায়। তোমার হয়ে কি আমি কথা বলব ওর সঙ্গে?'

'না, থাক। আমিই আসছি।' ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি সঙ্গে এলে ভাল হয়। রোক্কালিয়নের প্রোভোস্ট হিসেবে আপনি পরামর্শ দিতে পারবেন আমাকে। তুমিও এসো, গন্‌ৎসাগা।'

সবার পিছনে শ্লথ পায়ে চলেছে গন্‌ৎসাগা। সারা গায়ে আগুন ধরে গেছে যেন ওর। বুঝতে পারছে, গত রাতের বাড়াবাড়ির ফল ভোগ করতে হচ্ছে তাকে আজ। শাস্তি হিসেবে তার মাথার ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে তার শত্রুকে।

যেতে যেতে জনা ছয়েক সৈনিককে পিছন পিছন আসতে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, যাতে দূতের ধারণা হয় কোন দুর্বলতা নেই ওদের মধ্যে, রীতিমত প্রস্তুত ওরা দুর্গরক্ষার জন্যে।

ধূসর রঙের একটা উঁচু ঘোড়ায় লম্বা এক লোক বসে আছে খাড়া হয়ে। ভ্যালেনটিনাকে দেখেই নিচু হয়ে কুর্নিশ করল সে। মাথার চওড়া টুপিটা একটু

বইঘর.কম

টেনে মুখ আড়াল করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'আমার প্রভু মহাপ্রতাপশালী লর্ড, ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক, হিজ হাইনেস জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযার নির্দেশক্রমে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি: অস্ত্র সমর্পণ করে এই মুহূর্তে দুর্গ-তোরণ খুলে দিন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভ্যালেনটিনা জানতে চাইল লোকটার বক্তব্য শেষ হয়েছে, না কি আরও কিছু বলার আছে। দূত জানাল, কথা এখানেই শেষ, আর কিছু বলার নেই তার।

কি উত্তর দেয়া উচিত বুঝতে না পেরে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরল ভ্যালেনটিনা। 'আমার হয়ে উত্তরটা আপনি দেবেন, মাই লর্ড প্রোভোস্ট?'

মৃদু হেসে এগিয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। দেয়ালের উপর ঝুঁকে গলার স্বর কিছুটা পরিবর্তন করে বলল, 'স্যার দূত, আমরা জানতে চাই ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক কবে উরবিনোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তা না করে থাকলে কোন অধিকারে উরবিনোর একটা দুর্গকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি?'

'উরবিনোর ডিউকের অনুমতি ও অনুমোদন নিয়েই হিজ হাইনেস লেডি ভ্যালেনটিনা ডেল্লা রোভেয়ারকে এই বার্তা পাঠিয়েছেন,' জানাল দূত।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ভ্যালেনটিনার। কাউন্টকে কনুই মেরে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজেই উত্তর দিল, 'যান, আপনার প্রভুকে গিয়ে বলুন, আমার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে তার এই নির্লজ্জ, অভদ্র আচরণ আমাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছে। এভাবে আমাকে চ্যালেঞ্জ করবার কোনও অধিকার তার নেই। নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে আপনাকে পাঠিয়ে নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনছে সে।'

'তাঁকে কি বলব, ম্যাডোনা, নিজে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে?'

'তাহলে তো ভালই হয়,' বলল ভ্যালেনটিনা। 'নিজের কানেই শুনে যেতে পারবে তাকে কী দৃষ্টিতে দেখছি আমি।' কথা শেষ করেই আর অপেক্ষা না করে ফিরে চলল সে ব্যাঙ্কোয়েট হলের দিকে।

সেখানে ফিরে প্রতিরক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায় আলোচনা করল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সঙ্গে। কাউন্টের প্রতিটা প্রস্তাব সমর্থন করল সে। বিপদের সময় অকুতোভয় এই নাইটকে পেয়ে মনটা হাল্কা হয়ে গেছে তার। মনে হচ্ছে, দুশ্চিন্তা দূরে থাক, গোটা ব্যাপারটাকে সহজ একটা খেলা হিসেবে নিয়েছে লোকটা। যে কাজ হাতে নিয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই তার অজানা নেই।

কাউন্টের পিছনে আঠার মত লেগে আছে ফোর্টেমানি। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছে, কী সহজ ভঙ্গিতে সঠিক জায়গায় পাহারা বসাচ্ছে মানুষটা, আর কী প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথেই না করছে প্রতিটা কাজ! গোটা দুর্গে সাড়া পড়ে গেছে, প্রতিটা সৈনিকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে প্রাণচাঞ্চল্য। উপযুক্ত নেতা পেয়ে সবাই খুশি।

শুধু একটা জায়গায় এসে দমে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। গোলাবারুদের গুদাম দেখতে গিয়ে পেল সে শুধু এক কৌটা বারুদ। বাকি সব কোথায় রেখেছে

গন্‌ৎসাগা প্রশ্ন করায় এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাল এরকোল, জানে না সে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাগানে পাওয়া গেল গন্‌ৎসাগাকে, কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে ভ্যালেনটিনাকে।

'আপনার পাউডার কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, মেসার গন্‌ৎসাগা?' সরাসরি জানতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'পাউডার?' যেন আকাশ থেকে পড়ল সভাসদ। 'কেন, অস্ত্রাগারেই তো থাকার কথা!'

'ওখান থেকেই আসছি আমি,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ছোট্ট একটা কৌটায় দেখলাম সামান্য আছে। বড়জোর একবার কি দুবার দাগা যাবে কামান, বন্দুকের জন্যে থাকবে না আর কিছুই। ওই কি আপনার সম্বল?'

'যা থাকার ওখানেই আছে,' জবাব দিল গন্‌ৎসাগা।

তাজ্জব হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। অনুভব করল, রক্ত সরে যাচ্ছে ওর মুখ থেকে। ভাষা ফিরে পেয়ে বলল, 'এই আপনার দুর্গরক্ষার নমুনা? গুদাম ভরা মদের বোতল, একগাদা ভেড়া এনেছেন জবাই করে খাবেন বলে, স্নো-পাউডার-সাবানের অভাব নেই। এসব দিয়েই শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে চেয়েছিলেন, না কি আক্রমণ আসতে পারে এ চিন্তাই খেলেনি আপনার মাথায়?'

বকা খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল সভাসদের। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই হুমকি দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে, মুখে যা এলো তাই বলতে শুরু করল; সবশেষে আচমকা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বসল।

তিক্ত কণ্ঠে ধমক দিল ভ্যালেনটিনা গন্‌ৎসাগাকে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে অনুরোধ করল, পাগলের প্রলাপে কান না দিয়ে যা আছে তাই নিয়ে দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করতে। কি রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন, অযোগ্য লোকের প্ররোচনায় প্রবলপ্রতাপ উরবিনোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছে সে, বুঝতে পেরে মরমে মরে যাচ্ছে এখন ভ্যালেনটিনা। বুঝতে পারছে, জিয়ান মারিয়া আসছে শুনে পালাবার জন্যে কেন এত ওকালতি করছিল কাপুরুষ লোকটা।

ট্রাম্পেটের আওয়াজ ভেসে এলো। বোঝা গেল, আবার এসেছে দূত। 'আসুন, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, শোনা যাক নতুন কি বার্তা নিয়ে এলো লোকটা।'

বার্তা আর কিছুই নয়, ভ্যালেনটিনার জবাব পেয়ে জিয়ান মারিয়া ডিউক গুইডোব্যাল্ডোর জন্যে অপেক্ষা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শীঘ্রি এসে যাবেন তিনি। তিনি পৌঁছলে এই একই বার্তা পাঠাবে সে আবার।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে সবার সঙ্গে হাসি-তামাশা করে আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা অনেকখানি হালকা করে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। গন্‌ৎসাগা কেবল গোঁজ হয়ে বসে থাকল গোমড়া মুখে।

অবরুদ্ধ অবস্থায় দুর্গের সবাইকে দুশ্চিন্তামুক্ত করা সহজ নয়। তবে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর প্রবল আত্মবিশ্বাস সাহস যোগাল সবাইকে, সবাই পছন্দ করে ফেলল ওকে—অবশ্য গন্‌ৎসাগা বাদে। এতদিন ওরা রাজসভার মেকি মানুষ দেখেছে—বাক-চাতুরি, নকল হাসি আর পারস্পরিক দুর্নাম যাদের পুঁজি। এই প্রথম

বইঘর.কম

ওরা একজন সত্যিকার যোদ্ধাকে দেখছে কাছ থেকে। মোন্না ভ্যালেন্‌টিনাও এই প্রথম দেখছে এক নতুন ধরনের মানুষ। এই লোক যে কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে খোলা মাঠ আর ক্যাম্পের গন্ধ রয়েছে এর সবকিছুতে। বোঝা যায়, মানুষটা সত্যিকার সৎ একজন যোদ্ধা—কপটতার লেশমাত্র নেই এর মধ্যে কোথাও।

মানুষটা হাসছে যখন, দিল খুলে আন্তরিক হাসি হাসছে—হাসি হাসি হয়ে উঠছে শ্রোতার মুখ। তারুণ্য পেরিয়ে পরিপূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছে লোকটা, কণ্ঠস্বরে প্রবল পৌরুষ, যখন হুকুম দিচ্ছে তখন ধরেই নিচ্ছে বিনা প্রতিবাদে পালিত হবে সে আদেশ।

পরদিন সকালে এলেন উরবিনোর ডিউক। ট্রাম্পেটের শব্দ শুনে দুর্গ-প্রাচীরে গেল ওরা দূতের বক্তব্য শুনতে। যুদ্ধের সাজ পরে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, শিরস্ত্রাণটা এমন ভাবে পরেছে যাতে দূর থেকে তাকে চেনা না যায়। দেখা গেল, ঘোড়ার ওপর বসে আছেন স্বয়ং প্রিন্স গুইডোব্যাল্ডো।

কাকাকে দেখে তেমন কোনও ভাবান্তর হলো না ভ্যালেনটিনার মধ্যে। কোনদিনই স্নেহ-মমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি ওদের মধ্যে। নিজের কাজে ব্যস্ত ডিউক কেবল এটা করো ওটা করো হুকুমই দিয়ে গেছেন ভাইঝিকে। আজও তার ব্যত্যয় হলো না। যেন আত্মীয়র সঙ্গে নয়, দেখা করতে এসেছেন একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে।

'মোন্না ভ্যালেনটিনা,' ধমকের সুরে বললেন তিনি, 'তোমার ঔদ্ধত্য দেখে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। ভেবো না তুমি মেয়ে বলে আমার কাছে কোনরকম ছাড় পাবে। কথা না শুনলে আর সব বিদ্রোহীর মতই দুর্গ সহ ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

'হাইনেস,' জবাব দিল ভ্যালেনটিনা, 'আমি তোমার কোন ছাড় পাওয়ার আশায় এখানে আসিনি। আগেও তোমাকে বলেছি, এখনও বলছি আমি নারী, নারীর মর্যাদা আশা করি সবার কাছে। আমার হৃদয় আমি খুশি মনে কাকে দেব, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার একমাত্র আমারই। তুমি তোমার মিত্র ওই জিয়ান মারিয়াকে জানিয়ে দিতে পার—অস্ত্রের হুমকি দিয়ে কারও প্রেম পাওয়া যায় না, কামান দেগে খোলা যায় না নারীর হৃদয়-দুয়ার। তুমি যদি নারীত্বের অমর্যাদা করতে চাও, সে তোমার অভিরুচি। যতক্ষণ না তুমি আমার পছন্দ-অপছন্দ মেনে নিচ্ছ, আর ওই ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকটাকে আমার ঘাড় থেকে সরিয়ে নেবে বলে কথা দিচ্ছ, ততক্ষণ আমি এখানেই থাকছি—তুমি, তোমার সৈন্য-সামন্ত বা তোমার মিত্রের হুমকির কাছে নত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু আমার কাছে অনেক বেশি কাম্য।'

'আমার ধারণা তোমার মত পরিবর্তন করাতে খুব বেশি সময় লাগবে না আমাদের। এখানে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি, মোন্না, জানাতে এসেছি আত্মসমর্পণ না করলে ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি।' www.boighar.com

'তাহলে দাও, ধ্বংসই করে দাও, কাকা। আমার সাধ্যমত আমি বাধা দেব। কাউকে পরোয়া করি না আমি। জেনে রাখো, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি:

ভ্যালেনটিনা ডেল্লা রোভেয়ার কোনদিনও ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের স্ত্রী হবে না!'

'তুমি গেট খুলে দিতে অস্বীকার করছ?' রাগে কাঁপছে ডিউকের কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, অস্বীকার করছি। আর এটাই আমার শেষ কথা।'

'কিছুতেই মত পরিবর্তন করবে না?'

'প্রাণ থাকতে না।'

'বেশ, আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি বিষয়টা। যদি সে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়, সে দোষ তোমার। ওঁকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি ওঁর যে-কোনও কাজের পিছনে আমার সমর্থন ও অনুমোদন থাকবে।' ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিতে গিয়েও থেমে আবার বললেন, 'ওখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমি হিজ হাইনেসকে পাঠাচ্ছি। ওঁর বক্তব্য তোমার শোনা দরকার।'

ব্যাটলমেণ্টের ধারে পায়চারি করতে করতে আলাপ করছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো আর ভ্যালেনটিনা, ফোর্টেমানি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মত আর গন্ৎসাগা দেয়ালের ফোকরে চোখ রেখে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্পের দিকে।

হরেক রঙের তাঁবু দেখা যাচ্ছে মাঠে, কিছু টাঙানো হয়ে গেছে, কিছু হচ্ছে। সৈন্যসংখ্যা একশোর বেশি হবে না। তবে গরুর গাড়িতে করে কামান আনা হয়েছে গোটা দশেক, আরও গাড়ি আসছে গোলাবারুদ ও রসদ নিয়ে।

ফ্র্যাঞ্চেস্কো ও ভ্যালেনটিনাও মাঝে মাঝে চোখ রাখছে ফোকরে। দেখতে পেল ঘোড়ায় চেপে ক্যাম্পে পৌঁছলেন গুইডোব্যাল্ডো। তাঁকে দেখেই বড়সড় একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো খাটো, মোটা জিয়ান মারিয়া। এত দূর থেকেও পরিষ্কার চিনতে পারল ওকে ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

উরবিনোর ডিউকের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে একটা ঘোড়ায় চাপল জিয়ান মারিয়া। ট্রাম্পেট-বাদকের সঙ্গে রওনা হলো সে দুর্গের উদ্দেশে। পরিখার ধারে এসে থামল সে, চোখ তুলে দেখল কয়েকজন লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোন্না ভ্যালেনটিনা। পালক লাগানো হ্যাটটা খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল সে ওকে।

কথা শোনার জন্যে এগিয়ে গেল ভ্যালেনটিনা প্রাচীরের ধারে।

'মোন্না ভ্যালেনটিনা,' বলল জিয়ান মারিয়া। বিশাল চাঁদের মত মুখে কুতকুতে ছোট দুই নিষ্ঠুর চোখ ওর বিদ্বেষে জ্বলছে। 'আপনার কাকার কথায় যখন হয়নি, ধারণা করছি আমার মুখের কথায়ও কোন কাজ হবে না। কাজেই বাক্যব্যয় নিরর্থক। তবে আপনার ক্যাপটেনের সঙ্গে আমি দুয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'আমার ক্যাপটেনরা এখানেই আছেন,' বলল ভ্যালেনটিনা। 'বলুন, কি বলতে চান।'

'ও, একাধিক ক্যাপটেন বুঝি? তা, সৈন্যসংখ্যা কত?'

'যথেষ্ট,' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আপনাকে এবং আপনার নারী অবরোধকারী চাকরবাকরদের ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

ঘোড়ার উপর নড়েচড়ে বসল ডিউক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেনার চেষ্টা করল বক্তাকে। কিন্তু বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে থাকায় চিনে উঠতে পারল না।

বইঘর.কম

'কে তুমি, বদমাশ?'

'ডিউক হলে কি হবে, আপনার মুখের কথায় তো ভারি দুর্গন্ধ!' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল ভ্যালেনটিনা।

জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলে কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। অপমানে বেগুনী হয়ে গেল জিয়ান মারিয়ার মুখটা।

'শুনে রাখো, ছোটলোক!' হাঁক ছাড়ল সে, 'এই গ্যারিসনের আর সবার কপালে যাই থাকুক, দুর্গ দখলের পর তোমাকে আমি কড়িকাঠ থেকে ঝুলাব, এই প্রতিজ্ঞা করলাম!'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল!' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আগে দখল করুন, তারপর বোলচাল। রোক্কালিয়ন দখল করবেন, এতই সহজ? আমার প্রাণ থাকতে ধারে-কাছেও আসতে পারবেন না আপনি এই দুর্গের, দখল তো দূরের কথা।'

হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে, চাপা গলায় বলল ভ্যালেনটিনা, 'ওকে আর ঘাঁটাবেন না, প্রিন্স। রেগে গেলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে লোকটা।'

'হ্যাঁ,' প্রায় ককিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা, 'খোদার ওয়াস্তে মুখটা সামলান, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের!'

'ম্যাডোনা,' নিচ থেকে হাঁক ছাড়ল ডিউক এবার সরাসরি ভ্যালেনটিনার উদ্দেশ্যে। 'আপনার মনস্থির করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি আমি। ওই ওদিকে তাকিয়ে দেখুন, কামান বসানো হচ্ছে। কাল সকালে উঠে দেখবেন ওগুলোর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে আপনার দুর্গের দিকে। আচ্ছা, ভাল কথা, যাওয়ার আগে মেসার গন্‌ৎসাগার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

একটু সরে জায়গা করে দিল ভ্যালেনটিনা, প্রাচীরের ধারে চলে এল গন্‌ৎসাগা। নিচ থেকে ভেসে এলো জিয়ান মারিয়ার কণ্ঠ, 'মেসার গন্‌ৎসাগা, আমি শুনেছি আপনার লোকজনই দুর্গরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। আমার নিজের এবং গুইডোব্যাল্ডোর তরফ থেকে আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি ড্রব্রিজ নামিয়ে গেট খুলে দিন। বিনিময়ে, কথা দিচ্ছি, আপনার পাশে দাঁড়ানো ওই বেয়াদব লোকটা ছাড়া বাকি সবাই সাধারণ ক্ষমা পাবেন। কিন্তু যদি বাধা দেন, চুরমার করে দেব আমি এ দুর্গ, এবং একজনকেও ছাড়ব না।'

বাঁশপাতার মত কাঁপছে গন্‌ৎসাগার সারা শরীর ভয়ে, একটা কথা উচ্চারণ করতে পারল না। দেয়ালে ঝুঁকে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'আপনার প্রস্তাব শুনেছি আমরা। এবং প্রত্যাখ্যান করেছি। দয়া করে অযথা হুমকি দিয়ে নিজের দম আর আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।'

'তোমার জন্য কোনও প্রস্তাব আমি দিইনি, জানোয়ার! তোমাকে চিনি না আমি, তোমার সঙ্গে কথা বলছি না, তোমার কোন কথা শুনতেও চাই না।'

'বেশ। এবার কেটে পড়ুন তাহলে,' হুঙ্কার ছাড়ল কাউন্ট। 'আর এক মুহূর্ত দেরি করলে গুলি ছোঁড়া হবে পিস্তল থেকে। এই যে, তোমরা!' পাশ ফিরে কাল্পনিক সৈনিকদের নির্দেশ দিল সে, 'ম্যাচ জ্বেলে তৈরি হয়ে যাও ! আমি ইঙ্গিত

দিলেই গেঁথে ফেলবে নিচের লোকটাকে। হ্যাঁ, মাই লর্ড, দূর হবেন, না কি ফেলে দেব লাশ?'

অতি জঘন্য ভাষায় বদমাশটাকে ধরতে পারলে কি করবে তার বয়ান দিতে যাচ্ছিল জিয়ান মারিয়া, কিন্তু কাউণ্ট যখন "প্রেজেণ্ট আর্মস্" বলে হাঁক ছাড়ল, ওমনি জবান বন্ধ হয়ে গেল তার; তড়িঘড়ি অসম্মানজনক গতিতে ছুট লাগাল সে ক্যাম্পের দিকে। ট্রাম্পেট বাদকও পালাচ্ছে একই গতিতে। পিছন থেকে হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠে ডিউকের অন্তরটা জ্বালিয়ে একেবারে খাক করে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

আঠারো

'স্যার,' নিচে নামতে নামতে গুঙিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা, 'আপনি দেখছি ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মারবেন আমাদের সবাইকে! একজন প্রিন্সের সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে?'

ওর নায়কের সঙ্গে এইভাবে কথা বলছে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ভ্যালেনটিনার। কিন্তু কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

ভ্যালেনটিনা বলল, 'গন্‌ৎসাগার সাহসটা একটু ভিন্ন ধরনের। যখন প্রয়োজন নেই তখন বাড়ে, আর যখন প্রয়োজন তখন নেই হয়ে যায়।'

'ভিত্তিহীন আস্ফালনকে তুমি সাহস বলে ভুল করছ, ম্যাডোনা,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'পরে হয়তো পস্তাবে এজন্যে।'

একা গন্‌ৎসাগা নয়, আরও কেউ কেউ যে এই একই কথা ভাবছে তা জানা গেল দুর্গ-প্রাঙ্গণে পৌঁছতেই। ক্যাপ্পোচ্চিও নামে এক গাট্টাগোট্টা লোক ভুরু কুঁচকে ডাকল ওদের।

'একটা কথা, মেসার গন্‌ৎসাগা,' ফোর্টেমানির দিকে ফিরল, 'তুমিও শোনো, সার এরকোল।' কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট ঔদ্ধত্য। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তোমার অধীনে এই কাজটা নেয়ার সময় আমাকে বলা হয়েছিল এতে ঝুঁকির লেশমাত্র নেই। বলেছিলে, লড়াইয়ের কোনও সম্ভাবনাই নেই, বড়জোর সামান্য ঘুসাঘুসি হতে পারে ডিউকের লোকের সঙ্গে। এই একই আশ্বাস দেয়া হয়েছিল আমার সঙ্গীদেরও।'

'কথাটা ঠিক?' জিজ্ঞেস করল ভ্যালেনটিনা ফোর্টেমানিকে। 'তাই বলেছিলেন আপনি ওদের?'

'হ্যাঁ, ম্যাডোনা,' বলল এরকোল, 'মেসার গন্‌ৎসাগা আমাকে সেই আশ্বাসই দিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি?' এবার বিস্মিত দৃষ্টি রাখল ভ্যালেনটিনা গন্‌ৎসাগার উপর। 'ওদের এইকথা বলে কাজে নিয়েছিলে তুমি?'

বইঘর.কম

'অনেকটা তাই,' আমতা আমতা করে স্বীকার করল ও। 'আমি ভেবেছিলাম...'

'মেসার গন্‌ৎসাগা,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা, 'এতদিনে মনে হয় তোমাকে চিনতে পারছি!'

কিন্তু তাতে ক্যাপ্লোচ্চিওর কিছুই এসে যায় না, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল সে, 'নতুন প্রোভোস্ট আর ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের সঙ্গে কি কথা হলো শুনেছি আমরা সবাই। হিজ হাইনেসের প্রস্তাব এবং এঁর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান–সবই শুনেছি। তোমাকে আমি জানাতে চাই সার এরকোল, আপনাকেও মেসার গন্‌ৎসাগা, যে আমি অন্তত এখানে থাকছি না। রোক্কালিয়ন দুর্গের পতন হলে আপনাদের সঙ্গে ফাঁসীতে ঝোলার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। আমার সঙ্গীদের অনেকেই আমার সঙ্গে একমত।'

লোকটার কর্কশ চেহারায় দৃঢ়সঙ্কল্প দেখতে পেল ভ্যালেনটিনা। এই প্রথম ভয়ের ছাপ পড়ল ওর চেহারায়। দিশেহারা অবস্থা হলো ওর, কি করবে বুঝতে পারছে না। এমনি সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'ছি, ক্যাপ্লোচ্চিও। এই কি একজন সোলজারের পরিচয় হলো? জঘন্য এক ভীরু কাপুরুষের মত কথা বলছ তুমি–তাও আবার একজন অবরুদ্ধ, বিপদগ্রস্ত নারীর সামনে!'

'আমি কাপুরুষ নই!' কর্কশ কণ্ঠে গর্জে উঠল লোকটা। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কথাগুলো ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে। 'পয়সা নিয়েছি, খোলা মাঠে যে-কারও মোকাবিলা করতে রাজি আছি আমি, কিন্তু এভাবে ইঁদুরের মত ফাঁদে আটকে মরতে রাজি নই।'

লোকটার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো কিছুক্ষণ, তারপর ওর পিছনে জমায়েত হওয়া জনা দশেক লোকের উপর নজর বুলাল। ওদের সবার চেহারাতেই মুখপাত্রের প্রতি পূর্ণ সমর্থন।

'এই হচ্ছে যোদ্ধা!' নাক কুঁচকে ঘৃণা প্রকাশ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'মস্ত ভুল হয়েছে ফোর্টেমানির, তোমাকে দুর্গরক্ষার জন্যে নিয়োগ না করে উচিত ছিল দুর্গের রান্নাঘরে বাসন মাজার কাজের জন্যে নেয়া।'

'স্যার নাইট!'

'চুপ! আমার সামনে গলার স্বর উঁচু করবে না! আমাকে কি তোমার নিজের মত মনে করেছ, জানোয়ার, যে আওয়াজ শুনেই ভয়ে মরে যাব?'

'আমি আওয়াজ শুনে ভয়ে মরছি না।'

'তাহলে কি শুনে? একগাদা ফালতু হুমকি দিয়ে গেল ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক, ওগুলো ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কি? তাই শুনেই ভয়ে জান উড়ে গেল তোমার, ছুটে এসে বলছ আমি এভাবে মরব না, ওভাবে মরব! সত্যিকার সোলজারের আবার এভাবে-ওভাবে কি? খোলা মাঠে মরলে বিশেষ কি সুবিধা, অ্যাঁ? আসলে বলো, ওই অর্থহীন হুমকি শুনে শেয়ালের গর্ত খুঁজছ এখন লুকাবার জন্যে!'

'না, তা খুঁজছি না।'

'তাহলে মাঠে মরতে রাজি, এই জায়গাটা কি দোষ করল? আসল কথা,

ধোঁকা দিচ্ছ নিজেকেই। তবে এটুকু জেনে রাখো, মেয়েমানুষের অধম, মরণ নেই তোমার কপালে–এখানেও না, ওখানেও না।' শেষের দিকে গলাটা চড়িয়ে দিল সে যাতে সবাই শুনতে পায় পরিষ্কার।

'রোক্কালিয়ন যখন আত্মসমর্পণ করবে...'

'রোক্কালিয়ন কখনও আত্মসমর্পণ করবে না!' গর্জে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'বেশ, যখন এ দুর্গের পতন হবে...'

'কখনও তা হবে না!' এমনই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল সে কথাটা যে বোকা হয়ে গেল সবাই। 'বরং ওরাই লেজ তুলে পালাবে। আমার কাছ থেকে জেনে রাখো, সময় পেলে বড়জোর দুর্গটা অবরোধ করে রেখে আমাদের রসদ বন্ধ করতে পারত জিয়ান মারিয়া। কিন্তু হাতে সময় নেই ওর। ওর নিজের ডাচিই আক্রান্ত হতে চলেছে কয়েকদিনের...খুব বেশি হলে এক সপ্তাহের মধ্যে। নিজের রাজ্য বাঁচাতে ছুটতে হবে ওকে ব্যাব্বিয়ানোর পথে।'

'তাই যদি হয়, তাহলে তো উনি চাইবেন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে দুর্গটা গুঁড়িয়ে দিতে।' এমন কণ্ঠে বলল ক্যাপ্পোচ্চিও, যেন আশা করছে, জোরাল যুক্তি দিয়ে তার ভুল ভেঙে দেবে স্যার প্রোভোস্ট।

'বিশ্বাস করো,' হেসে উঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'একটা-দুটো গোলা ও মারতে পারে ভয় দেখাবার জন্যে, ব্যাস আর কিছু না। সাধারণ কথাটা বুঝছ না কেন, তোমরা যোদ্ধা হয়ে থাকলে তোমাদের তো জানার কথা, রোক্কালিয়নের মত একটা দুর্গের তেমন কোনই ক্ষতি করতে পারবে না জিয়ান মারিয়া ওই কটা কামান দেগে। আর আমরা কি বসে বসে আঙুল চুষব? আমরা বিশজন যদি শক্ত থাকি, যা আছে তার দশ-বিশগুণ সৈন্য এনেও আমাদের কাবু করতে পারবে না কেউ। তাছাড়া তোমরা তো নিজের কানেই শুনেছ আমাকে ধরতে পারলে কি করবে ডিউক। তোমাদের হয়তো ছেড়ে দেবে কিন্তু আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না–বলেনি একথা? তাকিয়ে দেখো। সামান্যতম ভয় দেখতে পাচ্ছ আমার মধ্যে? আমি তো তোমাদের মতই একজন যোদ্ধা, কেন আমি পরোয়া করছি না ওর হুমকিকে? কারণ আমি জানি, ও আসলে কাগজের বাঘ। শোনো, ক্যাপ্পোচ্চিও,' গলার স্বর পাল্টে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর, 'গুরুতর অপরাধ করেছ তুমি। নির্দয় কোন প্রোভোস্ট হলে এখুনি তোমাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতাম আমি আত্মসমর্পণের প্ররোচনা দিয়ে গ্যারিসনের মনোবল নষ্ট করার দায়ে। তা না করে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি শুধু একটি মাত্র কারণে–এই মুহূর্তে তোমার মত একজন সাহসী যোদ্ধাকে হারাতে চাই না আমি। মন থেকে ভয় দূর করো, বীরত্বের সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করো শত্রুর। জিয়ান মারিয়া বাধ্য হবে অবরোধ তুলে নিয়ে সরে যেতে। তখন হাত খুলে পুরস্কার দেয়া হবে তোমাদের প্রত্যেককে।'

কথা শেষ করে ক্যাপ্পোচ্চিওর জবাবের প্রতীক্ষায় না থেকে শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে, দলবল সহ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে কয়েক ধাপ ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল হলঘরের ভিতর।

বইঘর.কম

কিন্তু হলঘরে প্রবেশ করেই ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। এরকোলকে বলল, 'একটা বন্দুক সংগ্রহ করো, ল্যাঞ্চিওট্টোকে সঙ্গে নিয়ে আড়াল থেকে গেটটা পাহারা দাও গিয়ে। ওদের মধ্যে এরপরেও বিদ্রোহের ভাব থাকতে পারে, গেটের দিকে এগোলেই একটাকে অন্তত গুলি করে মেরে ফেলবে, তারপর খবর দেবে আমাকে। ঠিক আছে?'

এই মহাবিপদের সময় এমন একজন বিচক্ষণ সাহসী বন্ধু পেয়ে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ভ্যালেনটিনা হাজারবার। কথা শেষ করে পিছন ফিরে দেখল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ও তার দিকে। বলল, 'মনে হচ্ছে স্বয়ং খোদা আমাকে রক্ষা করার জন্যেই পাঠিয়েছেন আপনাকে। কিন্তু···সত্যিই কি ওরা এত বোঝানোর পরেও বিদ্রোহ করতে পারে?'

'মনে হয় না,' সান্ত্বনা দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তবে সাবধানের মার নেই। ভয় পেয়ে মানুষ কে যে কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই, তাই লক্ষ রাখতে পাঠালাম এরকোলকে। আপনার চোখে পানি দেখতে পাচ্ছি, ম্যাডোনা। বিশ্বাস করুন, কোনও ভয় নেই আপনার, সত্যিই কান্নার কিচ্ছু নেই।'

'হাজার হোক, আমি তো একটা মেয়েই, মেয়েলি দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নই। একটু আগে মনে হচ্ছিল সব বুঝি শেষ হয়ে গেল। আপনি না থাকলে যেতই। ওরা যদি বিদ্রোহ করে বসে···'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ম্যাডোনা,' অভয় দেয়ার জন্যে একটা হাত তুলল ও। 'আমি যতক্ষণ আছি, কেউ বিদ্রোহ করবে না।'

আশ্বস্ত ভ্যালেনটিনা এবার পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ফিরে গেল মহিলা মহলে, তার নাইটের দেয়া আশ্বাসের বাণী শোনাল সবাইকে।

কিছুই চোখ এড়াল না গন্‌ৎসাগার। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর প্রতি ঘৃণায় রিরি করছে ওর অন্তর, প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ভ্যালেনটিনার উপরও। কি করে ওকে ছেড়ে ওই কর্কশ, বাজে লোকটার প্রতি ঝুঁকতে পারে কেউ? নিজের ঘরে ফিরে পায়চারি করতে করতে মনে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কথাগুলো: বিদ্রোহের কোনও সম্ভাবনা নেই। ওর মনে হচ্ছে, ওরা বিদ্রোহ করলেই ভাল হতো, ভ্যালেনটিনা টের পেত এই লোকের কথার কোন মূল্য নেই। মনে এলো, এই অনাহূত লোকটা আসার আগে কি সুন্দর চলছিল সবকিছু। ভ্যালেনটিনার কাছ থেকে ওর প্রেমের প্রতিদান পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল একশো ভাগ। আর এখন? মনটা কালো হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার।

একটা ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই, এই লোকটা রোক্কালিয়নে না এলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যেত ওর ভ্যালেনটিনার সঙ্গে। হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেতে পারত ওরা এই দুর্গ থেকে। বিধবাকে বিয়ে করার আগ্রহ বোধ করত না জিয়ান মারিয়া। আর সজ্জন, সহৃদয় গুইডোব্যাল্ডো গত্যন্তর না থাকায় মেনে নিত ওদের বিয়েটা। যেমন ভেবেছিল ঠিক তেমনি ঘটত সবকিছু কাঁটায় কাঁটায়। এই লোকটাই সমস্ত গোলমালের মূল।

পায়চারি করতে করতে ওর মনে হলো, ভ্যালেনটিনার মন পাওয়ার আশা নেই, কিন্তু যদি দল পরিবর্তন করা যায় তাহলে হয়তো ফাঁসীর হাত থেকে রক্ষা

পাওয়া যেতে পারে। তা নইলে ওর রেহাই পাওয়ার আর কোনও পথ নেই। ওরই প্ররোচনায় উরবিনো থেকে পালিয়েছে ভ্যালেনটিনা, এটা যখন জানাজানি হয়ে গেছে, চামড়া বাঁচাতে হলে এটাই একমাত্র পথ।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেই কিভাবে কি করবে তার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল ওর উর্বর মস্তিষ্কে। চারদিকে চেয়ে দেখে নিল কেউ লক্ষ করছে কি না। তারপর উত্তর-পশ্চিম টাওয়ারের অস্ত্র-গুদামের দিকে হাঁটতে শুরু করল ধীর পায়ে। ওখানেই কাগজ-কলম খুঁজে নিয়ে দ্রুত হাতে লিখে ফেলল চিঠি। লিখেছে :

আমি গ্যারিসনের লোকদের দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে রোক্কালিয়নের গেট খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। একমাত্র এভাবেই অতি সহজে আপনার পক্ষে দুর্গ দখল করে নেয়া সম্ভব। এর মাধ্যমে আমি এটাই প্রমাণ করতে চাই যে মোন্না ভ্যালেনটিনার অবাধ্যতার প্রতি আগেও আমার কোন সমর্থন ছিল না, এখনও নেই। আমার এই কাজের প্রতিদানে আমি কি আশা করতে পারি অতি সত্বর জানান, ঠিক যে কৌশলে আমি এই বার্তা পাঠাচ্ছি, সেই ভাবে। তবে আমাকে যদি দুর্গ-প্রাচীরের উপর দেখা যায়, তাহলে এখনই উত্তর দেবেন না।

রোমিও গন্‌ৎসাগা

কাগজটা ভাঁজ করে তার ওপর লিখল সে : ব্যাব্বিয়ানোর মহা পরাক্রমশালী, সম্মানিত ডিউকের প্রতি। তারপর একটা তীরের গায়ে পেঁচিয়ে সেটা বাঁধল। এবার দেয়াল থেকে একটা ধনুক নামিয়ে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ডিউকের তাঁবুটা। যত্নের সাথে লক্ষ্য স্থির করল সে তাঁবুর দিকে, তারপর ছুঁড়ল তীর। সোজা গিয়ে তাঁবুর গায়ে বিঁধল ওটা, কাঁপছে তাঁবুর ক্যানভাস। মুহূর্তে হৈ-হৈ করে ছুটে এলো সেখানে কয়েকজন গার্ড, তাঁবু থেকেও বেরলো কয়েকজন। ওদের মধ্যে জিয়ান মারিয়া আর গুইডোব্যাল্ডোকে চিনতে অসুবিধা হলো না গন্‌ৎসাগার।

তীরটা ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের হাতে দেয়া হলো। ওটা হাতে নিয়ে পলকের জন্যে দুর্গপ্রাচীরের দিকে তাকাল জিয়ান মারিয়া, তারপর ঢুকে গেল তাঁবুর ভিতর।

অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছে গন্‌ৎসাগা। টাওয়ারের দরজাটা খুলে কান পেতে দাঁড়াল কিছুক্ষণ–নাহ্, কারও সাড়া নেই। ওদিকে উত্তর লিখে একটা তীরে বেঁধে একজন তীরন্দাজকে দিয়েছে জিয়ান মারিয়া, লোকটা এইদিকেই তাক করেছে ধনুক। কারও সাড়া পেলে দুর্গ প্রাচীরে চেহারা দেখাবার জন্যে তৈরি গন্‌ৎসাগা। কিন্তু তার প্রয়োজন পড়ল না। ছুটে এসে দেয়ালে লাগল তীর, খটাং করে পড়ল পাথুরে মেঝেতে। চট্ করে কাগজটা ছাড়িয়ে নিয়ে তীরটা ফেলে দিল সে একপাশে। চিঠিতে লেখা :

যদি কোনও কৌশলে দুর্গটা আমার হাতে তুলে দিতে পার আমি কৃতজ্ঞ তো

বইঘর.কম

হবই, মোন্না ভ্যালেনটিনাকে এই বিদ্রোহে সাহায্য করার দায় থেকে তোমাকে মুক্তি দেব, আর সেই সঙ্গে দেব এক হাজার স্বর্ণ-ফ্লোরিন।

জিয়ান মারিয়া

চিঠিটা পড়তে পড়তে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। এইবার বুঝবে ভ্যালেনটিনা ওকে অবজ্ঞা করে উড়ে এসে জুড়ে বসা ওই দাম্ভিক লোকটাকে এতটা গুরুত্ব দেয়া কতখানি অনুচিত কাজ হয়েছে। আর ব্যাটা ফ্র্যাঞ্চেস্কোও টের পাবে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ার কি ফল। খুব তো বড়াই করেছিল, দেখব এবার কি করে রক্ষা করে ও ভ্যালেনটিনাকে। ওহ্, নাইট! ব্যাটা গুণ্ডা একটা, নাইট সেজেছে আবার! এবার দেখব কি করে…

হেসে উঠল গন্‌ৎসাগা, পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল। কে যেন আসছে এদিকে! ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল ওর। চট্ করে কাগজটা মুচড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল সে প্রাচীরের বাইরে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে পিছন ফিরল সে কে আসছে দেখার জন্যে।

পেপ্পি আসছে। কাছে এসে দাঁড়াল সে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে গন্‌ৎসাগার মুখের দিকে।

'কি ব্যাপার? আমাকে খুঁজছ?' কথাটা কর্কশ ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু একটু যেন কেঁপে গেল গলা।

মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করল জেসটার।

'মোন্না ভ্যালেনটিনা বাগানে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে, এক্সেলেন্সি। জানতে চেয়েছেন আপনার কি সময় হবে?'

উনিশ

গন্‌ৎসাগার কাগজ দলা পাকিয়ে নিচে ফেলাটা দেখে ফেলেছে পেপ্পি। ওর চেহারার ফ্যাকাসে ভাবটাও নজর এড়ায়নি। তাই গন্‌ৎসাগা চলে যেতেই উঁকি দিল প্রাচীরের ওপাশে।

প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না ওর। ভাবল, পরিখার স্রোতে ভেসে গেছে বুঝি ওটা। হতাশ হয়ে সরে আসতে যাচ্ছিল এমনি সময়ে দেখতে পেল পানির কাছাকাছি একটা পাথরের উপর পড়ে আছে কাগজের দলাটা। লক্ষ করল, ড্রব্রিজের পাশে ছোট্ট গেটের ফুট দশেক নিচেই রয়েছে পাথরটা।

কারও কোনও রকম সন্দেহের উদ্রেক না করে একগাছি রশি সংগ্রহ করল সে, তারপর নিচে নেমে আলগোছে খুলল গেটটা। রশির একটা দিক গেটের সঙ্গে বেঁধে অপর দিক সাবধানে ঝুলিয়ে দিল নিচে। তারপর সবার অলক্ষে রশি বেয়ে নেমে গেল নিচে। রশিতে একটু দোল দিতেই পৌঁছে গেল সে পাথরটার কাছে।

একহাতে ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়ে উঠে এলো উপরে। গেট বন্ধ করে চাবিটা ঝুলিয়ে দিল সে গার্ডরুমের দেয়ালে গাঁথা পেরেকে, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ভাঁজ খুলে পড়ল চিঠিটা।

একমুহূর্ত দেরি না করে সোজা গিয়ে ঢুকল সে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার ঘরে। চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর প্রশ্ন করে করে জেনে নিল ওটা গন্‌ৎসাগার হাতে কিভাবে পৌঁছল বলে পেপ্পির ধারণা। অবাক হলো পেপ্পি, চিঠির বিষয়বস্তু বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন করল না কাউন্টকে, বরং মনে হচ্ছে খুশি হয়েছে সে ব্যাপারটা জানতে পেরে।

'এক হাজার সোনার ফ্লোরিন দিতে চায়, সেই সঙ্গে গন্‌ৎসাগার মুক্তি। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, ঠিকই ধরেছি–কামান দাগবে বলে যে হুমকি দিচ্ছিল, ওটা স্রেফ ভয় দেখানোর জন্যে।' হঠাৎ মুখ তুলে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো পেপ্পির দিকে, বলল, 'তুমি মানুষটা খুব ভাল, পেপ্পি। আর হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা গোপন রেখো।'

মাথা ঝাঁকাল জেসটার। 'ঠিক আছে। আপনি মেসার গন্‌ৎসাগার ওপর নজর রাখবেন তো?'

'নজর? কেন, কি দরকার? তোমার কি মনে হচ্ছে এই প্রস্তাব ও লুফে নিতে পারে, এতই বাজে লোক?'

ভাঁড়ের মুখে দেখা দিল ধূর্ত, প্যাঁচানো হাসি। বলল, 'আপনার কি মনে হয় না, লর্ড, ও-ই যোগাযোগ করেছে আগে?'

'আরে না,' মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তুমি একথা ভাবতে পারলে কি করে? লোকটা কল্পনাবিলাসী গায়ক-কবি হতে পারে, ভীরু-কাপুরুষও হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা···উঁহু, অন্তত মোন্না ভ্যালেনটিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে না এই লোক।'

কিন্তু এই কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না পেপ্পি। বহুদিন থেকে চেনে সে গন্‌ৎসাগাকে, লোকটা যে কাউন্টের মত মহৎ নয়, বরং নীচ একজন সুযোগসন্ধানী মতলববাজ, সেটা তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে নানাভাবে, বহুবার। স্থির করল, কাউন্ট যাই বলুন, এখন থেকে ছায়ার মত লেগে থাকবে সে লোকটার পিছনে।

রাতে খেতে বসে দাঁত ব্যথার কথা বলে ভ্যালেনটিনার অনুমতি নিয়ে উঠে পড়ল গন্‌ৎসাগা। সবার অলক্ষে পেপ্পিও বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, কিন্তু এক থাবা দিয়ে ঘাড় ধরে ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো ফ্রা ডোমেনিকো।

'তোমারও দাঁতে ব্যথা উঠল নাকি, অপদার্থ? থাকো এখানে, খাবার বাড়ায় সাহায্য করো আমাকে!'

'ছেড়ে দিন আমাকে, প্লিজ!' কথাটা এমন সুরে বলল পেপ্পি যে বাঁকা কথায় অভ্যস্ত ফ্রায়ার থতমত খেয়ে ছেড়ে দিল ওকে। বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই ডাকল ওকে ভ্যালেনটিনা, গন্‌ৎসাগাকে অনুসরণ করা আর হলো না।

উত্তর প্রাচীরে পাহারায় ছিল ক্যাপ্পোচ্চিও, সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলো গন্‌ৎসাগা। সোজা-সাপ্টা বলল ওকে, আজ সকালে বোকা বনেছে সে আর তার অনুচররা। মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো কথার রাজা, তার কথায় ওর মত একজন বুদ্ধিমান

বইঘর.কম

লোকের ভোলা ঠিক হয়নি।

'এই তোমাকে বলে দিচ্ছি, ক্যাপ্লোচ্চিও,' সবশেষে বলল সে, 'হেরে গেছি আমরা। এখানে থেকে বাধা দেয়ার অর্থ ডিউকের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসীকাঠে ঝোলা।'

সন্দেহপ্রবণ লোক ক্যাপ্লোচ্চিও, ওর মন বলছে কী যেন একটা মতলব রয়েছে গন্‌ৎসাগার, কিন্তু সেটা যে ঠিক কি, বুঝে উঠতে পারছে না। দুই হাতে বর্শাটা ধরে তার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল সে, চাঁদের মৃদু আলোয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে গন্‌ৎসাগার মুখ।

'আপনি বলতে চাইছেন, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কথা শুনে আমরা ভুল করেছি? রোক্কালিয়ন থেকে আমাদের মার্চ করে বেরিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল?'

'ঠিক তাই। সময় থাকতে এখনও তাই করা উচিত।'

'কিন্তু আপনি কিজন্যে প্ররোচনা দেবেন আমাদের?'

'এইজন্যে যে, তোমাদের মত আমাকেও মিথ্যে কথা বলে জড়ানো হয়েছে এর মধ্যে। এখন কাজে-কথায় কোনও মিল পাচ্ছি না। এভাবে মারা পড়ব জানলে কিছুতেই আসতাম না আমি।'

'আচ্ছা!' মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্লোচ্চিও। 'বুঝতে পারছি কিছুটা। আমাদের সঙ্গে আপনিও বিদায় নিতে চান। তাই না?'

'ঠিক,' বলল গন্‌ৎসাগা।

'কিন্তু ফোর্টেমানিকে ডিঙিয়ে আমাকে কেন বলছেন এসব?' সন্দেহ যায় না ক্যাপ্লোচ্চিওর।

'ফোর্টেমানি?' আঁৎকে উঠল গন্‌ৎসাগা। 'ওকে বলে কি হবে? ওকে তো জাদু করে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে ওই বদমাশ ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কি রকম নাজেহাল হলো সেদিন সবাই তো দেখলে, তার পরেও কুকুরের মত পায়ে পায়ে ঘুরছে ওর, যা বলছে তাই করছে।'

আবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গন্‌ৎসাগার মুখটা পরীক্ষা করার চেষ্টা করল ক্যাপ্লোচ্চিও, কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার।

'যা বললেন, ব্যাপার এটুকুই? না কি আরও গভীর কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে এর পিছনে? আপনি চাইছেন, আমরা মোন্না ভ্যালেনটিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, অথচ আপনিই এই কাজে নিয়োগ করেছেন আমাদের। আসলে...'

'আসলে এখুনি কিছুই করতে বলছি না আমি তোমাদের,' বাধা দিল ওকে গন্‌ৎসাগা। 'এখন কিছুই করার দরকার নেই। কাল সকালে জিয়ান মারিয়ার দূত এসে কি বলে শোনো আগে, তারপর নিজেরাই বুঝতে পারবে কি করা উচিত। আমার উদ্দেশ্য জানতে চাইছ। কেন, নিজের গর্দান বাঁচানোর তাগিদটা তেমন জোরাল উদ্দেশ্য বলে মনে হয় না তোমার কাছে?'

হেসে উঠল ক্যাপ্লোচ্চিও ভীরু লোকটার অকপট স্বীকারোক্তি শুনে। বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই; যথেষ্ট জোরাল। ঠিক আছে, তাহলে আগামীকাল। আমার বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি রোক্কালিয়ন থেকে।'

'আমার কথা মেনে নেয়ার দরকার নেই। কাল দূত এসে কি বলে শোনার আগে কিছুই করতে যেয়ো না। নিজের কানে সব শুনলে নিজেই বুঝতে পারবে কি করা উচিত।'

'বেশ তো,' শোনা যাবে।'

'আর একটা কথা, আমার পরামর্শের কথা কাউকে, এমন কি তোমার বন্ধুদেরও বোলো না।'

'ঠিক আছে, বলব না। আপনার গোপন কথা গোপনই থাকবে আমার কাছে।' কথাটা বলেই আবার বর্শা হাতে পায়চারি শুরু করল ক্যাপ্লোচ্চিও।

বিছানায় গিয়ে উঠল পুলকিত গন্‌ৎসাগা। অভ্যাসবশে গুনগুন করে গানের কয়েকটা কলি ভাঁজল, টুং-টাং সুর তুলল লিউটে। নাহ্, সত্যিই মনটা ভাল হয়ে গেছে। প্রতিশোধ নিয়েছে সে, ভ্যালেনটিনার সর্বনাশের ব্যবস্থা করেছে। ওকে অবহেলা করার পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, টের পাবে সে কাল সকালেই। পারলে বাঁচাক ওকে ওর নাইট।

পরদিন সকালে জিয়ান মারিয়ার দূত যখন বিউগল বাজিয়ে ডাকল ওদের, সবার সঙ্গে গন্‌ৎসাগাও হাজির হলো গিয়ে দুর্গ প্রাচীরের উপর। জনা কয়েক যোদ্ধাকে এমন ভাবে দাঁড় করিয়েছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো যে দেখলে ভক্তি হয়, মনে হয় প্রবল শক্তিশালী গোটা একটা সৈন্যবাহিনী বুঝি রয়েছে দুর্গে। আরও কয়েকজন চারটে ছোট আর গোটা তিনেক বড় কামান গড়গড়িয়ে টেনে এনে ময়দানের দিকে তাক করে বসাচ্ছে। প্রচুর হট্টগোল হচ্ছে তার ফলে। এসবই দূতকে প্রভাবিত করার কৌশল। ব্যাটলমেণ্টের ফোকর দিয়ে নাক বের করা কামানগুলোকে ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক দেখাচ্ছে।

লোকজনকে হুকুম দিয়ে এটা-ওটা করাচ্ছে বটে, কিন্তু কান দুটো খাড়া রেখেছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো দূতের বক্তব্য শোনার জন্যে। সেই একই কথা আবার শোনাল সে। আত্মসমর্পণ না করলে বলপ্রয়োগে দুর্গ দখল করে প্রত্যেককে ফাঁসী দেয়া হবে, একজন বন্দীকেও ক্ষমা করা হবে না। মহামহিম জিয়ান মারিয়া আরও আধঘণ্টা সময় দিয়েছেন ওদেরকে। এরমধ্যে ব্রিজ নামিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে না এলে শুরু হবে তুমুল গোলাবর্ষণ।

ঠিক এই কথাগুলো বলার জন্যেই গতরাতে তীরের সাহায্যে দ্বিতীয় বার্তা পাঠিয়েছিল গন্‌ৎসাগা জিয়ান মারিয়ার কাছে। www.boighar.com

এতক্ষণ একটা কামান ঠিক মত তাক করা হয়েছে কিনা ঝুঁকে পরীক্ষা করার ভান করছিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গি করে এবার প্রাচীরের কাছে এগিয়ে গেল উত্তর দেবে বলে, দাঁড়াল ভ্যালেনটিনার পাশে। লক্ষই করল না, প্রাচীরের ধার থেকে নিঃশব্দে সরে পড়ছে ওর লোকজন।

'যাও, ব্যাব্বিয়ানোর হাইনেসকে গিয়ে বলো, তার আচরণে উপকথার সেই রাখাল বালকের কথা মনে পড়ছে আমাদের, যে কি না 'বাঘ, বাঘ!' বলে সবাইকে ভয় দেখিয়ে মজা পেত। তাঁকে বলো, তার পুরস্কার বা শাস্তি কোনটারই পরোয়া করে না এই দুর্গের গ্যারিসন। কামান দাগার ইচ্ছে থাকলে এখনই সে শুরু করতে

বইঘর.কম

পারে, আধঘণ্টা অপেক্ষা করার কোনও দরকার নেই। আমরা তৈরি আছি, দেখতেই পাচ্ছ। তাকে গিয়ে বলবে এই কামানগুলো তাক করা রয়েছে তার ক্যাম্পের দিকে। দুর্গ লক্ষ্য করে একটা গোলা সে ছুঁড়ে দেখুক, তারপর বুঝবে ঠেলা। তাকে বলবে, আমরা রক্ত ঝরাতে চাই না, কিন্তু সে যদি আমাদের বাধ্য করে, নিজেই দায়ী থাকবে নিজের মৃত্যুর জন্যে। সবশেষে তাকে বলবে, অযথা হুমকি দেয়ার জন্য আর যেন তোমাকে না পাঠায়।'

মাথা ঝুঁকিয়ে ফিরে গেল দূত। সে কল্পনাও করতে পারেনি কামান আছে রোক্কালিয়নে এবং পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে সেগুলো। কামানে যে গোলা নেই সেটা সে যেমন জানে না, জিয়ান মারিয়ারও জানার কথা নয়; পাল্টা হুমকি শুনে আত্মা চমকে গেল তার। তবে এখনও আশা করছে সে গন্‌ৎসাগা হয়তো বেরিয়ে আসতে পারবে বিদ্রোহীদের নিয়ে।

দূত বিদায় নিতেই হেসে উঠল কাউন্টের পিছনে দাঁড়ানো ফোর্টেমানি। ভ্যালেনটিনার কোমল দৃষ্টিতে প্রশংসা ঝরছে।

'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, আপনি না থাকলে এই বিপদে আমি কী যে করতাম! আপনার বুদ্ধি আর সাহস···'

'থাক, থাক,' বাধা দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আর লজ্জা দেবেন না।' গন্‌ৎসাগার মুখে বিদ্বেষের বাঁকা হাসি দেখতে পেয়েছে সে।

'কিন্তু বারুদ খুঁজে পেলেন কোথায়?' সরল মনে প্রশ্ন করল ভ্যালেনটিনা। এরকোলের হাসির অর্থ সে বুঝতে পারেনি।

'পাইনি,' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। মৃদু হাসল, 'আমার হুমকিও জিয়ান মারিয়ার হুমকির মতই মিথ্যা। তবে আমার বিশ্বাস, আমার হুমকি ওর কাছে মিথ্যা মনে হচ্ছে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ম্যাডোনা, গোলাগুলির খায়েশ ওর মিটে গেছে। দুর্গের দিকে একটা গোলা ছোঁড়ার সাহস হবে না ওর। চলুন, নিশ্চিন্তে এবার নাস্তাটা সেরে নেয়া যাক।'

'বলেন কি! গোলা নেই ওই কামানগুলোয়?' চোখ বড় হয়ে গেল ভ্যালেনটিনার। 'তারপরেও আপনি ওভাবে হুমকি দিতে পারলেন ওকে?' ব্যাপাবটা বুঝতে পেরে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'এই তো ঠিক বুঝেছেন। হাসছেনও। বলুন তো, এমন পরিস্থিতিতে না হেসে পারা যায়? চলুন তাহলে, খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে আমার পেটটা।'

ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল সিঁড়ি বেয়ে প্রায় উড়ে আসছে পেপ্পিনো। ভয়ে সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ।

'ম্যাডোনা!' ফুঁপিয়ে উঠল জেসটার, হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। 'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো! সবাইকে···ক্যাপ্পোচ্চিও···খেপিয়ে তুলছে ও সবাইকে। ষড়যন্ত্র করছে দুর্গটা ডিউকের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে!'

আবার ভয় দেখা দিল ভ্যালেনটিনার দুচোখে। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। যতই সাহসী মেয়ে হোক, আচমকা এই দুঃসংবাদে ঘুরে উঠল ওর মাথাটা। ওর মনে হলো আর কোনও আশা নেই, সব শেষ হয়ে গেল।

'তুমি অসুস্থ বোধ করছ, ম্যাডোনা; আমার হাত ধরো।'

কথাটা বেরিয়েছে গনৎসাগার কণ্ঠ থেকে। নিজের অজান্তেই খপ্ করে ওর বাড়ানো হাতটা ধরে সরে গেল ভ্যালেনটিনা একপাশে–যেখান থেকে নিচের আঙিনাটা দেখা যায় পরিষ্কার।

বাজে একটা গাল বকে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর হুকুমের তুবড়ি ছুটল ওর মুখ দিয়ে। 'এক দৌড়ে যাও, পেপ্পি, ওই অস্ত্রাগারে! দুইহাতে চালাবার তলোয়ার নিয়ে এসো একটা, যত বড় পাও। এরকোল, তুমি এসো আমার সঙ্গে। গনৎসাগা...না, আপনি থাকুন মোন্না ভ্যালেনটিনার সঙ্গে এখানেই।'

এপাশে এসে ভ্যালেনটিনার পাশ থেকে নিচের দিকে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। দেখা গেল এখনও বক্তৃতা দিচ্ছে ক্যাপ্পোচ্চিও। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখতে পেয়ে ভয়ঙ্কর এক হুঙ্কার ছাড়ল ওরা।

'চলো, চলো গেটের দিকে!' হাঁক ছাড়ছে ওরা। 'নামাও ড্রব্রিজ! জিয়ান মারিয়ার শর্ত মেনে নেব আমরা, এখানে ছুঁচোর মত মরব না!'

'কসম খোদার, তাই করবে তোমরা, যদি আমি তাই চাই!' দাঁতের ফাঁকে চিবিয়ে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। তারপর অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি হলো, পেপ্পি? কবে আনবে ওটা?'

ঠিক তখনই দেখা গেল ছয় ফুট লম্বা বিশাল একটা দুধার, দুইহাতি তলোয়ার বয়ে আনছে সে কষ্টেসৃষ্টে। চট্ করে তলোয়ারটা ধরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর নিচু হয়ে ওর কানে কানে কি যেন বলল। পেপ্পিনো মাথা ঝাঁকিয়ে ছুট দিতে যাবে, পিছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল, '...নিচের আঙিনায়, বুঝলে? আছে আমার চেম্বারে টেবিলের ওপর রাখা বাক্সটায়।'

পিঠের কুঁজ নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুটল পেপ্পিনো। আর বিশাল তলোয়ারটা যেন পাখির পালক এমনি ভঙ্গিতে ওটাকে কাঁধে ফেলে নিচে নামবে বলে পা বাড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। চট্ করে ভ্যালেনটিনার ফর্সা হাত ধরে ফেলল ওর বাহু।

'কি করতে যাচ্ছেন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ও। দুচোখে রাজ্যের উৎকণ্ঠা।

'ওই ইতরগুলোর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যবস্থা করতে,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো সংক্ষেপে। 'আপনি এখানেই থাকুন, ম্যাডোনা। কিচ্ছু ভাববেন না, ফোর্টেমানি আর আমি ওদের হয় শান্ত করব, নয়তো শেষ করে দেব।' কথাটা এতই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ও, যে সামান্যতম সন্দেহ রইল না গনৎসাগার মনে যে যা বলছে তাই করে ছাড়বে লোকটা।

'মাথা খারাপ আপনার!' বলল ভ্যালেনটিনা। 'বিশ জনের বিরুদ্ধে কি করবেন আপনারা দুজন?'

'ঈশ্বরের যা ইচ্ছে,' বলে ওকে আশ্বস্ত করবার জন্যে হাসল একটু।

'খুন করবে ওরা আপনাকে! প্লিজ, আপনি যাবেন না! ওদের যা খুশি করুক, আমার যা হয় হোক, আপনি যাবেন না!' চোখে পানি এসে গেছে ভ্যালেনটিনার, দৃষ্টিতে অনুনয়।

বইঘর.কম

কৃতজ্ঞ বোধ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ওর জন্যে মেয়েটিকে এতটা কাতর হতে দেখে। কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর অপরূপ সুন্দর মুখের দিকে। ইচ্ছে হলো জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো দেয়। কিন্তু নিজেকে সামলে রাখল ও। মৃদু হেসে বলল, 'আপনার নাইটের ওপর একটু বিশ্বাস রাখুন, ম্যাডোনা। সাহসে বুক বাঁধুন। এখন পর্যন্ত আপনার কোনও কাজে তাকে বিফল হতে দেখেছেন? তাহলে কিসের ভয়?'

কথাটা অনেকখানি সাহস যোগাল ভ্যালেনটিনার মনে। ছাড়ার আগে নিজের অজান্তে হাত বুলিয়ে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বাহুতে।

'নাস্তা খেতে বসে এ নিয়ে আমরা হাসাহাসি করব, দেখবেন। চলে এসো, এরকোল!' বলেই দ্রুতপায়ে নামতে শুরু করল সে ধাপ বেয়ে।

ঠিক সময়েই পৌঁছল দুজন। আঙিনায় নেমে দেখল হুড়মুড় করে গেটের দিকে আসছে ওরা দল বেঁধে। হৈ-হল্লা করতে করতে আসছে। জানে, কারও সাধ্য নেই এখন ওদের বাধা দেয়। কিন্তু তারপরেও দুঃসাহসী, দীর্ঘদেহী লোকটাকে বিশাল এক তলোয়ার হাতে দাঁড়ানো দেখে টলে গেল ওদের আত্মবিশ্বাস। এগোচ্ছে এখনও, পিছন থেকে চেঁচিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছে ক্যাপ্পোচ্চিও। কাছাকাছি আসতেই কাঁধ থেকে তলোয়ারটা নামিয়ে দুই হাতে সাঁই-সাঁই করে মাথার ওপর দুই পাক ঘোরাল সে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। এক লাফে পিছিয়ে গেল কয়েকজন সামনে থেকে। আবার ওটা কাঁধে ফেলে সতর্ক দৃষ্টি বুলাল সবার উপর। মনে মনে স্থির করে রেখেছে, কেউ এগোতে চাইলে ঘ্যাচ করে নামিয়ে দেবে কল্লাটা।

'দেখতেই পাচ্ছ এক পা সামনে এগোলে কি ঘটবে!' শান্ত, অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও। 'লজ্জা বলতে কিছুই নেই তোমাদের, ভীতু জানোয়ারের দল! বিশ্বাসঘাতকতার সময় যা একটু গলা দিয়ে চিঁ-চিঁ আওয়াজ বেরোয়, ব্যস, ওখানেই বীরত্বের শেষ! অথচ একজন ভদ্রমহিলার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছ প্রয়োজনে তাকে রক্ষা করবে এই অঙ্গীকারে। নিজেদের আবার যোদ্ধা বলে পরিচয় দাও, লজ্জা করে না তোমাদের?'

এবার শুরু হলো বক্তৃতা। মোটামুটি গতকাল ক্যাপ্পোচ্চিওকে বলা কথাগুলোই আবার বলল ওদের, তবে ভিন্ন আঙ্গিকে; তীব্র, জ্বলন্ত ভাষায়। জোরের সঙ্গে জানাল, 'ফাঁপা হুমকি দিচ্ছে জিয়ান মারিয়া, যতটা সাধ্য তার চেয়ে অনেক বড় বোলচাল মারছে, আর তাই শুনে বোকার মত আত্মসমর্পণ করতে চলেছ তোমরা দল বেঁধে। আসলে তোমাদের জন্যে নিরাপত্তা বাইরে নয়, দুর্গের ভিতরে। উরবিনোর বিরুদ্ধে মোন্না ভ্যালেনটিনাকে সাহায্য করেছ তোমরা, সে অপরাধ জিয়ান মারিয়া মাফ করার কে? কথার চাতুরী দিয়ে দুর্গরক্ষীদের কাবু করে ভিতরে ঢুকতে চাইছে ব্যাব্বিয়ানোর বিয়ে-পাগলা ডিউক। কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই ওর। বড়জোর দুর্গ ঘিরে চুপচাপ বসে থাকতে পারে ও আমাদের রসদ বন্ধ করে দিয়ে। কিন্তু কতদিন? সীজার বর্জিয়ার সৈন্যরা শীঘ্রি মার্চ করছে ব্যাব্বিয়ানোর দিকে, আগামী দু'চারদিনের মধ্যেই অবরোধ তুলে জান-প্রাণ নিয়ে

ছুটতে হবে ওকে নিজ রাজ্য সামলাতে। অন্তত তিন মাসের রসদ রয়েছে আমাদের কাছে। না খাইয়ে শায়েস্তা করতে পারবে ও আমাদের? অতদিন সময় আছে ওর হাতে?

'ও ভয় দেখাচ্ছে, রোক্কালিয়ন দখল করার পর ফাঁসী দেবে তোমাদের। এটা কি সম্ভব? দুর্গ দখল করতে পারলেও তো এমন একটা পাশবিক কাজ তাকে করতে দেবেন না উরবিনোর ডিউক। তোমাদের কি দোষ? তোমরা ভাড়াটে সৈন্য, পয়সার বিনিময়ে যুদ্ধ করো। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে, হয়েছে মোন্না ভ্যালেনটিনা আর ওই ক্যাপটেনের–যে তোমাদের ভাড়া করেছে। ব্যাব্বিয়ানো থেকে এসে একজনের ইচ্ছে হলো, আর ধরে ধরে তোমাদের ঝুলিয়ে দিল ফাঁসীতে–কি করে ভাবলে এটা ঘটতে দেবেন মহান গুইডোব্যাল্ডো? নিজ দেশের ডিউককে চেনো না তোমরা? আজ পর্যন্ত কখনও কোন অন্যায় করেছেন তিনি প্রজাদের ওপর?

'নির্বোধের দল! এ দুর্গের মহিলারা যতখানি নিরাপদ, তোমরাও ঠিক ততখানিই নিরাপদ। এখানে যদি কারও ফাঁসী হয়, হবে আমার আর মেসার গনৎসাগার। কই, আমি তো আত্মসমর্পণের কথা কল্পনাতেও আনছি না! কেন? কারণ, আমি জানি, কোনও ভয় নেই আমাদের। ওর ক্ষমতায় কুলালে হুমকি-ধামকি দিয়ে সময় নষ্ট না করে দুর্গটা এতক্ষণে দখলই করে নিত।

'বলো, তোমরা কি ওর বোলচালেই ভয় পেয়ে অত্মসমর্পণ করে গোটা ইটালীর হাসির খোরাকে পরিণত হতে চাও? চাও তোমরা ভবিষ্যতে যখনই ভীরুতা আর কাপুরুষতার কথা উঠবে, গোটা ইটালী আঙুল তুলে দেখাক মোন্না ভ্যালেনটিনার গ্যারিসনের দিকে?'

একবার নরম একবার গরম হয়ে, একবার কষাঘাত একবার আশ্বাস দিয়ে ওদেরকে অনেকটা শান্ত করে আনল কাউন্ট।

প্রাচীরের উপর ওদিকে চলেছে আরেক নাটক। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে নেমে যেতে দেখে কেঁদে উঠেছিল ভ্যালেনটিনা, গনৎসাগাকে অনুরোধ করেছিল নিচে গিয়ে ওকে সাহায্য করতে। কিন্তু এক ইঞ্চি নড়েনি লোকটা। জানুয়ারি-রোদের মত ফ্যাকাসে হাসি হেসেছে, কঠোর হয়েছে তার নীল চোখের দৃষ্টি। দুর্বলতা বা ভীরুতার জন্যে যে নড়ছে না তা নয়; যদি হারকিউলিসের মত শক্তি থাকত, আর থাকত অ্যাচিলেসের সাহস, তবু ফ্র্যাঞ্চেস্কোর জন্যে সে এখন একটা আঙুল নাড়াত না। বার বার তাগিদ দেয়ায় ভুরু কুঁচকে বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইল সে ভ্যালেনটিনার দিকে।

'কেন যাব, ম্যাডোনা?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল সে। 'কেন আমি এমন একজনের সাহায্যে এগিয়ে যাব যার কদর তোমার কাছে আমার চেয়ে বেশি? এই দুর্গরক্ষার জন্যে কেন অস্ত্র ধরব আমি? কোন্ স্বার্থে?'

অবাক চোখে ওকে দেখল ভ্যালেনটিনা। 'এসব কি বলছ তুমি, গনৎসাগা? তুমি না আমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধু। তোমার পোষা কুকুর, তোমার পোষা গানের পাখি; কিন্তু

বইঘর.কম

তোমার ক্যাপটেন হওয়ার উপযুক্ত লোক নই। জিয়ান মারিয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্যে বিপদ মাথায় করে তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম, কিন্তু প্রতিদানে? আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে তুমি রুক্ষ এক যুদ্ধবাজ লোকের জন্যে! তারপর কি করে আশা করো তোমাকে সাহায্য করব আমি? পারলে সাহায্য করুক তোমার কল্পনার নাইট মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো! ও যদি...'

'চুপ করো, গন্‌ৎসাগা, ওর কথাগুলো শুনি।'

গন্‌ৎসাগা বুঝল, বৃথাই বকবক করেছে সে এতক্ষণ, ওর বেশিরভাগ কথা কানেই যায়নি ভ্যালেনটিনার–দুচোখ দিয়ে গিলছে নিচের দৃশ্য। নিচের দৃশ্যটাও কেমন যেন অন্যরকম লাগছে এখন।

যেখানে পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে ফিরে এসেছে পেপ্পি। ওকে কাছে ডেকে ওর কাছ থেকে একটা কাগজ নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'এই যে, যা বলছি তার প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছি। জিয়ান মারিয়ার যে কামান দাগার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই, তা লেখা আছে এখানে। ভুল বোঝাচ্ছে তোমাদের বদমাশ ক্যাপ্পোচ্চিও, তোমরাও ছাগলের মত ছুটছ ওর পিছনে। শোনো এবার, এই চিঠির মাধ্যমে এ দুর্গের কোনও একজনকে কিভাবে ঘুষ সাধছে জিয়ান মারিয়া।'

এবার গড়গড় করে পড়তে শুরু করল সে চিঠিটা। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার–এ তো ওর কাছে লেখা জিয়ান মারিয়ার সেই চিঠি! কাঁপন উঠে গেল ওর সর্বাঙ্গে। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথাটা। চট্ করে সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিল সে।

www.boighar.com

নিচ থেকে ভেসে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর গমগমে গলা।

'তোমরাই বলো, কামান দেগে এই দুর্গ অধিকার করতে পারলে এক হাজার সোনার ফ্লোরিন সাধতে যায় কেন জিয়ান মারিয়া কাউকে? গতকাল এসেছে এই চিঠি। আজ আমরা আমাদের কামান দেখিয়ে দিয়েছি ওর দূতকে। গতকালই যে কামান দাগার সাহস পায়নি, আজ কোন্ সাহসে গোলা মারবে সে? নাও, ধরো,' চিঠিটা এগিয়ে দিল সে সামনে, 'তোমাদের মধ্যে কারও পেটে বিদ্যে বলে কিছু থাকলে পড়ে দেখতে পার।'

এগিয়ে এলো ক্যাপ্পোচ্চিও, চিঠিটা নিয়ে আভেনটানো বলে এক যুবককে ডেকে তার হাতে দিল ওটা। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল সে চিঠিটা, জোরে পড়ে শোনাল সবাইকে, তারপর মন্তব্য করল: জিনিসটা খাঁটি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'কার উদ্দেশ্যে লেখা?' জানতে চাইল ক্যাপ্পোচ্চিও।

'না, না!' আপত্তি করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'নাম দিয়ে কি হবে?'

'বাধা দেবেন না!' বলল ক্যাপ্পোচ্চিও। 'কারণ আছে আমার জানতে চাওয়ার। পড়ো তুমি নামটা, আভেনটানো।'

'মেসার রোমিও গন্‌ৎসাগা!' বিস্মিত কণ্ঠে পাঠ করল যুবক।

ক্যাপ্পোচ্চিওর চেহারায় অশুভ কিছু দেখতে পেয়ে চট্ করে তলোয়ারের হাতলে চলে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর হাত। কিন্তু না, মুখ তুলে গন্‌ৎসাগার দিকে চেয়ে তিক্ত হাসি হাসল সে। বুঝতে পেরেছে, এক হাজার ফ্লোরিনের জন্যে তাকে

হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মুহূর্তে সে পরিণত হলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সমর্থকে। তার বন্ধুরা জানল না কেন কি ঘটল, তারা শুধু অবাক হয়ে দেখল প্রোভোস্টের প্রতিটা কথায় সমর্থন দিচ্ছে ক্যাপ্পোচ্চিও, এমন কি দুর্গতোরণ রক্ষা করবে বলে ফ্র্যাঞ্চেস্কো আর এরকোলের পাশে দাঁড়িয়ে গেল সে-ও। গন্‌ৎসাগার দিকে চেয়ে হুঙ্কার ছেড়ে আহ্বান জানাল, জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযার জন্যে যে বিশ্বাসঘাতক গেট খুলে দিতে চায়, সাহস থাকলে আসুক সে সামনে।

ক্যাপ্পোচ্চিওর এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিদ্রোহের তেজ গেল কমে। তারপর বুজেই গেল যখন ফ্র্যাঞ্চেস্কো স্মরণ করিয়ে দিল যে জিয়ান মারিয়ার বেঁধে দেয়া আধঘণ্টা সময় অনেকক্ষণ হয় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু কই, একটা গর্জনও তো শোনা যাচ্ছে না কামানের। দুর্গের খালি কামানগুলো দেখেই আত্মার পানি শুকিয়ে গেছে ওদের। সবার মুখে হাসি ফুটল। আশ্বাস দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'বিশ্বাস করো, আজ গর্জাবে না ওদের কামান, কালও না, সত্যি বলতে কি–কখনোই না। যাও, নাস্তা খেয়ে নিয়ে সবাই যে যার কাজে যাও।'

লজ্জা পেয়েছে সবাই, মাথা নিচু করে চলে গেল ওরা; মনে মনে স্বীকার করে নিল, হ্যাঁ, এইরকম একজন নেতার অধীনে যুদ্ধ করতে গিয়ে মরেও শান্তি।

বিশ

'ওই চিঠি কি করে এলো তোমার হাতে?' আঙিনায় নেমে এসে জিজ্ঞেস করল ভ্যালেনটিনা গন্‌ৎসাগাকে। ওর দু'চোখে অবিশ্বাস।

'কাল উড়ে এসে পড়েছে ওটা বাইরে থেকে। একটা তীরের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আমি তখন হাঁটছিলাম দুর্গপ্রাচীরের ওপর।'

কথাগুলো বলার সময় একবারও ভ্যালেনটিনার চোখের দিকে তাকাতে পারল না গন্‌ৎসাগা। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চেস্কোর চেহারায় কোনরকম সন্দেহের ছিটেফোঁটা নেই। হাসিমুখে সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'গুরুত্বপূর্ণ চিঠি···মোন্না ভ্যালেনটিনাকে দেখালেন না কেন?'

গোলাপী ছোপ লাগল গন্‌ৎসাগার ফর্সা গালে। কিন্তু কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাগ-রাগ ভাব দেখাল সে। ধরা গলায় বলল, 'আপনি মনে হয় ক্যাম্পে জন্মেছেন, আর মানুষ হয়েছেন গার্ডরুমে। তাই জিয়ান মারিয়ার চিঠিটা একজন ভদ্রলোকের জন্যে কতবড় অপমান, তা বোঝার সাধ্য আপনার নেই। ওটা ছুঁয়েই অপবিত্র হয়ে গেছে আমার হাত। এ নিয়ে সবার সঙ্গে আলাপ করে আরও অপবিত্র হওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারিনি। বিশেষ করে আমাকে উদ্দেশ্য করে এরকম একটা চিঠি লেখার জন্যে জিয়ান মারিয়াকে কোনও শাস্তি দেয়ার উপায় যখন আমার নেই, তখন চিঠিটা দলা-মোচড়া করে পরিখায় ফেলে দিয়ে মন থেকেও ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি ওটার কথা। আপনার সদাসতর্ক গুপ্তচরদের চোখে পড়ে যাওয়ায় একদিক থেকে

বইঘর.কম

ভালই হয়েছেঃ সবার সামনে আমাকে ছোট করা হলেও মোন্না ভ্যালেনটিনা তো বাঁচলেন।'

কথাগুলো এত সুন্দর করে সাজিয়ে এতই জোরের সঙ্গে বলল ও যে সবার মনে হলো এতটুকু খাদ নেই ওর আন্তরিকতায়। মনে মনে লজ্জিত বোধ করল ভ্যালেনটিনা। আর ফ্র্যাঞ্চেস্কো বড় মনের মানুষ, ওর কঠোর বাক্যগুলো ধর্তব্যের মধ্যে আনল না। বলল, 'মেসার গন্‌ৎসাগা, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনার তখনকার মনের অবস্থা। আপনাকে বোঝার ক্ষমতা আমার নেই, কথাটা ঠিক নয়। তবে এখনও আমি মনে করি, পাওয়া মাত্র চিঠিটা আপনার ম্যাডোনাকে দেখানো উচিত ছিল। যাক, এ নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভাল। আপনারা এগোন, আমি ঘরে গিয়ে বর্মটা ছেড়েই এক দৌড়ে এসে পড়ব নাস্তার টেবিলে।'

গন্‌ৎসাগার বক্তৃতায় আর যেই হোক, বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়নি বৃদ্ধ পেপ্পি। কিন্তু কাউকে সে বোঝাতে পারল না যে আসলে জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে নিজেই যোগাযোগ করেছিল গন্‌ৎসাগা, যে চিঠিটা ওদের হাতে পড়েছে সেটা ডিউকের উত্তর।

সারাদিন ভ্যালেনটিনার পাশে পাশে থাকল গন্‌ৎসাগা। ভুলেও কোনও সৈনিকের সামনে গেল না। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকেও ওর ভয়–ওর ধারণা, সবই বুঝেছে লোকটা, কিন্তু বিশেষ কারণে ওকে লেজে খেলাচ্ছে। সন্ধের দিকে ফ্র্যাঞ্চেস্কো যখন দুর্গ-প্রাচীরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তদারকি করছে, সবার অলক্ষে নিজের কামরায় ফিরে গেল সে।

একটু আঁধার হতে জিয়ান মারিয়ার কাছ থেকে বার্তা এলো। বুঝে নিয়েছে সে, যেভাবেই হোক গন্‌ৎসাগার পরিকল্পনায় বাধা পড়েছে, সৈন্যদের দিয়ে বিদ্রোহ করাতে পারেনি সে। বার্তায় জিয়ান মারিয়া জানিয়েছে অনর্থক রক্তপাত সে চায় না বলে ওই বদ্ধ উন্মাদটা, মোন্না ভ্যালেনটিনার প্রোভোস্ট বলে যে বদমাশটা নিজের পরিচয় দিচ্ছে, তার যুদ্ধের প্ররোচনায় কান না দিয়ে কটা দিন গোলাগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। আশা করছে, কদিন না খেয়ে থাকলে হয়তো বিদ্রোহী গ্যারিসনের মনোভাবে পরিবর্তন আসবে।

সবাইকে ডেকে চিঠিটা পড়ে শোনাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। হাসি ফুটল ওদের মুখে। যা বলেছিল ঠিক তাই হচ্ছে দেখে ওর নেতৃত্বের প্রতি সৈন্যদের আস্থা বেড়ে গেল শতগুণ।

খবর জেনে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে গন্‌ৎসাগা। কয়েক দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারাও কম কথা নয়। খাবার টেবিলে সবার সঙ্গে হাসি-তামাশায় মেতে উঠল সে। বেগুনী রঙের চমৎকার সিল্কের পোশাক পরেছে সে, সুন্দর চেহারা দেখাচ্ছে আরও সুন্দর।

মোন্না ভ্যালেনটিনার অনুমতি নিয়ে টেবিল ছেড়ে সবার আগে উঠে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো–দুর্গপ্রাচীরে কাজ আছে ওর। মাথা ঝুঁকিয়ে অনুমতি দিল বটে, কিন্তু তারপর থেকে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল ওর চেহারা–রোমিওর হালকা রসিকতা, পেট্রার্কের সনেট গেয়ে শোনানো, কিছুই আর ভাল লাগছে না

ভ্যালেনটিনার কাছে। ওর মনটাও যেন চলে গেছে টেবিল ছেড়ে। সকালে মুগ্ধ দৃষ্টি দেখেছে সে ওই দুঃসাহসী লোকটার চোখে, ভুলতে পারছে না কিছুতেই, থেকে থেকে চোখের সামনে ভাসছে সেই চেহারাটা, দোলাচ্ছে ওর মন। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ওর গোপন দুর্বলতার কথাটা ঠিকই টের পেয়ে গেছে স্যার নাইট। কিন্তু, তাহলে সারাটা দিন একবারও কাছে এলো না কেন ও? নিজেই উত্তর দিল: কি করে আসবে, তুমিই তো গনৎসাগাকে কাছছাড়া করলে না, পাছে ও আসে! তুমিই তো দূরে সরিয়ে রেখেছ ওকে। হঠাৎ করে লজ্জা পাচ্ছ কেন এতো?

কিন্তু এই মুহূর্তে সব লজ্জা ত্যাগ করে ওর অন্তর চাইছে একছুটে লোকটার কাছে চলে যেতে, ওর পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে, ওর চোখে সকালের সেই মুগ্ধ দৃষ্টি দেখতে। আর একটু পরিণত, অভিজ্ঞ মেয়ে হলে অপেক্ষা করত, চাইত লোকটাই ছুটে আসুক তার কাছে; কিন্তু ভ্যালেনটিনার মধ্যে কোন লুকোছাপা নেই, গনৎসাগার গান শেষ না হতেই আলগোছে উঠে পড়ল সে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুন্দর, মোহময় রাত, বাতাসে উর্বরা জমির সুগন্ধ, আকাশ ভরা তারার মেলা, দিগন্তে রহস্যময় আধখানা চাঁদ। ভ্যালেনটিনার মনে পড়ল চাঁদটাকে ঠিক এইরকমই লেগেছিল সেই রাতে, যে-রাতে অ্যাকুয়াস্পার্টায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পর উরবিনোর বাগানে বসে ভাবছিল ওর কথা। উত্তর দিকে নিচু পাঁচিলের ধারে পেল ওকে ভ্যালেনটিনা, দুহাত পাঁচিলে রেখে চেয়ে রয়েছে জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্পের দিকে। শিরস্ত্রাণ নেই মাথায়, কালো চুলের উপর সোনার জাল দেখে চেনা যাচ্ছে ওকে। পা টিপে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

'স্বপ্ন দেখছেন নাকি, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো?'

চমকে ফিরে দেখল ফ্র্যাঞ্চেস্কো হাসছে ভ্যালেনটিনা। হেসে উঠল সেও। বলল, 'স্বপ্ন দেখার মতই রাত। আর সত্যিই দেখছিলাম একটা স্বপ্ন, দিলেন ভেঙে।'

'তাই বুঝি? তাহলে তো বড় অন্যায় হয়ে গেল!' বলল ভ্যালেনটিনা। 'নিশ্চয়ই চমৎকার কোনও স্বপ্ন, যেটা দেখবেন বলে চলে এসেছেন এখানে, আমাদের ছেড়ে।'

'সত্যি, আশ্চর্য মধুর,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তবে না-পাওয়ার বেদনা মাখা। জাগিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। যাকে নিয়ে স্বপ্ন বুনছিলাম, তিনিই সামনে হাজির।'

'আমাকে নিয়ে?' দ্রুত হলো ভ্যালেনটিনার হৃৎপিণ্ডের গতি, গোলাপী ছোঁয়া লাগল গালে।

'হ্যাঁ, ম্যাডোনা, আপনাকে নিয়ে। সেই প্রথম যেদিন দেখা হলো আমাদের অ্যাকুয়াস্পার্টার জঙ্গলে, ভাবছিলাম সেদিনের কথা। আপনার মনে পড়ে?'

'পড়ে,' অস্ফুট কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা। 'প্রতিদিন!'

'আপনার মনে আছে, সেদিন বলেছিলাম: আমি আপনার নাইট। আজ থেকে যে-কোন আপদে-বিপদে আমি হাজির থাকব আপনার পাশে, যদি বুঝি

বইঘর.কম

আমাকে আপনার প্রয়োজন আছে? তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, সত্যিই কোনদিন সে সৌভাগ্য হবে আমার?'

জবাব দিল না ভ্যালেনটিনা। ও চলে গেছে সেই দিনে, প্রথম দেখায় যেদিন ভাল লেগেছিল তার আহত মানুষটাকে। তারপর থেকে কতবার যে নিজের মনে নেড়েচেড়ে দেখেছে সে কথাটা, হাসি ফুটে উঠেছে ঠোঁটে নিজেরই অজান্তে।

'আর ভাবছিলাম নিচের ওই জিয়ান মারিয়া আর ওর নির্লজ্জ অবরোধের কথা।'

'আপনার–আপনার দুঃখ বা অনুশোচনা হচ্ছে না তো?'

'অনুশোচনা?'

'আমার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে? ওরা যেটাকে আমার অবাধ্যতা আর বিদ্রোহ বলছে, তার দায়-দায়িত্ব কাঁধে চেপে যাওয়ায়?'

মৃদু কণ্ঠে হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। চেয়ে রয়েছে পরিখার স্রোতের দিকে।

'যেদিন এই অবরোধ শেষ হবে,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'যেদিন আমরা বিদায় নিয়ে যে-যার আলাদা পথে চলে যাব, সেইদিন দুঃখে ফেটে যেতে চাইবে আমার বুকটা। কিন্তু আপনাকে সাহায্য করার জন্যে বা ওদের সাধ্যমত বাধা দেয়ার জন্যে সামান্যতম অনুশোচনা নেই আমার মনে। সত্যি কথা বলতে কি, খবর নিয়ে এখানে আসার আগে থেকেই মনে মনে চাইছিলাম, যদি আপনাকে সাহায্য করার কোন সুযোগ পেতাম!'

'আপনি না থাকলে এতক্ষণে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করত ওরা আমাকে।'

'হয়তো করত। কিন্তু আমি যতক্ষণ আছি, কিছুতেই পারবে না। ব্যাব্বিয়ানোর খবরের জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি। ওখানে কি ঘটছে জানতে পারলে আপনাকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে পারতাম। সিংহাসন রক্ষা করতে হলে অবরোধ তুলে নিয়ে জিয়ান মারিয়াকে ফিরতে হবে দেশে। রাজ্য হারালে ওকে ভাইঝি-জামাই করার আগ্রহ হারাবেন আপনার কাকা। এটা আপনার জন্যে খুশির খবর, কিন্তু আমার জন্যে নয়।' ফ্র্যাঞ্চেস্কোর গলাটা একটু যেন কেঁপে গেল। অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, 'যতক্ষণ আপনার পাশে থাকতে পারছি ততটুকুই আমার লাভ। ম্যাডোনা, পারলে আপনাকে নিয়ে ওই ক্যাম্প চিরে বেরিয়ে যেতাম, চলে যেতাম এমন কোন শান্তির দেশে, যেখানে রাজসভা নেই, রাজপুত্র নেই। কিন্তু তা যখন হবার নয়, তখন মনে মনে আমি চাই, এ অবরোধ থাকুক চিরকাল, কোনদিন যেন এর শেষ না হয়!'

আবেগে আপ্লুত কাউন্ট এবার পাঁচিলের ওপর রাখা ভ্যালেনটিনার ফর্সা হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল, 'ভ্যালেনটিনা!' আবছা অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করল ওর পাশ ফেরানো মুখটা। পরমুহূর্তে নিভে গেল ওর চোখের আলো, হাতটা সরিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল, ক্যাম্পের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নিচু গলায় ক্ষমা চাইল। 'বেয়াদবি মাফ করুন, ম্যাডোনা, ভুলে যান যা বলেছি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল ভ্যালেনটিনা, তারপর একটু কাছে

সরে এসে বলল, 'আমার কাছে তো আপনার একটি কথাও অসঙ্গত বলে মনে হলো না।'

প্রায় ফুঁপিয়ে উঠে ওর দিকে ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। চোখে চোখে চেয়ে রইল ওরা কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'মনে হওয়াই উচিত, ম্যাডোনা।'

'উচিত? কেন উচিত?'

'কারণ আমি ডিউক নই, ম্যাডোনা।'

'তাতে কি?' আঙুল তুলল ভ্যালেনটিনা, 'ওই তো ওখানে বসে আছে একজন আস্ত ডিউক। ও কি একটা মানুষ হলো? পদমর্যাদা দিয়ে কি মানুষের মূল্যায়ন হয়? তোমাকে আমি একজন সত্যিকার নাইট হিসেবে জানি, মহৎ একজন ভদ্রলোক হিসেবে চিনি, দুর্দান্ত সাহসী একজন বন্ধু হিসেবে মানি। একটা বিপদগ্রস্ত, অসহায় নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে নিয়েছ হাতে। এর চেয়ে বড় গুণ আর কি আছে পৃথিবীতে? আমার কাছে তো অন্তত নেই!'

কথাটা বলে ফেলে লজ্জায় লাল হয়ে গেল ভ্যালেনটিনা, এক পাশে ফিরিয়ে নিয়ে আড়াল করল মুখ। কানের কাছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মৃদু, গম্ভীর কণ্ঠ ঘোষণা করল, 'ভ্যালেনটিনা, ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকে ভালবাসি!' আবার হাতটা তুলে নিল সে। 'আবার এও জানি, এ ভালবাসার কোন শুভ পরিণতি নেই। আশা করাটা এখানে নিজের সঙ্গেই ছলনা করা। যাকগে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ভেবেছ তুমি? অবরোধ তুলে নিয়ে জিয়ান মারিয়া ফিরে গেলে যেখানে খুশি যেতে পারবে তুমি। কোথায় যাবে বলে ভাবছ?'

www.boighar.com

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল ভ্যালেনটিনা, যেন বুঝতেই পারেনি কথাটা। বলল, 'কোথায় আবার? তুমি যেখানে বলবে যেতে!'

উত্তরটা শুনে থমকে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'বা রে! তোমার কাকা–?'

'অবাধ্য ভাইঝির জন্যে কিছুই করার নেই তার। আমি ভেবে দেখেছি। আজ সকালের আগে পর্যন্ত জানতাম কনভেন্টে ফিরে যাব। জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি সান্তা সোফিয়ায়। অল্প কয়েকদিন কাকার রাজসভার যেটুকু দেখেছি, আর দেখতে চাই না। আমি ফিরে গেলে মাদার অ্যাবেস আমাকে ফেরত নেবেন। কিন্তু আজ সকালে–'

থেমে গেল ভ্যালেনটিনা, পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে। সে দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণ। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মনে হলো স্বর্গে চলে এসেছে সে–এটাই স্বর্গ, এর বাইরে আর কোন স্বর্গ নেই। কাঁধ ধরে ওকে ফেরাল নিজের দিকে। দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল ওকে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওর মুখে হাত চাপা দিল ভ্যালেনটিনা। ওর হাতের তালুতে চুমো দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, সুড়সুড়ি লাগায় খিলখিল করে হেসে উঠল ভ্যালেনটিনা। তারপর একহাত তুলে ডিউকাল ক্যাম্প দেখিয়ে বলল, 'এদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে চলো, প্রিয় নাইট। উরবিনো থেকে অনেক...অনেক দূরে, যেখানে গুইডোব্যাল্ডোর ক্ষমতা আর জিয়ান মারিয়ার বিদ্বেষ

বইঘর.কম

পৌঁছতে পারবে না কোনদিন। সেইখানে গিয়ে আমি তোমার হব। তার আগে কোনও দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেব না আমরা, ঠিক আছে? তোমার শক্তির ওপর নির্ভর করছি আমি, এ শক্তিকে কোনভাবেই দুর্বল করা চলবে না, তাহলে ডুবব দুজনেই। প্রিয়তম, এই তাহলে কথা থাকল?'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, আঙুল তুলে সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল ভ্যালেনটিনা। কে একজন আসছে এদিকে।

'এখন যাও, প্রিয়। শুভরাত্রি!'

মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর লম্বা পা ফেলে চলে গেল, ডানদিকে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের আড়ালে। হৃদয়ে ওর জ্বলছে প্রেমের মশাল। দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ ও আজ।

যতক্ষণ দেখা যায় ওর দিকে চেয়ে থাকল ভ্যালেনটিনা, তারপর তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধন্যবাদ জানাল ঈশ্বরকে। পাঁচিলে দু'হাত রেখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল অন্ধকারের দিকে, তারপর হেসে উঠল আপন মনে। এত আনন্দ সে রাখবে কোথায়?

পিছন থেকে কথা বলে উঠল গন্‌ৎসাগা।

'এই দুর্গে তাহলে একজন হলেও সুখী মানুষ আছে, ম্যাডোনা?'

ঝট্ করে পিছন ফিরে মুখোমুখি হলো সে ক্রুদ্ধ গন্‌ৎসাগার। মুখটা সাদা হয়ে আছে ওর, চোখ দুটো জ্বলছে অঙ্গারের মত। ভয় পেল ভ্যালেনটিনা, একটু আগের দেখা সেই প্রহরীটাকে খুঁজল দেয়ালের উপর। কিন্তু নেই সে ওখানে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, গন্‌ৎসাগা, তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ, তোমার পিছনেই ছিলাম। দেখলাম সব। চাঁদের আলোয়, মৃদুমন্দ বাতাসে ওই কুত্তার বাচ্চাটার সঙ্গে চুমাচুমি—কিছুই চোখ এড়ায়নি আমার!'

'গন্‌ৎসাগা! বড় বেশি বাড় বেড়েছ দেখছি?'

'বাড় আমার বেড়েছে না তোমার?' চেঁচিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা। রাগে দিশে হারিয়ে ফেলেছে। 'গুইডোব্যাল্ডো ডি মন্টেফেল্ট্রোর ভাইঝি, রোভেয়ার বংশের মেয়ে...তোমার লজ্জা করে না নিচু জাতের একটা গুণ্ডার সঙ্গে জড়াজড়ি করতে?'

'তোমাকে এখানে আমার গার্জেন বানিয়েছে কে, গন্‌ৎসাগা?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা। 'এক্ষুণি দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে, নইলে লোক ডেকে বেত মারাব তোমাকে!'

'ডাকো তোমার লোক!' বলল গন্‌ৎসাগা। 'বেতই তো আমার প্রাপ্য! মারুক ওরা আমাকে, বেত মারতে মারতে মেরেই ফেলুক! তোমার জন্যে যত বড় বিপদ মাথায় নিয়ে এ পর্যন্ত যা করেছি, বেতই তো আমার উপযুক্ত পুরস্কার!'

'দেখো, গন্‌ৎসাগা, এখানে পালিয়ে আসার পরিকল্পনা আমার ছিল না, তুমিই এই বিপদে টেনে এনেছ আমাকে। এখন দোষ দিচ্ছ আমার। তোমার বিশেষ মতলব ছিল, সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দাওনি আমাকে। আমাকে এখানে এনেই তুমি খালাস, দুর্গরক্ষার ক্ষমতা তোমার নেই, সৈন্যদের নেতৃত্ব দেয়ার

ক্ষমতা নেই, ওদের বিদ্রোহ দমন করবার ক্ষমতা নেই–অথচ প্রোভোস্ট হওয়ার শখ। কাউকে দোষ দেয়ার আগে নিজের দিকে তাকাও, গন্‌ৎসাগা। বিপদের কথা জেনেই এসেছ তুমি।'

'জানতাম। কিন্তু তোমার প্রতি ভালবাসার কারণে বিপদের পরোয়া করিনি। তুমি ভাব দেখিয়েছিলে, আমার প্রেম বিফলে যাবে না···'

'কি বললে?' চমকে উঠল ভ্যালেনটিনা। 'শোনা যাক এক-আধটা উদাহরণ? কি ভাব দেখিয়েছি আমি তোমাকে?'

'আমার প্রতি সবসময় সহৃদয় ভাব দেখিয়েছ তুমি, আমার গান শুনে প্রশংসা করেছ। বিপদের সময় আমার ওপরই নির্ভর করনি উদ্ধার পাওয়ার আশায়?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ভ্যালেনটিনা, তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি, লাই পেয়ে মাথায় উঠে গেছ তুমি, গন্‌ৎসাগা। কেউ তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে, তোমার গান শুনে প্রশংসা করলে, তোমার দিকে তাকিয়ে হাসলেই তুমি যদি মনে করো সে তোমার প্রেমে পড়ে গেছে–দোষটা কার?'

থমকে গেল গন্‌ৎসাগা, তারপর বলল, 'কিন্তু একটা কথা বলবে আমাকে, ম্যাডোনা–কোনদিক থেকে ওই নাম-গোত্রহীন লোকটার চেয়ে আমি খারাপ হলাম? আমাকে উপেক্ষা করে ওই কুকুরটার···'

'ব্যস!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা। 'বোঝা গেল, বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখছ তুমি, গন্‌ৎসাগা। আগামীকাল আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। যেভাবে পার, দূর হয়ে যাবে তুমি এই দুর্গ থেকে।'

এবার ভয় পেল গন্‌ৎসাগা। ও জানে, এখান থেকে বেরিয়ে গেলে ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই থাকবে না ওর। চট্ করে ফণা নামিয়ে নিল সে। স্থির করেছে, সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকাই ভাল।

হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, নানান ভাবে তোয়াজ করে ভোলাবার চেষ্টা করল ভ্যালেনটিনাকে। আকারে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করল, আসলে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর যোগ্যতায় তার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, এমন কি পছন্দও করে সে তাকে, আর সবার কাছে প্রশংসাও করে তার। আজ হঠাৎ স্বল্প পরিচিত লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ভ্যালেনটিনাকে দেখে রাগ হয়েছিল ওর, সেজন্যে এখন সে দুঃখিত ও লজ্জিত।

ভ্যালেনটিনার সরল মন, ভাবল সত্যিই বুঝি ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে সংশোধন করতে চায় গন্‌ৎসাগা। সুযোগ না দিলে ওর প্রতি অন্যায় করা হবে। কাজেই থাকল সে।

পরবর্তী কয়েকটা দিনে সবাইকে খুশি করে ফেলল গন্‌ৎসাগা। সম্পূর্ণ বদলে গেছে লোকটার চালচলন, কথাবার্তা। একমাত্র পেপ্পির চোখে ধুলো দিতে পারল না সে, হাড়ে হাড়ে চেনে ও এই লোকটাকে। সদা-সতর্ক, তীক্ষ্ণ নজর রাখল ও গন্‌ৎসাগার উপর। কিন্তু ওর এই সতর্কতা টের পেয়ে আরও সতর্ক হয়ে গেছে সে। তক্কে তক্কে থেকে ঠিকই সুযোগ বের করে নিল একদিন, এবং প্ল্যানটা কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিল জিয়ান মারিয়ার কাছে।

বইঘর.কম

অনেক ভেবে তৈরি করেছে সে তার পরিকল্পনা। মোন্না ভ্যালেনটিনার কড়া নির্দেশ: রোববারের প্রার্থনায় প্রত্যেককে উপস্থিত থাকতে হবে। অনেক বলে কয়ে একজনকে পাহারায় রাখার অনুমতি নিতে হয়েছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। এই আধঘণ্টার মধ্যেই সারতে হবে কাজটা, ঠিক করেছে গন্‌ৎসাগা। আগামী বুধবার ফীস্ট অভ কর্পাস ক্রিস্টি–এ কাজের জন্যে আদর্শ একটা দিন।

একজন প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে বশ করতে অসুবিধে হবে না, জানে ও। যদি রাজি না হয়, পিঠে ছোরা মারতে অসুবিধে কি? একা ড্রব্রিজ নামাতে পারবে না ও, আর পারলেও নামানো উচিত হবে না। কারণ, এমনই ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ করবে ওটা যে উপাসনা ফেলে ছুটে আসবে সবাই। তাই ঠিক করেছে, পিছনের গেটটা খুলে দেবে ও। একটা হালকা ব্রিজ তৈরি করে আনতে লিখেছে ও জিয়ান মারিয়াকে, যাতে পরিখার ওপর ওটা ফেলে পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকে আসতে পারে সৈন্যরা নীরবে।

চিঠি পাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই হাত নেড়ে জানিয়ে দিয়েছে জিয়ান মারিয়া গন্‌ৎসাগার কথা মতোই কাজ করা হবে। প্রতিশোধ নেয়াটা নিশ্চিত হতেই হালকা মনে গুন-গুন করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে মহিলা মহলে গিয়ে ঢুকেছে সে কানামাছি খেলবে বলে।

এতদিনে রোক্কালিয়ন দখলের মওকা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে একটু বেশি পান করে ফেলল জিয়ান মারিয়া রাতে। কিন্তু সকাল হতেই ব্যাব্বিয়ানো থেকে আসা সংবাদ শুনে চুপসে গেল সে ভয়ে। খবর এনেছে আলভারি, জিয়ান মারিয়ার প্রজারা বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে। সীজার বর্জিয়ার সৈন্যরা রওনা হয়ে গেছে এমন একটা গুজব শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে তারা। শক্তিশালী একটা দল গঠন করা হয়েছে, নেতারা প্রাসাদ-তোরণে নোটিস গেঁথে দিয়েছে: এখন বিয়ের জন্যে পাগল হওয়ার সময় নয়, আগামী তিনদিনের মধ্যে জিয়ান মারিয়া যদি দেশে ফিরে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা না নেয়, ওরা তাকে পদচ্যুত করে তার মামাতো ভাই, দেশপ্রেমিক বীর, অ্যাকুইলার লর্ড ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোকে বসাবে ব্যাব্বিয়ানোর সিংহাসনে।

এখন তার একমাত্র ভরসা ওই গন্‌ৎসাগা লোকটা। আগামী বুধবার যদি ওর খুলে দেয়া গেট দিয়ে ঢুকে ভ্যালেনটিনাকে ধরতে পারে, তাহলে ওইদিনই বিয়েটা সেরে সে ছুটবে ব্যাব্বিয়ানোর উদ্দেশে, প্রজাদের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যাবে রাজধানীতে।

গুইডোব্যাল্ডোর সঙ্গে আলোচনা করল সে, তাঁকে অনুরোধ করল একজন পুরোহিত তৈরি রাখতে, যাতে চট্ করে বিয়েটা পড়িয়ে দিতে পারে। প্রথমে কিছুতেই এরকম তড়িঘড়ি বিয়েতে রাজি হলেন না গুইডোব্যাল্ডো, বললেন উরবিনোতে ফিরে জাঁক-জমকের সঙ্গে ভাইঝির বিয়ে না দিলে তাঁর অসম্মান হবে; কিন্তু অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর জিয়ান মারিয়ার ত্রিশঙ্কু অবস্থা বুঝতে পেরে নিমরাজি হলেন।

ওদিকে গন্‌ৎসাগা নিখুঁত পরিকল্পনা করেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে

না। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দুর্দান্ত সাহস, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় সে পেয়েছে। এই লোকটা যে কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। কিন্তু এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে দৈবাৎ মুক্তি পেয়ে গেল সে।

আলভারির পিছু পিছু ব্যাব্বিয়ানো থেকে রোক্কালিয়নে এসেছে কাউণ্ট অভ অ্যাকুইলার ব্যক্তিগত পরিচারক জাক্কারিয়া। সন্ধের আগেই পৌঁছলেও জিয়ান মারিয়ার লোকজনের চোখ এড়াতে আঁধার না হওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে হয়েছে ওকে জঙ্গলে। এক সময়ে চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়তেই চট্ করে নেমে পড়েছে সে পরিখার পানিতে।

পুব দেয়ালের নৈশপ্রহরী পরিখার পানিতে ছপাৎ-ছপাৎ আর বাতাসে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনে জানতে চাইল কে ওখানে, কিন্তু কোন জবাব এলো না নিচ থেকে। বিপদসঙ্কেত দেয়ার জন্যে ঘুরতেই ধাক্কা খেল সে পায়চারিরত গন্ৎসাগার সঙ্গে।

'হুজুর, কে যেন সাঁতার কাটছে নিচের পরিখায়!' বলল সে চাপা কণ্ঠে।

'বলো কি!' আঁৎকে উঠল গন্ৎসাগা। হাজারটা সন্দেহ খেলে গেল ওর মনে। জিয়ান মারিয়ার লোক? জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হয়, নাশকতা?'

'তাই তো মনে হচ্ছে, স্যার!'

ছাদের দেয়ালের উপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল দুজন। আবছা ভাবে কানে এলো, 'এই যে! কে আছো!'

'কে ওখানে?' জানতে চাইল গন্ৎসাগা।

'বন্ধু,' উত্তর এলো। 'ব্যাব্বিয়ানো থেকে চিঠি নিয়ে এসেছি লর্ড কাউণ্ট অভ অ্যাকুইলার জন্যে। শীঘ্রি একটা দড়ি ফেলুন, ডুবে যাচ্ছি!'

'কী বলছ তুমি, গাধা! রোক্কালিয়নে কোন কাউণ্ট নেই।'

'কেন, স্যার সেণ্টিনেল,' জবাব দিল নিচের কণ্ঠ, 'আমার মনিব, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোর তো এখানে থাকার কথা! জলদি একটা রশি ফেলুন!'

'মেসার ফ্র্যান–' গলায় আটকে গেল যেন নামটা। বিদ্যুৎ চমক দিল যেন ওর মাথার ভিতর, হঠাৎ বুঝে ফেলল গন্ৎসাগা সব কিছু। কর্কশ কণ্ঠে হুকুম দিল সে প্রহরীকে, 'জলদি! রশি নিয়ে এসো! অস্ত্রাগারেই কোথাও আছে! জলদি!' ভয় পাচ্ছে সে, কেউ না আবার এসে পড়ে।

একদৌড়ে দড়ি নিয়ে এলো প্রহরী। দুই মিনিটের মধ্যেই চুপচুপে ভেজা জাক্কারিয়া উঠে এলো রশি বেয়ে।

'এদিকে!' বলল গন্ৎসাগা। অস্ত্রাগারের টাওয়ারের দিকে নিয়ে গেল সে ওকে। আলো আছে সেখানে। প্রহরীকে কাছেই থাকতে বলে কামরা থেকে বের করে দিল সে।

অবাক হলো জাক্কারিয়া, এই অভ্যর্থনা আশা করেনি সে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, 'আমার লর্ড কোথায়?'

'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো তোমার লর্ড?' জিজ্ঞেস করল রোমিও।

'জ্বি, স্যার। গত দশ বছর ধরে কাজ করছি ওঁর কাছে। মেসার ফ্যানফুল্লা

বইঘর.কম

ডেল্লি আর্চিপ্রেটি খুব জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন। আপনি দয়া করে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন আমাকে?'

'ভিজে দেখছি একেবারে সিঁটিয়ে গেছ,' নরম গলায় বলল গন্‌ৎসাগা। 'ঠাণ্ডায় মারা পড়বে।' দরজার কাছে গিয়ে ডাক দিল প্রহরীকে। 'এই যে, শোনো। একে ওপরের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে এক্ষুণি কাপড় বদলাবার ব্যবস্থা করো।'

'কিন্তু আমার চিঠি, স্যার!' আপত্তি জানাল জাক্কারিয়া। 'চিঠিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরী। এমনিতেই আমি অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি রাতের অপেক্ষায় জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে।'

'কাপড় পাল্টাবার জন্যে সামান্য সময় ব্যয় করলে মারাত্মক কোন ক্ষতি হবে না নিশ্চয়ই। চিঠির জন্যে প্রাণ দিতে নিশ্চয়ই বলেনি তোমাকে কেউ?'

'আমাকে বলা হয়েছে, একটা মুহূর্ত যেন নষ্ট না করি।'

'আচ্ছা, এতই তাড়া!' হাসিমুখে বলল গন্‌ৎসাগা। 'বেশ, তাহলে আমার হাতে দাও, এখুনি পৌঁছে দিচ্ছি আমি ওটা কাউন্টের কাছে। ততক্ষণে ভেজা কাপড় ছেড়ে ফেলো তুমি।'

একটু দ্বিধা করল জাক্কারিয়া। কিন্তু রোমিও গন্‌ৎসাগার সুন্দর কান্তি, দামী পোশাক আর সততা মাখা হাসি দেখে আশ্বস্ত হলো সে। টুপি খুলে চাঁদির ওপর রাখা একটা থলেতে পোরা চিঠির খামটা ধরিয়ে দিল সে গন্‌ৎসাগার হাতে। সেণ্ট্রিকে অবিলম্বে জাক্কারিয়ার কাপড় বদলাবার ব্যবস্থা করতে বলে বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে। বাইরে এক পা ফেলেই পিছনে ফিরল আবার, ডাকল প্রহরীকে।

'এই ডাক্যাটটা রাখো,' ফিসফিস করে বলল গন্‌ৎসাগা। একটা মুদ্রা গুঁজে দিল ওর হাতে। 'আমার কথা মত কাজ করলে আরও পাবে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত একে টাওয়ারেই আটকে রাখবে। আর দেখবে, কেউ যেন ওর সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে না পারে।'

'ঠিক আছে, এক্সেলেন্সি,' বলল লোকটা। 'কিন্তু যদি ক্যাপটেন আসে আর আমাকে ডিউটিতে না পায়?'

'সে আমি সামলাব। মেসার ফোর্টেমানিকে বলব, বিশেষ একটা কাজে পাঠিয়েছি আমি তোমাকে। তোমার বদলে আরেকজন লোক দিতে বলব ওকে। আজ রাতে আর তোমাকে পাহারা দিতে হবে না।'

মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল নৈশপ্রহরী, তারপর ফিরল বন্দীর দিকে—জাক্কারিয়াকে এরই মধ্যে বন্দী হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে সে।

নিচের গার্ডরুমে গিয়ে ফোর্টেমানিকে প্রহরী বদলের কথা বলল গন্‌ৎসাগা।

'কিন্তু,' রেগে লাল হয়ে গেল ফোর্টেমানি, 'জানতে পারি, কোন্ ক্ষমতা বলে করেছেন আপনি কাজটা? কোন্ অধিকারে দুর্গপ্রহরীকে আপনি নিজের কাজে পাঠান? প্রহরীকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার বিউটি বক্স বা পদ্যের বই আনতে, সেই সময় যদি আক্রমণ আসে, তখন?'

'আপনার মনে রাখা দরকার—' মাতব্বরি চালে শুরু করতে যাচ্ছিল গন্‌ৎসাগা, এক ধমকে তাকে ঠাণ্ডা করে দিল ফোর্টেমানি।

'রাখুন আপনার চালবাজি! জাহান্নামে যান আপনি! এক্ষুণি প্রোভোস্টকে জানাচ্ছি আমি।'

'প্লিজ, না!' ভয় পেল গন্‌ৎসাগা, টেনে ধরল ফোর্টেমানির জামার হাতা। 'সার এরকোল, আমি অনুরোধ করছি, একটু বিবেচনা করে দেখুন, এই সামান্য ব্যাপারে এখন হৈ-চৈ করে দুর্গের লোকজনকে চমকে দিলে কি ঘটবে! সবাই হাসাহাসি করবে তো আপনাকে নিয়ে।'

'অ্যাঁ?' ওকে নিয়ে হাসাহাসির কথা শুনে থমকে গেল এরকোল, এই একটা ব্যাপার সে ভয় পায়–কারও টিটকারীর পাত্র হতে চায় না পারতপক্ষে। একমিনিট চিন্তা করে ওর মনে হলো, সত্যিই হয়তো এতটা করার মত ব্যাপার এটা নয়। পাশ ফিরে বলল, 'আভেন্টানো, তোমার বর্শাটা নিয়ে পুব-প্রাচীরে পাহারা দাও গিয়ে।' গন্‌ৎসাগার দিকে ফিরল আবার, 'এখন আপনার কথা রাখলাম বটে, কিন্তু মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো টহলে বেরোলেই জানতে পারবেন।'

নিজের চেম্বারে ফিরে গেল গন্‌ৎসাগা। মনে মনে নিজের সাফল্যে বাহবা দিচ্ছে নিজেকে। ফ্র্যাঞ্চেস্কো টহলে বেরোতে এখনও একঘণ্টা দেরি আছে। তখন ফোর্টেমানি তাকে যাই বলুক কিছু এসে যাবে না, একটা কিছু জবাব ততক্ষণে পেয়েই যাবে সে।

বাতি জ্বেলে চিঠির প্যাকেটটা নিয়ে বসল সে টেবিলে। ভিতর থেকে খাম বেরলো, তাতে লাল রঙের মস্ত বড় একটা সীল দেয়া।

তাহলে এই ভ্রাম্যমাণ নাইট, যাকে ছোট জাতের এক সাধারণ সৈনিক বলে সে ধারণা করেছিল–আসলে ব্যাব্বিয়ানোর জনগণের বুকের মাণিক, সিসিলি থেকে আল্পস্ পর্যন্ত তাবৎ যোদ্ধার আদর্শ পুরুষ, অ্যাকুইলার সেই বিখ্যাত কাউন্ট। অথচ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না সে! নিজের বুদ্ধির উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলল গন্‌ৎসাগা। এই লোকের দুর্দান্ত সাহস ও শক্তির কত গল্পই না শুনেছে সে! অথচ এত কাছ থেকে দেখেও এতদিন চিনতেই পারল না! কিন্তু লোকটা এখানে কেন? নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র বিরুদ্ধে দুর্গরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে যেচে পড়ে–কারণটা কি? ভ্যালেনটিনার প্রতি প্রেম? নাকি জিয়ান মারিয়ার প্রতি বিদ্বেষ? কোথায় যেন শুনেছিল, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোকে ব্যাব্বিয়ানোর সিংহাসনে বসাতে চায় ওখানকার জনসাধারণ। যাক, আসল সত্য বেরিয়ে আসবে চিঠিটা খুললেই। এখুনি জানতে পারবে সে কি লিখেছে লোকটার বন্ধু ফ্যানফুল্লা চিঠিতে।

চোখের সামনে তুলে সীলটা পরীক্ষা করল ও। তারপর ছোরাটা গরম করে অতি সাবধানে গালার নিচ দিয়ে চালিয়ে খুলে ফেলল খামের মুখ, যাতে প্রয়োজনে আবার ওটা লাগিয়ে দেয়া যায়। ভাঁজ খুলে মেলে ধরল চিঠিটা এবার চোখের সামনে। পড়তে পড়তে খেয়াল করল, হাত দুটো কাঁপছে ওর। বাতি একটু এগিয়ে এনে আবার পড়ল সে চিঠিটা। ওতে লেখা:

বইঘর.কম

মাই লর্ড প্রিয় কাউন্ট,

নিশ্চিত না হয়ে লিখব না বলে একটু দেরি করলাম চিঠি দিতে। আজ জিয়ান মারিয়াকে প্রজারা সময় বেঁধে দিয়েছে, হয় সে তিনদিনের মধ্যে ফিরে আসবে ব্যাব্বিয়ানোতে, আর না হয় ডাচির আশা ছাড়তে হবে তাকে। জনসাধারণ তখন আপনাকে রাজ্যের ভার গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ করে দূত পাঠাবে অ্যাকুইলায়।

এদিকে রোম থেকে সংবাদ এসেছে, সীজার বর্জিয়া ব্যাব্বিয়ানো আক্রমণের প্রস্তুতি শেষ করেছে। ওর সৈন্যদল রওনা হয়ে যাবে এখন যে-কোন দিন।

মানুষজন এখন দিশেহারা। জিয়ান মারিয়া অনুপস্থিত।

এই দুর্দিনে সবাই আপনার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করে আপনার অনুগত ভৃত্য,

ফ্যানফুল্লা ডেল্লি আর্টিগ্রেটি

একুশ

'কি হয়েছে, ফ্র্যাঞ্চেস্কো?' খাওয়া শেষ করে সবাই উঠে যেতে ওকে একা পেয়ে নরম কণ্ঠে জানতে চাইল ভ্যালেনটিনা। 'ভুরু কুঁচকে কি ভাবছ এতো?'

'ব্যাব্বিয়ানোর কোনও খবরই নেই, ভ্যালেনটিনা,' বলল সে। 'বড় দুশ্চিন্তায় আছি। সীজার বর্জিয়ারই বা কি খবর জানতে পারলে হতো।'

চেয়ার ছেড়ে পাশে এসে দাঁড়াল ভ্যালেনটিনা, মৃদু হেসে একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ! এই সেদিন না তুমি বললে: মনে মনে চাও, এ অবরোধ থাকুক চিরকাল, কোনদিন যেন এর শেষ না হয়!'

ওর আঙুলে চুমো দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। বলল, 'সে তো তোমার মন জানার আগের কথা, মোন্না! এখন আমি চাই, যত শীঘ্রি এখান থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে জিয়ান মারিয়া দূর হয়ে যায় ততই আমাদের জন্যে ভাল। সেই জন্যেই পাগল হয়ে আছি ব্যাব্বিয়ানোর খবর জানার জন্যে।'

'যা হবার নয়, তাই নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছ। বাইরের দুনিয়ার খবর এখানে পৌঁছবে কি করে শুনি?'

ফ্র্যাঞ্চেস্কো ভাবল এই সুযোগে নিজের সত্যিকার পরিচয়টা জানিয়ে দেবে কি না। এখন বলা যেতে পারে, কারণ এখন আর তাকে জিয়ান মারিয়ার গুপ্তচর মনে করবে না ভ্যালেনটিনা। কারও প্ররোচনাতেই আর অবিশ্বাস করবে না ওকে। বলবে বলে মুখটা খুলেছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এমনি সময়ে বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সরে গেল ভ্যালেনটিনা ওর পাশ থেকে, দাঁড়াল গিয়ে জানালার ধারে। পরমুহূর্তে

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রোমিও গন্‌ৎসাগা। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর দরজা খোলা রেখেই ঢুকল ভিতরে।

'মোন্না ভ্যালেনটিনা, তোমার সঙ্গে জরুরী একটা আলাপ ছিল।' সামান্য কেঁপে গেল ওর গলাটা। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরে বলল, 'ব্যাপারটা কিছুটা ব্যক্তিগত। আপনি যদি দয়া করে...' দরজাটা দেখাল সে চোখের ইশারায়।

'ঠিক আছে, কাজও আছে আমার,' বলে উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে টহল পরীক্ষা করতে যাব।' বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে, পিছনে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

দরজা খুলে দেখে নিল গন্‌ৎসাগা, সত্যিই ফ্র্যাঞ্চেস্কো চলে গেছে, না কি কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো।

'আমি যা বলব সেটা তোমার বিশ্বাস হতে চাইবে না, ম্যাডোনা। প্রথমেই মনে হবে বিদ্বেষের বশে মিথ্যা বানিয়ে বলছি, কিন্তু আমার অনুরোধঃ কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাধা দিয়ো না আমাকে।'

ভণিতা শুনে ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভ্যালেনটিনা, তারপর বলল, 'কথা শুনে তো ভয়ই লাগছে, গন্‌ৎসাগা!'

'দুঃখের বিষয়, জঘন্য এক বিশ্বাসঘাতকের নীচ প্রতারণা ধরা পড়েছে আমার হাতে, এবং তোমার সামনে তুলে ধরতে হচ্ছে আমাকেই।'

'প্রতারণা?' ভুরু কুঁচকে চাইল ভ্যালেনটিনা ওর দিকে, 'কে কাকে প্রতারণা করছে?'

'অ্যাকুইলার কাউন্টের নাম শুনেছ কখনও?'

'কেন শুনব না? ইটালীর সবচেয়ে সম্মানিত, স্বনামধন্য বীর উনি।'

'ব্যাব্বিয়ানোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা জানা আছে তোমার?'

'শুনেছি, ওখানে সবার প্রিয় তিনি।'

'এটা জান, যে জিয়ান মারিয়ার আপন মামাতো ভাই তিনি, ব্যাব্বিয়ানোর সিংহাসনের একজন দাবিদার?'

'আত্মীয়তার কথাটা জানি, কিন্তু তিনি যে সিংহাসনটা দাবি করছেন, এমন কথা শুনিনি। কিন্তু, গন্‌ৎসাগা, প্রতারণার কথা বলতে গিয়ে এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা আসছে কেন?'

'অপ্রাসঙ্গিক নয়, ম্যাডোনা!' জোরের সাথে বলল গন্‌ৎসাগা। 'প্রতারণার কথায় আসছি এখুনি। বললে বিশ্বাস করবে, এখানে এই রোক্কালিয়নে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার একজন চর আছে, জিয়ান মারিয়াকে এখানে আটকে রেখে যে তার মনিবের স্বার্থ রক্ষা করছে?'

'দেখো, গন্‌ৎসাগা–'

'দাঁড়াও, ম্যাডোনা! আমার কথা শেষ করতে দাও। যা বলছি, তার অকাট্য প্রমাণ আছে আমার হাতে, সাক্ষী আছে। সেই এজেন্টের কাজ হচ্ছে দুর্গের অবরোধ যতটা সম্ভব দীর্ঘ করা, প্রতিরক্ষার কাজে তোমাকে সাহায্য করা; যাতে সীজার বর্জিয়ার ভয়ে অস্থির হয়ে ব্যাব্বিয়ানোর জনসাধারণ জিয়ান মারিয়াকে

বইঘর.কম

তাড়িয়ে দিয়ে অ্যাকুইলার কাউন্টকে ক্ষমতায় বসায়।'

'কোথায় পেলে এই বাজে, বানোয়াট গল্প?' লাল হয়ে উঠেছে ভ্যালেনটিনার গাল।

'ম্যাডোনা, তুমি যাকে বানোয়াট গল্প বলছ, সেটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। আমার কাছে প্রমাণ আছেঃ ব্যাব্বিয়ানোর জনগণ জিয়ান মারিয়াকে চরমপত্র দিয়েছে–তিন দিনের মধ্যে রাজধানীতে না ফিরলে ডিউকাল মুকুট ওরা পরিয়ে দেবে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার মাথায়। সে আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছে তার এজেন্ট।'

রেগে গেছে, কিন্তু গলার স্বর শান্ত রাখল ভ্যালেনটিনা। বলল, 'হতে পারে, ব্যাব্বিয়ানোর রাজনীতি সম্পর্কে যা বলছ তা ঠিক, আমাদের প্রতিরক্ষার কারণে হয়তো সত্যিই সিংহাসন খোয়াতে বসেছে জিয়ান মারিয়া, এবং তার ফলে সুবিধা হয়ে গেছে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার। তাতে তো এটা প্রমাণ হয় না যে তুমি যার প্রতি ইঙ্গিত করছ সেই মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো অ্যাকুইলার গুপ্তচর। এই মিথ্যা বলার জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে, গন্‌ৎসাগা!'

'দিয়ো,' বলল সে। 'মিথ্যা হলে শাস্তি দিয়ো, আমি সেটা মাথা পেতে নেব। অবশ্য ঠিকই ধরেছ, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো অ্যাকুইলার গুপ্তচর, আমার এ কথাটা পুরোপুরি সঠিক নয়।'

'এই তো, এখনই কথা ঘোরাতে শুরু করেছ!'

'সামান্য একটু। ও এজেন্ট নয়, ম্যাডোনা–ও নিজেই কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো!'

বোঁ করে ঘুরে উঠল ভ্যালেনটিনার মাথাটা। রক্ত সরে গেল মুখ থেকে। প্রথমে টেবিলে হেলান দিল, তারপর বসে পড়ল একটা চেয়ারে। একটু সামলে নিয়ে তীব্র দৃষ্টি হানল সে গন্‌ৎসাগার দিকে। 'মিথ্যুক কোথাকার! চাবুক মেরে তোমার পিঠের...!'

কাঁধ ঝাঁকাল গন্‌ৎসাগা। তারপর ফ্র্যাঞ্চেস্কোর চিঠিটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের উপর। 'এই নাও প্রমাণ!'

হঠাৎ ভয় পেল ভ্যালেনটিনাঃ ও যা বলছে যদি সব সত্যি হয়ে যায়! গন্‌ৎসাগার আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। চিঠিটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে ওতে?'

'আজই রাতে ওটা নিয়ে এসেছে একজন লোক। পরিখার পানিতে সাঁতার কাটছিল, রশি নামিয়ে তোলা হয়েছে ওকে। আর্মারি টাওয়ারে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। চিঠিটা কাউন্ট অভ অ্যাকুইলাকে লিখেছে ফ্যানফুল্লা ডেল্লি আর্চিপ্রেটি বলে একজন লোক। তোমার হয়তো মনে পড়বে, সেই সেদিন অ্যাকুয়াস্পার্টার জঙ্গলে এই সম্ভ্রান্ত, সুদর্শন লোকটা মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সঙ্গে খুব সম্মান করে কথা বলছিল।'

মনে পড়ল ভ্যালেনটিনার। আরও মনে পড়ল, এই একটু আগে ব্যাব্বিয়ানোর খবর পাচ্ছে না বলে মন খারাপ করে এখানে বসেছিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। রোক্কালিয়নে

বসে কি করে সে বাইরের খবর পাবে জিজ্ঞেস করায় কেমন যেন দ্বিধায় পড়েছিল সে, এমন সময় ঘরে ঢুকল গন্‌ৎসাগা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলে নিল সে চিঠিটা, ভুরু কুঁচকে পড়ল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। চকচকে চোখে চেয়ে থাকল গন্‌ৎসাগা ওর দিকে।

চিঠি শেষ করে পুরো দুই মিনিট চুপ করে থাকল ভ্যালেনটিনা। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে একের পর এক গন্‌ৎসাগার সমস্ত কথা। ওর মনে হলো ওর হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরেছে কেউ হাতের মুঠোয়। যে লোকটাকে মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিল, বিপদের সময়ে যার ওপর নির্ভর করেছিল, যার বাহুডোরে ধরা দিয়েছিল সে, সেই লোক তাকে ব্যবহার করেছে নিজ হীন স্বার্থে। কোনও সন্দেহ নেই, লোকটা প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে, অভিনয় করেছে ভালবাসার। বুঝতে পারছে সবই, তারপরেও বলল, 'গোটা ব্যাপারটা তোমার বানানো, গন্‌ৎসাগা। সব মিথ্যে কথা!'

'মাথাটা একটু খাটাও, ম্যাডোনা,' শান্ত কণ্ঠে বলল গন্‌ৎসাগা। 'চিঠিটা যে এনেছে, সেই লোকটা এখনও আটক রয়েছে। মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে সঙ্গে নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে দেখো না কেন? তাছাড়া ভেবে দেখো, কেন নিজের পরিচয় গোপন করেছে লোকটা, কেন বলেছে ওর নাম ফ্র্যাঞ্চেস্কো ফ্র্যাঞ্চেস্কি, কেন এই লুকোছাপা?'

ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ভ্যালেনটিনা। ঝড় বইছে মনের ভিতর। এসব কি শুনছে ও!

'ভাবছ কোথাও কোন ভুল হয়েছে?' বলল গন্‌ৎসাগা। 'না। সত্যিই তোমাকে ভাঁওতা দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে চেয়েছে লোকটা। তিনটে দিন জিয়ান মারিয়াকে এখানে আটকে রেখে দুর্গ থেকে কোনও কৌশলে গায়েব হয়ে যাবে ও, ব্যাব্বিয়ানোতে গিয়ে বসে পড়বে সিংহাসনে। তোমার সঙ্গে যে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন আচরণ করেছে লোকটা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু…কিন্তু…' ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না ভ্যালেনটিনা, 'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোই যে অ্যাকুইলার কাউন্ট, তা নাও হতে পারে। চিঠিটা হয়তো আর কাউকে লেখা?'

'সন্দেহ থাকলে কাউন্টের পত্রবাহকের সঙ্গে কথা বলো না,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'ওকে সঙ্গে নিয়ে…'

'না!' শিউরে উঠল ভ্যালেনটিনা। 'কাউন্ট, মানে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে সঙ্গে নিয়ে? আমি আর মুখ দেখতে চাই না ওর!'

'অন্তত নিশ্চিত হয়ে নেয়া তোমার উচিত। ল্যাঞ্চিওট্টোকে ধরে আনতে বলেছি আমি ফোর্টেমানিকে। তুমি বললে ভেতরে আসতে বলি ওদের।' অনুমতি পেয়ে দরজা খুলে ভিতরে ডাকল সে অপেক্ষমাণ ফোর্টেমানিকে, 'ল্যাঞ্চিওট্টোকে নিয়ে ভেতরে এসো।'

ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে গেছে ল্যাঞ্চিওট্টো, বোকার মত এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ভ্যালেনটিনার উপর এসে স্থির হলো ওর দৃষ্টি।

'যা জিজ্ঞেস করব, প্রাণের মায়া থাকলে তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। বলো,

বইঘর.কম

তোমার মনিবের নাম কি?'

অবাক হলো সে প্রশ্নের ধরন দেখে, গলার স্বরটাও ওর কাছে অন্যরকম ঠেকছে। বলল, 'কিন্তু লেডি…'

'উত্তর দাও!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা, অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কিল দিল টেবিলের উপর।

উত্তর এড়াবার কোন উপায় নেই দেখে বলল, 'কেন, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো, কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা।'

ফুঁপিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, নিজেকে সামলে নিল ভ্যালেনটিনা। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে এরকোল ফোর্টেমানির। বলে কি লোকটা! নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এমনি সময় আদেশ এলো গন্‌ৎসাগার কাছ থেকে:

'যাও, আর্মারি টাওয়ারে তোমার এক সেন্ট্রি আর তার সঙ্গে একজন লোক আছে। ডেকে নিয়ে এসো ওদের।'

'তোমার মনে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ যেন না থাকে, তার ব্যবস্থা করছি এখুনি।'

জাক্কারিয়া আর সেন্ট্রিকে নিয়ে ফিরে এলো এরকোল। কারও কোনও প্রশ্ন করার প্রয়োজন পড়ল না, ল্যাঞ্চিওট্টোকে দেখেই ছুটে এসে হাত মিলাল জাক্কারিয়া, জানতে চাইল মনিব কেমন আছে।

ভ্যালেনটিনার দিকে চাইল গন্‌ৎসাগা। মাথা নিচু করে বসে আছে ও, রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। মনে হচ্ছে, সর্বস্ব খুইয়েছে যেন এইমাত্র। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক লোক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ব্যবহার করেছে তাকে, ধোঁকা দিয়েছে প্রেমের অভিনয় করে! অথচ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিল ও মানুষটাকে, ভেবেছিল ওকে রক্ষার জন্যেই এসেছে লোকটা রোক্কালিয়নে। দুঃখে এখন ফেটে যেতে চাইছে ওর বুকটা।

এমনি সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল বাইরে, দড়াম করে খুলে গেল দরজা; ঘরে এসে ঢুকল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, পিছনে ভীত-সন্ত্রস্ত পেপ্পি। নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল গন্‌ৎসাগা, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখেই 'মাই লর্ড!' বলে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত সামনে ঝুঁকে কুর্নিশ করল জাক্কারিয়া। কারও মনে আর সন্দেহের লেশমাত্র থাকল না।

সবার মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই বুঝে নিল কাউন্ট কি ঘটেছে। ঠিকই বলেছে পেপ্পি, পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে ওর। সবার উপর থেকে ঘুরে ভ্যালেনটিনার মুখে গিয়ে স্থির হলো ওর দৃষ্টি।

রাগে লাল হয়ে গেছে মোন্না ভ্যালেনটিনার মুখটা। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখেই সেদিনের সেই চুম্বনের কথা মনে এলো ওর, বিষাক্ত সাপের দংশনের মত লাগছে এখন সেটা ভাবতে। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে।

'আমার সঙ্গে এরকম নীচ শঠতা না করলেও পারতেন!' এটুকু বলতে গিয়েই

পানি এসে গেল ভ্যালেনটিনার চোখে। ঝট্ করে ফিরল এরকোলের দিকে। কান্না সামলে নিয়ে হুকুম দিল, 'ফোর্টেমানি, অস্ত্র কেড়ে নাও কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার! এখন থেকে নজরবন্দী রাখবে এঁকে!'

ঘাবড়ে গেল দৈত্য, এই লোকের অসামান্য শক্তির কথা জানা আছে তার হাড়ে হাড়ে। কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

'কি হলো, ফোর্টেমানি? একে নিয়ে দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে!'

'মাই লর্ড!' বলেই তলোয়ারের বাঁটে হাত দিল ল্যান্সিওট্টো। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র একটানে ওটা বের করে লড়াইয়ের জন্যে পাশে দাঁড়াবে প্রভুর।

'উঁহুঁ!' শান্ত কণ্ঠে ওকে বারণ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'এই যে, মেসার ফোর্টেমানি।' কোমর থেকে ছোরাটা খুলে এগিয়ে দিল সে।

গন্‌ৎসাগাকে ডেকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ভ্যালেনটিনা, পথরোধ করে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'ম্যাডোনা, দাঁড়ান,' বলল সে। 'আমার কথা শুনবেন না? আমি অস্ত্র সমর্পণ করেছি শুধু এই কারণে যে আমার কথা শুনলে আপনি ...'

'ক্যাপটেন ফোর্টেমানি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে তাকাবে না বলে দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছে অন্যদিকে। 'আমি এখন যাব। একে সরাও আমার পথ থেকে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা হাত রাখল এরকোল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কাঁধে। তবে তার কোন দরকার ছিল না। কথাটা শোনা মাত্র ঠিক যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছে এমনি ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর চোখ। পাশ ফিরে চাইল সে গন্‌ৎসাগার হাসিমাখা মুখের দিকে। মুহূর্তে হাসি মুছে গেল সভাসদের ঠোঁট থেকে, কাঁপতে শুরু করল হাঁটু জোড়া, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল সে ভ্যালেনটিনার পিছন পিছন।

বাইশ

গত রাতের তুমুল বৃষ্টিতে ভিতরের আঙিনার পাথরগুলো ঝকঝকে তকতকে দেখাচ্ছে সকালের রোদে।

মুখ কালো করে একপাশে বসে আছে ভাঁড় পেপ্পি। ভয়ানক চটে গেছে সে দুনিয়ার উপর। ভ্যালেনটিনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে সে, বোঝাতে চেয়েছে কাজটা তার ভুল হয়েছে, বলতে চেয়েছে মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে সে অনেক আগে থেকেই চেনে, অ্যাকুয়াস্পার্টায় দেখা হওয়ারও আগে থেকে; বলতে চেয়েছে ব্যাব্বিয়ানো থেকে কাউন্টের নির্বাসনের কথা, সিংহাসনের প্রতি যে লর্ড ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বিন্দুমাত্রও লোভ নেই সে কথা–কিন্তু কিছুই শুনতে চায়নি মোন্না ভ্যালেনটিনা, কিছুই বলতে দেয়নি, খারাপ ব্যবহার করে থামিয়ে দিয়েছে তাকে,

বইঘর.কম

এমন কি এক পর্যায়ে তাড়িয়েও দিয়েছে সামনে থেকে।

কাজেই সবাইকে নিয়ে ভ্যালেনটিনা যখন প্রার্থনা করতে গেছে ছায়ায় চুপচাপ বসে পেপ্পি অপেক্ষায় থাকল, বেরোলে আবার চেষ্টা করে দেখবে বোঝাবার। বিরক্ত হয়েছে সে। নীচ অপকৌশলের জন্যে গন্‌ৎসাগার উপর যতখানি, নারীসুলভ মতিভ্রমের জন্যে মনিব মোন্না ভ্যালেনটিনার উপর তার চেয়ে একটুও কম নয়।

যত অপেক্ষা করছে ততই বাড়ছে ওর রাগ। কি হবে এখন ওদের কপালে? কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা সেদিন সাহসের সঙ্গে শক্ত হয়ে না দাঁড়ালে ব্রিজ নামিয়ে কখন বেরিয়ে যেত গ্যারিসন। কে এখন নিয়ন্ত্রণে রাখবে এদের–মেয়েমানুষের বাড়া ওই গন্‌ৎসাগা?

গজর গজর করছে ও, 'নিজের ভুলটা ঠিকই বুঝবে মহিলা, কিন্তু দেরিতে। যখন আর সময় থাকবে না শোধরাবার। মেয়েমানুষের এইতো দোষ!' মনিবের প্রতি অন্ধ ভালবাসার কারণে রাগটা আরও বেশি হচ্ছে। বেরোক না উপাসনা-ঘর থেকে, ওর কথা তাকে শুনতেই হবে। চেঁচামেচি করে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে ও। ঠিক কোন্ বাক্যটা দিয়ে শুরু করলে মনিবের মনোযোগ ধরে রাখা যাবে সেটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখছিল পেপ্পি, হঠাৎ চমকে উঠল উপাসনা-ঘর থেকে পা টিপে গন্‌ৎসাগাকে বেরিয়ে আসতে দেখে। আরে! কোথায় যায় ব্যাটা?

সাবধানে চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আঙিনা পেরিয়ে বাইরের বৈঠকখানার দিকে চলে গেল গন্‌ৎসাগা। আর ওর মতলবটা কি তা বোঝার জন্যে আলগোছে পিছু নিল পেপ্পিনো।

ওদিকে সিংহ টাওয়ারের নিচে নিজের চেম্বারে বিনিদ্র রজনী কেটেছে কাউণ্ট অভ অ্যাকুইলার। তার এই দুরবস্থার জন্যে গন্‌ৎসাগার ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। জাক্কারিয়ার উপস্থিতি দেখে সে বুঝে নিয়েছে শেষ পর্যন্ত চিঠি দিয়েছে ফ্যানফুল্লা, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা কোনভাবে গিয়ে পড়েছে মোন্না ভ্যালেনটিনার হাতে। সম্ভবত চিঠিতে এমন কিছু ছিল যাতে তাকে প্রতারক বলে মনে হয়েছে ওর।

নিজেকে বাছা বাছা কয়েকটা গালি দিল সে। তেতো হয়ে গেছে মনটা। অনেক আগেই নিজের পরিচয় জানানো উচিত ছিল ওর ভ্যালেনটিনাকে। উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থেকে থেকে এখন সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। কিন্তু ওর একটা কথাও শুনবে না–এটা কি রকম কথা? কি রকম অবিবেচক মেয়ে, যাকে ভালবাসে তাকে বুঝিয়ে বলারও সুযোগ দেবে না? সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে ওর দুর্গের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। জাক্কারিয়ার এখানে উপস্থিতির মানে ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে ব্যাব্বিয়ানোতে। এখন যে-কোনও মুহূর্তে শেষ কামড় দেবে জিয়ান মারিয়া। দুর্গ দখল করতে পারলে ভাল, তা নইলে এদিকের আশা ছেড়ে দিয়ে সিংহাসন বাঁচাতে ছুটবে সে রাজধানীর দিকে।

এখনই চূড়ান্ত সতর্ক অবস্থায় দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু

ফোর্টেমানির মুখে সব শুনে কাউন্টকে নজরবন্দী করায় রেগে গেছে সৈন্যরা ভ্যালেনটিনার উপর, আনুগত্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে ওদের। শক্ত হাতে ওদেরকে এক করে রেখেছিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ওর বিচার-বুদ্ধির ওপর প্রবল আস্থা এসে যাওয়ায় সাহসে বুক বাঁধতে পেরেছিল নির্দ্বিধায়। এখন কার ওপর ভরসা রাখবে ওরা? ফোর্টেমানিকে ওরা নিজেদেরই একজন বলে মনে করে, আর গন্‌ৎসাগার মেয়েলী স্বভাব ওদের টিটকারী ও অভিনয় করে দেখিয়ে হাসাহাসির বিষয়। ভ্যালেনটিনার আদেশ মান্য করার তো প্রশ্নই ওঠে না–যুদ্ধের কি জানে ও?

এরকোল ফোর্টেমানিও ঠিক এই কথাগুলোই ভাবছে কাল রাত থেকে। পরিণতির চিন্তায় ছট্‌ফট্ করেছে সে সারাটা রাত। নিজের উদ্ধত, কর্কশ ভঙ্গিতেই অদ্ভুত এক আনুগত্য অনুভব করে সে এই মানুষটার প্রতি, এবং শুধু সম্মান নয়, রীতিমত ভালবাসা অনুভব করে অন্তরের গভীরে–যদিও মুখে কিছুতেই স্বীকার করবে না সে-কথা। তারপর যখন জানতে পেরেছে এ-লোক হেজি-পেজি কেউ নয়, গোটা ইটালীর সমস্ত যোদ্ধার আদর্শপুরুষ, অ্যাকুইলার লর্ড কাউন্ট; তখন তার ভালবাসা পরিণত হয়েছে অবিচল ভক্তিতে। www.boighar.com

অধিনায়কের দায়িত্ব বর্তেছে গন্‌ৎসাগার উপর। এই লোকটির হুকুম পালন করা ওর জন্যে বড়ই কষ্টকর। অনুরোধ করল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে, 'আপনি শুধু একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করুন, সৈন্যরা প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে যাবে আপনার পেছনে, রোক্কালিয়ন তখন আপনার।'

'বিশ্বাসঘাতক বদমাশ কোথাকার!' হেসে বলেছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'কার অধীনে চাকরি কর তুমি ভুলে গেছ? এসব বাজে কথা বলা দূরে থাক, কল্পনাতেও ঠাঁই দিয়ো না। যা ঘটছে ঘটতে দাও। কিন্তু যদি আমার কোন উপকার করতে চাও, জাক্কারিয়াকে ডেকে দিতে পার এখানে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে জাক্কারিয়াকে নিয়ে এলো এরকোল। ধরা পড়লে চিঠিটা নষ্ট করে ফেলার প্রয়োজন হতে পারে মনে করে ওর লেখা প্রতিটা লাইন মুখস্থ করিয়েছে ফ্যানফুল্লা জাক্কারিয়াকে দিয়ে। গড় গড় করে বলে গেল সে, আগাগোড়া সব শুনল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। শুনে অস্থিরতা বেড়ে গেল আরও। আর দেরি করবে না জিয়ান মারিয়া, সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এখন দুর্গের উপর। অথচ এ-রকম একটা মুহূর্তে এই ঘরে নজরবন্দী হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে হচ্ছে তাকে।

ভোর রাতের দিকে একটা বাতি আনতে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো এরকোলকে। সেই আলোয় ভ্যালেনটিনাকে একটা চিঠি লিখতে বসল সে। সবকিছু ব্যাখ্যা করল সে চিঠিতে। যখন চিঠি শেষ করল, তখন মলিন হয়ে গেছে বাতির আলো। সূর্য উঠে ম্লান করে দিয়েছে বাতিকে। চিঠিটা ভাঁজ করে এরকোলের হাতে দিল সে, যেন এক্ষুণি পৌঁছে দেয় মোন্না ভ্যালেনটিনার হাতে।

'ঠিক আছে, লর্ড কাউন্ট। উপাসনা-ঘর থেকে বেরোলেই দেব এটা ওঁর হাতে।' চিঠিটা পকেটে পুরে নেমে গেল সে নিচের আঙিনায়। ওখানে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল সে, দৌড়ে এদিকে আসছে ভাঁড়, হাঁপাচ্ছে হাপরের মত, চেহারা আরও বিকৃত দেখাচ্ছে উত্তেজনার ভাঁজ পড়ায়।

বইঘর.কম

'জলদি, ক্যাপটেন এরকোল!' বলল পেপ্পিনো, 'জলদি আসুন আমার সঙ্গে!'

'জাহান্নামে যাও তুমি, শয়তানের ছাও,' ছোট-খাট একটা গর্জন ছাড়ল ফোর্টেমানি, 'কোথায় যেতে হবে?'

'যেতে যেতে বলছি। এখন একটা মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই। বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার–গন্‌ৎসাগা–' দম নিল ভাঁড়, তারপর তাড়া দিল, 'যাবেন আপনি?'

আর বলতে হলো না, ওর পিছু-পিছু ছুট লাগাল ক্যাপটেন এরকোল। সুদর্শন, ধড়িবাজ গন্‌ৎসাগার বেইমানী হাতে-নাতে ধরার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে? ফোঁস-ফোঁস, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ নানারকম শব্দ তুলে চলেছে সে–অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে দম বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। পেপ্পির পিছনে যেতে যেতে শুনল সে ঘটনাটা। বিশেষ কিছুই নয়: আর্মারি টাওয়ারে গিয়ে ঢুকেছে গন্‌ৎসাগা, তীর ছোঁড়ার একটা গর্ত দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে ও, একটা তীর নিয়ে পরীক্ষা করছে লোকটা, তারপর ওটা টেবিলে রেখে কি যেন লিখতে শুরু করেছে।'

'হুঁ, তারপর?'

'তারপর আর কি? আমি ছুট দিলাম আপনাকে খবর দিতে।'

'কসম খোদার! এক কিলে তোকে যদি ভর্তা না করেছি তো আমার নাম…এই দেখাবার জন্যে ঘোড়দৌড় করাচ্ছিস আমাকে, বদমাইশ!' থমকে দাঁড়িয়ে আগুন ঝরাচ্ছে এরকোল ওর ভাঁটার মত দুই চোখ থেকে।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল পেপ্পি, 'এটাকে সামান্য মনে করছেন আপনি? দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন, যাবেন না?'

'আর এক পা-ও না!' রেগে ভোম হয়ে গেছে দৈত্য। 'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? কোথায় গন্‌ৎসাগার বেইমানি?'

'কী বলছেন আপনি!' রেগে গেছে পেপ্পিও। 'বুদ্ধু নাকি? একটা তীর, একটা চিঠি–তারপরেও মাথায় ঢুকছে না কিছু? জিয়ান মারিয়ার এক হাজার ফ্লোরিন ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব কিভাবে এসেছিল এই দুর্গে? এই রকম একটা তীরে বাঁধা অবস্থাতেই উড়ে এসেছিল না ক্যাম্প থেকে! এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে গাধাটা! আরে, এবার দুর্গ থেকে যাচ্ছে কোনও প্রস্তাব!'

এইবার টনক নড়ল এরকোলের, বুঝতে পেরেছে এতক্ষণে। 'খবরদার, গাল দিবি না!' বলেই আবার ছুটল পেপ্পির পিছনে। বড় আঙিনা পেরিয়ে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল ব্যাট্‌লমেন্টের উদ্দেশে। 'তোমার মনে হয়…'

'আমার মনে হয় আপনার আর একটু আস্তে পা ফেলা দরকার। আর মেসার গন্‌ৎসাগাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরতে হলে হাঁসফাঁস একটু কম করুন।'

মাথা ঝাঁকাল এরকোল, তারপর পেপ্পিকে ছাড়িয়ে দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। আর্মারি টাওয়ারের একটা ফোকরে চোখ রেখেই বুঝতে পারল সে, ঠিক সময় মতই পৌঁছেচে। ওর দিকে পিছন ফিরে সামান্য ঝুঁকে কি যেন করছে গনৎসাগা। এরকোলের অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই বুঝল, ধনুকে ছিলা পরাচ্ছে লোকটা। টেবিলের উপর রাখা একটা তীরের গায়ে কাগজ জড়ানো।

দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে দুর্গের বুরুজ ঘুরে এক ধাক্কায় খুলে ফেলল সে দরজাটা।

চমকে গিয়ে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা। মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর এরকোলকে দেখে কিছুটা সামলে নিল নিজেকে। একটু সরে টেবিলে রাখা চিঠিটা আড়াল করে বলল, 'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে একেবারে, এরকোল। তোমার পায়ের আওয়াজ তো পাইনি।' হাসির ভঙ্গি করতে গিয়েও হাসতে পারল না, বিকৃত দেখাল ওর মুখটা। এরকোলের চেহারায় ভয় পাওয়ার মত কিছু দেখতে পেয়েছে সে। তবু সাহস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও এখানে?'

'জিয়ান মারিয়াকে লেখা তোমার ওই চিঠিটা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ফোর্টেমানি।

হাঁ হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার মুখটা, কাঁপন উঠে গেল শরীরে।

'কি-কি্‌ বললে?'

'ওই চিঠিটা,' বলেই পা বাড়াল সে সামনে।

'খবরদার!' ধমকে উঠল গন্‌ৎসাগা। 'আর এক পা সামনে এগোলে এক বাড়িতে মাথার ঘিলু বের করে দেব!' লাঠির মত করে ধনুকটা মাথার উপর তুলল সে বেপরোয়া ভঙ্গিতে।

গলার ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ তুলে হাসল ফোর্টেমানি। পরমুহূর্তে দুই হাতে গন্‌ৎসাগার কোমর জড়িয়ে ধরে তুলে ফেলল ওকে মাথার উপর। ধনুক দিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করল আনাড়ি সভাসদ, বাতাসে শিস কাটার শব্দ হলো কেবল। পরমুহূর্তে ওকে আছাড়ে মেঝেতে ফেলল দৈত্যটা। 'কোঁক' করে একটা বিদঘুটে শব্দ বের হলো গন্‌ৎসাগার মুখ থেকে। ভয়ানক ব্যথা পেয়েছে চতুর সভাসদ। উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই এসে পড়ল দৈত্য। ওকে উপুড় করে ঠেসে ধরে হাত-পা বেঁধে ফেলল শক্ত করে।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, বিচ্ছু কোথাকার!' বলে খানিক হাঁপিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর থেকে তীরটা তুলে নিল হাতে। চিঠিটা খুলে জোরে জোরে পড়ল: "টু দ্য হাই অ্যাণ্ড মাইটি লর্ড জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযা"–হেসে উঠে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে, তালাটা লাগিয়ে দিতে ভুলল না।

ওখানেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকল গন্‌ৎসাগা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে রাস্তার শেষে পৌঁছে গেছে সে। মাঝে মাঝে আহ্-উহ্ করা আর গরমে ঘামা ছাড়া আর কিছুই করবার উপায় নেই। এখন আর ভ্যালেনটিনার কাছ থেকেও দয়া বা ক্ষমা আশা করছে না সে। এ-চিঠি ওর বিশ্বাসঘাতকতার নিশ্ছিদ্র প্রমাণ। কিভাবে কি করতে হবে সব ভেঙেচুরে পরিষ্কার করে লিখেছে সে চিঠিতে। ব্যাট্‌ল্‌মেণ্ট থেকে রুমাল না দেখানো পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে বলেছে সে জিয়ান মারিয়াকে। ইঙ্গিত পেলেই পিছন দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে, খোলা থাকবে দরজা, কেউ কোনও বাধা দেবে না, জলের মত সহজ কাজ–পুরো গ্যারিসনকে নিরস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যাবে দুর্গের উপাসনা-ঘরে।

চিঠি পড়েই একটা বুদ্ধি খেলে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মাথায়। এরকোল আর বুদ্ধ পেপ্পিকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল সে হো-হো করে।

'ঈশ্বর এই গর্দভ বিশ্বাসঘাতকের মঙ্গল করুন,' বলল সে। ফোর্টেমানির মুখ

বইঘর.কম

হাঁ হয়ে যেতে আর পেপ্পির দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে দেখে বলল, 'বন্ধু এরকোল, জিয়ান মারিয়াকে ফাঁদে ফেলার একটা চমৎকার টোপ দেখতে পাচ্ছি আমি এই চিঠিতে। আমার পক্ষে এর চেয়ে ভাল ফাঁদ তৈরি করা সম্ভব ছিল না।'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন–'

'এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও ওর কাছে,' বলল সে। 'যেভাবে পার ওকে দিয়ে চিঠিটা জিয়ান মারিয়ার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। ও রাজি না হলে নিজেই পাঠাও এটা। শুধু খেয়াল রাখবে এ-চিঠি জিয়ান মারিয়ার কাছে পৌঁছানো চাই।'

'ঠিক কি করতে চাইছেন, একটু ভেঙে বলবেন? আমি তো কিছুই...'

'সময় মত সবই জানতে পারবে, এরকোল। আগে যা বলছি তাই করো। শোনো! সব থেকে ভাল হয় যদি ওকে গিয়ে বল, চিঠিটা পড়ে তোমার মনে হয়েছে ওর সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতায় যোগ দেয়া উচিত। বলবে, তোমার ধারণা, জিয়ান মারিয়ার শাস্তি এড়াতে হলে এছাড়া আর কোনও রাস্তাই নেই। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে আগে কিছু টাকা দিতে রাজি করাবে ওকে। বুঝতে পেরেছ?'

কিছুই বোঝেনি, কিন্তু মাথা ঝাঁকাল দৈত্য, কি করতে হবে বুঝেছে।

'বেশ, আর দেরি না করে ফিরে যাও টাওয়ারে। শুধু টাকা নয়, তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবে, যাতে ওর মনে কোনও সন্দেহ না হয়। তীরটা ছোঁড়া হয়ে গেলে ফিরে এসো, সব বুঝিয়ে বলব তোমাকে। যাও এখন।'

ছুটল এরকোল। কিন্তু পেপ্পি ধরে বসল, কাউন্টের মনের কথা জানতে না পারলে ঘুম হবে না ওর। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল সে। সব শুনে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল সে। শেষে বলল, 'বুঝতে পারছি, স্যার, আমার চাকরিটা খাবেন আপনি! লোক হাসানোয় আমি আপনার কাছে শিশু!'

কাজ সেরে ফিরে এলো এরকোল।

'চিঠিটা গেছে?' জিজ্ঞেস করল কাউন্ট।

মাথা ঝাঁকাল ফোর্টেমানি।

'আমরা এখন ভাই-ভাই, গন্‌ৎসাগা আর আমি। কাজেই আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই।'

'দারুণ! তোমার তুলনা হয় না, এরকোল!' কাউন্টের প্রশংসায় সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল ফোর্টেমানির। হাত বাড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'এবার আমার লেখা চিঠিটা ফেরত দাও। এর আর কোন দরকার নেই। তবে আজ রাতের শেষ প্রহরে, যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকবে, তখন আমার লোক দুজন, ল্যাঞ্চিওট্টো আর জাক্কারিয়াকে পৌঁছে দিয়ো আমার কাছে। ঠিক আছে?'

তেইশ

বুধবার, কর্পাস ক্রিস্টির সকালে ঠাণ্ডা পড়ল খুব। সাগর থেকে বাতাসের সঙ্গে ভেসে এসেছে ঘন কুয়াশা। সবকিছু আবছা দেখাচ্ছে আজ। টুং-টাং বেজে উঠল উপাসনা-ঘরের ঘণ্টা, গ্যারিসনের সবাই প্রার্থনার জন্যে ঢুকল গিয়ে সেখানে।

সখীদের সঙ্গে এলো মোন্না ভ্যালেনটিনা, তার পিছনে পরিচারক দুজন, তার পিছনে ভাঁড় পেপ্পিনো। অত্যন্ত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ভ্যালেনটিনাকে, চোখের কোলে কালি পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে রাতে ঘুমাতে পারছে না সে। মাথা নিচু করে প্রার্থনার জন্যে প্রস্তুত হলো সে; সখীরা লক্ষ করল, চোখ থেকে টপ্‌টপ্ পানি পড়ছে ওর মাস্-বুকের উপর। প্রার্থনা শুরু করল ফ্রা ডোমেনিকো।

গন্‌ৎসাগা আসেনি, ভ্যালেনটিনাকে জানিয়েছে, ফ্যানফুল্লার চিঠি পড়ে জানা গেছে এখন যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ করে বসতে পারে জিয়ান মারিয়া, কাজেই কোনও ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়; একজন প্রহরীর ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না সে, নিজেও থাকবে পাহারায়। মাথা হেলিয়ে সায় দিয়েছে ভ্যালেনটিনা, কারও কোন কথা আর দাগ কাটছে না ওর মনে, কেউ আক্রমণ করলেই কি, আর না করলেই কি; কিছুতেই যেন এসে যায় না কিছু।

সবাই প্রার্থনা-ঘরে ঢুকতেই দুর্গপ্রাচীরে গিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ শঙ্কা ও উৎকণ্ঠায়, দুরুদুরু কাঁপছে বুক। পাহারায় রয়েছে আভেন্টানো, যে গন্‌ৎসাগার কাছে আসা জিয়ান মারিয়ার চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে হাসিয়েছিল সবাইকে। ভালই হলো, ভাবল গন্‌ৎসাগা, এর পাওনা হিসেবটা চুকিয়ে দেয়া যাবে আজ।

দ্রুত কেটে যাচ্ছে কুয়াশা। বেশ অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এখন। জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্পে অস্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য দেখে মলিন হাসি হাসল ও। আজ ওর ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে চলে যাবে মোন্না ভ্যালেনটিনা।

সেন্ট্রির দিকে সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল গন্‌ৎসাগা। মনে মনে গাল দিচ্ছে ফোর্টেমানিকে–কিছুতেই রাজি হলো না ব্যাটা! ওর চেয়ে অনেক ভাল ভাবে করতে পারত লোকটা এই কাজ, এটা বলায় মাথা নেড়ে মধুর করে হেসেছে দৈত্য। পুরস্কার বেশিরভাগটাই পাচ্ছে গন্‌ৎসাগা, তাই কাজেরও বেশিরভাগটা তারই করা উচিত। বলেছে, ও বরং প্রার্থনা-ঘরের ওপর নজর রাখবে ওই সময়টা।

সহজ গলায় সুপ্রভাত জানাল সে আভেন্টানোকে। খুশি মনে লক্ষ করল বর্ম পরেনি লোকটা। প্রথমে স্থির করেছিল সে ঘুষ সাধবে সেন্ট্রিকে, কিন্তু এখন সাহস হচ্ছে না। যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে? আর যদি রেগে গিয়ে মেরেই বসে?

বইঘর.কম

ভাবতেও পারেনি যে, আভেন্টানোকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে আগে থেকেই। ওকে বলেছে এরকোল, ঘুষ সাধলে যেন চট্ করে রাজি হয়ে যায়। রাজি হওয়ার জন্যে সে যে একপায়ে খাড়া, এটা জানা না থাকায় শেষ মুহূর্তে প্ল্যান পরিবর্তন করল গন্ৎসাগা।

'ঠাণ্ডায় জমে গেছেন, এক্সেলেন্সি,' ওকে কাঁপতে দেখে বলল আভেন্টানো সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে।

www.boighar.com

'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে!' বলল গন্ৎসাগা মৃদু হেসে।

'ঠিক। তবে ওই যে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, শীঘ্রিই গরম হয়ে উঠবে।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল গন্ৎসাগা। ডান হাতটা ওর নীল ভেলভেটের পোশাকের ভিতরে ড্যাগারের বাঁটটা ধরে আছে, কিন্তু ওটা বের করার সাহস হচ্ছে না। বুঝতে পারছে, সময় বয়ে যাচ্ছে, কাজটা ওকে করতেই হবে। কিন্তু এই স্বাস্থ্যবান যুবককে প্রথম আঘাতেই কাবু করতে না পারলে কপালে খারাবি আছে ওর–এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই ছাইবর্ণ ধারণ করল ওর মুখ, আবার কাঁপতে শুরু করল সর্বাঙ্গ। এক পা সরে গিয়েই বুদ্ধি খেলল মাথায়। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, কি ওটা!' দৃষ্টি দুর্গের বাইরে মাটির দিকে।

এক নিমেষে ওর পাশে চলে এলো আভেন্টানো। 'কি? কি হলো, এক্সেলেন্সি?'

'ওই যে, নিচে!' চেঁচিয়ে উঠল গন্ৎসাগা। ওই যে পাথরের ফাঁকে। দেখতে পাচ্ছ না?'

'কই, না তো!' সামনে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল আভেন্টানো। 'কিছুই নেই ওখানে। প্লাস্টারটা একটু ফাটা। কিন্তু–উ···হ্!'

খাপ থেকে ছোরাটা বের করে প্রথমে আতঙ্কে ফুঁপিয়ে উঠেছে গন্ৎসাগা, পরমুহূর্তে ঘ্যাচ করে বসিয়ে দিয়েছে ওটা সেন্ট্রির পিঠে। গলা দিয়ে ঘর-ঘর আওয়াজ তুলে বসে পড়ল আভেন্টানো, দুহাতে খামচি দিয়ে আকাশ ধরতে চেষ্টা করল, তারপর ঢলে পড়ে গেল পাথরের উপর; বার কয়েক হেঁচকি তুলেই স্থির হয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে গন্ৎসাগার, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে লাফাচ্ছে গালের মাংস। জীবনে এই প্রথম মানুষ খুন করল সে। লাশের পিঠ থেকে ছোরাটা বের করার সাহস নেই, গলা দিয়ে আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘুরেই দৌড় দিতে গেল সে, তক্ষুণি মনে পড়ল রুমাল নাড়ার কথা, দুই সেকেণ্ডের জন্যে থেমে রুমাল নাড়ল সে জিয়ান মারিয়ার উদ্দেশে, তারপর ছুটল সিঁড়ি বেয়ে নেমে পিছন দিকের গেটটা খুলে দিতে।

কাঁপা হাতে তালা খুলে গেটটা হাঁ করে দিল গন্ৎসাগা। দেখল পাইন কাঠের একটা হালকা ব্রিজ নিয়ে ছুটে আসছে জিয়ান মারিয়ার সৈন্যদল। ওটাকে পরিখার ওপর বসাতে গিয়ে যথেষ্ট শব্দ হলো। একজন ওর ওপর দিয়ে টলতে টলতে এপারে চলে এলো, গন্ৎসাগাকে সাহায্য করল সে ব্রিজের এদিকের মাথাটা শক্ত করে বাঁধার কাজে।

বাঁধা হতেই এপারে চলে এলো জিয়ান মারিয়া, তার পিছনে গুইডোব্যাল্ডো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ঠিক যেমনটা আশা করেছিল, রোক্কালিয়ন দুর্গের প্রাঙ্গণ ভরে গেল জিয়ান মারিয়ার পাঁচ কুড়ি ভাড়াটে সৈনিকে। একজনকেও ফেলে রেখে আসেনি জিয়ান মারিয়া। সবার মুখে বিজয়ের হাসি।

'সব ঠিক আছে তো?' গন্‌ৎসাগার দিকে ফিরল জিয়ান মারিয়া, মুখে বন্ধুত্বের হাসি। কিন্তু গুইডোব্যাল্ডোর ভ্রূকুটিতে স্পষ্ট রাগের চিহ্ন দেখা গেল।

গন্‌ৎসাগা আশ্বস্ত করল জিয়ান মারিয়াকে, দুর্গের সমস্ত সৈনিক এখন উপাসনা-ঘরে প্রার্থনায় ব্যস্ত। নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে সাহস অনেকটা ফিরে এসেছে ওর। গুইডোব্যাল্ডোর দিকে ফিরে মৃদু হেসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'এই একটা ব্যাপারে আপনাকে প্রশংসা করতেই হয়। ভাইঝিকে ধর্মকর্মের দিকে...'

'আমাকে কিছু বলছ?' কঠিন সুরে ওকে বাধা দিলেন উরবিনোর ডিউক। 'আশা করি ভবিষ্যতে এ সাহস তোমার আর হবে না!'

থতমত খেয়ে চুপ হয়ে গেল গন্‌ৎসাগা। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে হাসল জিয়ান মারিয়া।

'ঘাবড়াও মাত, জুডাস!' ভরসা দিল সে গন্‌ৎসাগাকে। 'তোমাকে ব্যাব্বিয়ানোতে জায়গা দেব আমি, যদি এই রকম কাজ দেখাতে পার। যাই হোক, এখন আমাদের এগোনো দরকার। প্রার্থনায় বাধা না দিয়ে আমরা কাছেই ওদের অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকব, বের হলেই ধরব।'

খুশিতে হাসছে জিয়ান মারিয়া। ইঙ্গিতে পথ দেখাতে বলল গন্‌ৎসাগাকে। প্রথম দরজা খুলতে গিয়েই আঁৎকে উঠল সভাসদ–ভিতর থেকে বন্ধ দরজাটা। হাঁটু কাঁপতে শুরু করল ওর।

'বন্ধ! ভেতর থেকে বন্ধ এ-দরজা!' বলল সে কাঁপা গলায়।

'ঢোকার সময় অনেক বেশি আওয়াজ করেছি আমরা,' বললেন গুইডোব্যাল্ডো। 'তাই বোধহয় সাবধান হয়ে গেছে।'

সৈন্যদের দিকে ফিরল জিয়ান মারিয়া, দরজাটা ভেঙে ফেলার হুকুম দিল। দরজা ভাঙার পর গুনে গুনে দশ কদম এগোতে পারল ওরা। দেখা গেল দ্বিতীয় দরজাও বন্ধ। অনেক কষ্টে এটাও ভাঙা হলো।

দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে বাধা দেয়া হবে মনে করে বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসে সৈন্যদের আগে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল জিয়ান মারিয়া, কিন্তু দেখা গেল, সেখানেও বাধা দেয়ার কেউ নেই। এরপর সোজা গিয়ে থামবে ওরা একেবারে প্রার্থনা-ঘরের দরজার সামনে।

উপাসনালয়ে 'মাস্' শুরু হয়ে গেছে। সবাই মগ্নচিত্তে শুনছে ফ্রা ডোমেনিকোর মন্ত্রপাঠ, এমনি সময়ে দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ পেল ওরা, বর্মের ঝনঝন শব্দ শুনতে পেল পরিষ্কার। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সৈনিকরা। ধারণা করল, কারও বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগে এসে পড়েছে জিয়ান মারিয়ার সৈন্যরা। সঙ্গে

বইঘর.কম

অস্ত্র নেই বলে গালি বকে উঠল কয়েকজন–ভুলেই গেছে, প্রার্থনা-ঘরে রয়েছে 'ওরা।

এমনি সময়ে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, উঠে আসছে উপরে। দম আটকে রেখেছে সবাই, প্রার্থনার শেষটুকু উচ্চারণ করতে ভুলে গেছে পুরোহিত, চোখ গোল করে চেয়ে রয়েছে দরজার দিকে।

আগন্তুকদের দেখেই সজোরে হাঁপ ছাড়ল ঘরের সবাই। প্রথমেই ঢুকল কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা শিরস্ত্রাণটা শুধু বাম হাতে, তাছাড়া সারা দেহ বর্ম দিয়ে ঢাকা, কোমরের একপাশে ঝুলছে তলোয়ার, অন্যপাশে ছোরা। তার পিছনেই রয়েছে কাউন্টের মাথা ছাড়িয়ে আরও এক মাথা উঁচু দৈত্য এরকোল ফোর্টেমানি, এবং তার পিছনে জাক্কারিয়া ও ল্যান্সিওট্রো–সবাই পরে আছে পুরোদস্তুর যুদ্ধের সাজ।

'এভাবে আমাদের প্রার্থনায় বাধা দেয়ার মানে?' হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল ফ্রায়ার।

'বলছি, ধৈর্য ধরুন, ফাদার,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'পরিস্থিতি বাধ্য করেছে আমাদের।'

'এসব কি, ফোর্টেমানি?' চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা, চোখ দুটো জ্বলছে ওর। 'তুমিও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে!'

'এর মানে, ম্যাডোনা,' মনিবের প্রশ্ন রাগিয়ে দিয়েছে দৈত্যকে, 'এই যে, আপনার পোষা কুকুর ওই রোমিও গনৎসাগা এই মুহূর্তে পিছন দরজা দিয়ে জিয়ান মারিয়া আর তার সৈন্যদলকে দুর্গে ঢোকাচ্ছে!'

চেঁচিয়ে উঠল গ্যারিসনের সব লোক, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়তে চলেছে ওরা–সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চাইছে; হাত ঝাপটা দিয়ে থামিয়ে দিল ওদের ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

বুনো দৃষ্টিতে ফোর্টেমানির দিকে চেয়ে ছিল ভ্যালেনটিনা, এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার দৃষ্টি এসে স্থির হলো কাউন্টের উপর। কয়েক পা এগিয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল ভ্যালেনটিনাকে।

'ম্যাডোনা, এখন বিস্তারিত ব্যাখ্যার সময় নেই। বিপদ এসে পড়েছে ঘাড়ের উপর। যা করবার করতে হবে এক্ষুণি, যত দ্রুত সম্ভব। আপনার কাছে নিজের পরিচয় গোপন করা আমার অন্যায় হয়েছিল। যখন বলতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখনই এই দুর্গের একমাত্র বিশ্বাসঘাতক রোমিও গনৎসাগা আমার পরিচয় জানতে পেরে খারাপ ভাবে তুলে ধরল আমাকে আপনার কাছে, আপনিও আমাকে ব্যাখ্যা করবার সুযোগ দিলেন না। এই মুহূর্তে সত্যিই সে আপনার কাকা আর আমার ফুফাতো ভাইকে ঢুকাচ্ছে দুর্গের ভিতর। আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্যে আপনাকে সাহায্যের অভিনয় করেছি, কথাটা সর্বৈব মিথ্যা–আমার অনুরোধ, এটুকু অন্তত এই সঙ্কটের মুহূর্তে বিশ্বাস করুন।'

দরদর করে পানি ঝরতে শুরু করল ভ্যালেনটিনার চোখ থেকে। বুঝতে পেরেছে, একবিন্দু মিথ্যে নেই কাউন্টের কথায়। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে প্রার্থনার

ভঙ্গিতে।

'ম্যাডোনা,' ওর কাঁধে আলতো করে হাত রাখল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আমি যতক্ষণ আছি, কোন ভয় নেই আপনার। আপনার বুদ্ধিমান জেসটার পেপ্পির তৎপরতায় ফাঁস হয়ে গেছে গন্‌ৎসাগার মতলব, গত রাতে আমরাও একটা প্ল্যান তৈরি করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। দুর্গের দরজাগুলো বন্ধ পাবে জিয়ান মারিয়ার সৈন্যরা, ওগুলো ভাঙতে যেটুকু সময় লাগবে সেটুকু সময় আমরা কাজে লাগাব। ওই দেখুন, ওদের দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে এই প্রার্থনাঘরের দরজাও লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমাদের ওপর একটু বিশ্বাস রাখুন, ম্যাডোনা; আমরা ঠিকই এই বিপদ থেকে রক্ষা করব আপনাকে।'

অশ্রুভেজা চোখদুটো অবাক হয়ে তাকাল কাউন্টের চোখে। বলল, 'কি করে! ওরা ধাওয়া করবে আমাদের।'

'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না,' মৃদু হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আমরা চারজন গত রাতে বেশ কিছু আয়োজন করে রেখেছি। চলুন এবার, হাতে সময় নেই।'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত কি যেন খুঁজল ভ্যালেণ্টিনা কাউন্টের মুখে, তারপর চোখ মুছে দু'হাত রাখল ওর দুই কাঁধে। সবাই চেয়ে দেখছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

'সত্যি? সত্যিই তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি, ফ্র্যাঞ্চেস্কো?'

'আমার সম্মান, আমার নাইটহুডের কসম, ভ্যালেনটিনা। এতটুকু মিথ্যে বলিনি আমি। কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আমার ছিল না, এখনও নেই। এখানে আসার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে সাহায্য করা। ঈশ্বরের এই বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি কথাটা, বিশ্বাস করো!'

'বিশ্বাস করলাম!' বলেই ফুঁপিয়ে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকল ভ্যালেনটিনা। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বলে আমাকে মাফ করো, ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ঈশ্বরও আমাকে মাফ করুন।'

কোমল কণ্ঠে ওর নামটা শুধু উচ্চারণ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'ভ্যালেনটিনা!'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভ্যালেনটিনার মুখটা। ওর নাইটের ভরসা পেয়ে ফিরে এসেছে সাহস।

'চলো সবাই!' উঁচু গলায় ডাকল এবার ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আপনি, ফাদার, আলখেল্লাটা খুলে ফেলুন, আর জোব্বাটা একটু গুঁজে নিন কোমরে–সিঁড়ি ভাঙতে হবে। আর তোমাদের দুজন বেদীর নিচের এই প্লেটটা সরিয়ে ফেলো। অসুবিধে হবে না, কাল রাতে কব্জাগুলো ঢিল দিয়ে রেখেছি আমরা।'

অল্পক্ষণেই তুলে ফেলা হলো ঢাকনিটা। নিচে দেখা যাচ্ছে রোক্কালিয়নের পাতালঘর আর বন্দিশালায় যাবার সিঁড়ি।

সবাই নেমে গেল নিচে। সবার শেষে কয়েকজন পাথরের বেদিটা টেনে এনে বন্ধ করে দিল ফাঁকটা। কারও বোঝার উপায় থাকল না কোনদিক দিয়ে কোথায় গেল সবাই।

পিছনের একটা দরজা আগেই খুলে রেখেছে ফোর্টেমানি, সবার আগে চলল

বইঘর.কম

সে–তার পিছনে ছয়জন বয়ে নিয়ে চলেছে লম্বা একটা মই। খোলা দরজা দিয়ে 'হেঁইয়ো' বলে ছুঁড়ে দেয়া হলো মইটা। পরিখার প্রবল স্রোতের উপর দিয়ে উড়ে ওপারে গিয়ে পড়ল মইয়ের শেষ মাথা।

দুই হাত দু'পাশে মেলে দিয়ে টলোমলো পায়ে ওপারে চলে গেল ফোর্টেমানি, তারপর ও-মাথা শক্ত করে বেঁধে ফেলল একটা পাথরের সঙ্গে।

গতরাতে পাতালঘরে এনে রাখা বারোটা বল্লম হাতে এবার বারোজন সৈনিককে পাঠাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ওপারে পৌঁছে ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল তৈরি হয়ে। ওদের পর নেমে গেল মহিলারা। তারপর বাকি সবাই। সবার শেষে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে নামল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কয়েকজন মিলে টেনে নিয়ে বিশ গজ দূরে একটা নিচু মাঠে ফেলল মইটা।

হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ভ্যালেনটিনার পাশে এসে বলল, 'জিয়ান মারিয়া ভেবেই পাবে না, এতগুলো লোক আমরা কিভাবে, কোথায় গায়েব হয়ে গেলাম! রোক্কালিয়নে একটা সিঁড়ি নেই আর, দড়ি নেই আর এক গজও–সব ফেলে দেয়া হয়েছে পরিখার পানিতে। এবার এসো, নাটকের বাকি অংশ দেখবে,' হাত ধরে টানল ওকে জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্পের দিকে। 'এতক্ষণে ওদের তৈরি ব্রিজটা সরিয়ে নিয়েছে ফোর্টেমানি ও তার দল। মহামহিম, দুর্ধর্ষ, পরাক্রমশালী শ্রীমান জিয়ান মারিয়া এখনও জানে না আটকে গেছে সে কোন্ ফাঁদে।'

চব্বিশ

মে মাসের সেই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে মনের আনন্দে জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্প দখল করে নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ও তার দলবল। প্রথমেই, যারা নিরস্ত্র ছিল তারা যেখানে যা অস্ত্র পেল তুলে নিল হাতে, যার যেটা খুশি পরে নিল বর্ম ও শিরস্ত্রাণ।

মাত্র তিনজন লোক রেখে গিয়েছিল ডিউক ক্যাম্প পাহারায়, ওরা প্রথম ধাক্কাতেই বন্দী হয়েছে ফোর্টেমানির হাতে। দুর্গ দখল করবার জন্যে পাইনের যে ব্রিজটা তৈরি করিয়েছিল ডিউক, সেটা সরিয়ে নেয়া হয়েছে; এখন হাঁ করে রয়েছে খোলা দরজাটা, নিচে তুমুল বেগে বইছে পরিখার স্রোত।

খানিক পরেই খোলা দরজার সামনে দেখা গেল জিয়ান মারিয়াকে। ফাঁদে আটকে গিয়ে রাগে লাল হয়ে গেছে ওর মুখ। ওর পিছনে দাঁড়ানো সৈন্যদের অবস্থাও তথৈবচ। ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে ওরা, ওদের ক্যাম্পে ব্যস্ত পিঁপড়ের মত পিলপিল করছে বিশ-পঁচিশজন লোক; কামানগুলোর কাছেই ভিড় বেশি। রাজসিক চেহারার দীর্ঘদেহী এক লোকের নির্দেশে ড্রব্রিজের উপর তাক করা হচ্ছে কামানগুলো।

হৈ-হৈ আওয়াজ ভেসে এলো দুর্গের দিক থেকে। হুড়োহুড়ি করে অদৃশ্য

হয়ে গেল ওরা পিছনের দরজা থেকে, একটু পরেই দেখা গেল ওদেরকে দুর্গপ্রাচীরের ওপর। হা-হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। একের পর এক দুর্গের কামানগুলো পরীক্ষা করছে ওরা, কিন্তু কোনটাতেই গোলা বারুদ কিচ্ছু পেল না। যখন বুঝতে পারল গোলাহীন কামানের ভয় দেখিয়ে এতদিন ওদের ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল, তখন রাগে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওদের।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ, তারপর বেজে উঠল বিউগল।

ফোর্টেমানিকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে জিয়ান মারিয়ার একটা ঘোড়ায় চাপল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ওর দু'পাশে চলেছে ল্যাঞ্চিওট্টো আর জাক্কারিয়া, দুজনের হাতে দুটো তীর পরানো ক্রস-বো।

রোক্কালিয়নের প্রাচীরের পাশে পরিখার ধারে গিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আপন মনে হাসছে দুই পক্ষের অবস্থানের পরিবর্তন দেখে। কদিন আগে এখানে দাঁড়িয়েছিল জিয়ান মারিয়া, আর ও ছিল উপরে।

শিরস্ত্রাণ রয়েছে মাথায়, কথা বলতে হবে বলে ভাইজরটা সরাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এমনি সময়ে ঝপাৎ করে একটা লাশ এসে পড়ল পরিখার জলে। আভেন্টানোর লাশ, জিয়ান মারিয়ার আদেশে সরানো হলো ওটা ওর চোখের সামনে থেকে।

'আমি মোন্না ভ্যালেন্টিনা ডেল্লা রোভেয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' হাঁক ছাড়ল ক্রুদ্ধ ডিউক।

'তুমি যা বলার আমাকে বলতে পার, জিয়ান মারিয়া,' স্পষ্ট উচ্চারণে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, গলার স্বর পরিবর্তনের আর প্রয়োজন নেই। 'আমি তাঁর প্রতিনিধি, কিছুদিনের জন্যে রোক্কালিয়নের প্রোভোস্ট ছিলাম।'

গলাটা চেনা চেনা লাগায় সামনে ঝুঁকে এলো জিয়ান মারিয়া, জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো, কাউণ্ট অভ অ্যাকুইলা।'

'হায়, খোদা! তুমি!'

'অবাক পৃথিবী, তাই না?' হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'এখন বলো দেখি, ভাইটি আমার, কোন্‌টা হারাতে চাও তুমি–বাগদত্তা স্ত্রী, নাকি ডাচি?'

রাগে বোবা হয়ে গেল জিয়ান মারিয়া কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর গুইডোব্যাল্ডোর দিকে ফিরে নিচু গলায় কিছু বলল; কিন্তু গুইডোব্যাল্ডোর পূর্ণ মনোযোগ এখন নিচে দাঁড়ানো নাইটের উপর, জবাব না দিয়ে শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন।

'কোনটাই হারাব না আমি, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো,' হুঙ্কার ছাড়ল ডিউক। 'কসম খোদার, কোনোটা না! কানে গেছে কথাটা, শুনতে পাচ্ছ?–কোনোটা না!'

'এমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ, না শুনে উপায় আছে?' হাসিমুখে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'কিন্তু খোদার নাম নিয়ে বাজে কথা বলছ তুমি, জিয়ান মারিয়া। একটা অন্তত তোমাকে হারাতেই হবে। অবস্থা প্রতিকূলে চলে গেছে তোমার,

বইঘর.কম

হেরে গেছ তুমি।'

'আরে! আমার ভাইঝিকে নিয়ে দেখছি দরাদরি চলেছে!' আপত্তি জানালেন গুইডোব্যাল্ডো, 'এখানে আমার মতামতের কোন দাম নেই না কি? আপনার কাজিন ওকে বিয়ে করবে কি করবে না, সেটা কি লর্ড কাউন্ট, আপনি নির্ধারণ করে দেবেন?'

'না, ইয়োর হাইনেস। যদি চায়, ও আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু তাহলে ও আর ডিউক থাকবে না। ডিউক তো থাকবেই না, ওর গর্দান থাকে কি না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উল্লেখ করার মত জমিজমা বা কোন পদবী নেই ওর–ডাচি হারালে রাস্তার লোক হয়ে যাবে ও। কিন্তু আমি? ওর মত নড়বড়ে কোন সিংহাসন আমার না থাকতে পারে, ছোট-বড় যাই হোক একটা জমিদারী আর একটা পদবী আছে আমার। আপনার ভাইঝিকে ও যদি আমার হাতে তুলে না দেয়, ওকে আটকা থাকতে হবে এই দুর্গে, আর ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক হব আমি। রাজ্য হারিয়ে হলেও ও যদি আপনার ভাইঝির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে চায়, আপনার ভেবে দেখতে হবে আপনি একজন রাস্তার ফকিরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চান কি না।'

গুইডোব্যাল্ডোর চেহারা বদলে গেল, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ডিউকের মুখে এই বক্তব্যের সত্যতা খুঁজলেন তিনি। তারপর শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিও কি তাহলে আমার ভাইঝির একজন পাণিপ্রার্থী, লর্ড কাউন্ট?'

'হ্যাঁ, ইয়োর হাইনেস, আমিও একজন প্রার্থী,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম: আগামীকাল সকালের মধ্যে জিয়ান মারিয়া ব্যাব্বিয়ানোতে না পৌঁছলে সিংহাসন হারাচ্ছে ও, এবং জনগণের রায়ে ওটা আসছে আমার কাছে। কিন্তু মোন্না ভ্যালেনটিনার দাবি ছেড়ে দিয়ে যদি ওকে আমার হাতে তুলে দেয়, তাহলে আমি ওকে নিয়ে সোজা অ্যাকুইলার পথ ধরব, আর কখনও জিয়ান মারিয়াকে বিরক্ত করব না। কিন্তু ও যদি রাজি না হয়, যদি মোন্না ভ্যালেনটিনার আপত্তি গ্রাহ্য না করে ওকে বিয়ে করার জন্যে জেদ ধরে, তাহলে আমার লোকেরা ওকে ওই দুর্গের মধ্যে আটকে রাখবে, যাতে সময় থাকতে দেশে ফিরে ও গদি রক্ষা করতে না পারে। আর আমি? আমি তখন ব্যাব্বিয়ানোতে গিয়ে, যদিও রাজ্যশাসন আমার মোটেও পছন্দের কাজ নয়, প্রজাদের ইচ্ছায় বসব সিংহাসনে, এবং তাদের অসন্তোষ দূর করব। ও চেষ্টা করে দেখতে পারে এর পরেও ইয়োর হাইনেস এ বিয়েতে মত দেন কি না।'

জীবনে সম্ভবত এই প্রথম গুইডোব্যাল্ডো সৌজন্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হলেন। বর্তমান পরিস্থিতির কৌতুককর দিকটা ধরতে পেরে হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি, যদিও সে হাসি জিয়ান মারিয়ার অন্তরে ছুরির মত বিঁধল।

হাসি থামিয়ে বললেন, 'আমাদের কোনও উপায়ান্তর আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, লর্ড কাউন্ট। ভালমতই আটকে ফেলেছেন জালে। আপনার মত

স্বনামধন্য একজন রণকুশলী যোদ্ধাকে জামাই হিসেবে পেলে সন্দেহ নেই গোটা উরবিনো আনন্দিত হবে। আপনি কি বলেন?' এবার ফিরলেন তিনি বাকরুদ্ধ জিয়ান মারিয়ার দিকে, 'আমার আরেকটা ভাইঝি আছে, ইয়োর হাইনেস। সে হয়তো খুশি মনেই রাজি হবে বিয়েতে, তাকে দিয়ে দুই ডাচির মৈত্রিবন্ধন এখনও সম্ভব। আর এত প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে, মুকুট, সিংহাসন সব হারিয়ে···নাহ্, কাজটা ঠিক হবে না। আপনি কি বলেন, হাইনেস, বেশ মানাবে না ওদের দুজনকে? মোন্না ভ্যালেনটিনা আর আপনার ওই দুঃসাহসী কাজিন··'

'.ওর কথায় কান দেবেন না!' চেঁচিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া। রাগে প্রায় উন্মাদ-অবস্থা হয়েছে ওর। 'ওসব ওর বাক-চাতুরী। কুকুরটা খোদ শয়তানকেও ভুলিয়ে ভালিয়ে বের করে আনতে পারবে দোজখ থেকে। ওর কোনও শর্ত মানার দরকার নেই! একশো লোক আছে আমার, অ্যাই,' ঝট করে ঘুরল সে ভাড়াটে সৈন্যদের দিকে, 'ড্রব্রিজ নামাও, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছে! কাপুরুষের দল! ড্রব্রিজ নামিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো, তাড়াও ওই জানোয়ারগুলোকে আমার তাঁবু থেকে!'

'জিয়ান মারিয়া, তোমাকে আমি সাবধান করছি,' ভেসে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দৃঢ় কণ্ঠ। 'তোমার সবকটা কামান এখন তাক করা আছে ড্রব্রিজের উপর। সাবধান, ড্রব্রিজ নামাবার চেষ্টা করলে পস্তাবে! ওটা নামতে দেখলেই চুরমার করে দেয়া হবে গোলা মেরে। আমার শর্তে, আমাকে খুশি করে বেরোতে হবে তোমাকে রোক্কালিয়ন থেকে–এছাড়া আর কোন পথ নেই, প্রিয় ভাই আমার। গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে তুমি যদি তোমার রাজ্য হারাও, সে দায় তোমার নিজের। তোমাকে বুঝতে হবে, সিংহাসনের ওপর আমার কোন লোভ নেই বলেই তোমাকে মান-সম্মান নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তোমাকে এখানে আটকে রেখে তোমার রাজ্য কেড়ে নেয়া আমার জন্যে এখন অতি সহজ কাজ তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

গুইডোব্যাল্ডোও বারণ করলেন, ড্রব্রিজ নামানোর চেষ্টা করা ঠিক হবে না। পাশ থেকে জিয়ান মারিয়ার কানে কানে পরামর্শ দিল গন্‌ৎসাগা, রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই···

'রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করব? গাধা কোথাকার!' বলেই লাফিয়ে ঘুরল জিয়ান মারিয়া ওর দিকে। মাথায় ভূত চেপেছে ওর, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই একটানে ছোরাটা বের করল, 'অপেক্ষা করে আমার সিংহাসনটা হারাই আর কি! বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! তোর জন্যে! তোরই জন্যে এই ফাঁদে আটকা পড়েছি আজ!'

ইস্পাতের একটা ঝিলিক শুধু দেখতে পেল গন্‌ৎসাগা, তারপরই তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল হৃৎপিণ্ডে। ঘ্যাঁচ করে ঢুকে গেছে ছোরাটা ওর বুকের ভিতর। গুইডোব্যাল্ডো বাধা দেয়ার আগেই ঘটে গেল হত্যাকাণ্ড। ঢলে পড়ল গন্‌ৎসাগা, ঠিক যেখানে খুন করেছিল ও আভেন্টানোকে।

বইঘর.কম

'লাশটা সরাও আমার চোখের সামনে থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া। এখনও কাঁপছে সে রাগে।

ঝপাৎ করে পরিখার পানিতে পড়ল দ্বিতীয় লাশ।

রাগের মাথায় কি করেছে বুঝতে পেরে ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল জিয়ান মারিয়ার। চট্ করে নিজের বুকে ক্রসচিহ্ন আঁকল, তারপর একজনকে বলল, 'খেয়াল রেখো, কাল ওর আত্মার জন্যে যেন প্রার্থনা করা হয়।'

মাথাটা অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, আগের চেয়ে অনেক নরম গলায় মামাতো ভাইয়ের কাছে জানতে চাইল জিয়ান মারিয়া, ঠিক কি কি শর্তে সে তাকে দুর্গ থেকে বেরোবার অনুমতি দেবে, যাতে নির্ধারিত সময়ের আগেই ওর পক্ষে ব্যাব্বিয়ানোতে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

www.boighar.com

'প্রথম কথা, মোন্না ভ্যালেনটিনার উপর তোমার দাবি ছাড়তে হবে। দ্বিতীয় কথা, হিজ হাইনেস উরবিনোর ডিউক যে প্রস্তাব দিয়েছেন, ওঁর ছোট ভাইঝিকে বিয়ে করার সুযোগ পেয়েই খুশি থাকবে তুমি–এর ফলে সীজার বর্জিয়াকে প্রতিহত করা তোমার জন্যে সহজ হবে।'

জিয়ান মারিয়া উত্তর দেয়ার আগেই দেখা গেল নিচু গলায় কি সব বোঝাচ্ছেন ওকে উরবিনোর ডিউক।

'কিন্তু···কিন্তু আপনার আরেক ভাইঝি কি রাজি হবে?' প্রশ্ন করল জিয়ান মারিয়া।

'হতে পারে,' জবাব দিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'সবাই তো আর এক রকম হয় না।'

'আর মোন্না ভ্যালেনটিনা?' প্রায় ককিয়ে উঠল ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক।

'এই মাথাগরম যুদ্ধবাজ কাউন্টকেই যদি ওর পছন্দ হয়, আমি আপত্তি করব না বিয়েতে। আসলে আমি আপনার স্বার্থটাই দেখছি, মাই লর্ড। এর ব্যাপারে আপনি অনড় থাকলে রাজ্যটা হারাবেন। আপনি আমি দুজনেই বর্তমানে ওর হাতের পুতুল। হার মেনে নেয়াই তো এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমি মেনে নিয়েছি হার।'

'আপনার আর আমার হার কি এক হলো?'

পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে জিয়ান মারিয়া, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোর মত একজন ভাইঝি-জামাই এই দুর্দিনে উরবিনোর ডিউকের জন্যে এক বিরাট পাওয়া। উত্তরে কাঁধ ঝাঁকালেন গুইডোব্যাল্ডো, আরও বোঝালেন। শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে নিল জিয়ান মারিয়া, প্রাচীরের ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কাছে জানতে চাইল কখন সে দুর্গ ছেড়ে বিদায় নিতে পারবে।

'এই মুহূর্তে!' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আশায় নেচে উঠল জিয়ান মারিয়ার অন্তর, কিন্তু দমে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর পরবর্তী নির্দেশ শুনে। 'তবে তোমার আর আমার লোকের মধ্যে যাতে কোনও গোলমাল বেধে না যায়, সেজন্যে তুমি ও তোমার সমস্ত লোক ড্রব্রিজ দিয়ে নেমে আসবে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়। হিজ

হাইনেস গুইডোব্যাল্ডো হচ্ছেন একমাত্র ব্যতিক্রম, তাঁর জন্যে এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তোমার একজন লোকও যদি সশস্ত্র অবস্থায় ব্রিজ থেকে নামে, কামান দাগার হুকুম দেব আমি, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তোমরা নিজেদেরই কামানের গোলা খেয়ে।'

শেষ হলো নাটক। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো জিয়ান মারিয়া তার লোকজন সহ, টুঁ-শব্দ না করে যে-যার ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেল ব্যাব্বিয়ানোর পথে।

জিয়ান মারিয়া চলে যাওয়ার পর জনা কয়েক অনুচর নিয়ে গুইডোব্যাল্ডো রয়ে গেলেন আরও কিছুক্ষণ। ডিউককে তাঁর ভাইঝির কাছে নিয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

ভাইঝিকে জড়িয়ে ধরলেন গুইডোব্যাল্ডো, বললেন, 'তোর আপত্তিটা ঠিক কোথায় ছিল, তা বুঝতে পেরেছি আমি, মা। ঠিকই করেছিস তুই আমার কথা না শুনে।'

ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল ভ্যালেনটিনা।

'আমার সঙ্গে উরবিনোয় যেতে হবে আপনাকে, লর্ড কাউন্ট,' বললেন ডিউক ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরে। 'বিয়ের সব আয়োজন প্রস্তুত আছে ওখানে। আমি চাই উপযুক্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে বিয়ে হোক আমার ভাইঝির।'

ভ্যালেনটিনার ভেজা চোখে আনন্দের ঝিলিক। কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডিউকের মুখের দিকে, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের সৌভাগ্য। জিজ্ঞেস করল, 'ইয়োর হাইনেস কি সত্যিই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন?'

'একবিন্দুও না!' বললেন ডিউক অভ উরবিনো। 'একজন প্রিন্স হিসেবে কথা দিচ্ছি আমি, যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হবে আপনাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হয়ে ডিউকাল হাতে চুম্বন করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো ওরা উরবিনোর পথে। আগে আগে চলেছেন ডিউক, তার একটু পিছনেই পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় ফ্র্যাঞ্চেস্কো আর ভ্যালেনটিনা। তার পিছনে পেপ্পি, ফ্রা ডোমেনিকো আর দলবল সহ দৈত্য এরকোল ফোর্টেমানি। সবার শেষে মহিলা ও পরিচারকরা।

হঠাৎ একসময় পাশ ফিরে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে চাইল মোন্না ভ্যালেনটিনা। নিচু গলায় বলল, 'আমার খুব গর্ব হচ্ছে, মাইলর্ড!'

'তাই নাকি? কেন?'

'আমাকে তুমি রাজ্য আর সিংহাসনের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়েছ বলে।'

অবাক হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তা তুমি জানলে কি করে?'

'তোমাদের কথা সব শুনেছি আমি।'

'ছি, ছি, ছি! আড়ি পেতেছিলে বুঝি?'

হাসল রাজকুমারী, লাল হলো গাল। বলল, 'এমন হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছিলে তোমরা—না শুনে উপায় ছিল? কিন্তু কই, মাই লর্ড, তুমি তো বললে না আমাকে

বইঘর.কম

ক্ষমা করেছ কিনা?

'তোমাকে? কেন, তুমি আবার কি দোষ করলে?'

'তোমাকে ভুল বুঝে কষ্ট দিয়েছি।'

'তুমিই কি কম কষ্ট পেয়েছ?' হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আজ প্রার্থনা ঘরে তোমার চোখে জল দেখেছি, রানি। সব দোষ ধুয়ে গেছে ওতেই।'

'সত্যিই? ধন্যবাদ, প্রিয় নাইট!'

***

www.boighar.com

www.boighar.com